কাব্যগ্রন্থাবলী

কাব্যগ্রন্থাবলী

(প্রথম খণ্ড)

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

Kabaya Granthabali by Golam Mostafa, Published by Ahmed Publishing House,
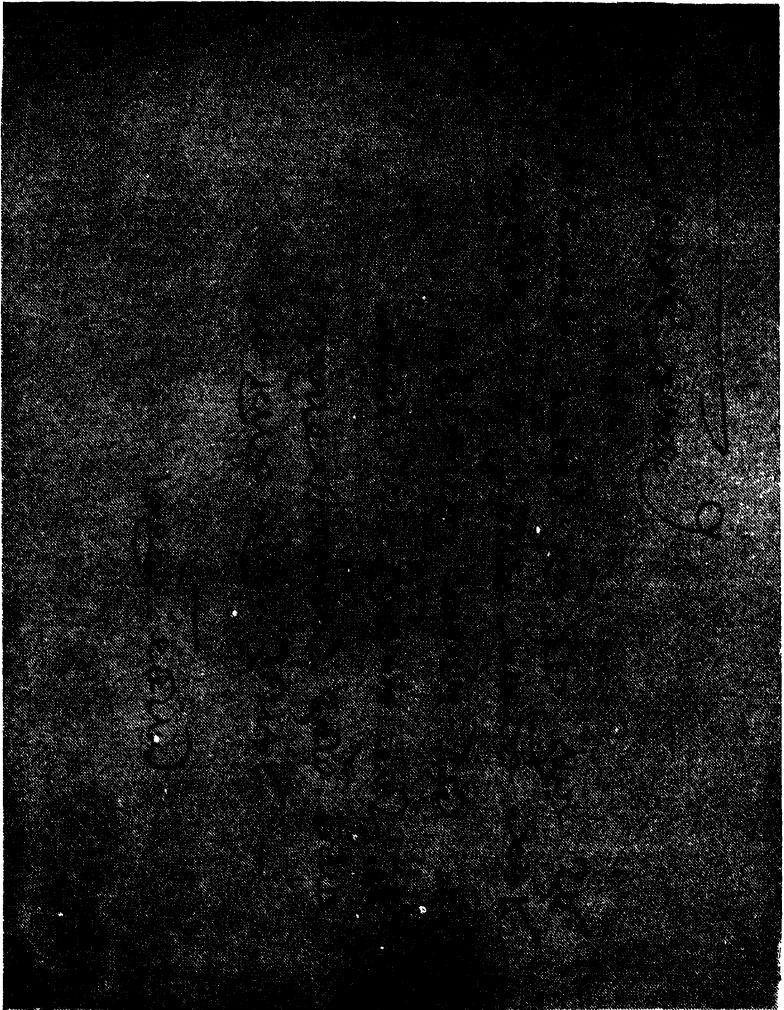
সূচী

রক্ত-রাগ

হৃদ-গগনের পূর্ব-দ্বারে ছড়িয়ে গেল রক্ত-রাগ,
জানি না এ হাল্‌কা রঙের ভেল্‌কি কিবা শক্ত দাগ
এই রাঙিমার পিছন দিয়ে অরুণ-রবি উঠবে কি ?
টুটবে আঁধার, ফুটবে হাসি—পুলক-ধারা ছুটবে কি

পরিচয়

যে জাতি একদা উষর-ধূসর ভীষণ আরব দেশে
বিরাজ করিত অতীব তুচ্ছ, অতীব ঘৃণ্য বেশে,
জীবন-মন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র ভুলিয়া যাহারা হায়
মরার অধিক পড়িয়া রহিল সুনিবিড় তমসায়!
সহসা আবার নবীন মন্ত্রে লভিল যাহারা প্রাণ,
তারাই আজি যে বিশ্ব-ব্যাপ্ত—আমরা মুসলমান।

'ওজ্জা' 'হবল' 'লাৎ' 'মানতেরে' করিত যাহারা পূজা,
পূজা সে, অথবা যুদ্ধ-সজ্জা—কিছুই যেতনা বুঝা!
ঘরে ঘরে যার অযুত মূর্তি, পথ যার নানা দিক,
স্রষ্টারে ভুলি সৃষ্টিরে যারা অর্চিত সমধিক,—
আবার যাহারা শুনালো গাহিয়া আল্লার গুণ-গান,
'তৌহিদ'-বাদী বিশ্বে সে যে গো—আমরা মুসলমান।

জ্বলিত যাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে দ্বেষ ও হিংসানল,
পান করিবারে ভ্রাতার রক্ত অসি করে ঝলমল!
মরু-বালুকায় ফুটিয়া উঠিল নরকের ছবিখানি,
আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া উঠিল বেদন-বাণী!
আবার যাদের মরুভূমি ছেয়ে ডাকিল প্রেমের বান,
বিশ্ব-প্রেমিক উদার-পন্থী—আমরা মুসলমান।

হৃদয় যাদের ঘিরিয়া রাখিল অজ্ঞানান্ধকার,
স্বর্গ হইতে আলোক নামিয়া দেখিল বন্ধ দ্বার!
আবার যাহারা আলোক-নদীতে গাহন করিয়া সুখে
আলোক হস্তে ছুটিয়া চলিল বিশ্বের অভিমুখে,—
আঁধার জগতে করিল যাহারা দিব্য আলোক দান,
আলোকের রাজা বিশ্বে সে যে গো—আমরা মুসলমান।

—এমনি করিয়া নবীন জীবন লভিয়া নিমেষে যারা
দিকে দিকে নিতি নূতন তত্ত্বে বহালো জীবন-ধারা,
দর্শন-বীজ-রসায়ন আদি উচ্চ জ্ঞানের শাখে
নবীন চেতনা জাগায়ে তুলিল অতুল সুষমা-রাগে,

শিল্প-কলায় ধরা দিল যার স্বপন দেশের গান,
শিল্পীর 'তাজ'—ধরণীর সাজ—আমরা মুসলমান।

একদা যাদের পণ্য-তরণী ঘুরিত জগতময়,
'জেনোয়া', 'ভেনিস্', 'সিংহলে' তার রহিয়াছে পরিচয়,
যাদের কৃপায় হইল জগতে কতো না আবিষ্কার,
'আজোর' এবং 'কালিফোর্ণিয়া' সাক্ষ্য দিতেছে তার!
নির্মিল যারা কতো না শিল্প—'দূরবীণ' আর 'মান'
তুচ্ছ নহে গো, ক্ষুদ্র নহে গো—আমরা মুসলমান।

একদা যাদের বিজয়-দৃপ্ত অসির ঝঞ্ঝা-রবে
হিস্পানি হতে সিন্ধু প্রদেশ কঁপিয়া উঠিত সবে
যাদের মাঝারে জনমিল কতো 'মুসা' ও 'খালেদ' বীর,
জন্ম দিয়াছে যাহাদের জাতি 'ওমর' রাজর্ষির,
ভীম বেগে যারা তিন মহাদেশে করেছে যুদ্ধদান,
বীর-জগতের পরিচিত সে যে—আমরা মুসলমান।

রোম ও গ্রীসের বিজয়-দর্প খর্ব করিয়া যারা
নিখিল ধরার ইতিহাস মাঝে বহালো নূতন ধারা,
এশিয়ার কোনো রাজ-অধিরাজ পারেনি সাধিতে যাহা
ক্ষুদ্র হলেও মুসলিম-সেনা অবাধে সাধিল তাহা—
বিজয় করিয়া য়ুরোপ প্রথমে লভিল যাহারা মান,
প্রাচ্য-গর্ব হে জগদ্বাসি,—আমরা মুসলমান।

জগতের মাঝে আমরা সবাই বিপুল একটি জাতি,
লুকায়ে রয়েছে আমাদের মাঝে অসীম বীর্য-ভাতি,
আমরা জগতে মরিব না কভু, চিরকাল বেঁচে রবো
যুগে যুগে লভি নূতন শক্তি বিশ্ব-বিজয়ী হবো!
এক তারে সবে বেঁধে দিব প্রাণ—এক সুরে গাবো গান,
মহা-মানবতা গড়িয়া তুলিব—আমরা মুসলমান।

মোহাম্মদী
২৪শে নভেম্বর, ১৯১৬

মরুর মহিমা

১

হে আরব, নহ তুমি তরুহীন মরুভূমি,—
চিরদিন তুমি শ্যাম-সরসা,
নহ তুমি অগ্নি-ক্ষরা, রুদ্র-ভীমা ভয়ঙ্করা,
তুমি চির-হাসিমাখা-হরষা,
অনুর্বর নহ তুমি আমাদের চোখে
কতো মণি ফলে তব মরুময় বক্ষে!
হে আমার মহীয়সী আরবের ধূলি-রাশি,—
মহাজন পূত-পাদ-পরশা!

২

মরু তুমি, শুষ্ক তুমি, রুক্ষ তুমি, জানা তুমি—
বলিবে কে—কোন্ চির অন্ধ
যাহা কিছু সুন্দর-মঙ্গল-মনোহর—
যাহা কিছু নির্মলানন্দ,
সকলেরি তুমি মূল, নহ তুমি নিঃস্ব,
পুণ্য ও মহিমায় ভাসায়েছো বিশ্ব,
নিখিলের জ্ঞান-বনে তুমি দিলে সফলতা,
ফল-ফুল-বর্ণ ও গন্ধ।

৩

ঘন-তমসাবৃত চেতনা-বিবর্জিত,
লাঞ্ছিত-নিপীড়িত বিশ্ব,
তার মাঝে তুমি একা ফুটাইলে আলো-রেখা,
খুলে দিলে প্রভাতের দৃশ্য!
টুটে গেল তমোরাশি, ঘুচে গেল রাত্রি,
দলে দলে চলে শত আলোকের যাত্রী,
জয়গান-মুখরিত স্তম্ভিত সারা ভূমি
পদে নমি হলো তব শিষ্য।

৪

সেই মহা দুর্দিনে তুলেছিলে যেই সুর
যেই বাণী, যেই মহামন্ত্র,
আজো তাহা দেশে দেশে জাগ্রত-নিনাদিত,
পরিপূর্ণ আজো হিয়া-যন্ত্র,
প্রচারিলে ধরা-মাঝে অভিনব তথ্য—
মানুষ সে মানুষের ভাই—এই সত্য,
আজো আছে সেই ভাষা, সেই সুর—সেই বাণী
সেই গান—সেই তান-তন্ত্র।

৫

মিথ্যার অভিযানে শঙ্কিত সত্যেরে
করিয়াছো চির ভয়-মুক্ত,
শৃঙ্খলা-বেষ্টিত ব্যক্তি ও চিন্তারে
চিরতরে করে দিলে মুক্ত।
এতদিন যে জীবন ছিল মহা ব্যর্থ,
তুমি দিলে সে-জীবনে অভিনব অর্থ,
নারীরে দিলে তুমি পুরুষের অধিকার,
করি তার সমশ্রেণীভুক্ত।

৬

জ্ঞানে-ভাবে-চিন্তায় আনিয়াছো নবীনতা,
কতো কথা—নাহি তার অন্ত,
তব ধূলি যেই দেশে পড়িয়াছে—সেই দেশে
আসিয়াছে নবীন-বসন্ত!
ধূলি মাঝে লুকায়িত আছে কতো শক্তি
স্পেন হতে কুমারিকা তার অভিব্যক্তি,
দেশে দেশে নন্দিত—বন্দিত ওগো মরু—
তুমি বীর, তুমি প্রাণবন্ত।

৭

বিশ্বেরে করিয়াছো সুন্দর ও সুশ্রী,
পরায়েছো 'তাজ' তার অঙ্গে,
শিল্পের আল্পনা স্বর্গের কল্পনা
ধৃত করি আনিয়াছে রঙ্গে!
কে বলিবে মরু তুমি কদাকার বিশ্রী—
নাই তব কোনো জ্ঞান—কারে বলে সুশ্রী?
দেশে দেশে যতো শোভা সকলেরি তুমি মূল—
সমতুল কেবা তব সঙ্গে?

৮

আল্লার পূতবাণী লভিয়াছো তুমি রাণি,
মহিমায় ভরা তব বক্ষ,
লভিয়াছো মহানবী, অনুপম যাঁর ছবি,—
যাঁর সাথে মানুষের সখ্য,
কোটি কোটি মানবের লভিতেছো ভক্তি,
তব পরে সকলেরি প্রেম-অনুরক্তি,
নিখিলের মানবের মিলনের স্থান তুমি,
সকলের নয়নের লক্ষ্য!

৯

নহ নহ নহ তুমি বারিহীন মরুভূমি,—
অতি দীন, অতি হীন, তুচ্ছ,
মনে হয় তুমি কোন্ মায়াবীর মহামায়া,—
নহ তুমি মরু-ধূলি গুচ্ছ,
বিস্ময়-বিজড়িত তব সব কার্য
তব রূপ ঠিকরূপ করিবে কে ধার্য!
তব সম সারা ভূমি হতো যদি মরুভূমি,—
ধরাধাম হতো তবে উচ্চ!

১০

দুনিয়ার মাঝে তুমি বিধাতার লীলাভূমি,
তব পরে আছে তাঁর দৃষ্টি,
চিরদিন তব শিরে হোক ধীরে বিধাতার
অযাচিত করুণার বৃষ্টি,
জগতের কাছে তুমি নহ নহ—নগণ্য,
তুমি দেছো জ্ঞান-ধারা—নানা বেশ-বর্ণ্য,
হে আরব, নহ তুমি দীন হীন মরুভূমি,—
সৃষ্টির তুমি সার-সৃষ্টি!

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।
শ্রাবণ, ১৩২৭

ঈদ-উৎসব

আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের পুণ্য দিবসের প্রভাতে
কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সবাকারে ফিরিছে বিশ্বের সভাতে!
পুলকে সদা তার চরণ চঞ্চল
উড়িছে বায়ু-ভরে বসন-অঞ্চল,
সকল তনু তার শুভ্র-সুকুমার, স্নিগ্ধ স্বরগের আভাতে।

কণ্ঠে মিলনের ধ্বনিছে প্রেম-বাণী, বক্ষে ভরা তার শান্তি,
চোখে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি-ভার, বিশ্ব-বিমোহন কান্তি,
প্রীতি ও মিলনের মধুর দৃশ্যে
এসেছে নামিয়া সে নিখিল বিশ্বে,
পরশে সবাকার ঘুচেছে হাহাকার বিয়োগ-বেদনার শ্রান্তি।

রক্ত-রাগ

বিগত সন্ধ্যায় আকাশ দরিয়ায় শ্যামলা পল্লীর 'পর সে
শুভ্র রজতের তরণী বেয়ে বেয়ে ভিড়েছে ধরাধামে হর্ষে,
সবার ঘরে ঘরে বিভাগ জন্য
তরণী ভরিয়া সে এনেছে পণ্য
সকল দীনতার তৃপ্তি হলো তার স্নিগ্ধ-পুলকিত পর্শে!

এনেছে নব-গীতি, এনেছে সুখ-স্মৃতি, এনেছে প্রেম-প্রীতি-পণ্য,
এনেছে নব-আশা, একতা-ভালোবাসা, নিবিড় মিলনের জন্য,
ভ্রাতৃ-প্রণয়ের মহান দৃশ্য!
মিলন-কলগানে মুখর বিশ্ব!
বিভেদ-জ্ঞান যতো আজিকে সব হত, ধন্য ঈদ তুমি ধন্য!

আজি—

সারাটি ধরামাঝে বাঁশরী বাজিয়াছে, জেগেছে প্রাণে নব ছন্দ,
উতলা সমীরণে আনিছে ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া নন্দন-গন্ধ,
নেমেছে ধরণীতে স্বরগ-বিত্ত
পুলকে ভরে গেছে সকল চিত্ত,
এসো হে নরনারী, সেব সে সুধা-বারি, ঘুচায়ে হিংসা ও দ্বন্দ্ব!

অদূরে ওই শোনো পশিছে অনুখন মিলন-আবাহন কর্ণে,
আয়রে যতো ভাই, মিলিতে ছুটে যাই, সাজিয়া নব-বেশ-বর্ণে!
ছুটিয়া এসো সবে মিলন-রঙ্গে
মিলিতে হবে আজি সবার সঙ্গে,
মিলিতে হবে আজি ভিখারী-সুলতানে, হীরকে, স্বর্ণে ও পর্ণে!

আজি—

সকল ধরামাঝে বিরাট মানবতা মূরতি লভিয়াছে হর্ষে,
আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগিয়াছে, রাখিতে হবে সারা বর্ষে;
এ ঈদ হোক আজি সফল ধন্য
নিখিল-মানবের মিলন জন্য,
শুভ যা জেগে থাক, অশুভ দূরে যাক্, খোদার শুভাশিস্ পর্শে।

সওগাত
ভাদ্র, ১৩২৬

মোস্তফা কামাল

কামাল! কামাল!
ভয় নাই—তরী ডুবিল না আর—
সামাল! সামাল!
চেয়ে দেখ ওই আকাশের পানে
কালো মেঘ-ছায়া নাহি কোনোখানে,
নবীন পুলকে, আলোকে ও গানে
ভরে গেছে সব দিক্,
থেমেছে ঝঞ্ঝা, থেমেছে এবার,
প্রলয়-নৃত্যে নাচে নাকো আর,
শান্ত সমীর বহিছে আবার
প্রকৃতি নির্নিমিখ!
মৃত্যু-বিজয়ী বীর!
মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিলে!
—বিস্ময়ে ধরণীর।

এসেছিল যতো পিশাচ-সৈন্য
ধরি নানা রণ-বেশ,
পিয়িতে তোমার রুধির—রক্ত,
তারা আজি নিঃশেষ!
আশার রঙিন স্বপন গাঁথিয়া
নাচিয়া কুঁদিয়া তাথিয়া তাথিয়া
কম্পিত করি দেশ;
আঁধার রজনী, ক্ষুব্ধ জলধি,
নাহিক আলোক, নাহিক অবধি,
চারি পাশে শুধু মরণ-সমাধি-
নিরাশা-দৈন্য-ক্লেশ!
সব শেষ, আজি শেষ—
ভেগে গেছে সব দস্যু-দানব
চিন্তার নাহি লেশ।

শুধু বাঁচো নাই—বাঁচায়েছো তুমি
কোটি প্রাণ যাত্রির,
তুমি বীর—তুমি যোগ্য পুত্র
ইসলাম-জননীর।
বিপদ-ঝঞ্ঝা সব অবহেলি
হীনতা-দীনতা দুই পায়ে ঠেলি,
বীরের মতন তরবারি মেলি
দাঁড়ালে তুলিয়া শির,
প্রাণ দিলে তুমি অসাড় অঙ্গে,
ওই জাগে জাতি তোমার সঙ্গে
অমিত বীর্যে—বিপুল রঙ্গে
দেশে দেশে ধরণীর।
ওগো বীর, ওগো বীর,
মরণ-আহত জাতির অঙ্গে
চিহ্ন বিজয়-শ্রীর।

কামাল! কামাল! ধন্য কামাল!
ধন্য তোমার ভূমি,
আঙ্গোরা আজি তীর্থ-ক্ষেত্র,
ধূলি-কণা তার চুমি।
তুর্কী-জাতির ধ্বংসের ভিতে
নূতন রাজ্য গড়িলে চকিতে,—
এ-কি ভাঙা-গড়া দেখিতে দেখিতে!
কোন্ যাদুকর তুমি!
তুমি কি আসিলে বাঁচাতে নিঃস্বে,
খোদার আশিস নামিয়া বিশ্বে,—
আশার আলোকে মোহন দৃশ্যে
হাসায়ে সকল ভূমি?
তরুণ তুর্কী—রুমী!
হৃদয়ের সব ভক্তি লইয়া
তোমার চরণ চুমি।

কামাল! কামাল! ধন্য কামাল!
বিশ্ব-বিজয়ী বীর!
তুলনা তোমার মিলিবেনা কভু
কোনোখানে ধরণীর।
স্বদেশের মাটি, স্বদেশের ঠাঁই
এতো প্রিয় করে কেহ দেখে নাই।
প্রাণ যায় যাক,—দেশ থাকা চাই
নিশ্চিত সুগভীর :
করেছে যাহারা রণ-অভিনয়,
বিশ্ব-আহবে লভিয়াছে জয়,
তারা হীন—তারা কভু বড় নয়—
পশু তারা সৃষ্টির!
বিশ্ব-পূজ্য বীর!
কণ্ঠ-বাণীতে করিয়াছো জয়
সবখানি ধরণীর।

কণ্ঠ-বাণী ? —সে তুচ্ছ নহে গো,
মূল্য তাহার আছে,
একটি কথাতে গোটা জাতি যে গো
হারে, জিতে, মরে বাঁচে
"—প্রাণ দিব আজি দেশের জন্য,
বিতাড়িব যতো শত্রু-সৈন্য,
দেশ-জননীরে করিব ধন্য
বিশ্ব-সভার কাছে,"
হেন বীর-বাণী ফুটে কার মুখে?
হেন বল-রাশি ক'জনের বুকে?
ক'জন এমন স্বদেশের দুখে
হাসিয়া মরণ যাচে?
ওগো বীর, ওগো বীর!
খোদার হাতের কল্যাণ তুমি
মস্তকে স্বজাতির।

রক্ত-রাগ

কামাল! কামাল! কি কথা শিখালে
আঘাত বরিয়া নিয়া!
খোদার মহিমা ছড়ায়ে গেল যে
তোমার মধ্য দিয়া!
দুনিয়ার এই বিপদ-সাগরে
আঘাত দেখিয়া যারা ভয় করে,
বাঁচিয়াই তারা পলে পলে মরে
ধন-মান আগুলিয়া!
যারা বীর, যারা করে নাকো ভয়,
তারা বীর—তারা অমর-অজয়—
তাহাদেরি সাথে খোদা সাথী হয়
সকলের আগে গিয়া!
—গভীর সত্য এই—
মরিতে যে জানে—নবীন জীবনে
বাঁচিয়া উঠিবে সেই!

কিছু নাই তব—সব আছে তবু
ভয় কি তোমার ভাই?
কিছু নাই থাক্—থাক্ পৌরুষ
এইটুকু মোরা চাই।
পৌরুষ দিয়ে যদি কভু হারো
কোনো বাধা তাহে বাজিবে না কারো—
পারো-না-না-পারো—মারো, মন মারো,
নাই তাহে ভাবনাই!
হয়ো নাকো কভু পর-পদানত,
বাঁচিতে হইবে মানুষের মতো,—
শুধু বেঁচে থাকা?—সেতো বাঁচে কতো!
সে বাঁচায় প্রাণ নাই।
ওগো বীর, ওগো বীর!
খোদার করুণা নেমেছে এবার—
ভয় নাই, তোলো শির।

মোহাম্মদী, ২৯, অক্টোবর, ১৯২১

বিজয়-উল্লাস

[বীর-কেশরী মোস্তফা কামাল পাশার বিজয়-উৎসব উপলক্ষে]

গাও সবে জয়-গীতি—
ধন্য কামাল, খোদার জামাল, মূর্ত মহিমা-প্রীতি ।।
আজি শত্রু-দর্প করিয়া খর্ব
পূর্ণ করেছো জাতীয় গর্ব
হে বীর-কেশরী বিজয়ী কামাল,—অক্ষয় তব স্মৃতি ।।
আজি পুলক মত্ত সবার চিত্ত,
লভেছি আমরা পরম বিত্ত,
মুক্ত সবার হৃদয়-দুয়ার, লুপ্ত দৈন্য-ভীতি ।।
আজি মৃত্যু-বাঞ্ঝা হইল দূর কি
নবীন জীবনে জেগেছে তুর্কী,—
হাসিছে আবার 'অর্ধ-চন্দ্র'—কেটেছে কৃষ্ণতিথি ।।
এসো হে লুপ্ত, এসো হে নিঃস্ব,
বিজয়-নিনাদে কাঁপাও বিশ্ব,
ভবনে ভবনে জ্বালাও প্রদীপ—সজ্জিত করো বীথি

মোহাম্মদী
৫, এপ্রিল, [illegible]

স্বাধীন মিসর

স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর! রক্ত-পতাকা উচ্চ-শির,
শৃঙ্খল-চ্যুত মুক্ত-মধুর দীপ্ত মূর্তি বীর-নারীর!
ছিন্ন করিয়া ভিন্ন-বাঁধন
আপন মুক্তি করেছো সাধন,
নূতন জীবনে জেগেছো জননী, প্রথম বিংশ-শতাব্দীর,
ধন্য তোমার আকাশ-বাতাস, পুণ্য-সলিল 'নীল' নদীর!

স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর! নব্য যুগের মহিলা-বীর,
বাহুতে তোমার বিপুল শক্তি, শিরায় রক্ত মর্দমীর!
টুটেছে দুঃখ, ফুটেছে তৃপ্তি,
মলিন নয়ানে ভাতিছে দীপ্তি,
বদনে মধুর দিব্য কান্তি, কণ্ঠে বিকাশ প্রাণ-বাণীর,
নাই নাই আর অঙ্গে তোমার চিহ্ন কোনোই বন্ধনীর।

পিরামিড শিরে উড়িছে পাতাকা অর্ধচন্দ্র বিজয়-শ্রীর
নীল নদে আজি ধরে না সলিল, উচ্ছ্বাসে ভাসে উভয় তীর,
জননী-চরণ বন্দনা-রত
মিসরের বীর নরনারী যতো,
জাতীয় জীবন উদ্বোধনের উৎসব আজি অধিবাসীর!
নূতন মিসর, নূতন ধরন জীবন যাপন-পদ্ধতির।

স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর! ধন্য তোমার অযুত বীর,
রাখিতে তোমার মহিমা-গরিমা অকাতরে যারা দিয়াছে শির,
নরনারী কতো হয়েছে নিধন,—
দেশের লাগিয়া সঁপেছে জীবন,
এই যে মরণ নহে কো মরণ—জীবনেরি এ যে লাল রুধির,
মরণের মাঝে জীবন নিহিত—বীর তারা—ইহা বুঝেছে থির।

জানে তারা জানে দেশের চাইতে প্রিয় কিছু নাই দেশবাসীর,
স্বদেশের কাছে দীক্ষা লইবে ত্যাগের ধর্মে সন্ন্যাসীর,
সকল স্বার্থ করি বলিদান
এক প্রাণে সবে হও আগুয়ান,
রক্ত-আঁখরে লিখিতে হইবে—"আমরা স্বাধীন আমরা বীর,"
ঠাঁই নাই হেথা মোনাফেক আর ভণ্ড নেতার ভণ্ডামির।

স্বাধীন মিসর! হেরিয়া তোমারে মনে হয় আজি ঘোর তিমির
কাটিয়া গিয়াছে নীরবে নীরবে, আসিছে ধরায় চারু-মিহির,
শুকতারা সম উদয় হইয়া
এনেছো আলোর বার্তা বহিয়া
সুপ্তি-মগন বিশ্বের দ্বারে আঘাত করেছো হেম-কাঠির—
হবে হবে জয় নাহি কোনো ভয়, রবে না রাজ্য সুষুপ্তির।

২—

রবে না ধরায় অধীন জীবন—আত্ম-চেতনা-বিস্মৃতির,
আপনার পানে দাঁড়াবে সবাই মুক্ত আকাশে তুলিয়া শির,
স্বাধীন বাতাস-আকাশ-আলোকে
অধিকার আছে মুক্তি-পুলকে,
কঠিন নিগড়ে কে চায় বাঁধিতে—কোন্ সে জালিম, কোন্ কাফির?
স্থান নাই আর বিশ্বে এবার দস্যু-দানব-পিণ্ডারীর।

স্থান নাই আর অত্যাচারীর অত্যাচারের তরবারির,
নবযুগ আজি এসেছে ধরায় ছুটেছে বন্যা প্রেম-বারির
অন্যায় নীতি চলিবে না আর,
বুঝেছে সবাই ন্যায় অধিকার,
ভয়ে কেহ আর শঙ্কিত নয়, অভয় এসেছে ভয়-হারীর
ভয় দিয়ে কভু হয় নাকো জয়, সময় গিয়েছে ভয়-জারির।

স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর! সালাম সালাম দীন কবির,
তোমার মুক্তি—বিজয়-বার্তা—চোক্ষে এনেছে হর্ষ-নীর।
সংশয়-ভীতি গিয়াছি ভুলিয়া,
পুলকে পরাণ উঠিছে দুলিয়া!
ন্যায়ের বিধান বজায় রাখিতে শিখেছে এবার বৃটিশ-বীর!
মুক্তি-পিয়াসী ভারতবাসীর স্থান কোথা আজ এই খুশির!

হে মোর জননী, ধন্য হউক, পুণ্য হউক তোমার তীর,
ধন্য হউক তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার নীর,
শত জগ্‌লুল জন্ম লভিয়া
রহুক তোমার অঙ্ক শোভিয়া,
ঘুচুক তোমার দীর্ঘ দিনের সকল দৈন্য বন্দিনীর,—
খোদার করুণা আশিস্-ধারায় সিক্ত হউক তোমার শির।

মোসলেম ভারত
আশ্বিন, ১৩২৭

বন্দী

—ওরে, এ কোন্ সিংহ-শিশু বাঁধলি তোরা পিঞ্জিরে!
কার পায়ে আজ পরিয়ে দিলি লোহার শিকল-জিঞ্জিরে?
চরণ যাহার বেড়ায় ঘুরে এই ভারতের মন-বনে
কি ফল তারে বন্দী ক'রে বাহিরের এই বন্ধনে?
সাজ্‌বে না রে, সাজ্‌বে না রে—বাঁধন তাহার সাজ্‌বে না,
যতোই ব্যথা দিস্‌না কেন, প্রাণে তাহার বাজ্‌বে না!

বন্দী? হা-হা মিথ্যা কথা! বন্দী সে যে নয়কো মোটে,
মুক্তি-মায়ের শক্তি-শিশু—মুক্তি-বাণী কণ্ঠে ফোটে!
অমর তাহার কণ্ঠ-বাণী বণ্টে নবীন জীবন-ধারা,
অসাড় দেহে কাঁপন জাগে, দৃষ্টি লভে দৃষ্টি-হারা।
চরণ-রেণুর স্পর্শে তাহার সহস্র প্রাণ গর্জিয়ে ওঠে,
মৃত্যু নিজেই ভৃত্য হ'য়ে নিত্য তাহার চরণ লোটে।

বন্দী? ওরে বন্দী কোথা! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!
বন্দী যারে করবে—তারে যায় কি ধরা যথা-তথা?
বন্দীকে আজ এমন করে ছোট করে দেখ্‌ছে যারা
সঠিক স্বরূপ দিব্য চোখে দেখ্‌তে আজো পায়নি তারা।
কারার মাঝে বন্দী নাহি, সে যে শুধুই গহন-মায়া,
কারার মানুষ মানুষ নহে—সে যে তাহার শুধুই ছায়া!

আসল মানুষ বিরাজ করে দেশবাসীদের হৃদয়-পুরে
সে যে আজি ছড়িয়ে আছে কাছে কাছে—দূরে দূরে!
পরাণ-পুটে পরশ তাহার সবাই মোরা বুঝতে পারি,
মূর্তি তাহার হৃদয় হতে ভাঙতে নারি, মুছতে নারি!
ধরতে যদি চাও তো ধরো—বন্দী করো 'সেই মানুষে,
নয়তো কোনোই ফল হবে না রঙীন আলোর এই ফানুষে।

সুরের আগুন ছড়িয়ে দেছে যে আগুনের একটি কণা
সেই কণারে নিভিয়ে দিলে নিভবে কি তার লক্ষ ফণা?
থামবে কি রে এক আঘাতে জগত-জোড়া এই দাবানল?
নাম্‌বে কি আর আকাশ হ'তে শান্তি-ধারা, বল্ দেখি বল্

আদিম কণার শাসন নিয়ে আজ তোরা কি মগ্ন র'বি?
দেখ্ চেয়ে ওই নাচে আগুন আকাশ-ভুবন ছেয়ে সবি!

বন্দী করো, হত্যা করো, কিছুই ক্ষতি নাইকো তাতে,
খোদার আশিস্ লুকিয়ে আছে বেদন-ভরা ঐ আঘাতে।
আমরা কিছুই বলবো নাকো, সইবো শুধু চুপটি ক'রে,
আশিস্-বাণীর মতোই মোরা আঘাতকে আজ নেবো বরে'
তোমরা থাকো শান্ত-নীরব বাহিরের ওই বন্দী নিয়ে,—
আসল মানুষ থাকুক মোদের কর্মে, গানে উদ্ভাসিয়ে।

মোহাম্মদী
১২, অক্টোবর, ১৯২১

ব্যথিত-বেদন

প্রভু, ইহাদের জয় হোক—
যাহাদের বুকে নিখিল-ধরার বাজিয়াছে ব্যথা-শোক।
পতিত, ব্যথিত, লাঞ্ছিত আর তুচ্ছ জনের পাশে
জননীর মত বিপুল-ব্যথায় যাহারা ছুটিয়া আসে,
বেদনা-বিধুর মুখ-পানে চেয়ে ভরে' আসে দুই চোখ,—
তারা বেঁচে থাক্, তারা পূজা পাক্,—তাহাদের জয় হোক।
যুগ-যুগান্তের অসীম বেদনা সঞ্চিত হয়ে ছিল,
কোটি নর-নারী ম্লান মুখে তাহা অকাতরে সয়ে ছিল,
কেহ শুনে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ জানে নাই তা' যে,—
মরমের মাঝে কোথায় কাহার কতোটুকু ব্যথা বাজে;
কোন্ অপমান আঁধারের মতো জুড়ে আছে সারা দেশ,
দেশ-জননীর সকল অঙ্গে কেন এ মলিন বেশ;
কেন এই ব্যথা, কেন এই বাণী কণ্ঠে খিন্নতার—
পরাণে তাহার কোন্ অভিলাষ—কিসের দৈন্যভার,—
কেহই বুঝেনি জননীর সেই বেদনার নিবেদন,
ভাবেনি কেহই এত বড় কথা, কাঁদেনি কাহারো মন!
সেই অপমান শেল-সম আজি বেজেছে যাদের বুকে,
লক্ষ প্রাণের মৌন বেদনা ফুটিছে যাদের মুখে,—

রক্ত-রাগ

তাহাদের পানে মুখ তুলে চাও, হইও না প্রভু বাম,
শুভ আশীর্বাদ করো তাহাদের—পুরাও মনস্কাম।
তারা কারা প্রভু? তারা কি মানুষ? না না, তারা তা তো নয়!
তারা যে তোমারই শক্তি-বিকাশ—এই কথা মনে হয়!
তাদের পিছনে তুমিই থাকিয়া ফিরিতেছো যথা-তথা,
আপনারি মহা অনুভূতি দিয়ে রচেছো বিশ্ব-ব্যথা,
শত-বরষের মৌন বেদনা বিকাশ পায়নি যাহা,
অন্তর্যামি! বুঝেছো সে ব্যথা—বিফল হয়নি তাহা।
লাঞ্ছনা আর নিগ্রহ যারা করিতেছে সবে দান,
তোমারেই তারা দিয়াছে বেদনা, করিয়াছে অপমান।
তাই আজি কি গো দীনের দুয়ারে দাঁড়ালে আপনি আসি'
মুছাতে সবার নয়নের জল, ঘুচাতে বেদনা রাশি?
দেশে দেশে তাই জাগিল কি সাড়া? পড়িল কি রণ-সাজ?
বলহীন জনে লভিল কি বল, ওগো রাজ-অধিরাজ!
অনুভূতি-হীন পাষাণে হলো কি বেদনার সঞ্চার?
মুক্তি-পিয়াসা বক্ষে জাগিল—তীব্র দুর্নিবার?

বুঝিয়াছো যদি ব্যথিতের ভাষা, কাঁদিয়াছে যদি প্রাণ,
আসিয়াছো যদি আঁখিজল-ধারে দয়াময় রহমান!
ভৈরব রবে বিষাণ তোমার বাজিয়া উঠুক তবে,
অন্যায়-পাপ সব দূরে যাক্—ধ্বংস হউক সবে।
দুর্বলে আজি দাও মহাবল, তোলো তোলো পতিতেরে,
মমতা-হীনের জয়ের গর্বে নাশহ গর্বিতেরে!
চেয়ে দেখ ওই কাঁদিছে তোমার কোটি কোটি নর-নারী,
তাদের দুঃখ ঘুচাও এবার? হে চির-দুঃখ-হারি!
শক্তি আজিকে কঠোর হস্তে শাসন করিছে দেশ,
লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নের হইয়াছে এক শেষ।
হুঙ্কার রবে মিথ্যা আজিকে করিতেছে গরজন,
সত্য নিত্য শঙ্কা-চকিত—স্তম্ভিত-জগ-জন,
সহায়হীনের এই অপমান, সত্যের অপলাপ
দূর করো প্রভু জগত হইতে—ঘুচাও এ মহাপাপ!

মুক্ত করো গো সবার চিত্ত—বন্ধন করো নাশ,
মানুষ হইয়া থাকে নাকো যেন কেহ মানুষের দাস!
নিখিল ধরণী আকাশের মতো পুত-নিরমল হোক্,—
তারকার মতো এ উহার পাশে চিরদিন ফুটে রোক।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৯

হযরত মোহাম্মদ

অন্ধ-তিমিরে ঘেরা গম্ভীরা রাত্রি,
বন্ধুর পন্থায় কোন্ দূর-যাত্রী!
অম্বরে হুঙ্কারে ঘন-মেঘ-মন্দ্র,
লুপ্ত গগন-কোলে তারকা ও চন্দ্র!

ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে গর্জিছে সিন্ধু,
পুণ্য ও প্রেম-প্রীতি নাহি একবিন্দু,
অজ্ঞান কুহেলীতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব,
বিস্মিত ধরাধামে দোযখের দৃশ্য!

অন্যায় অবিচারে ধরাবাসী লিপ্ত,
রক্তের লালসায় তনু-মন দীপ্ত,
ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—হয় না মীমাংসা
মারামারি কাটাকাটি ঈর্ষা-জিঘাংসা।

এই ঘোর দুর্দিনে এলো কে গো বিশ্বে,
উজলিয়া দশদিশি, তরাইতে নিঃস্বে।
মুখে তার প্রেমবাণী, করুণা ও সাম্য,
বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য।

রক্ত-রাগ

হাতে তার দুর্জয় শক্তির যন্ত্র,
জালিমের ক্ষমা নাই—এই তার মন্ত্র,
ত্যাগ, সেবা, সদাচার, মুখে তার স্ফূর্তি,
মহিমায় আলোকিত সৌম্য সে মূর্তি।

দুর্বলে করে না সে নিপীড়ন হস্তে,
আর্তেরে তুলে দেয় শুভাশিস্ মস্তে,
ভ্রান্তেরে বলে দেয় মঙ্গল-পন্থা,
রক্ষক, বীর,—নহে ভক্ষক, হন্তা।

ভিক্ষুকে টেনে নেয় আপনার বক্ষে,
ছোট-বড় ভেদ-জ্ঞান নাহি তার চোক্ষে,
মানুষের আত্মারে করে না সে ক্ষুদ্র,
হোক্ না সে বেদুঈন—হোক্ না সে শূদ্র।

*

আজি ফের দুনিয়ায় আসিয়াছে রাত্রি,
শঙ্কিত-শিহরিত ধর্মের যাত্রী,
অবিচার, ব্যভিচার চলিয়াছে নিত্য,
মিথ্যার গর্জনে কম্পিত চিত্ত।

'তৌহীদ'-বাণী আজি নিভে যায় কণ্ঠে,
শয়তান মৃত্যুর হলাহল বণ্টে,
ডুবে যায় আজি হায় ইসলাম-সূর্য,
থেমে যায় আজি, তার বিক্রম-তূর্য!

আজি এই দুর্দিনে নাই কেহ অন্য,
নাই আশা, নাই বল বাঁচিবার জন্য,
কোথা যাই, ঠাঁই নাই, পাই নাকো পন্থা,
দিকে দিকে আসে ওই লক্ষ নিহন্তা!

ওগো বীর, জগতের আঁধারের ইন্দু,
আরবের নূরনবী, করুণার সিন্ধু!
কোথা তুমি? এসো পুনঃ বিশ্ব-হিতার্থে,
বাজাইয়া দুন্দুভি, তরাইতে আর্তে।

আজি তব প্রয়োজন আছে বহু কার্যে
ঘুচাইতে হবে ভেদ আর্যে-অনার্যে
জাগাইতে হবে প্রাণে উন্মাদ ছন্দ,
ফুটাইতে হবে নব বর্ণ ও গন্ধ।

দাঁড়াইতে হবে আজি ব্যথিতের পার্শ্বে,
নয়নের জলে আর নিরাশায় তার সে,
দাঁড়াইতে হবে আজি পথ অবরুদ্ধে—
সত্যের সঙ্গে এ মিথ্যার যুদ্ধে।

প্রাণে প্রাণে দিতে হবে বন্ধন-ঐক্য
সত্যের সাধনাই হবে সব লক্ষ্য।
গড়া হবে এক দল মুক্তির সৈন্য
দেশে দেশে কল্যাণ-অভিযান জন্য।

এসো তবে এসো বীর, এসো পুনঃ বিশ্বে,
পথ পানে চেয়ে আছে যতো সব শিষ্যে,
এসো তুমি, বিশ্বের কল্যাণ-পূর্ণ
করে দিতে পাপ-রাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ।

নিয়ে এসো সাম্যের সে মোহন মন্ত্র,
নিয়ে এসো রাষ্ট্রীয় সে নূতন তন্ত্র,
নিয়ে এসো নবীনের নব বল বক্ষে
দাঁড়াইয়া যোঝ বীর ন্যায্যের পক্ষে।

শূদ্রের নত শির করে দাও উচ্চ,
বড করো তাহাদের যারা আজি তুচ্ছ,
বিনাশিয়া পাপ-তাপ অজ্ঞান-ধ্বান্ত,
উজ্জ্বল মহিমায় করো সবে শান্ত।

বলে দাও ধরা মাঝে কোরাণের বাক্য—
চন্দ্র ও সূর্যেরে করো তার সাক্ষ্য—
"মিথ্যারে ভজিও না সত্যেরে ভিন্ন,
শির তা'তে রয় রোক, হয় হোক ছিন্ন।"

রক্ত-রাগ

ঘুচে যাক মানুষের অপমান দৈন্য
মিথ্যার হুঙ্কার, শঙ্কার সৈন্য,
আততায়ী ঘাতকেরা হোক তব শিষ্য,—
পুণ্যের মহিমায় ভরে' যাক বিশ্ব।

মোসলেম ভারত
চৈত্র, ১৩২৭

শিরচ্ছেদ

প্রথম দৃশ্য

[আবুজহলের বাটীর সম্মুখ-ভাগ ; সম্মুখে সমবেত কোরেশ সম্প্রদায়।

আবুজহল

—হে কোরেশগণ!
কর্ণ পাতি শুন সবে প্রাণের বেদন :
অত্যাচারী, অধার্মিক, ভ্রান্ত, দুরাচার,
লম্পট, কপট, শঠ, প্রতিমা-পূজক
কতো শত মিথ্যা হীন ঘৃণিত আখ্যায়
ভূষিত করেছে সবে মোহাম্মদ মোদের।
মোদের অর্চিত যতো দেবদেবীগণ
তারাও পড়েছে তার বিষ-দরশনে।
এতোকাল যে দেবতা ছিল প্রতিষ্ঠিত
কোরেশের ঘরে ঘরে, আশিশু যাদের
শিরে ধরি ধন্য মোরা হইয়াছি সবে,
তারা নাকি আজি সব অলীক-অসার—
প্রাণহীন, শক্তিহীন, মাটির পুতুল,
আর কিনা 'আল্লাতালা' উপাস্য সবার!
এই কথা মোহাম্মদ করিছে প্রচার!
কী অদ্ভুত, কী বিকট ভ্রান্ত মতবাদ!

দেবতার পুণ্য নামে কি কলঙ্কারোপ!
এই ঘোর নির্যাতন, এই অপমান,
এই শ্লেষ, এই গ্লানি, এই নিন্দাবাদ
সবো কি আমরা সবে অম্লান বদনে?
রবো কি নীরব ধীর? কোরেশ জাতির
বাহুতে কি বল নাই? অসি কি নিস্তেজ?
শিরায় শিরায়—প্রতি রক্ত-কণিকায়
খেলে না কি তেজোপূর্ণ বিদ্যুতের মতো
প্রতিহিংসা-বাসনার লেলিহান শিখা?
ধিক্ তবে তোমাদের জাতীয় সম্মানে,
শত ধিক তোমাদের বীরত্ব-গৌরবে!
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিতে হবে এর!
শুন সবে আজি মোর এ কঠোর পণ—
এ বিপুল সঙ্ঘ-মাঝো যে আজি দাঁড়াবে
ছিন্ন করি আনিবারে মোহাম্মদ-শির,
পঞ্চাশত স্বর্ণমুদ্রা, শত উষ্ট্র সনে
সানন্দ হৃদয়ে তারে দিব উপহার।
দেখি, দেখি কোন্ বীর আসে অগ্রসরি
তুলি তার ভীম বাহু, খুলি তরবারি।

ওমর

প্রস্তুত এ দাস প্রভু! দাও অনুমতি
দুরাত্মার ছিন্ন শির আনিব নিশ্চয়।

আবুজহল

কে তুমি? বীরেন্দ্র ওমর?
যোগ্য কাজে যোগ্য ব্যক্তি বটে! যাও বীর,
দিনু তোমা অনুমতি। ‘অরকাম’-ভবনে
সম্প্রতি সে দুরাচার করিছে বসতি;
যাও বীর, সেই দিকে হও অগ্রসর,
দুরাত্মার শির নিয়ে বিজয়ীর বেশে
ফিরে এসো পুনরায়।

ওমর

এই চলিলাম প্রভু!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথিপার্শ্ব

[নয়ীম নামক জনৈক পরিচিত বন্ধুর সহিত
ওমরের সাক্ষাৎ]

নয়ীম

কোথা যাও ভ্রাতঃ!
কেন হেন উগ্রবেশ—চরণ চঞ্চল?
মুখে কেন বৈরী ভাব, রক্তিম নয়ন?
হস্তে কেন নিষ্কোষিত ভীম তরবার?
কি ব্যাপার বলো দেখি?

ওমর

ভণ্ড নবী মোহাম্মদে করিয়া সংহার
ছিন্ন শির আনিব তাহার।

নয়ীম

—সর্বনাশ!
কি প্রলাপ-বাণী তব! মোহাম্মদ-শির?
অসম্ভব! অসম্ভব!! আচ্ছা, দেখ ভাই,
ওই যে অদূরে তব করিতেছে খেলা
ক্ষুদ্র এক মেষ-শিশু, ধরো দেখি ওরে?

[ওমর চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইল, তদৃষ্টে]

পারিলে না! ক্ষুদ্র এক মেষ-শিশু, তারে
ধরা তবু হলো না সম্ভব! বলো দেখি তবে
কেমনে খোদার সেই মত্ত কেশরীরে
ধরিবে আপন হাতে—করিবে সংহার?

ওমর

বুঝেছি রে নীচাশয় দুরাত্মা নয়ীম !
তুই বুঝি ধর্ম্মে তার দীক্ষা নিয়েছিস্ ?
তাই যদি হয়, তবে—তবে রে পামর,
তোরই ওই রক্তে আগে করিব রঞ্জিত
আমার এ খরধার মুক্ত তরবার ;
বল্ শীঘ্র—কোন্ ধর্ম্মে আছিস্ এখন ?

নয়ীম

ছাড়িতে পারিনি আজো পিতৃ-ধর্ম্মমত
সে আমার দুরদৃষ্ট। কিন্তু রে জাহেল,
'ফাতিমা'—ভগিনী তোর—পতি সনে তার
সে দিন যে করিয়াছে ইস্লাম গ্রহণ
রাখিস্ কি সে খবর ? তাদের মস্তক
আজো কেন নিরাপদ ? সেই রক্ত-রাগে
কেন তোর অসি আজো হয়নি রঞ্জিত ?
তারা বুঝি আপনার জন ?

ওমর

—কি বলিলি ?
মোর ভগ্নী—ভগ্নীপতি—তারাই করিবে
মোহাম্মদী 'ধর্ম্মমত স্বেচ্ছায় গ্রহণ ?
প্রত্যয় কি হয় ইহা ? তারা কি জানে না
দুরন্ত কোরেশ-বীর ওমর তাদের
ভ্রাতা হয় ? ভালো, এই চলিলাম আগে
ফাতিমার গৃহপানে। পিশাচি ! কম্বখ্ত !

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ফাতিমার গৃহ

[ফাতিমা ও তাহার স্বামী সঙ্গীত]

ফাতিমা

হের প্রিয়, দূরে ওই পশ্চিম গগনে
অস্তমিত রবিকরে সীমান্ত প্রদেশ
কি মধুর রক্ত-রাগে হয়েছে রঞ্জিত!
গগনের একপ্রান্ত ভেসে গেছে যেন
উচ্ছ্বসিত অনাবিল স্বুবর্ণ-প্লাবনে!
শিরোপরি সন্ধ্যাতারা উজ্জ্বল-মধুর
একাকিনী শোভে ওই। ঊর্দ্ধদেশে তার
নীলিমার সীমাহীন বিরাট বিস্তার
কি স্নুন্দর! কি মধুর!! বিশ্ব-বিধাতার
পবিত্র চরণ-নিম্নে মাথা রাখিবার
এর চেয়ে নাহি বুঝি উত্তম সময়!
শুদ্ধ দেহ-মন লয়ে এসো প্রিয় হেথা
পাঠ করো কোরাণ-বচন ঃ

[কোরাণ পাঠ]

"স্বর্গ-মর্ত্ত-চরাচর আল্লার সৃজন
তিনিই এ সবাকার পূর্ণ অধীশ্বর,
সে ছাড়া উপাস্য কেহ নাহি এ ধরায়
আঁখি তার সবখানে জাগে নিরন্তর।"

[হেন কালে গৃহ মধ্যে ওমরের প্রবেশ]

ওমর

রে পিশাচি! শয়তান! ওকি শুনি মুখে?
মোহাম্মদী ধর্ম্মমতে দীক্ষা নিয়েছিস্?
দ্যাখ্ তবে প্রতিফল—

[ফাতিমাকে প্রহার]

[তদ্দৃষ্টে সঈদ ফাতিমাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিল। তখন ফাতিমাকে ছাড়িয়া ওমর সঈদকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ফাতিমা গাত্রোত্থান পূর্বক স্বামীকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়া—]

ফাতিমা

ধর্মদ্রোহী ভ্রাতঃ!

ছাড়িয়া আঁধার-পুরী এসেছি আলোকে,
পরিহরি পাপ-পথ, পাপ-অনুষ্ঠান
চলিয়াছি সনাতন পুণ্য পথ বাহি,
এরি তরে মারিছো মোদের? মারো, মারো,
ক্ষতি নাই; কিন্তু ভ্রাতঃ! নিশ্চয় জানিও
জীবন থাকিতে মোরা ছাড়িব না কভু
এই সত্য ধর্মমত—লভিয়াছি যাহা।
এই শোনো গাহিতেছি প্রাণের সঙ্গীত:
"লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদর রসুলোল্লাহ্"

ওমর

ফের ওই পাপ বাণী?

[পুনরায় প্রহার]

ফাতিমা

"লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদর রসুলোল্লাহ্"

ওমর

[ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া—স্বগতঃ]

একি হেরি আজ?

সহসা পরাণ কেন উঠিল কাঁপিয়া?
হৃদয়ের তারে কেন বাজিল এমন
একত্বের এই বাণী! মনে হয় যেন
কী এক নূতন কথা নব ভাবময়
কানের ভিতর দিয়া পশিল মরমে,
আকুল করিল প্রাণ! এ বাণীর মাঝে
কি-যেন-কি মায়ামন্ত্র আছে বিজড়িত,
নতুবা হৃদয় কেন উঠিল কাঁপিয়া?

[প্রকাশ্যে]

তবে কি সকলি সেই আল্লাহ্‌তালায়
যার নাম মোহাম্মদ করিছে প্রচার?
মোদের অর্চিত যতো দেবদেবিগণ
তাদের কি কিছু নাই! একবার তবে
তোমার কোরাণখানি দেখাও আমারে!

ফাতিমা

অজু করো আগে!
অজু বিনা ছুঁতে নাই পবিত্র কোরাণ!

ওমর

কেমনে করিব অজু? কিছু নাহি জানি!

সঈদ

চলো মোর সাথে, দেখাইয়া দিব আমি।
[কিছুক্ষণ পরে ওমর ও সঈদের পুনঃ প্রবেশ]

ফাতিমা

ভ্রাতার পাষাণ-সম কঠিন হৃদয়
কেন হেন দ্রবীভূত হইল সহসা!
বুঝিতে না পারি কিছু অভিপ্রায় তার!
কে বলিবে এ তাহার নহেকো ছলনা?
কোরাণের এই পুণ্য ছিন্ন পত্রগুলি
ছলনায় হস্তগত করি অবশেষে
দলিবে কি পদতলে? অসম্ভব নয়!
তাই যদি হয় তবে নিশ্চয় আজিকে
নাহি তার ক্ষমা কিবা নাহি পরিত্রাণ!

ওমর

—দেখাও এখন।

ফাতিমা

[হাতে তুলিয়া দিতে দিতে]
সাবধান! অসম্মান নাহি হয় যেন
আজি এই পবিত্র বিধান! সাবধান!!

ওমর

[কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া]
উপাস্য নাহিকো কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত
মোহাম্মদ নিশ্চয় বটে তাঁহারি প্রেরিত!

ফাতিমা ও সঈদ

[আনন্দে অধীর হইয়া]
সোব্‌হান আল্লাহ্! সোব্‌হান আল্লাহ্!!

ওমর

হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়াছে আজি,
দিব্য জ্যোতি ফুটিয়াছে নয়নে আমার,
নহি আমি ভ্রান্ত আর! পরাণ-বাঁশরী
অদৃষ্ট সে কোন্ পূত অঙ্গুলি-পরশে
নব ভাবে নব তানে উঠেছে বাজিয়া!
কে আমার মন মাঝে ডাক দিয়ে গেল?
কোথা আমি? কোথা আলো? কোথা মুক্তিপথ
কোথা সে পুণ্যের দেশ—মঙ্গল আলয়?
অধীর হৃদয় আজি কারে যেন চায়!
বুঝিতে না পারে কিছু! সঈদ! সঈদ!
চলো ভ্রাতঃ, যেতে হবে মোহাম্মদ পাশে,
পদ-নিম্নে বসি আজি দীক্ষা নিব তাঁর!

সঈদ

শান্ত হও এবে, হোক নিশা অবসান।
এসো, হেথা করিবে বিশ্রাম।
[ওমর ও সঈদের প্রস্থান]

ফাতিমা

ভয় হয়, বুঝিবা এ হজরতের প্রাণ
বধিবার অপরূপ ছলনা-কৌশল!
মর্ম্ম কথা সব তুমি জানো দয়াময়!
[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

অরকাম-ভবন

[সম্মুখে সমবেত নব-দীক্ষিত মোসলেমগণ]

জনৈক মোসলেম

শুনিয়াছি, গতকল্য বিধর্ম্মী 'জহল'
হজরতের শির'পরে রাখিয়াছে পণ,
বীর শ্রেষ্ঠ ওমরেরে ভেজিয়াছে তারা
সংকল্প-সাধন তরে। কি ভয় তাহাতে?
একবিন্দু প্রাণ-শক্তি থাকিতে এ দেহে
সাধ্য কি যে স্পর্শ করে দুরাত্মা ওমর
মহামান্য হজরতের পবিত্র মস্তক।
অসি হস্তে রহ হেথা প্রস্তুত সকলে
লক্ষ্য রাখো চারিদিক।...ও কে আসে দূরে?
দেখ তো সকলে? দেখ, নহে তো ওমর?

শ্রোতাদের একজন

হাঁ, হাঁ, ঠিক বটে! আসিছে ওমর!
দাঁড়াও—প্রস্তুত হও!—
আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর!
[ব্যস্তভাবে সকলের উত্থান]

[হেনকালে জনৈক সাহাবার আবির্ভাব।
মোসলেমদিগকে লক্ষ্য করিয়া]

সাহাবা

শান্ত হও ভ্রাতৃগণ! প্রভুর আদেশ—
বলে দিছে, ছাড়ো অসি, নাহি প্রয়োজন
তোমাদের যুদ্ধসাজে। তিনি শুধু একা
ওমরের অসিমুখে হয়ে অগ্রসর
যুঝিবেন নিজহাতে। শান্ত হও সবে।

ওমর

[সকলকে সম্বোধন করিয়া]

বন্ধুগণ!
ক্ষমিতে হইবে এই অধম ভায়েরে,
দিতে হবে শিরে তার মঙ্গল-আশিস্!
এসো ভাই, এসো বন্ধে, দাও আলিঙ্গন.
ঢালিয়া পুণ্যের ধারা অন্তরে আমার
ধুয়ে দাও অন্তরের সব আবিলতা,
মুছে দাও অন্তরের যতো মলিনতা।
আজি আমি শত্রু নহি, নহি সংহারক,
আজি আমি হজরতের চরণের দাস—
আজি আমি মুসলমান! ক্ষমা করো মোরে!

[হস্তস্থিত অসি দূরে নিক্ষেপ]

সাহাবা

কি বারতা শুনি আজ! ওমর, ওমর,
সত্যই কি তুমি আজি মুসলমান? ভাই?
চলো তবে, চলো যাই হযরত সকাশে,
চেয়ে দেখ, ওই হোথা আসিছেন তিনি।

সকলে (সমস্বরে)

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর!

[সকলের প্রস্থান]

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
মাঘ, ১৩২৮

হিন্দু-মুসলমান

(কথোপকথন)

রশিদ। ভাই নরেন!--
মোস্লেমের কীর্তিমালা, অতীত গৌরব
তোমার নয়ন-কোণে পরিস্ফুট রূপে
হয় নাই প্রকটিত। বড় সাধ তাই
এসো মোরা দুইজনে সে পুণ্য কাহিনী
সবার সম্মুখে আজি করি আলোচনা।

নরেন। ভালো কথা ভাই। অতীব আগ্রহ ভরে
শুনিব সে পুণ্য বাণী। হিন্দু-মুসলমানে
যতোদিন না হইবে পূর্ণ পরিচয়,
ততোদিন প্রাণ থেকে মিলিবার আশা
হবে না সফল। সঠিক স্বরূপ তব
তুলে ধরো আঁখি পটে---দাও পরিচয়।

রশিদ। বিপুল এ জাতি ভাই! সমগ্র জগতে
রয়েছে ছড়ায়ে এরা। কাহাদের কথা
কহিব সবার আগে? বুঝিতে না পারি'
জগতের মানচিত্র নিয়ে এসো তবে।

নরেন। পুণ্যভূমি ভারতের কথা
কহিতে হইবে আগে।

রশিদ। ভারতের কথা?
কি কহিব সখে তাব! তোমাদের মতো
ভারত যে আমাদেরো গৌরব-শ্মশান!
আমাদেরো সে যে চির তুল্য আদরের।
এই ভারতের বুকে মোগল-পাঠান
অখণ্ড প্রতাপ ভরে বহুদিন ধরি
করেছে শাসন। মহামতি 'আকবর'
হিন্দু-মুসলমানে দোঁহে দিয়াছে বাঁধিয়া
বিবাহ-মিলন-সূত্রে। সম্রাট 'নাসির'

'গিয়াস', 'ফিরোজ', 'শের' 'আওরঙ্গজেব'
'শাজাহান', 'নূরজাহান', বঙ্গের 'মুর্শিদ'
নানা ভাবে নানাদিকে প্রাণপণ করি
করিয়াছে এ দেশের কল্যাণ সাধন।
অনুপম 'তাজ' আর 'জুমা মসজেদ'
মোস্লেমের মহাকীর্তি। কি আর কহিব!
যাও তুমি ভারতের নগরে নগরে,
যাও তুমি ভারতের নদ-নদী-তীরে,
দেখিবে—দেখিবে তার প্রতি অণুকণা
ম্লান মুখে, বেদনার নীরব ভাষায়
জানাইবে অতীতের জাতীয় গৌরব।

নরেন। বীর-ভূমি আরবের পবিত্র কাহিনী
শুনিতে বাসনা বড়, বলো কিছু তার।

রশিদ। —পবিত্র এ দেশ।
ইঁহার উদ্দেশ্যে আজি সহস্র সালাম।
এই পুণ্যভূমি—এই মরুময় দেশে
সেই এক শুভপ্রাতে মক্কা নগরীতে
প্রেরিত-পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীর মোহাম্মদ
ধর্ম ও কর্মের মহা আহ্বান লইয়া
নামিলেন স্বর্গ হতে। ধ্বসিয়া পড়িল
অধর্মের সৌধচূড়া সত্যের সুমুখে!
জাগিল অগাড় প্রাণ, বাজিল দুন্দুভি,
ছুটিল আরব-বীর দিগ্-দিগন্তরে!
অগণিত কতো শত রাজার মুকুট
সসম্ভ্রমে সগৌরবে বিলুণ্ঠিত হলো
তাহাদের পাদ-মূলে! জগত জুড়িয়া
পড়ে গেল উত্থানের মহা কোলাহল।
উগ্র-আঁখি, রুদ্র-ভীম এই মরুদেশ
বিধাতার লীলাভূমি! হেথা একদিন

কতো শত মহামনাঃ তাপস-প্রবর,
কতো শত দার্শনিক, কতো ভৌগলিক,
প্রতিভার দীপ্ত তেজে করিত বিহার।
ভীষণ এ মরুদেশ! মিশিয়া রয়েছে
ফোরাতের নদী-কূলে, বৃক্ষ-লতিকায়
তৃষিত কণ্ঠের শত ঘোর আর্তনাদ!
আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা-প্রেম,
ন্যায়ের সম্মান রক্ষা—বীরত্ব-প্রকাশ
কেমনে করিতে হয়,—জানা গেছে হেথা।
বীর-প্রসূ এই দেশ! আছে বিজড়িত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি শিলা খণ্ডে
শত আত্মত্যাগ আর স্বদেশ-প্রণয়।
'খালেদ', 'খাওলা', 'মুসা', 'ওকাবা', 'তারেক'
সকলেই এই পুণ্য দেশের সন্তান,—
বীরত্বের লীলাভূমি এই মরু-দেশ!

নরেন। পারশ্যের কথা কিছু বলো এইবার।

রশিদ। অমর অক্ষয়-স্মৃতি এই পুণ্য ভূমি।
মহাকবি 'হাফেজের' প্রেমময় প্রাণ
সমাহিত আছে হেথা! জগত-বরেণ্য
'ওমর খৈয়াম', 'সাদী' আর 'ফেরদৌসীর'
মাতৃভূমি এই দেশ। হেথা একদিন
ছুটেছিল কবিত্বের অমৃত-ফোয়ারা,
পিয়ালা ভরিয়া তায় সুকুমারী 'সাকী'
তৃষাতুর বিশ্বজনে করাইল পান—
তৃপ্ত হলো জগজন। আজিও জগত
ভুলেনিকো সেই কথা।—পারশ্যের নাম
জগতে অমর হয়ে রবে চিরকাল।

নরেন। কোথাকার রাজা ছিল 'হারুণ-রশিদ'?
জানো যদি বলো কিছু সে দেশের কথা।

রশিদ। পুণ্যশ্লোক হারুণের সেই স্বপ্নপুরী
বাগদাদের কথা? শুন তবে—এই দেশ

সভ্যতায়, জ্ঞান-গর্বে, শিল্প গরিমায়
ছিল বিশ্বে অনুপম। এ মহা নগরী
মোসলেমের গর্বভূমি। সম্রাট 'মামুন'
ছিল যবে অধিষ্ঠিত এই সিংহাসনে
কি গৌরব বাগদাদের আছিল তখন।
'রসায়ন' 'বীজ' আর 'জ্যোতিষ', 'দর্শন'
উন্নতির পরাকাষ্ঠা লভিল হেথায়।
'বাত্তানি', 'ওয়াকা', 'মুসা', 'জাফর' প্রমুখ
কতো শত পণ্ডিতের পুণ্য পদ-ভরে
গরবিনী ছিল এই বাগদাদ নগরী।
(কিন্তু) সকলি গিয়াছে তার, নাহি কিছু আর
আছে শুধু প্রাণহীন কঙ্কালের সার।

নরেন। সাঙ্গ এশিয়ার কথা। চলো ইউরোপে
কও কিছু তথাকার মোসলেম কাহিনী।

রশিদ। বোরা-কূলের বাধা স্বভাব-সুন্দরা
কনস্টান্টিনোপলের গৌরব-কাহিনী
শুনিতে বাসনা তব? এই তুর্কী জাতি
শৌর্যে বীর্যে চিরদিন বিশ্বে অনুপম।
জার্মান, ফরাসী আর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী
একদিন এর কাছে ছিল নতশির!
গ্রীক, সার্ভ, বুলগার সকলি একদা
এদের অধীন ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হতে
এ জাতির তিলমাত্র নাহি অবসর।
যুগে যুগে অবিশ্রান্ত যুঝিতেছে একা
'অগণিত' শত্রু সনে। আজিও এদের
জগতের সবপ্রান্ত করি মুখরিত
ওই শোনো উঠিতেছে হুঙ্কার-নিনাদ!

নরেন। শুনিয়াছি স্পেন দেশে মোসলেম-গৌরব
সমধিক প্রস্ফুটিত ছিল একদিন,
সত্য কি সে কথা সখে, বলো তো আমায়।

রশিদ। সত্য সখে। নহে মিথ্যা একটুও এর।
বীরকুল-অগ্রগণ্য 'তারেক' ও 'মুসা'
করেছিল এই দেশ সম্পূর্ণ বিজয়।
সেই হতে সপ্ত শত বর্ষ-ব্যাপী হেথা
অটুট অক্ষয় ছিল মোসলেম প্রভাব।
য়ুরোপ গগন যবে অজ্ঞান-আঁধারে
ছিল ঘোর সমাচ্ছন্ন,—সেই অন্ধ যুগে
মূরগণ এনেছিল দীপ্ত জ্ঞানালোক;
যার স্নিগ্ধ সুশীতল আলোক-আভায়
হাসিল য়ুরোপ ভূমি নবীন পুলকে,
স্বর্গালোকে উদ্ভাসিত হলো চারিদিক
দেশরাণী 'গ্রাণাডা' ও 'কর্ডোভা' নগরী
ছিল এর রাজধানী; কতো বিদ্যালয়
শিল্পাগার, পাঠাগার, বিজ্ঞান-আগার
এদেশের প্রতিস্থানে ছিল বিরাজিত!
'জ্যোতিষ' 'দর্শন' আর 'খগোল' 'ভূগোল'
লভেছিল এই দেশে চরম-বিকাশ!
ভীষক 'কাসেম' আর 'এবনে রোশ্‌দ'
উজ্জ্বল তারকা এরা য়ুরোপ-গগনে!
'আলহাম্রা', 'জোহরা' ও 'জামে-মসজিদ'
হেথাকার মহাকীর্তি—শিল্প নিদর্শন।
সম্রাজ্ঞী জোহরা আর সোফিয়া প্রমুখ
কতো শত বিদুষীর পূত অস্থিমজ্জা
সমাহিত এই দেশে! কিন্তু আজি হেথা—
সে মোস্লেম, সে গৌরব নাহি কিছু আর!
সকলি বিলুপ্ত তার! নাহি ওঠে আর
আজানের কণ্ঠধ্বনি প্রভাত-প্রদোষে
সে মহা মসজিদ-শিরে। একটি প্রাণীও
নাই হেথা এ শ্মশানে জ্বালিতে প্রদীপ,—
সকলেই নির্বাসিত! হায়রে অদৃষ্ট!
নাশিয়া আঁধার যারা বিজন-কান্তারে
কৃপা করি এনে দিলা স্বর্গের আলোক,

সে জাতির অবশেষে এই পুরস্কার।—
নির্বাসন। প্রাণদণ্ড!! ঘোর অত্যাচার!!!

নরেন। আফ্রিকার মরুদেশে আছে কি তেমন
বলিবার মতো কিছু মোস্লেম-কীরিতি?

রশিদ। —যথেষ্ট রয়েছে সখে'
বীরেন্দ্র ওকাবা আসি করেন বিজয়
এই মহা মরুদেশ। 'মোরক্ক', 'তুনিস'
'ত্রিপলি' 'কায়রো' আর 'মিসর' প্রদেশ
সকলি মোস্লেম ভূমি। প্রাচীন মিসর
ইসলামের ধাত্রীরূপা; হেথায় প্রথম
উঠেছিল একত্বের সনাতন বাণী
ভেদি' পাপ কোলাহল; দীপ্ত হুতাশনে
হয়েছিল ইসলামের সত্য পরিচয়!
কোরাণিক কতো কথা, কতো অভিনয়
মিসরের রঙ্গমঞ্চে যুগ-যুগান্তর
হয়ে গেছে অভিনীত; আজো সেই কথা
মুছে নাই—ভুলে নাই ইসলাম-জগৎ।

নরেন। নব আবিষ্কৃত ওই আমেরিকা-ভূমি
আছে কি সেখানে কিছু মোস্লেম-কীরিতি?

রশিদ। —আছে সখে!
জানো কি হে, কোন্ জাতি প্রথমে ইহার
করেছিল আবিষ্কার?—কেহ নহে আর,
ভৌগলিক জাতি সে যে আরব-সন্তান।
তখন অতীব উষ্ণ ছিল এই দেশ,
তাই হেথা আরবেরা তিষ্ঠিতে না পারি
কাল্-ফারণ নাম দিয়া এ মহা-দেশের
গেলা চলি নিজ দেশে; কালি-ফোর্ণিয়া·
আজিও দিতেছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ!

নরেন। বলো কিছু আরো যদি থাকে বলিবার'

রশিদ। —কতো ক'বো আর:
অফুরন্ত মোস্লেমের অতীত কাহিনী।
ফরাসী, রুশিয়া, চীন, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড,
জাপান, তিব্বত কিবা নেপাল, ভুটান
অথবা বোর্ণিও, যাভা, সুমাত্রা, সিংহল,
যে দেশেই যাও নাকো, দেখিবে নিশ্চয়
সব দেশে মোস্লেমের আছে নিদর্শন--
সব দেশে মুসলমান করিছে বসতি।
এমন বিস্তৃত জাতি জগতে কোথাও
পাবে নাকো খুঁজে আর! বিরাট এ জাতি,
বিরাট কীরিতি তাই! ইহাদের মতো
বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা কেহ নহে আর.
পারে এরা প্রাণখুলে দিতে আলিঙ্গন
সর্ব-দেশবাসীরেই,—সব তার ভাই!

নরেন। বিস্ময় মানিনু বড়! যে মহা-জাতির
অতীত কীরিতি আছে সারা বিশ্ব জুড়ি
সেই জাতি অন্ধকারে আছে আজ পড়ি?
সেই জাতি উপেক্ষিত—ঘৃণ্য—হতাদর?
এসো ভাই, এসো বক্ষে, দাও আলিঙ্গন,
তুমি কভু ঘৃণ্য নহ, নহ হীনবল,
নহ তুচ্ছ, নহ পর,—তুমি মোর ভাই!
এসো ভাই দাঁড়াইয়া মাতৃবক্ষে আজি
লই দীক্ষা, করি পণ—জীবনে মরণে
এক হয়ে রবো মোরা, সমবেত ভাবে
সাধিব মায়ের কাজ; ভারত-জননী
উভয়ের মুখপানে উঠিবে হাসিয়া;
ঘুচে যাবে দুঃখ-ক্লেশ, ঘুচিবে বিরোধ,
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদয়
ধন্য হবো মোরা সবে। তৃপ্ত হবে প্রাণ
হেরিয়া যুগল-মূর্তি হিন্দু-মুসলমান।

আল্-এসলাম
আষাঢ়, ১৩২৪

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকিয়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায় বেলার বিয়োগ ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন করে দেখা হলো অনাদৃতা মায়ের সাথে,
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে,
নম্র শিরে প্রণাম করি দূর হতে তার মূর্তি দেখে।
স্নেহময়ীর রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তরে;
ছেলে-মেয়ে ভীড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ওই যে পাখীর গানের সুখে কাঁপন জাগে বনের বুকে,
'মাথাল' মাথায় কাস্তে হাতে ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

ওরা কভু ভোগ করে না অন্নজলের বিষম জ্বালা
মায়ের বুকের পীযূষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা;
মাঠ-ভরা ধান, গাছ-ভরা ফল, যার খুশী সে যাচ্ছে খেয়ে,
মুক্ত মায়ের অন্নশালা, হয় না নিতে কিছুই চেয়ে!

ওরা সবাই সহজ ভাবে ঠাঁই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গণ্ডগোলে,
গরু-মহিষ যে ঠাঁই চরে, শালিক তাহার পাশেই চলে
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে কখনো বা নৃত্য করে!

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু বাজায় বেণু অশথ-মূলে
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠলো দুলে;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠলো ফুটে!

রক্ত-রাগ

দুপুর বেলায় ক্লান্ত হয়ে রৌদ্র-তাপে কৃষক ভায়া
বসলো এসে গাছের ছায়ায় ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ-ছায়া,
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি কচি ওই যে পাতা,
ও যেন মার আপন-হাতে-তৈরি-করা মাঠের ছাতা!

ঘাম-ভেজা তার ক্লান্ত দেহে শীতল সমীর যেমনি চাওয়া,
পাঠিয়ে দিল অমনি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া,
কালো দীঘির কাজল জলে মিটালো তার তৃষ্ণা-জ্বালা,
কোন্ সে আদি কাল হতে মা রেখেছে এই জলের জালা!

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে,
রঙিন আশার স্বপ্ন এলো নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে;
ওদেশি ও পরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!

ওই যে লাউ-এর জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে
কৃষক-বালা আসছে ফিরে নদীর পথে কলসী পূরে,
ওই কুঁড়ে ঘর—উহার মাঝেই যে-চিরসুখ বিরাজ করে,
নাইরে সে সুখ অট্টালিকায়, নাইরে সে সুখ রাজার ঘরে!

কতো গভীর তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ নাইবা জানুক—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু
মোদের মতো তাই ওরা আর ছোটে নাকো মোহের পিছু।

আজকে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই যে রূপে,
আপন মনে আফ্সোসেতে কাঁদছি যে তাই চুপে চুপে।
বাষ্প-শকট—সে যেন কোন্ অসৎ ছেলের মূর্তি ধরে
ফুস্লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিস্ দিয়ে আর ফূর্তি করে!

তাই যেন মা দেখ্ছে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে—
যেমন করে দেখে মা তার ধ্বংস-পথের পথিক ছেলে!
প্রণাম করি তোমায় মা গো, ভক্তি ভরে—নম্রশিরে,
ক্ষমা করো;—আবার আমি তোমার বুকে আসবো ফিরে।

প্রবাসী
কার্তিক, ১৩৩০

কিশোর

আমরা কিশোর, আমরা কচি, আমরা বনের বুল্‌বুলি,
সবুজ পাতায় শয্যা রচি, হাওয়ার দোলায় দুল্‌দুলি!
উষার আলোয় স্নান করি,
নিত্য নূতন তান ধরি,
সহজ তালে পাখনা মেলি উড়ে চলি চুল্‌বুলি!

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরাও ফুটবো গো,
অরুণ-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটবো গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুলবো মাথা, সকল বাঁধন টুটবো গো!

কেউ বা যাবো দেশ বিজয়ে, সাজবো রাজা 'সিকন্দর'
সঙ্গে নিয়ে লক্ষ সেনা ছুটবো গো দিগ্‌-দিগন্তর;
হাতি-ঘোড়ার চট্‌পটে
কামান-গোলার পট্‌পটে
দেশ-বিদেশের সকল রাজা কাঁপবে ভয়ে নিরন্তর।

সাগর-জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হবো নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতোই বা কেউ পোঁছে যাবো নূতন দেশ!
জাগবে সাড়া বিশ্বময়—
এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউবা হবো সেনা-নায়ক, গড়বো নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র নেব, নাইবা থাকুক অন্য বল।

রক্ত-রাগ

দেশমাতারে পূজবো গো
ব্যথীর ব্যথা বুঝবো গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অন্ন-জল।

জ্ঞান-গরিমা শিখবো বলে কেউবা যাবো জার্মানি
সবার আগেই চলবো মোরা, আর কি কভু হার মানি?
শিল্প-কলা শিখবো কেউ,
গ্রন্থমালা লিখবো কেউ,—
কেউবা হবো ব্যবসাজীবী, কেউবা 'টাটা', 'কার্নানি'।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে!
আকাশ-আলোর আমরা সুত,
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতোই কি যে করবো মোরা—নাই কো তাহার অন্ত রে!

কিশোর
অক্টোবর, ১৯২২

কুড়ানো মানিক

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে,
হাসি-মাখা মুখখানি চির-আদুরী,
ঝরে-পড়া স্বরগের রূপ-মাধুরী!

ফণিনীর মতো পিঠে বেণী ঝুলিছে,
চঞ্চল সমীরণে দুল দুলিছে,
মঞ্জীর ধ্বনি বাজে চল-চরণে
মিহি নীল ফুরফুরে শাড়ী পরণে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম-আভা পড়ে লুটিয়া !
মিষ্টি মধুর আঁখি, দৃষ্টি চপল,
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত-কপোল !

চলে গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্র পদে—
বিজুলির ছোট রেখা নীল-নীরদে !
ছুঁয়ে দিনু কেশ-পাশ ভালোবাসিয়া
নেচে নেচে গেল সে যে মৃদু হাসিয়া !

শিহরিয়া উঠিলাম ঘন-পুলকে,
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে !
ভরে গেল সারা প্রাণ একি হরষে !
এতখানি সম্পদ মৃদু-পরশে !

পথমাঝে কুড়াইয়া পেনু যে মণি
সে যে মোর হৃদিমাঝে হরষ-খনি ।

প্রবাসী
অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

উড়ে বেহারা

পাল্‌কী চলে রে
পাল্‌কী চলে রে !
ঘোমটা-ঘেরা কে
বউ-ঝি চলে রে !

খোট্টা বেহারা
গোট্টা চেহারা
কোন্ গাঁ হতে গো
আস্‌ছে ইহারা !

রক্ত-রাগ

জুল্‌ফি কামানো
নেংটি নামানো
গামছা কোমরে
সব গা ঘামানো!

হাউচি মাউচি
খাউচি-যাউচি
বলছে কতো কি
আউছিঃ আউছিঃ!

খেঁক্‌কী কুকুরে
ডাকছে ডুকুরে
আসছে লেলিয়া
পাল্‌কী মুখুরে!

বৃক্ষে থাকিয়া
গাত্র ঢাকিয়া
ক্লান্ত কোয়েলা
উঠছে ডাকিয়া।

গাইটি ছায়াতে
বৎস-কায়াতে
জিভ্‌টি বুলায়ে
দিচ্ছে মায়াতে।

পত্র-অলকে
রৌদ্র ঝলকে
ধূম্র উড়িছে
ক্ষেত্র ফলকে।

তপ্ত মাঠে রে
কেউ না হাটে রে,
রৌদ্র তাপেতে
বিশ্ব ফাটে রে!

এমনি দুপরে
কোন্ সে কুফরে
আনলো এদেরে
রাস্তার উপরে!

কার সে হেলাতে
এই অ-বেলাতে
বউ-ঝি চলিল
অন্য জেলাতে!

সব গা ধামারে
পাল্কী থামাবে!
বৃক্ষ-ছায়াতে
একটু নামাবে!

শুনলো না তো বে
করুণ কাতরে,
প্রাণ কি সবারি
তৈরী পাথরে!

চারটি মালেতে
নামলো খালেতে,
পাল্কী চালালো
দুল্কি তালেতে!

একটু দাঁড়ালো
ঘাড়টা ভাড়ালো
ঐ যে আড়ালে
চরণ বাড়ালো!

রইলো ঝরিয়া
মর্মে মরিয়া
সুরের রেশটি
চিত্ত ভরিয়া!

প্রবাসী,
পৌষ, ১৩২৯

নিয়ন্ত্রিত

[কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের "বিদ্রোহী"কে লক্ষ্য করিয়া]

ওগো "বীর !"
সংযত করো সংহত করো "উন্নত" তব শির !
"বিদ্রোহী ?"—শুনে হাসি পায় !
বাঁধন-কারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায় ?
সেকি সাজেরে পাগল সাজে তোর ?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মতো কতোটুকু তোর আছে জোর ?
ছি ছি লজ্জা, ছি ছি লজ্জা !
তোর কোথা রণ-সাজ-সজ্জা ?
তোর কোথা অনুচর অশ্ব পদাতি সৈন্য ?
শুধু হাহাকার, শুধু আঁখি-ধার, শুধু দৈন্য !
তোর স্থান কোথা ওরে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়াবার—
নিজ অধিকারে দাঁড়াবার আর শত্রু-সেনারে তাড়াবার ?
নাই নাই তোর কিছু নাই—
এই বাঁধন কাটিয়া বাহিরে কোথাও দাঁড়াবার তোর ঠাঁই নাই—
ওরে ঠাঁই নাই !
তবে কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া বিদ্রোহী তুই হবি বল্ ?
ওরে "দুর্ম্মদ," ওরে "চঞ্চল !"
তোর হৃদয়ে-বাহিরে আঁধারে-আলোকে, নিখিল ভুবন মাঝারে
মুক্ত বাঁধন পথ ঘিরে ঘিরে বাজিছে হাজারে হাজারে !
তুই যতোই প্রয়াস করিস্ আপন মনে ভাই,
সেই "খেয়ালী বিধির" বাঁধন এড়ায়ে পাবিনে মুক্তি কোনো ঠাঁই!
সে যে অযাচিত দান করুণার;
সে যে স্নেহ-বিজড়িত চোখে চোখে রাখা
কল্যাণ-প্রীতি-ভালোবাসা-মাখা
স্নিগ্ধ-সরস পেলব পরশ
ঊষর জীবনে শতবার !
সে যে শুধু ক্ষমা আর ভুলে-যাওয়া,
সে যে মিলন-পিয়াসী মৌন নয়ন তুলে-চাওয়া !

সে যে পীযূষ-ফোয়ারা উচ্ছল-চল-কলকল,
চির নিরমল—চির চল-চল।
সে যে মলয়-অনিল রবির কিরণ স্নিগ্ধ-মধুর মনোরম,
সে যে শারদ-চাঁদিনী, কুসুম-কামিনী, আকাশ-নীলিমা অনুপম
সে যে নিত্য-হরষা উষা-বালিকার গীতি-মুখরিত জাগরণ,
সে যে সবুজ পাতার মাথার উপরে কম্পন-ঘন-শিহরণ,
সে যে স্নিগ্ধ সলিল-লাস্য,
সে যে মিটি মিটি মিটি চেয়ে-থাকা কোটি
তারকার চারু হাস্য।

সে যে তৃপ্তি সে যে শান্তি!
সে যে নয়ন-ভুলানো বিশ্ব-রাণীর তনুর তনিমা-কান্তি,
সে যে আপনারি মাঝে আপন মনের অনুভূতি,
অতি দূর হতে যেন ভেসে-আসা কোন্
অজানা জনের তনু-দ্যুতি!

সে যে চাওয়ার বাসনা, পাওয়ার তৃপ্তি,
সফল আশার পুলক-দীপ্তি,
বিনিময়ে তার রিক্ত হিয়ার
দৈন্য-কাহিনী নিবেদন!
মরমে লুকানো কি বেদন।

সেই বাঁধন-কারার মাঝারে দাঁড়ায়ে
খালি দুটি হাত উর্ধ্বে বাড়ায়ে
তুই যদি ভাই বলিস্ চেঁচিয়ে—"উন্নত মম শির –
আমি বিদ্রোহী বীর"—
সে যে শুধুই প্রলাপ, শুধুই খেয়াল, নাই নাই তার কোনো গুণ
শুনি স্তম্ভিত হবে 'নমরুদ' আর 'ফেরাউন'!
শুনি শিহরি উঠিবে 'শয়তান',—
হবে নাকো সে-ও সঙ্গের সাথী, গাবে নাকো তোর জয়গান!

তুই তার চেয়ে কিরে শক্ত,
তার চেয়ে কিরে ভক্ত?
ধ্বনি উঠে যে রণিয়া—না, না, ওরে না, না,
তুই তা না!

তুই দুর্বল—চির দুর্বল,
তুই পথের ধূলায় পড়িয়া আছিস্ কোথায় সে কতো দূর বল্।
তুই যার সাথে ভাই বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়ালি,
তাহারই রসদে বাঁচিয়া আছিস্
তাহারি রাজ্যে দাঁড়ায়ে নাচিস্
তাহারি হুকুমে মরিস্ বাঁচিস্
শুধু অভিশাপ কুড়ালি!
আপনার পায়ে আপনি হানিলি কুড়ালী!
ওগো বীর!
তবে সংযত করো, সংহত করো উন্নত তব শির!

*

বিদ্রোহী ওগো বীর!
হৃদয় মেলিয়া চেয়ে দেখ্ ভাই মন করি সুস্থির
সবারে-এড়ায়ে-দূরে-চলে-যাওয়া বিদ্রোহ—সে কি সত্য?
যাহা হয়ে গেলি, তাই যে রে খাঁটি—কোথা পেলি এই তথ্য?
মিথ্যা—সে কথা মিথ্যা
বিদ্রোহ—সে যে শুধু ঠুকাঠুকি—নিজেদেরই শুধু হত্যা।
মিছে বিদ্রোহী কেন হবি ভাই?
তাতে সুখ নাই, তাতে সুখ নাই!
বিদ্রোহ মাঝে শুধু হাহাকার, শুধু মিলনের তৃষ্ণা,
আলোক সেখানে হাসে না কখনো, শুধুই কালিমা-কৃষ্ণা!
যদি পেতে চাস্ কভু জীবনের সুধা উপভোগ,
তবে বিশ্বের সাথে আপনারে কর্ শুভযোগ,
তবে "বিদ্রোহী" হতে বিদ্রোহী হ'রে, হৃদয় দুয়ার খুলে দে,
সেথা মহা-মিলনের উৎসব বসা, বক্ষে সবারে তুলে নে!
সেথা আসুক বেদনা, আসুক অশ্রু,—আসুক তুচ্ছ-অতি দীন
তুই বিশ্বের সাথে যোগ দিয়ে চল্ গান গেয়ে গেয়ে প্রতিদিন,
এই নিখিল জগতে আকাশে, হৃদয়ে, বাহিরে!
বিরোধ-ঝঞ্ঝা—বিদ্রোহ কোথা নাহি রে।

শুধু আছে যোগ, শুধু আছে প্রেম আর ভালোবাসা,
আপনার পথে অবাধ গতিতে যাওয়া-আসা ;
চন্দ্র-সূর্যে তারায় তারায় আছে মিল,
সাগর-তটিনী, তরু-লতিকায় শুধু প্রেম চির অনাবিল,
গগনে গগনে জলদে চপলে গহনে,—
আকাশে পাতালে অনিলে অনলে দহনে,
আছে প্রেম, আছে মিলন-মাধুরী জড়ায়ে,
মিলনের গান গিয়াছে বিশ্বে ছড়ায়ে !

নাহি বিদ্রোহ, নাহি অনিয়ম, নাহি কোনো মানা,
জীবনের গতি, ভাগ্য-নিয়তি সকলেরি কাছে আছে জানা ;
তারা আপনার মনে অবাধ গতিতে যে যাহার পথে চলে যায়,
পথে চলিতে চলিতে কোলাকুলি করে, মুখপানে সদা হেসে চায়।
এই সুন্দর-চির-উজ্জ্বল-চারু-চিত্র-বহুল বিশ্ব,
এই শ্যাম শোভাময়ী নিতি নব নব দৃশ্য,
এ নহে শুধুই "শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির" সৃষ্টি
পিছনে ইহার জেগে আছে তাঁর দিব্য আঁখির দৃষ্টি :
"শোক-তাপ ?"
সে যে ভুল কথা ভাই, নাই নাই কিছু শোক-তাপ—
মানুষের শিরে নাহিকো খোদার অভিশাপ।
এই সৃষ্টির মূলে দুঃখেরও যে গো আছে ঠাঁই,
অতি ঊর্ধ্ব হইতে দৃষ্টি হানিলে দেখিবারে পাই সদা তাই ;
তবে কেমন করিয়া বলিব—এ "শুধু নিঠুর বিধির খেয়াল" ?
কেমন করিয়া সুখ-দুখ মাঝে টেনে দিব ভাই দেয়াল ?
ভুল, ভুল, তোর, সবি ভুল,
তুই সুধা নাহি পিয়ে বিষ হতে চাস—
"উন্মাদ" তুই বিলকুল।

তুই হবি কেন ভাই "উন্মন মন উদাসীর ?"
"বিধবার বুকে ক্রন্দন-রোল, হা-হুতাশরাশি হুতাশীর",
তুই হবি কেন ভাই গৈরিক-পরা পরম বিরাগী সৈনিক ?—
ওরে নিত্য নূতন দৈনিক !

রক্ত-রাগ

তুই অনুভূতি দিয়ে ব্যথিতের ব্যথা
আপনার বুকে এঁকে নে'
"গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি" আকুল নয়নে দেখে নে'।
তুই নব বধূটির সরম-জড়িত অধরের কোণে চুমো খা,
তার কুসুম-কোমল বক্ষের পরে মূর্ছিত হয়ে ঘুমো যা!
তুই কিশোরীর সাথে কিশোর হইয়া প্রাণ খুলে দিয়ে খেলা কর্,
অভিমান-ভরে ঠোঁট ফুলাইলে সোহাগ ঢেলে দে শির 'পর!
তুই "যৌবন-ভীতু পল্লী-বালার" নয়নের পানে চেয়ে থাক্,
পালাইয়া যাক্ ত্রস্ত চরণে—মঞ্জরী-ধ্বনি বেজে যাক্!
তুই পথে যেতে যেতে ফাগুন-ঊষার রক্ত-আলোকে নদী-তীরে,
সদ্যস্নাতা সিক্ত-বসনা মুক্ত-চিকুর প্রেয়সীরে,
চলার গতিতে সহসা থমকি একবার দেখে চলে যা,
থাকে যদি কিছু বলিবার, তবে আঁখির ভাষায় বলে যা!
তুই ফুলবনে গিয়ে লুটে নে রে ফুল-সুরভি,
সাঁঝের বাতাসে তটিনীর কূলে গেয়ে যা উদাস পূরবী,
তুই বিশ্বের পানে অবাক হইয়া চেয়ে থাক্
তোর পরাণে কাহারো পুলক-প রশ লেগে যাক্,
তুই চারিদিক দিয়ে জীবনেরে কর্ সার্থক আর ধন্য,
এই নিখিল বিশ্ব সুষমায়-ভরা পাতা আছে তোর জন্য!

ওগো বিদ্রোহী বীর-সৈন্য,
হবি কিসের জন্য বিদ্রোহী তবে, কিসের অভাব দৈন্য?
তুই ধন্য, ওরে ধন্য,
তুই সৃষ্টির সেরা মানুষের শিশু—নহিস তুচ্ছ অন্য—
তুই ধন্য—তুই ধন্য!
ওগো বিদ্রোহী মহাবীর
তবে সংযত করো, সংহত করো
উন্নত তব শির!

সওগাত
চৈত্র, ১৩২৮

কবির আঁখি

কবির আঁখি দুটি, চাহনি মিটি-মিটি
উহারে এড়ায়ে চলিবে সব দিঠি,
ও আঁখি সোজা নয়,—দুষ্ট অতিশয়!
উহারে বিশ্বাস করাটা ভালো নয়!

দৃষ্টি ভাষা আর শ্রবণে মনে মনে
করিছে আনাগোনা কবির আঁখি কোণে,
আঁখিতে দেখে শোনে, আঁখিতে কথা কয়
এই তো সবচেয়ে মুস্কিল—বেশী ভয়!

যে কথা ফোটে নাকো ভাষার গুঞ্জনে
হৃদয় জাগে ভালোবাসার মুঞ্জনে,
সেখানে কবি শুধু বারেক আঁখি ঠারে
যা কিছু বলিবার পারে তা বলিবারে ;—

সে শুধু চোখে-চোখে কেবলই চেয়ে থাকা
হৃদয় টেনে আনি আঁখিতে পেতে রাখা,
না বলি কোনো কথা বচনে বারবার
নিশানি তুলে ধরা নয়নে আপনার!

সদা স্নাত-বাসে কলসী লয়ে কাঁখে
তরুণী থেমে যায় সহসা পথ-বাঁকে,
আঁখিতে আঁখিতে মিশি শিহরি উঠে কবি,
নিমেষে প্রীতি-প্রেম জানায়ে দেয় সবি!

কি-যে-কি চাহনি সে বলিতে পারা ভার—
চপলা চঞ্চলা আলোক-কারাগার!
আঁখির ফাঁদ পাতি নিখিল ধরা মাঝে,
কবির মন-চোর ব্যাধের মতো রাজে!

শুনিতে পারে কবি বুকের চাপা ব্যথা
বদনে যতো থাক্ মৌন নীরবতা ;

রক্ত-রাগ

কথার ছবি যেন এঁকে নেয় আঁখি তার
নয়নে ধরে আনে মুরতি বেদনার!

প্রণয়-প্রীতি-ভরা বাসর ফুল-সাজে
আর্দ্ধেক-মুকুলিত প্রিয়ার হৃদি-মাঝে
যে কথা জেগেছিল, কেহ কি বলে তাই!—
কবির চোখে তাও ধরিতে বাকী নাই!

তীক্ষ্ণ সূচি-ভেদী কবির আঁখি-তারা
কোথাও বাধা নাই—হয় না দিশেহারা,
যেখানে যতোটুকু মাধুরী পড়ে রয়
মরাল সম সে যে আঁখিতে ধরে লয়।

সাগর-তটিনীতে গহনে ফুল-বনে
গোপনে কোন্ বাণী বলে কে মনে মনে
আকাশে ধরাতলে নিতি যে গীতি বাজে,
সবারি ছায়া পড়ে কবির আঁখি মাঝে।

পারে সে দেখিবারে অজানা কতো দেশ
গগন-সীমা-রেখা নহেকো তার শেষ,
অসীম নীলিমার ওপারে পলে পলে
কবির কুতুহলী আঁখির খেয়া চলে!

কবির আঁখি দুটি যাহারে ভালোবাসে,
মরতে তার কাছে স্বরগ নেমে আসে!
এমন প্রেমভরা আঁখির চাওয়া দিয়ে
কেহ কি বাসে ভালো, বলো তো বলো প্রিয়ে?

সাহিত্য
শ্রাবণ, ১৩২৯

ব্যথার গৌরব

আমায় তুমি ব্যথা দিলে অন্তরে,
নাইকো আমার সেই গরবের অন্ত রে!
দানের দিনে সবাই আসি
নিয়ে গেল হাসি-রাশি,
সুখ-সায়রে চিত্ত সবার
সন্তরে,—
নাইকো আমার এই গরবের
অন্ত রে!

বিতরণের ভার দিলে মোর মস্তকে,
দিলে নাকো চাইতে আমার হস্তকে!
সবার শেষে আপন জেনে
ত্যক্ত ব্যথা দিলে এনে,
স্নেহের পরশ করালে হৃদি-
যন্তরে—
নাইকো আমার সেই গরবের
অন্ত রে!

প্রবাসী
ফাল্গুন, ১৩২৯

রবীন্দ্রনাথ

আকাশে-ভুবনে বসেছে যাদুর মেলা,
নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর—
রবি-শশী-তারা-ঝঞ্ঝা-অশনি-খেলা,
লুকোচুরি কতো চলিতেছে নিরন্তর!

আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারাবেলা
কিছু বুঝি নাকো—বিস্মিত-অন্তর!
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা-গড়া-হেলা-ফেলা
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মন্তর!

রক্ত-রাগ

কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো,
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে,
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো!

দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই,
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়া তাই!

প্রবাসী
ফাল্গুন, ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

হায়! ছন্দের রাজ সত্যেন আজ নির্বাক নিশ্চল,
তার কণ্ঠের বীণ্ ঝঙ্কার-হীন, টঙ্কার নিষ্ফল!
আজ সঙ্গীত-শেষ বাংলার দেশ, হর্ষের নাই লেশ,
নাই দীন-হীন মা'র কণ্ঠের হার,—পাণ্ডুর তার বেশ

আজ অম্বর-তল উচ্ছল-জল-ছলছল-চঞ্চল,
ঝরে ঝুরঝুর-ঝুর অশ্রুর সুর, ভরপুর অঞ্চল,
ঝরে বর্ষার বায় হায় হায় হায়, ধায় কোন্ বন্-বন্
একি উন্মাদ-রোল, হিন্দোল-দোল,—মৃত্যুর ক্রন্দন!

আজ কুঞ্জের গীত্ নিস্পন্দিত্, গম্ভীর বন্-পথ
নাই উৎসব-রব, নিঃশেষ সব সৌরভ-সৰবং
আজ ফুলকুল হায় ঢুল্‌ঢুল্-কায়, বুল্‌বুল্-হীন বাগ,
তার বক্ষের পর জর্‌জর্ শর—নির্মম নীল দাগ!

আজ বিশ্বের বীণ সমগীন ক্ষীণ, ক্রন্দন ভরপূর
হায় স্থল-জল-নীল বন-মঞ্জিল সব ঠাঁই এক সুর!
ছিল সত্যের মাঝ কার কোন্ কাজ, কার কোন্ বন্ধন?
যার বিচ্ছেদ-দুখ্ কাতরায় বুক উথ্‌লায় ক্রন্দন?

একি বিস্ময়! জয় 'সত্যের' জয় অব্যয় অক্ষয়!
পেনু মৃত্যুর মাঝে সন্ধান আজ 'সত্যের' সত্তায়,
সে যে বিশ্বের সুত নির্মল-পূত স্বর্গের সন্দেশ!
সে যে নন্দন-বন-ফুল-চন্দন, মর্তের বন্-দেশ!

সে যে রূপ-রস-রাগ সবজীর দাগ, ফুলবন-নিশ্বাস,
সে যে সৃষ্টির সার, অন্তর তার সব্বার নির্যাস!
তাই উল্লাস হীন এই দুর্দিন বর্ষার সন্ধ্যায়
তার মৃত্যুর ভান অন্তর-তার সব্বার স্পন্দায়।

ওরে সত্যের প্রাণ সত্যের গান বিশ্বের সম্পদ,
এই বঙ্গের বাস নয় তার পাশ—নয় তার কম-পদ,
সারা বিশ্বের পর সব তার ঘর, কেউ নয় পর-পর
এই নির্ঝর-নীর, গঙ্গার তীর, পত্রের মর্মর।

ওরে সত্যের প্রাণ সত্যের গান মৃত্যুর নয় বশ,
কভু সত্যের ক্ষয় সম্ভব নয়—অব্যয় তার যশ,
ওরে দুর্বল-দল, অশ্রুর জল মোছ্ মোছ্ সত্বর,
দ্যাখ্ সৃষ্টির মাঝে মিশ্রিত আজ অন্তর সত্যে'র।

আছে সত্যের প্রাণ স্পন্দনমান ছন্দের নাচনায়
আছে অম্বর-গায়, হিল্লোল-বায়, চন্দ্রের জোছনায়,
আছে 'পাল্কির গান' দেশ-কল্যাণ 'ঘর্ঘর চরকায়'
আছে 'শূদ্রের' সাথ, 'নওরোজ'-রাত, মর্মর ঝরকায়!

আজ নাই নাই খেদ, নাই বিচ্ছেদ, নাই শোক একতিল
তার সুর-খোশবায় মন-বন ছায় মশগুল দ্যাখ্ দিল,
সে যে আপনিই আজ সুর-খাম্বাজ বিশ্বের বীণ-লীন্,
তার হস্তের বীণ রয় রোক দীন—গানহীন গমগীন্!

আজ অজ্ঞাত এই সাগরেদ—দেই অশ্রুর ফুলহার
নও তুচ্ছের দান—বেদনার গান—বুলবুল বাংলার!

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
শ্রাবণ, ১৩২৯

পরপারের কামনা

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ এত হাসি-গান,
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ।
এ বিশ্বের সবই আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো
আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী তারকার আলো।
সকলেরি সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা
কতো কি যে মাখামাখি, কতো কি যে মায়ামন্ত্র বোনা!
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কতো কথা কহে নিতি নীলিম আকাশ;
চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্ব-মুখে পুলক-চুম্বন,
মিটি মিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন;
বসন্ত-নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম—ভালোবাসাবাসি;
বরষার বারি-ধারা চমকিত চপলা দামিনী,
শরতের শান্ত-সিত পুলকিত মধুর যামিনী,
হেমন্তের সঙ্কুচিত দূর্বাদলে নিশির শিশির,
শীতের শীতল বায়, হিমভরা নদ-নদী নীর;
প্রকৃতির নগ্ন-শোভা, শস্যময় শ্যামল প্রান্তর,
গ্রাম্য-গীতি-মুখরিত কৃষকের সরল অন্তর,
প্রতিদিন নানাভাবে নিতি নব বিশ্ব-পরিচয়
প্রতিদিন এত কাজ, এত কথা, এত অভিনয়,
কেহই নয়নে মোর নহে কুশ্রী, নহে হীন কালো
সকলি মাধুরীময়, সকলেরি বাসিয়াছি ভালো!
সেই আলো, সেই জল, সেই রম্য আকাশ-বাতাস,
সেই হাসি, সেই গান, সেই শোভা, কুসুম-সুবাস,
সেই প্রীতি, সেই প্রেম, প্রাণে প্রাণে সেই ভালোবাসা,
দূরে দূরে হৃদয়ের পরস্পর মিলনের আশা,
সকলই বিফল হবে? সকলই কি হবে ভুল দেখা?
সকলই কি স্বপ্নময় মায়াময় ছায়া দিয়া লেখা?
সকলই ছাড়িয়া যাবো? এ জগত পড়ে রবে পিছু?
আর আমি দু'নয়নে এ বিশ্বের হেরিব না কিছু?

মরণ কি টেনে দেবে আঁখি-কোণে অন্ধ আবরণ?
এপার-ওপার মাঝে রবে নাকো স্মৃতির বন্ধন?
হে বিরাট! তব পাশে আজি মোর এই নিবেদন
প্রভু, তুমি কৃপা করি ইচ্ছা মোর করিও পূরণ,—
মরণের পরপারে যেই বেশে যেই দেশে যাই,
তোমার আকাশ-আলো তবু যেন দেখিবারে পাই!
নিখিলের এই শোভা, এই হাসি এই রূপরাশি,
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালোবাসি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৮

নারী

"এবং তথায় (স্বর্গোদ্যানে) তাহারা (পুণ্যবান পুরুষেরা) পবিত্রা সঙ্গিনী পাইবে এবং অনন্তকাল তথায় বাস করিবে।"

—সুরা বকরা।

—কি সুন্দর তুমি নারি!
তোমার মহিমা তোমার গরিমা কহিতে নাহিকো পারি।
কতোদিন আমি আবেশ-মুগ্ধ নয়নে
কতো নিশি কতো শয়নে
ভুবন-ভুলানো তব রূপ-রাশি দেখেছি চাহিয়া চাহিয়া,
অলস-লালসে দৃষ্টি হানিয়া উঠিয়াছি গান গাহিয়া!
আমি, চিনিনি তোমারে এতদিন, শুধু দেখেছি তোমারে বাহিরে,
আজি, চিনেছি তোমারে দিব্য-আলোকে—এতটুকু ভুল নাহিরে!
তুমি নহ হীন, নহ তুচ্ছ,
নহ চরণ-পৃক্ত, রিক্ত-তিক্ত, পথের রেণুকা-গুচ্ছ,
নহ সৃষ্টির তুমি জঞ্জাল,—নহ পাপের প্রথম উৎস
নহ চির-অপরাধী, করুণা-ভিখারী, অভাগী অধম কুৎস্য,

রক্ত-রাগ

তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি স্রষ্টার সার সৃষ্টি,
তুমি চাতক-ধরার তৃষিত কণ্ঠে মূর্ত অমিয়া-বৃষ্টি!
তুমি সুন্দর-চির-মনোহর-কম-কান্ত,
তুমি জীবন-পথের আঁধারের আলো-স্নিগ্ধ-করুণ-শান্ত।

তুমি অন্ধ কুঁড়ির বুকের মাঝারে ঘুমাইয়া-থাকা গন্ধ,
তুমি নিদাঘ-পথের স্নিগ্ধ-সলিল, মলয়-সমীর মন্দ,
তুমি সুরভি-পূরিত কোমল-কুসুম, নবীন মাধবী-কুঞ্জে
তুমি শরত-রাতের মধুর চাঁদিনী শ্যামল পত্রপুঞ্জে।
তুমি তটিনী-লহরে নৃত্য-ব্যাকুল মর্মর বীচি-ভঙ্গ,
তুমি সান্ধ্য তারার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, পীযূষ-পূরিত অঙ্গ।

তুমি মাধবী লতার বাহু-বেষ্টনী, অনুরাগ-ভরা নির্ভর,
তুমি শ্যাম বনানীর পত্র-পুঞ্জে দখিন্ হাওয়ার মর্মর!
আমি যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই তোমারি মোহিনী মূর্তি
যেন তোমারি প্রকৃতি নিখিল ব্যাপিয়া লভেছে বিকাশ-স্ফূর্তি,
আমি যাহা কিছু দেখি শ্যামল-কোমল, যাহা কিছু দেখি রম্য
নারি! সকলেরি মাঝে তুমি আছো তাব— হয় ইহা বোধগম্য।

তুমি কতো যুগ হতে স্রষ্টার বুকে সাধ হয় ছিলে সুপ্ত,
হলে সৃষ্টির সাথে শরীরিনী, আর রহিলে না চির লুপ্ত,
তুমি সৃষ্টি-ধারার লহরে লহরে করিছো সে হতে নৃত্য
কতো রূপ-রস-রাগে রঞ্জিত করি তুষিছো সবার চিত্ত!
আজি তোমাতে আমাতে এই পরিচয়, এ নহে অলীক ভ্রান্তি
দূর মরণের পারে লভিব আবার তোমারি পীযূষ-কান্তি!
সেই বিধাতার চির-মিলন-মঞ্চে—স্বর্গের উপকুঞ্জে
সেই নির্ঝরের তীরে আলোকে পুলকে সুরভি কুসুম-পুঞ্জে,
যবে দিশি দিশি হতে সকল বন্ধু মিলিব আসিয়া হর্ষে,
যবে নিখিল-বন্ধু দুয়ারে দাঁড়ায়ে বরে নেবে কর স্পর্শে,
দিবে কী ধন তখন সবে উপহার? কী দিয়া তুষিবে চিত্ত!
আমি জানি জানি নারি! কিছু নহে আর—তোমারি মাধুরী বিত্ত!
ওরে বিশ্ব-বিধাতা বন্ধু-জনের চিত্ত-বিনোদ জন্য
আর কোনো উপহার পায়নি কি খুঁজি তোমা ছাড়া কিছু অন্য।

সেই চির-কল্যাণী, চিত্ত-তোষিণী নারী তুমি ওগো ধন্যা
সেই খোদার হাতের চরম যে দান—তুমি সেই 'হুরী'-কন্যা!
তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ চির-পবিত্র, চিরকাল সাধনার,
অয়ি চির-সঙ্গিনী মহীয়সী নারি,—তোমারে নমস্কার।

সহচর
শ্রাবণ, ১৩২[illegible]

বঙ্গ-নারী

অয়ি, স্রষ্টার গড়া সৃষ্টির সেরা বঙ্গের কুল-বধূ!
অঙ্গে তোমার রূপ-রাশি আর অন্তর ভরা মধু।
রূপ-গুণ দিয়ে মনের মতন
করিয়াছে বিধি তোমারে সৃজন,
সৃষ্টি হতো না সুন্দর যদি তুমি না থাকিতে শুধু।

যতো কোমলতা, যতো মধুরতা, সকলি তোমাতে ঢালা,
নারী-জগতের তুমি অনুপমা ওগো বঙ্গের বালা!
ধৈর্য্য, সেবা ও ত্যাগ-মহিমায়
তোমার সমান নাহি এ ধরায়,
তুমি আছো তাই আমাদের গৃহ হর্ষ-প্রদীপ-জ্বালা।

অল্প লইয়া পুলক চিত্তে শান্ত হইয়া থাকো
বাহুল্যের তুমি অনুরাগী নহ, বিব্রত করো নাকো,
চিরদিন তুমি মুগ্ধ-হাসিনী
চিরদিন তুমি চিত্ত-তোষিণী
চিরদিন তুমি মঙ্গলময়ী, গৃহ-মঙ্গল দেখ।

জননীর রূপে আমাদের মাঝে তুমি স্বর্গের দান,
তোমার পুণ্য চরণ নিম্নে স্বর্গ বিরাজমান!

রক্ত-রাগ

প্রীতি-প্রেম আর স্নেহ-মমতায়
বন্ধন দেছো হিয়ায়-হিয়ায়,
সন্তান তব পারিবে না দিতে সে স্নেহের প্রতিদান।

বিশ্ব-পিতার পালন-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছো তুমি,
মাতৃ-রূপিনী ধাত্রী আমার! তোমার চরণ চুমি।
আপনার হাতে যতন করিয়া
জাতীয় জীবন তুলিছো গড়িয়া
ধন্য হয়েছে তোমারে লভিয়া জননী বঙ্গভূমি।

ভগিনীর রূপে পরমানন্দ তুমি আমাদের ঘরে,
ভ্রাতা-ভগিনীর প্রণয় বঙ্গে স্বর্গ রচনা করে।
অধরে ফুলের হাসিটি লুটিয়া
বাঙালীর ঘরে রয়েছো ফুটিয়া!
তুমি যেথা নাই ভ্রাতা সেই ঠাঁই বিফল জন্ম লবে।

কৈশোরে তুমি চোক্ষের প্রীতি, বাল্যের সহচরী
ভ্রাতার চিত্ত চির-মধু-রসে রেখেছো সিক্ত করি,
যে বেশে যে দেশে যেখানেই যাও
ভগিনীর স্নেহে সবারে মজাও,
তোমার মাঝারে দর্শন করি স্বর্গের হুর-পরী।

নববধূ হয়ে প্রেমিকার সাজে এসো আমাদের মাঝে,
চিত্তে তোমার চিত্ত-চোরের মোহন মূর্তি রাজে।
সঁপিয়াছো প্রাণ চরণে যাহার
মন-প্রাণ ঢালি ভালোবাসো তার,
অয়ি প্রেমময়ি! তোমার তুলনা তোমাতে কেবলি সাজে!

জনকের স্নেহ, জননীর মায়া সকলি ভুলিয়া যাও,
জানিনা বুঝিনা স্বামীর মাঝারে কোন্ মহামণি পাও!
পর হয়ে যায় যারা মমতার
'পর' হয় শেষে বড় আপনার।
পরের লাগিয়া এমনি করিয়া আপনারে বলি দাও!

গৃহিণীর রূপে তুমি আমাদের গৃহের শান্তি-আলো,
প্রতিদিন তুমি রন্ধন-শালে ইন্ধন আনি জ্বালো :
পুত্র-কন্যা সবার জন্য
রন্ধন করো সময়ে অন্ন
কর্ম-ক্লিষ্ট স্বামীর চিত্তে শান্তি-সলিল ঢালো !

ধর্ম-কর্মে মর্ম তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধা মাখা,
সংশয়-হীন সরল চিত্ত—পুণ্যের ছবি আঁকা
সমাপন করি যতো গৃহকাজ
কায়মনে পালো 'পূজা' ও 'নামাজ'
এ সকল তব চেষ্টার ফলে বালিকা-বয়সে শেখা !

সুন্দর কোনো খাদ্যদ্রব্য যখনি আনিনা ঘরে
নিজে খাও তাহা সকলের শেষে দিয়ে-থুয়ে সকলেরে
দিয়ে-থুয়ে আর থাকে কতোটুক।
গ্রহণের চেয়ে দানে তব সুখ !
ত্যাগ-মহিমায় মধুর করিয়া গড়িয়াছো জীবনেরে !

বৃদ্ধার বেশে পরিজন মাঝে গুরুজন বেশ ধরো,
আবার কখনো নাতি-নাতিনীর প্রীতি বর্ধন করো !
রূপকথা আর ব্যঙ্গের চোটে
কচিমুখে কতো হাসি-গান ফোটে,
নাতিনী-অঙ্গ বিদ্রূপ-বাণে হয়ে যায় জরজর !

স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী তুমি অশেষ পুণ্যাধার,
জ্বালাময়ী এই বিশ্ব-মরুতে তুমি প্রেম-পারাবার,
দুনিয়া করেছো চির মনোহর
তুমি আছো তাই সকলি সুন্দর !
অয়ি অনুপমা বঙ্গ-মহিলা ! তোমারে নমস্কার !

আল্-এসলাম
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

প্রেমের জয়

তোমায়-আমায় মিলন হবে—এই কথাটি হলে জানাজানি,
এই মিলনের শত্রু যারা—তাদের মাঝে হলো কানাকানি।
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-শরম দীপ্ত তেজে উঠলো সজাগ হয়ে,
তোমায় তারা শাসন করে রক্ত-আঁখির শক্ত কথা কয়ে!
বলে তারা, "ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ, ওরে শরম-হারা!
কেমন করে নিবি বরে' অজানাব এই শূন্য হৃদয়-কারা?
যারে কভু দেখিস্‌নি তুই, জানিস্‌নি তুই, চিনিস্‌নি তুই ওরে,
কোন্ পরাণে তাহার হাতে সঁপে দিবি এমন করে তোরে?
থির হয়ে থাক্, নড়িস নাকো, চরণ-যুগল রাখিস করে খাড়া,
বাহির হতে প্রেম-নিবেদন যতোই আসুক—দিস্‌নে কো তায় সাড়া।"
প্রেম ছিল সে মিত্র তোমার, শাসন-বাণী কিছুই মানে না সে,
গোপন-মৃদু চরণ ফেলে বুকের তলায় ঘনিয়ে সে যে আসে।
বলে তোমায়—"বাসব ঘরে আজকে প্রথম মিলন-রজনীতে
হৃদয়-দুয়ার খুলতে হবে, ভুলতে হবে শঙ্কা-শরম-ভীতে:
মুঞ্জরিত কুঞ্জ-দ্বারে যে এলো আজ গোপন অভিসারে,
চির-চেনা সেই অজানা,—বরে' নে আজ বরে' নে আজ তারে!"

এক নিমেষেই উভয় দলে তুমুল বেগে যুদ্ধ হলো শুরু,
গুমরে মরে বুকের তলায় শিউরে-ওঠা কাঁপন দুরু-দুরু!
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-শরম বিজয় রবে উঠলো সকল ছেপে,
প্রেমকে নেহাৎ একলা পেয়ে বন্দী করে রাখলো নীচে চেপে!
ক্ষিপ্রপদে ছুটলো তারা তোমার ললিত দেহের সকলখানে,—
পাষাণ-হৃদয় দস্যু কি আর ভালোবাসার আইন-কানুন মানে!
মুদে দিল আঁখির পাতা, বন্ধ হলো আসা-যাওয়ার পথ,—
আগল দেওয়া এই দুয়ারে থমকে গেল মনোভাবের রথ।
জুড়ে দিল নধর-অধর—হাসির রেখা ফুটতে যাতে নারে,—
মনের কোণের গোপন বাণী মুখ দিয়ে না ব্যক্ত হতে পারে।
সকল তনু করলো বিবশ, স্বাধীন গতি রইলো না আর মোটে—
চরণ যুগল চলতে নারে,—আলিঙ্গনে হাত দুটি না ওঠে।

হোথায় তোমার হৃদয়-মাঝে বন্দী হয়ে বিরাজ করে প্রেম,
আকুল চোখে চায় সে বসে—পায়ে তাহার বদ্ধ শিকল-হেম!

আজকে একি নূতন দেখি! কোথায় গেল শঙ্কা-শরম-লাজ?
সোনার কাঠির প্রণয় পরশ কে ছোঁয়ালো তোমার দেহে আজ?
কে ঘুচালো লজ্জা-শরম, কে মুছালো মনের জমাট কালো?
বাদল মেঘের রাত কাটিয়ে কে ফুটালো অরুণ-রবির আলো
কে খুলিল নধর অধর—কে তুলিল আঁখির আবরণ?
কোন্ মায়াবীর মন্ত্রে আজি কণ্ঠে তোমার বাণীর জাগরণ?
কোথায় প্রেমের বন্দী দশা? কোথায় গেল শিকল দেওয়া হেম
অধর-আঁখি মুক্ত আজি—সবার মাঝেই দেখ্ছি শুধু প্রেম!

সাহিত্য
পৌষ, ১৩২৯

আনন্দময়ী

ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া,
চিত্তভরা বিত্ত তোমার—স্নিগ্ধ-মধুর হিয়া।
মূর্তিমতী স্ফূর্তি তুমি
আনন্দ যায় চরণ চুমি,
তোমায় আমি চিনিনিকো আঁখির আলো দিয়া

সাধন-পথের পথিক আমি, চল্‌ছি পথ বেয়ে,
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক-রেখায় নেয়ে,
শুনি কতো গভীর বাণী
নিত্য-নূতন তথ্য আনি,
পুলক লাগে লক্ষ কবির হিয়ার পরশ পেয়ে।

রক্ত-রাগ

ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই,
আমার লাগি আমার মতোই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান-গরিমা নাইকো যেথা
আনন্দ কি মিলবে সেথা।
জংলী মেয়েব জংলী বুলি—মূল্য তাহার ছাই!

আজকে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সে যে বিল্‌কুল্‌,
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল!
তোমার মুখের কথার মাঝে
বীণাপাণির আলাপ বাজে,
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল্‌!

তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত
সৃষ্টি করে আমার মাঝে অপূর্ব সওগাত!
একটু হাসি একটু কথা
দুষ্টুমি ও প্রগল্‌ভতা
নিবিড়-নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিনরাত!

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভালো লাগে!
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে!
কোথায় 'শেলী', 'সেক্স্‌পীয়ার'
ভালো লাগে তাদের কি আর,
তোমার মুখেব অফুট ভাষায় সব মাধুরীই জাগে!

কোথায় ছিল সহজ-সরল এমন ধারা প্রাণ!
তারে আজি কুড়িয়ে পেনু আকাশ-পানেব দান।
এইখানে আজ প্রিয়ার সাথে
মিলতে পারি হাতে হাতে,—
জ্ঞান-গরিমার সকল গরব হেথায় অবসান।

বঙ্গবাণী
ভাদ্র, ১৩৩০

প্রথম চিঠি

আজকে আমার শুভ প্রভাত বলতে হবে—হবেই ওগো,
প্রিয়ার হাতের প্রথম চিঠি পাওয়া গেছে আজকে যে গো!
আঁকা-বাঁকা লাইনগুলি, আঁখরগুলি কেউবা হেলা,
চুপ্‌সে গেছে কালির ফোঁটা চিঠির চিকণ লেখার বেলা!
বধূর আমার মোটা লেখা গোটা গোটা খাতার পরে,
পত্র-লেখার মতন লেখা লিখবে এখন কেমন করে!
বিয়ের আগে কেউতো তারে দেয়নি বলে লিখতে ছোটো,
সে বিষয়ে উপদেশও কেউ তাহারে দেয়নি দুটো!
বালিকা সে, জানতো কি সে—ছোটো লেখার মূল্য কতো!
জান্‌তো কি সে ছোটো তাহার লিখ্‌তে হবে শীঘ্র অত।
তাই যে তাহার প্রথম লেখা নয়কো ততো পছন্দ-সৈ
তা হোক্—তবু এতে তাহার নিন্দা কোথা প্রশংসা বৈ?
নাইবা হলো ভালো লেখা, নাইবা কিছু গেলই বোঝা,
নাইবা হলো লাইনগুলো সরল রেখার মতন সোজা,
নাইবা থাকুক নবীন প্রেমের স্নিগ্ধ-মধুর রঙিন ভাষা,
নাইবা থাকুক কমা দাঁড়ি—করিও নাকো তাহার আশা!
আছে তো রে এই চিঠিতে বন্ধ পড়ে স্নিগ্ধ-মধুর—
হস্তে-পরা কণক-চুড়ের ছোটো ছোটো ঠুনঠুনি সুর!
আছে তো রে এই চিঠিতে সকল কথার কোণে কোণে
কোমল হাতের কোমল পরশ লুকিয়ে অতি সংগোপনে!
আছে তো রে ইহার মাঝে প্রিয়ার দেহের সুবাস মাখা,
গোলাপ-আতর চেয়েও সে যে অধিক মিঠে—অধিক ছাঁকা!
আছে তো রে এই চিঠিতে চপল চোখের ব্যাকুল চাওয়া
দেখবে কেহ—এই ভয়েতে হঠাৎ মাঝে থমকে যাওয়া!
আছে তো রে ইহার মাঝে সাহিত্যের এক নব সৃষ্টি,
ভাব নাহি কো, তবু যে গো ভাষার করে সুধা-বৃষ্টি
এই রচনার ভাবে-ভাষায় হার মেনে যায় সকল কবি,—
'চণ্ডীদাস' ও 'বিদ্যাপতি' 'ভারত' 'দ্বিজেন' 'শরৎ' 'রবি'।
এই রচনা পড়তে গেলে চোখের নাহি পলক নড়ে,
ওঁদের লেখা পড়তে গেলে এমন ভাবে ক'জন পড়ে!

রক্ত-রাগ

দুরাগত প্রিয়ার হাতের প্রথম-লেখা পত্রখানি,
চুমো দিয়ে তোমায় আমি বক্ষোপরি নিলাম টানি

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৭

ভূষণ

ভূষণ কেন পরবে তুমি, ওগো আমার হৃদয়-রাণি!
ভূষণ দিয়ে তোমার শোভা বৃদ্ধি করা ব্যর্থ জানি।
কোথায় আছে অমন শোভা
অমন মধুর মনোলোভা?
কোথায় আছে মন-মাতানো অমন চারু বদনখানি?

যতো কোমল, যতো মধুর, যতো সরস—তাহাই দিয়ে
গড়লো বিধি তোমার তনু নিখুঁত ভাবে ওগো প্রিয়ে!
ভূষণ পরার সার্থকতা
তবে বলো রইলো কোথা?
এ যে নেহাৎ তুচ্ছ কথা—ঝগড়া কেন ইহাই নিয়ে!

অঙ্গে যাদের ত্রুটি আছে ভূষণ শুধু তারাই পরে—
তারাই কেবল ভূষণ দিয়ে সুশ্রী হতে চেষ্টা করে,
যাদের সে দোষ নাইকো মোটে—
আপন শোভায় আপনি ফোটে,
বলো দিকিন তারা আবার পরবে ভূষণ কিসের তরে?

অঙ্গে কভু ভূষণ-শোভা দেবো নাকো তোমায় প্রিয়ে,
নিজেই যে জন ভূষণ—তারে কি ফল পুনঃ ভূষণ দিয়ে!
ভূষণ নিজে পরার চেয়ে
সুখ যে বেশী ভূষণ হয়ে!
ভূষণ হয়ে শোভা করো আমার দেহ আমার হিয়ে!

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৭

পাশের বাড়ীর মেয়ে

পাশের বাড়ীর মেয়ে,
নিত্যি আসে সকাল বেলা
ছাদের উপর নেয়ে।
সলিল-ভেজা নলিন-নয়ন মেলে
কোমল রাঙা চরণ ফেলে ফেলে
দুলিয়ে দিয়ে চিকণ কালো চুলে
আসে সে যে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

ধোওয়া কাপড় নিয়ে আসে হাতে
ছোটো ছোটো ভেজা কাঁথার সাথে
মেলে দিতে ছাদের আলিসায়,
কাঁথাগুলো আর কাহারো নয়—
ভাই-বোনেদের হবেই সে নিশ্চয়,
মূত্র-মাখা ছিল সমুদয়,—
সকাল বেলা ধুয়ে দেছে তায়।

বাম হাতেতে কাপড়গুলো ধরি
কাঁথাগুলো ডানার উপর করি
ধীরে ধীরে যায় সে দখিন ধারে,
ধুলা-বিহীন একটা যাগায় রেখে
সবগুলোরে ছড়ায় একে একে
সাহসিকার সামনে ঝোলা দেখে
পরাণ আমার কাঁপে বারে বারে!

বয়স তাহার বছর বারো-তেরো
কিংবা কিছু বেশী হবে এ-রো,
চুলগুলি বেশ লম্বা এবং কালো,
গঠন তাহার বড়ই চমৎকার,
রূপ-মাধুরী স্বর্গ-সুষমার:
জোছনা ছানি অঙ্গ গড়া তার—
নয়ন-কোণে সন্ধ্যাতারার আলো।

রক্ত-রাগ

বসন্তেরি রঙীন কিরণ-রেখা
জীবন-বাগে দিয়েছে তার দেখা
সকল তনু তাই যে মধুময় !
চিরদিনের শহর-ঘেঁষা মেয়ে
চালাক চতুর পাড়া-গেঁয়ের চেয়ে
সময়-সোঁতের আগেই চলে ধেয়ে—
বয়স চেয়ে বড়ই মনে হয় !

সিক্ত চিকুর চোখে-মুখে ঝোলে,
বাতাসে তার গায়ের কাপড় দোলে,
রিনি-ঝিনি বাজে হাতের চুড়ি.
মাকড়ি-যুগল কাঁপে নিরন্তর
রবির কিরণ চমকে তাহার পর,
আচম্বিতে বিস্মিত-অন্তর
চেয়ে দেখে পাশের ছাদের বুড়ি।

মেলে দিয়ে কাপড়গুলো শেষে—
পিছন দিকে একটু সরে এসে
ক'খানা ইট যায় সে তুলে নিয়ে,
দুষ্টু বাতাস লেগেই আছে পাশে
কাপড়গুলো উড়িয়ে ফেলে বা সে,—
মনের কোণের এই যে অবিশ্বাসে
ইটগুলোরে রাখে চাপা দিয়ে।

সকল কাজের হয়ে গেলে ছুটি
বিদায়-বাণী জানায় চরণ দুটি,
বিলম্বের আর কারণ থাকে না যে,
এদিক-ওদিক চেয়ে ফিরে ফিরে
যায় সে চলি অতি ধীরে ধীরে,
আমার নয়ন এই জানালার তীরে
লক্ষ্য রাখে তাহার সকল কাজে।

হয়তো কভু এক নিমেষের ভুলে
উজল-কালো স্নিগ্ধ নয়ন তুলে
যাবার বেলা চায় সে আমার পানে,
উপেক্ষা ও ব্যর্থ নীরবতা
দিবার মতো হয়না কঠোরতা,
নয়ন আমার আগেই গিয়ে তথা
দৃষ্টি তাহার বরণ করে আনে!

নিমেষ মাঝের এই যে চোখাচোখি
দূরে দূরে এই যে মুখোমুখি,
এ আমাদের আজকে নূতন নয়,
এই যে আঁখির নীরব লেনা-দেনা
এতেই মোদের অনেক দিনের চেনা,--
কেউ যদিও কদাচ জানে না
কি নাম কাহার কোথায় পরিচয়!

রাস্তা দিয়ে চলে অবিরত
জনশ্রেণী জল-স্রোতের মতো
মুখর করি পথের দুটি ধার,
মোদের আঁখির মৌন নীরব ভাষা
তাহার মাঝেই জানায় ভালোবাসা,
স্তব্ধ করে সকল কাঁদা-হাসা
শূন্য পথের আঁখির অভিসার!

ধীরে ধীরে যায় সে চলি নীচে
কাপড়গুলি পড়ে থাকে পিছে,
বাতাসে তার নাচে সমুদয়,
চেয়ে থাকি আমি সেদিক পানে
কিসের লাগি কেউ তাহা না জানে,
কাপড়গুলোর দেখি সকলখানে,--
সূতার কাপড় কতোই কথা কয়!

মোসলেম ভারত
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

সন্ধ্যারাণী

সন্ধ্যারাণি! সন্ধ্যারাণি!
এই যে মোদের গোপন মিলন—কেউ জানেনা
আমরা জানি।
পশ্চিমের ওই গগন-কোণে
এলে তুমি সংগোপনে
উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বায়ে রেশমী মেঘের আঁচল খানি।

রক্ত-রাঙা মুখের পরে অসীম-ছাওয়া ওই যে নীলা,
ও তো তোমার এলিয়ে দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা,
শান্ত নদীর মুকুর তলে,
দেখছো কি মুখ কৌতূহলে?
সীমন্তে কে পরিয়ে দিল হীরক-টিপ ওই কখন আনি?

তোমায় আমায় এমনি করে নদীর ধারে নিতুই দেখা,
লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দু'জন একা-একা!
তোমায় আমি ওগো প্রিয়া,
ভালোবাসি হৃদয় দিয়া,
শুনেছি গো তোমার মুখে ভালোবাসার মৌণ বাণী!

প্রবাসী
ফাল্গুন, ১৩২৯

খোশরোজ

উৎসর্গ

কলিকাতা মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল পরম শ্রদ্ধাস্পদ
শামসুল ওলামা খান বাহাদুর
ডঃ হেদায়েত হোসেন পি. এইচ. ডি সাহেবের নামের সহিত
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জড়িত রহিল।

নূতন যুগ

আজকে এ কোন্ নূতন যুগের
নূতন আলোকে
বিশ্বজগৎ উঠলো হেসে
পরম পুলকে।
নয়নে মোর চমক লাগে,
হৃদয়-কোণে কী গান জাগে!
কোন্ বাণী আজ ছড়িয়ে গেল
দ্যুলোক-ভূলোকে!

নূতন নূতন—সবই নূতন
নূতন এ দিনে,
নূতন পুলক, নূতন গীতি
নূতন এ বীণে;
নূতন আশা, নূতন ভাষা,
নূতন কাঁদা, নূতন হাসা
নূতন পথের পথিক আজি,
'মুমিন' 'বে-দীনে'।

মরণ-ভীতুর ভয় কে আজি
হঠাৎ নাশিল?
জীবন-বাণীর ব্যঞ্জনাতে
বিশ্ব ভাসিল।
সুপ্ত যারা উঠলো জাগি
ছুটলো দেশের মুক্তি মাগি,
কোন্ ক্ষ্যাপা এ ক্ষেপিয়ে দিতে
ধরায় আসিল!

কোন্ মায়াবী এমন খেলা
আজকে খেলিছে—
মরা গাছের শুক্‌নো ডালে
পাপড়ি মেলিছে!

সকল বাঁধন দিচ্ছে খুলি'
রুদ্ধ মুখে তুলছে বুলি,
সকল বিপদ, সকল বাধা
পিছন ফেলিছে !

বহুদিনের উৎপীড়িত—
তুচ্ছ যাহারা
কোন্ বলে আজ হঠাৎ এমন
উচ্চ তাহারা !
উচ্চ আজি তুচ্ছ হলো,
কালের নদী উজান ব'লো ?
ফুল-বাগিচা হলো কি আজ
শুষ্ক সাহারা ?

ভয়-চকিত ছিল যারা
বেঁচেই মরিয়া,
মর্যাদাহীন দাসের অধম
জীবন ধরিয়া,
তারাই আজি শূন্য হাতে
মুক্তি-রণ-রঙ্গে মাতে !—
ভয়কে আজি দেখায় যে ভয়
স্পর্দ্ধা করিয়া !

পুত্র আজি দিচ্ছে জনম
মাতৃ জাতিরে !
জননী আজ পুত্র হলো
দেশের খাতিরে !
ছেলেরা সব পড়ছে মাঝে
মিলছে সবে ভায়ে ভায়ে
চোখে মুখে সবার এ কোন্
কনক-ভাতি রে !

খোশরোজ

বন্দী হেথা বন্দী আজি
রয় না বাঁধনে,
বন্দী সে যে মুক্ত দেশের
মুক্তি-সাধনে !
দলন-লীলা যতোই চলে
মুক্তি-বাণী ততোই বলে,—
হেসেই তারা কেঁদে ওঠে
ব্যথার কাঁদনে !

বন্ধনে আজ নাইকো রে ভয়
নাইকো ফাঁসিতে,
যতোই বাঁধন ততোই কাঁদন
মুক্তি-বাঁশীতে !
জীবন যারা পণ করেছে
বাঁচার নেশায় মন ভরেছে
তাদেরে কে মরণ-ভয়ে
পারবে শাসিতে ?

ঘরের মায়ের চেনা গলার
ডাক যে শুনেছে,
আপন-ভোলা আপ্‌নাকে যে
বারেক চিনেছে,
তারে কে আজ রাখ্‌বে ধরে
মন ভুলিয়ে—জব্দ করে ?
মুক্তি-আলো চোক্ষে যে তার
স্বপ্ন বুনেছে।

ওই যে আলো ছড়িয়ে গেল
পূর্ব গগনে,
কী কথা আজ ক'য়ে গেল
উষার পবনে !

মন হলো যে উড়ু উড়ু,
যাত্রা তাহার আজকে শুরু,
থাক্‌বে না রে থাক্‌বে না সে
পরের ভবনে।

মুক্তি-সুধার তৃষ্ণা তাহার
বক্ষে লেগেছে,
সকল বাঁধা সকল দ্বিধা
আজকে ভেসেছে ;
পাখীরা ওই আকাশ বেয়ে
যাচ্ছে চলে কী গান গেয়ে!
সেই গানে তার হৃদয়-তাবে
কাঁপন জেগেছে!

চৈত্র, ১৩২৭

মুসলিম

ওরে মুসলিম! ভীরু! কাপুরুষ! ভয় কেন আজি করিস মনে?
কিসের শঙ্কা? ছুটে চল্ আজি মুক্তি-আহবে জীবন-রণে।
আঘাত দেখিয়া ভয় কেন তোর? কম্পিত কেন হৃদয় খানি?
ভুলে গেলি কিরে অতীতের সেই মরণ-হরণ জীবন-বাণী?
আরব-মরুর সন্তান মোরা, 'সাহারা' দেখিয়া কভু কি ডরি?
আঘাতে আঘাতে জীবন মোদের গর্জিয়া ওঠে নূতন করি'।
মুসলিম মোরা—সত্য-সাধক—মিথ্যারে ভয় করিনা কভু,
একধারে সারা দুনিয়া দাঁড়াক—একা দাঁড়াইয়া যুঝিব তবু।
হয়না—হবে না—কখনো হয়নি—মারিতে মোদের পারেনি কেহ,
চিরকাল তরে বিশ্বে আমরা বসত করিব বাঁধিয়া গেহ।
মুক্তি সৈন্য আমরা খোদার—খোদা আমাদের রয়েছে সাথে,
চির-দুর্জয় বিশ্বে আমরা, মরণ নাহিকো কাহারো হাতে।
আদম হইতে এ তক আমরা চলেছি কতোনা আঘাত সহি
মরেছি কোথাও বলিতে কি পারো? মরার পাত্র আমরা নহি।

খোশরোজ

ধর্ম মোদের ইসলাম—সে যে আল্লার খোদ হাতের গড়া,
ইসলাম সাথে লড়িতে আসা—সে আল্লারই সাথে লড়াই করা।
এসেছিল সবে লড়িতে সে-কালে খোদার রসুল 'নুহ'র সাথে
প্লাবনে তাহারা ডুবিয়া মরিল—ইসলাম কভু মরেনি তাতে!

খোদার বাণীর বিদ্রোহী হলো কাফের 'আদ' ও 'সমুদ' জাতি,
চিরতরে তারা গারৎ হয়েছে, আজি তাহাদের পাইনা পাঁতি।
শাদ্দাদ গেল বেহেশ্‌ত্‌ গড়িতে, সফল হলো না তার সে আশা,
স্বর্গের সিঁড়ি গড়িতে যাইয়া বাবেলবাসীরা ভুলিল ভাষা!
দুনিয়ার খোদা 'নমরূদ' কোথা?—রচিল যে মহা অনল-কুণ্ড
পুড়ায়ে মারিতে ইসলাম আর 'ইবরাহিমের' পুণ্য মুণ্ড?
মশার কামড়ে মরিল সে বীর! রাজ্য তাহার হইল মাটি!
আগুনে পুড়িয়া ইসলাম হলো সোনার মতন শুদ্ধ খাঁটি।
'ফারাও'-বাদশা 'ফেরাউন' কোথা? জগতে তাহার আছে কি কিছু!
লোক-লস্কর কোথায় তাহার—ছুটিল যাহারা 'মুসা'র পিছু?
ইসলাম গেল সাগর পেরিয়ে মুসা-পয়গম্বরের সাথে,
ফেরাউন হায় গেল রসাতলে সাগর-জলের ঊর্মি-ঘাতে!
'কেনান্' মরুতে 'মান্না-সলোয়া' পেল বনি-ইসরাইল যতো
খোদা-বিদ্রোহী খোদার গজবে একে একে সব হইল হত।
'আবহারা' এলো হস্তী-সৈন্যে কাবা-মসজিদ ভাঙিয়া দিতে
খোদার সৈন্য 'আবাবিল' তারে ধ্বংস করিল অতর্কিতে।
তারপর এলো আরব-মরুতে খোদার রসুল—নূরন্নবী,
কোরেশ আসিল কতল করিতে বিশ্বের সেই আলোক-রবি!
বলো কে মরিল?—মোহাম্মদ? না আততায়ী সেই কোরেশ জাতি?
ঘাতক শেষে যে রক্ষক হয়ে ধরায় রাখিল অতুল খ্যাতি!
'আবুলাহাবে'র হাত কাটা গেল, হালাক হইল 'হালাকু' পরে,
সেলজুক আজি শত্রু নহেকো—মুসলিম তারে সালাম করে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে মোরা সয়েছি অঙ্গে আঘাত কতো,
নূতন জীবনে জাগিয়া উঠেছি বারে বারে মোরা হইয়া হত।

আঘাত সয়েছি, আগুনে পুড়েছি, ডুবেছি আমরা সাগর-নীরে,
সকল আঘাত নিয়ামত হয়ে নামিয়া এসেছে মোদের শিরে।
প্রতি কারবালা আনে আমাদের 'আবে-কওসর' বেহেশ্‌তেরি
প্রতি নমরূদ ফেরাউন আসে বাড়াতে শক্তি ইসলামেরি।
আজিও যাহারা আসিছে লড়িতে সেই 'দ্বীন ইসলামের' সাথে,
শত্রু নহে কো—বন্ধু তাহারা—হাত মিলাইব তাদের হাতে!
'আল্‌-কিমিয়ার' আবিষ্কারক মুসলিম মোরা—জানি যে যাদু
শত্রুরে করি বন্ধু আমরা—বেদনাবে করি মধুর স্বাদু।
শত্রুতা করি পারশিক জাতি দেশ ও ধর্ম হইল হারা,
আগুন ছাড়িয়া আমাদের সাথে পান করে আজি সুধার ধারা!
'ওমর ফারুক' হলো রাজর্ষি হজরতে নিজে মারিতে গিয়ে।
'সয়ফুল্লা'র উপাধি লভিল কাফের খালেদ আঘাত দিয়ে।
আঘাত করিয়া খৃষ্ট জগৎ আজি ইসলামে ভক্তি করে,
'ওকিং' 'প্যারিতে' মুয়াজ্জিন আজি আজান ফুকারে খোদার ঘরে।
পাদ্রি-মিশন আমাদের শিরে হানিছে আঘাত নিয়ত কতো,
বিনিময়ে তার পেয়েছি আমরা 'পিক্‌থল' আর 'হেড্‌লী' শত।
যুগ যুগ ধরি এমনি হয়েছে—এসেছে যাহারা আঘাত দিতে,
কলমা পড়িয়া মুসলিম হয়ে ফিরে গেছে তারা হৃষ্ট চিতে।

দৃপ্ত গর্বে জেগে ওঠ্ তবে বাধা-বন্ধন দু'পায়ে দলি
আঘাত সহিয়া বাঁধন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি।
ন'স্ ন'স্ তুই ছোটো ন'স্—তুই হীন ন'স্—তোর বিরাট খ্যাতি,
মুসলিম তুই—বিশ্বাস কর্—জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি।

ফাল্গুন, ১৩৩৪,

ফাতেহা-ই-দোআজদহম

(আবির্ভাবে)

হে রসুল! আজি তব শুভ জন্ম-উৎসবের দিনে
যে সুর উঠিল বাজি অনাহত মোর মনোবীণে,
তাহারে ধরিয়া লব জানি নাকো কোন্ বাণী দিয়া,
সারা চিত্ত ছন্দে-গানে উঠিয়াছে ব্যাকুল হইয়া!
আজিকার এই পুণ্য-প্রভাতের উৎসব-লগনে
আমার সমগ্র প্রাণ ছুটে গেছে আরব-গগনে,
ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্ধকার-যবনিকা ঠেলি
উদয়-শিখর পানে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলি;
হেরিছে তোমার সেই আগমনী-মহামহোৎসব,
শুনিতেছে দিকে দিকে অবিরাম হর্ষ-কলরব।
কী আনন্দ-কলরোল উঠিয়াছে আকাশে ভুবনে,
এ দিন কখনো যেন আসে নাই ধরার জীবনে!
আকাশ দিয়াছে তার রক্ত-রাঙা অরুণ-কিরণ
বেহেশ্‌তের সুধা-গন্ধ আনিয়াছে মৃদু সমীরণ;
ছুটাছুটি করিতেছে দিকে দিকে ফেরেশ্‌তার দল,
সারা চিত্ত তাহাদের আজি যে গো পুলক-চঞ্চল!
এসেছে 'হাজেরা' বিবি, আসিয়াছে বিবি 'মরিয়ম'
আমিনার গৃহে আজি বেহেশ্‌তের শোভা অনুপম!
দিকে দিকে উঠিতেছে নব ছন্দে বন্দনার গান—
"স্বাগতম্! স্বাগতম্! ধরণীর হে চির কল্যাণ!"

*

হোথা ওই অন্ধকার লাঞ্ছনার গুরু বেদনায়
নীরবে আপন মনে কোন্ দূরে পালাইয়া যায়!
'লাৎ' 'মনাতের' প্রাণ কেঁপে ওঠে মুহুর্মুহু আজি,
পারশ্যের অগ্নি শিখা থেমে যায়। বাঁশী উঠে বাজি!—
অন্ধকার আজি হতে চিরতরে লইল বিদায়,
আলোকের রাজ্য-পাট প্রতিষ্ঠিত হলো দুনিয়ায়;
মরে গেল যতো ব্যথা, যতো মিথ্যা, যতো পাপ-তাপ,
যতো ভুল, যতো ভ্রান্তি—জীবনের যতো অভিশাপ!

সত্য আজি পাতিয়াছে সারা বিশ্বে নূতন স্বরাজ,
সুন্দর ও মঙ্গলের জয়যাত্রা শুরু হলো আজ!

ওরে ভ্রান্ত পথহারা! ভয় নাই, ভয় নাই তোর,
আঁখি মেলে চেয়ে দ্যাখ্—অমানিশা হইয়াছে ভোর
আসিয়াছে বন্ধু তোর হাত ধরি তুলে নিতে বুকে,
কাঁদিতে এসেছে সে যে ব্যথিত ও লাঞ্ছিতের দুখে!
উঠে আয়, ছুটে আয়, নিরাশায় হোস্‌নে রে লীন,
আজি যে রে ব্যথিতের সবচেয়ে আনন্দের দিন!
আজি যে রে সারা বিশ্বে মানুষের মুক্তির উৎসব,
মহা-মানুষের আজি আবির্ভাব—সবার গৌরব!

হে রসুল! আজিকার এই পুণ্য প্রভাত-আলোকে
তোমারে সালাম করি দূর হতে পরম পুলকে!
উৎসবের মাঝে আজি এই কথা যেন নাহি ভুলি—
তুমি শুধু কভো নাই ধন্য এই ধরণীর ধূলি,
পুণ্য-প্রেম, শান্তি-প্রীতি—ইহারাও তব সাথে সাথে
জনম লভেছে আজ এই পুণ্য আলোক-প্রভাতে!
জাগিয়া উঠুক আজি এই দিনে আমাদের মনে
কি অসীম শক্তি আছে লুকাইয়া মানব জীবনে!
একটি জীবন যদি জেগে ওঠে সত্য-সাধনায়,
কিরূপে তাহার তেজে সারা ধরা লুটে তারি পায়!
কিরূপে বাঁধন টুটে সাধকের চরণের তলে,—
কিরূপে সত্যের রথ আপনার পথ কেটে চলে!

হে নিখিল ধরাবাসি! মুসলিমের লহ নিমন্ত্রণ,
এ উৎসব নহে শুধু আমাদের একান্ত কখন্!
নাসারা খৃষ্টান এসো, এসো বৌদ্ধ-চীন,
মহামানবের এ যে পরিপূর্ণ উৎসবের দিন!

আশ্বিন, ১৩৩১

শবে বরাত

সারা মুসলিম দুনিয়ায় আজি এসেছে নামিয়া 'শবে বরাত'
রুজি-রোজগার-জান-সালামৎ বন্টন-করা পুণ্য রাত।
এসো বাংলার মুসলেমিন
হৃত বঞ্চিত নিঃস্ব দীন!
ভাগ্য-রজনী এসেছে মোদের করো মোনাজাত—পাতো দু'হাত।

ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে আজিকে দয়াময় রহমান-রহিম,
বিশ্ব-দানের উৎসব আজি চির-পবিত্র মহামহিম!
শত ফেরেশতা দলে দলে
দিকে দিকে আজি ওই চলে,
নিখিল বিশ্বে এ কী কলরোল—এ কী প্রীতি-প্রেম-স্নেহ অসীম!

আকাশ-তোরণে রশন-চৌকি—উৎসব-নিশি-আলো-জ্বালা,
ঝালর-ঝুলানো ঝাড়-লণ্ঠন পূর্ণিমা-চাঁদ সুধা-ঢালা!
নীল ফিরোজার গালিচা গা'য়
কারু-কলা-আঁকা কোটি তারায়,
আসন-বিছানো সে মহাসভায় বসিয়াছে খোদ খোদাতালা!

রহমৎ আজি যেতেছে লুটিয়া—কোটি ফেরেশ্‌তা ভারে ভারে
খোদার শিরণী-ফিরণী বাঁটিয়া ফিরিতেছে ওই দ্বারে দ্বারে!
মলয় সমীরে সুরভি তার—
নহে এ গন্ধ ফুল-বালার
বেহেশ্‌তী সেই খোশ্‌বু যেন গো ভেসে আসে আজ বারে বারে!

ওরে হতভাগ্য নাদান মূর্খ, তন্দ্রা-অলস মোহ-বিভল,
গাফিল হইয়া র'বি কি আজিকে? এ মহা রজনী যাবে বিফল?
রাজার প্রাসাদে মহাদানের
উৎসব আজি আলো-গানের!
রিক্ত কাঙাল, যাবিনা কি সেথা? পড়ে র'বি হেথা চিরবিকল?

আয় আয় ওরে উঠে আয় সবে, দলে দলে তোরা আয় ছুটে,
ভাগ্য-সভায় যেতে হবে আজ—শত নিয়ামত নেবো লুটে।

নেবো নাকো দান খয়রাতি
ভিক্ষুক সম হাত পাতি—
দাবী করা দান লইব আমরা একসাথে আজি সবে জুটে!

বলিব আমরা—এয় খোদা, মোরা কাফের নহি তো—মুসলমান
সারা দুনিয়ার যুগে যুগে মোরা তোমার মহিমা করেছি গান।
তোমারে বলো তো চিনিত কে?
চিনায়েছি মোরা লোকে লোকে!
মোরা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া উড়ায়েছি তব জয়-নিশান!

তোমার বারতা প্রচার করিতে ছেড়েছি আমরা সুখ-এরেম,
ধরার ধূলায় আসন পেতেছি ছাড়ি বেহেশ্‌তী হুর-হেরেম!
হয়েছি তোমার প্রতিনিধি
মানিয়া চলেছি তব বিধি,
তোমার দানের বিনিময়ে মোরা চাহিনি মুকুট মুক্তা-হেম!

সৃষ্টি তোমার বাঁচায়ে রেখেছি—ডুবিতে দেইনি বন্যাতে,
মরু-গিরি-দরি পার হয়ে গেছি—টলিনি বিপদ-ঝঞ্ঝাতে!
দণ্ডে এ দেহ মণ্ডিত—
করাতে কাটা দ্বি-খণ্ডিত!
অনল-কুণ্ডে পুড়েছি আমরা—ভেসেছি সাগর-শয্যাতে!

পুত্রেরে মোরা কোরবাণী দিছি, ফেলিনি অশ্রু-বিন্দু তার,
দাঁন্দান ভেঙে লহু ঝরিয়াছে—লুকায়ে ফিরেছি গিরি-গুহায়!
সহিয়া কতো না অত্যাচার
মুক্তি এনেছি 'খানে কাবা'র
পশু-সীমারের হস্তে আমরা শহীদ হয়েছি কারবালায়!

শত নিপীড়ন তীব্র-দহন মৃত্যুরে নাহি করি খেয়াল
তোমার কলেমা ঘোষণা করেছে—আজান দিয়েছে শত বেলাল!
ছুটেছি আমরা দিকে দিকে
'কোহ্‌কাফে' 'আটলান্টিকে'
হস্তে লইয়া তলোয়ার আর খঞ্জর—নব আল্‌-হেলাল!

খোশরোজ

ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছি মোরা তব 'সেরাতল্ মোস্তাকিম্'
'বোৎ-পোরোস্তী' দূর করি' সবে তোমার মন্ত্রে দিছি তালিন।
আলোকের জয়-অভিযানে
যুঝেছি আমরা মনেপ্রাণে,
তোমারি হুকুম তামিল করেছি, দীন্-দুনিয়ার ওগো হাকিম!

আজিও তোমার সুধার সওদা বিশ্বে আমরা করি ফেরী;
ওই শোনো আজি দিকে দিকে তাই তোমার নামের বাজে ভেরী!
জ্বেলেছি নূরের নব শিখা
এশিয়া য়ুরোপ আমেরিকা,
আমাদেরি হাতে সারা ধরণীর মুক্তি আসিছে—নাহি দেরী!

এত সেবা আর এত প্রাণপাত—সকলি কি আজি বৃথা হবে?
প্রতিদান কিছু পাবো না আমরা? বঞ্চিত হয়ে রবো সবে?
হয়ে থাকি যদি অপরাধী,
তাই বলে এত বাদাবাদি?
সবাই মোদের মেরে যাবে, আর তুমি দূর হতে চেয়ে রবে?

হবে না তা কভু—হবে না তা—আজি এ মহাদানের শুভ রাতে
আমাদের পানে চাহিতে হইবে করুণ-কোমল আঁখি-পাতে।
করে যারা তব অসম্মান
তাহাদেরে দাও কতো না দান!
আমাদেরি কি গো নাই অধিকার তব প্রেম-সুধা-করুণাতে?

বলো, কথা কও, সাড়া দাও আজি, জবাব দাও এ প্রার্থনার,
যদি নাহি দাও—খাবো না আমরা আজি এ ফিরণী রুটি তোমার!
না জাগে আজিকে যদি এ জাত্
মিথ্যা তোমার 'শবে বরাত'!
মিথ্যা তোমার ভুবনে ভুবনে এত আয়োজন দান-করার।

শবে বরাতের রাত্রিতে আজি চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশি—জাতিরে দিও গো মুক্তি-দান!

জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান!

ফাল্গুন, ১১৩৩

কোরবাণী

শহীদের তাজা খুন মেখে
ওই এলো পুন কোরবাণী,
নিয়ে এলো কোন্ মন্তরে
অন্তরে নব সুরখানি!
"কোরবাণী করো ইবরাহিম
সন্তানে তব প্রাণপ্রতিম!"
লক্ষ যোজন পার হতে
ভেসে এলো এই দূর-বাণী।

শুনিয়া খোদার এই নির্দেশ
উঠিয়া দাঁড়ালো ইবরাহিম,
পুলকিত চিতে কয় ধীরে—
"এয় খোদা রহমানুরহিম,
তুমি চাহিয়াছো পুত্র-শির
স্থান কোথা আজি এই খুশীর!
নয় এ কঠোর মর্মাঘাত
'এযে গো তোমার প্রেম অসীম!

"দিব দিব আজি তাই দিব,
তোমার অদেয় নাই কিছু,
তব ইচ্ছার দাস হয়ে
আমি যেন সদা ধাই পিছু!

খোশরোজ

পুত্রের তরে দুঃখ নাই,
পুত্র ? সে কিবা তুচ্ছ ছাই !
শত পুত্রের নই পিতা
শির হলো লাজে তাই নীচু !

"এসো এসো বাপ ইস্‌মাইল !
শুভদিন আজি, খোশ-খবর !
তোমারে চেয়েছে খোদ খোদা
নসীবের মোর জোর জবর !
দিব আজি তোমা কোরবাণী—
মিথ্যা নহেকো মোর বাণী !
ময়দানে চলো মোর সাথে,
মরিয়া বৎস হও অমর !"

শুনিয়া পিতার এই আদেশ
খুশি হয়ে কয় ইস্‌মাইল,—
"সার্থক আজি জন্ম মোর,
সুন্দর আজি সব নিখিল !
খোদা চাহে মোর তুচ্ছ প্রাণ ?
দাও, দাও, পিতঃ ! দাও এ দান,
কই তলোয়ার ? কই ছোরা ?
তব সহেনাকো একটি তিল

পিতা দিল পাতি পুত্র-শির—
পুত্রের মনে নাহিকো ভয়,
চেয়ে রলো ধরা নির্ণিমিখ্‌—
এ মহাযজ্ঞ তুচ্ছ নয় !
কণ্ঠে মধুর সুর ধরি'
গাহিয়া উঠিল হুর-পরী—
"জয় জয় নবী ইবরাহিম,
জয় জয় ইস্‌মাইল জয় !"

"পিতা ও পুত্র তুল্য আজ
কেউ কারো চেয়ে নয় ছোটো,
যতো ফেরেশ্‌তা গাও আজি—
বন্দনা-গীতি গাও, ওঠ!
মহাপরীক্ষা ঘোর রণে
জয়ী হলো আজি দুইজনে!
ভক্তি সাধনা প্রেম কোথায়?
ফুল হয়ে আজি ফোটো ফোটো!"

সে একদিন, আর এ একদিন,
আকাশ-পাতাল দূর তফাৎ,
আজিকার এ নয় কোরবাণী--
এ শুধু পশুর রক্তপাত!
দিয়াছিল বটে কোরবাণী
ইব্‌রাহিমই ঠিক জানি!
নাই নাই আজি সেই পিতা,
তাদের বংশ সব নিপাত!

থাকে যদি কেহ—দাও বলে
পুত্রেরে আজি ডাক সে দিক,
আল্লার রাহে সব দিয়ে
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিক্!
পারিবে তা আজ কোন্ পিতা?
আছে কি খোদার সেই মিতা?
নাই নাই আজি কেউ সে নাই
পিতৃকুলেরে লক্ষ ধিক্!

আজি তারা করে কোরবাণী
গরু-ভেড়া আর উট-ছাগল
"ঈদুল আজ্‌হা" পর্ব এই?
ওরে ও বেকুফ! ওরে পাগল!

খোশরোজ

মনের পশুরে মুক্তি দাও!
পশু সেজে পশু-মাংস খাও?
ফিরাইয়া রেখো নামটি মোর
মুক্তিরে যদি পাও নাগাল!

আকাশে বাতাসে ওই শোনো
বাজিতেছে আজি সেই বাণী,
ডাকিতেছে আজি সব পিতায়
দ্বারে দ্বারে কে ও কর হানি—
"সত্যের তরে দাও ঢেলে
সব মণিমালা, সব ছেলে,
প্রিয়তম তব পুত্র শির
করো করো আজি কোরবাণী!"

কই? কেহ নাই? নাই সাড়া!
অর্গল দেওয়া অন্তরে!
আল্লার চেয়ে বান্দারেই
বেশী করে সবে প্রেম করে!
আল্লার বাণী যায় ভেসে,
নাই কেহ কিরে কেহ এই দেশে
চিরসনাতন সেই বাণীর
সম্মান দিতে নিজ-করে?

পিতা যদি কেহ নাই থাকে,
কোথা আছো ওগো পুত্রদল?
আজিকার এ দিন কোরবাণীর
রবে কি তোমরা অচঞ্চল?
পশু কোরবাণী ব্যর্থ হায়!
এর মাঝে বলো প্রাণ কোথায়?
প্রাণ চাই আজি চাই গো প্রাণ,
নয়তো মোদের সব বিফল!

সত্যের তরে কার প্রাণে
জাগিয়াছে আজি দুঃখ-বোধ?
সত্য-পথের কই পথিক—
মিথ্যার সাথে করে বিরোধ?
অবহেলা করি শয়তানে
কে যাবে মরিতে ময়দানে?
এসো এসো আজি সেই তরুণ,
করো এ ব্যর্থ রক্ত-রোধ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

আল্-হেলাল

কোন্ আকাশে ছিলে তুমি হাজার বছর একা একা?
এতদিনের পরে আজি বন্ধু, তোমার পেলাম দেখা!
রাজপথে আজ নাই কোলাহল, আকাশ ছাওয়া অন্ধকারে,
হঠাৎ তোমার হিরণ-কিরণ পশলো মোদের বন্ধ দ্বারে।
চমকে উঠে দেখনু চেয়ে নীল গগনের আঙিনাতে
আলোর দূতি! দাঁড়িয়ে আছো স্নিগ্ধ মধুর ভঙ্গিমাতে!
নীল দরিয়ার ওপার হতে রত্ন-মানিক বোঝাই করি
সাঁঝের আলোয় আজ কি ঘাটে ভিড়লো তোমার সোনার তরী?
বন্ধু, তোমার দেখা পেয়ে প্রাণ যে আজি বাগ না মানে!
কী এনেছো মোদের তরে?—শুধায় যে তাই কানে কানে।
চাও হেসে চাও, কও কথা কও, ওগো মোদের নবীন সাথি!
পুলক-ধারার বন্যা ছুটুক—নওরাতি হোক আজ এ রাতি।

কী আনিব তোদের তরে, হা মোর প্রিয় ভাই বোনেরা!
এনেছি আজ অতীত যুগের যা ছিল সব দানের সেরা।

খোশরোজ

এনেছি আজ পুণ্য-প্রীতি, এনেছি আজ ভালোবাসা,
এনেছি আজ নবীন জীবন, নবীন আলো, নবীন আশা।
নূতন পথে চলতে হবে, এনেছি সেই পথের খবর,
বন্ধু, এবার জাগো জাগো, নাই দেরী আর নাই কো সবর!
এসো এসো এই তরীতে, ভুলে যাও আজ দ্বেষ-অভিমান,
সফল হবে—ধন্য হবে—তরুণ দলের এই অভিযান।
এই তরীতে নিয়ে যাবো অজানা এক প্রবাল-দ্বীপে,
অবহেলায় করবো বিজয় 'আলাদিনের' সেই প্রদীপে।
মুক্তা-মানিক বোঝাই করি আবার মোরা ফিরবো ঘরে,
বিশ্ব-সভায় আসন নিয়ে বসবো আবার গর্ব-ভরে!
এসো এসো, বন্ধু এসো,—মুক্ত করো রুদ্ধ দুয়ার,
যাত্রা করার সময় হলো,—ওঠো, জাগো, নাই দেরী আর

বৈশাখ, ১৩৩৩

বেদুঈন

উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া যাবা নিশি সারা দিন
বাংলার বুকে আসিলাম আমি মরু-বীর বেদুঈন।
কোথায় আরব, কোথায় বঙ্গ, কতো বাধা, কতো দূর!
ঘোড়ার পায়ের দাপটে আমার সকলি হলো যে চূর!
থাকে যদি সাথে ঘোড়া, আর হাতে এ মুক্ত তলোয়ার,
গতি-পথে মোর বাধা দেয় এসে এমন সাধ্য কার?
ভয় করে নাকো বিশ্বে কাহারো বীর জাতি বেদুঈন,
আকাশের মতো মুক্ত তাহারা—বাধা-বন্ধন-হীন।

*

'সুজলা-সুফলা' বাংলায় এসে একি দেখিতেছি হায়!
মরু-বালুকায় জন্মে যা—তা যে জন্মে না বাংলায়!
তপ্ত মরুর অগ্নি-বৃষ্টি সৃষ্টি করে যে প্রাণ,
তেমন স্বাধীন সতেজ মানুষ হেথা আছে কোনখান?

বাংলা যে মরু! উর্বরা সে যে শুধু তরুলতা তরে!
মরুই ভালো,—সে মুক্ত প্রাণের ফসল তৈরি করে!
বাঙালী তোমরা, মানুষ নহ কো—তোমরাও তরু-লতা,
দেখিতে তেমনি শ্যাম-সুন্দর, প্রভেদ শুধু যা কথা!
আমাদের মতো বিরাট বিশাল স্বাধীন চিত্ত কই?
মানুষ কখনো মানুষ হয় কি মুক্ত আত্মা বই?
দূর দিগন্তে ছুটিব, লুটিব খর-রৌদ্রের মাঝে,
যুদ্ধ করিব, মারিব মরিব নিত্য বীরের সাজে,
কখনো হাসিব প্রাণ-খোলা হাসি, কখনো গাহিব গান,—
এই তো জীবন! এরেই আমরা জানি যে মূল্যবান।

মরুভূমি হতে আনিয়াছি আজি তপ্ত বালুকা-সার,
ছড়াইয়া দিব সকল জমিতে সরস এ বাংলার।
চির-শ্যামলতা, চির-সরসতা—এ যে চির অভিশাপ।
ধানের ক্ষেতের বুকে তাই আজি আঁকিব মরুর ছাপ।
গঙ্গার জলে খর রৌদ্রের পিপাসা আনিব ভাই,
রুদ্র-মধুর কেমন মানায়, দেখিব এবার তাই।
মরুর ধূলায় ধূসর হইবে বাংলা মায়ের বুক?
ভেবো না সে কথা, সে যে বাংলার আশিস্—নহেকো দুখ্।
মরু বালুকায় 'আবে-কওসর'—সুধার উৎস আছে,
গুল-বাগিচার জন্ম দেয় সে—শোনোনি কি কারো কাছে?
যাও তবে ওই দিল্লী আগ্রা, অথবা আফ্রিকায়,
পারশ্য আর আন্দালুসিয়া—যেথা তব মন চায়,
দেখ গিয়ে সেথা—যেথায় যেথায় পড়েছে মরুর ধূলি,
সেথায় সেথায় বন্ধ্যা ধরার বাঁধন গিয়েছে খুলি,
ফুটিয়া উঠেছে ফলে-ফুলে-ভরা কতো না কুঞ্জবন,
'তাজমহল' আর 'আল-হাম্রা'য় দেখ সে নিদর্শন।

আরবের মরু মরু নহে,—সে যে সুধার উৎস জানি,
মরু-বাংলায় আনিয়াছি আজি সেই নিঝরের পানি।

পৌষ, ১৩৩৪

রীফ্-শরীফ্

জাগো বাংলার মুস্‌লিম জাগো,
ঘরে ঘরে আজি জাগাও দীপ,
জেগেছে ওই যে মরু-মোরক্কে নবীন রীফ!
তের-শো বছর আগেকার দিন এসেছে ফের,
সাহারা-আরবে বেজেছে দামামা ইস্‌লামের,
জ্বালো দীপ—জ্বালো দীপ,
নবীন মন্ত্রে জাগ্রত নব রীফ্ আজি যে গো
"রীফ্-শরীফ্!"

কোথা কোন্ দেশ অজানা অচেনা
কোণে পড়ে ছিল আফ্রিকার!
সারা দুনিয়ায় ঝঙ্কৃত আজি মহিমা তার!
হুঙ্কারে তার ফরাসী প্রাসাদ কাঁপিয়া যায়,
স্পেনের পতাকা নতশিরে ওই লুটায় পায়!
দমিতে গর্ব রীফ্-নেতার
লঙ্ঘি' সিন্ধু লঙ্ঘি' হিমানি
বিপুল বাহিনী হতেছে পার!

আফ্রিকার এ কাফ্রী-তনয় (?)
লভিল এ কোন্ দৈববল—
যার লাগি' তারা দাঁড়ায়ে আজিও থির্ অটল
পেয়েছে কি তারা পূর্বপুরুষদের অভয়—
হেলায় যাহারা তিন মহাদেশ করিল জয়?
নির্ভীক তারা—অচঞ্চল,
তাদের সুমুখে হতবল আজি
স্পেন-ফরাসীর সেনানী দল!

উৎপীড়নের নিষ্পেষণেও
শক্তি তাদের হয়নি ক্ষীণ!
দেখিছে জগৎ—মরুর মানুষ নহেকো হীন!

মুক্তি-আহবে করেছে তাহারা মরণ-পণ
হবে জয়ী, নহে শহীদ হইবে—করিবে রণ!
তুচ্ছ—তবুও নহেতো দীন—
দেশ-জননীর ভক্ত পুত্র
মরিবে, তবুও রবে স্বাধীন!

প্রতাপে যাদের কাঁপিত একদা,
"গোয়াডল্—কুইভারের" তীর,
সে মূরের নূর অনন্ত—তলে রীফ্-বাসীর
ছিল কি লুকায়ে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের বেশে?
আগুন হইয়া প্রকাশিল তাই অবশেষে?
গাজী আবদুল করিম বীর
এলো কি আজিকে সম্মান দিতে
'মূসা' 'তারেকের' তরবারির?

'ফার্ডিনাণ্ড' ও রানী 'ইজাবেলা'
কোন্ লোকে আজি বেঁধেছে ঘর?
আঁখি মেলি' আজি দেখুক চাহিয়া রীফ্-সমর!
মারিয়া কাটিয়া করিল যাদেরে নির্বাসন,
সেই মুসলিম মরেনি আজিও—করিছে রণ!
দীর্ঘ পাঁচশো বছর পর
তারি প্রতিশোধ দিতেছে বুঝিবা
মূরদেরই কোনো বংশধর!

দলে দলে দলে কারা ওই চলে
সাজি' নব নব রণ-সাজে?
যেওনাকো আর, থমকি দাঁড়াও পথ-মাঝে।
মুক্তিরে যারা জীবনে-মরণে জেনেছে সার
তাদের উপরে কেন করো এত অত্যাচার?
কেন মাতিয়াছো বাজে কাজে?
তারা কি পরিবে শিকল—যাদের
মুক্তি পিয়াসা বুকে বাজে?

খোশরোজ

আলোকের সাথে আঁধারের এ যে
অভিযান চির-কলঙ্কের!
আলোরে জিনিতে চলেছে যাহারা—
ধিক তাদের!
রীফ্ যদি যায়, যাবে নাকো রীফ্—যাইবে ন্যায়,
মানুষের মাথা অবনত হয়ে পড়িবে তায়!
অপমান হবে বীর নামের!
জয়-পরাজয় সমান ঘৃণার,
ফিরে-আসা সেই গৌরবের।

রীফ্! রীফ্! নব-জাগ্রত রীফ্!
ভয় নাই, যোঝ পরাণ-পণ,
তোমাদের তরে জেহাদ এ যে গো—পুণ্য রণ।
বিশ্ব-সভায় পাইবে আসন লভিলে জয়,
পরাজয়? সেও চির উজ্জ্বল মহিমময়।
কীর্তি তোমার সব ভুবন,
মরিলে তোমরা অমর হইবে—
বাঁচিলে লভিবে নব জীবন।

তোমাদের ভীম-গর্জ্জনে আজি
সারা ইউরোপ পেয়েছে ভয়,
বুঝেছে জগৎ—ক্ষুদ্র যে, সেও তুচ্ছ নয়!
এই তো তোমার অমর কীর্তি গৌরবের—
চির অনুপম নন্দন-সুধা-সৌরভের,
এই তো তোমার বিরাট জয়!
তুচ্ছ নহে সে মশক—যাহারে
কামান দাগিয়া মারিতে হয়!

যদি মুছে যাও জগত হইতে
দুঃখ মোদের তাতেও নাই,
বীরের মতন অমন মরণ মরে কে ভাই?—
তারা বাজাইবে বিউগ্‌ল্—বাঁশী উৎসবের—
"মুক্ত মানুষ বন্দী করেছি—কীর্তি ঢের!"

আমরা গাহিব সকল ঠাঁই—
দেশের লাগিয়া বীরের মতন
মরেছে বীফেরা—গর্ব তাই!

দীর্ঘ সুপ্তি-অবসাদ পরে
এসেছে সুদিন ইসলামের,
'আবু-ওবায়দা' 'মুসা' ও খালেদ' এলো কি ফের?
সংখ্যার যতো শঙ্কা আজিকে হয়েছে দূর,
জ্বলেছে আবার সত্যের শিখা—'দ্বীনের' নূর!
সীমা নাহি এই আনন্দের!
আশার রাগিনী বেজেছে আবার
জীবন-কুঞ্জে মুস্‌লিমের।

আশ্বিন, ১৩৩২

আরম্ভ

এয় রসুলোল্‌-লা, তোমার এই গোমরাহ্‌ জ্ঞানহীন উম্মতে
দাও আশীর্বাদ, ধন্য হোক সব পুণ্য জ্ঞান আর হিম্মতে।
রিক্ত দীন হীন দুঃখ-গমগীন্‌ লুপ্ত দিনদিন এই জাতি,
নাই সে গৌরব নাই সে সৌরভ নাইকো পুণ্যের সেই ভাতি।
চোক্ষে আজ তার তন্দ্রালস ভার সুপ্ত মন-প্রাণ শয্যাতে,
মৃত্যু-রোগ তার সর্ব অঙ্গে— রক্ত-অস্থি-মজ্জাতে।
কর্মময় এই বিশ্বে আজ তার প্রাণবাণীর কি অর্থ নাই?
লক্ষ্যহীন আজ সব জীবন তার, ধর্ম-কর্ম ব্যর্থ তাই।
সব জাতিই আজ নিচ্ছে সম্মান বিশ্ব-দরবার-অঙ্গনে
এই পশুর দল রইলো নিশ্চল স্ফূর্তি আর তার রঙ্গ নে!
দৈন্য-বৈভব তুল্য তার সব নাই ব্যথার বোধ অন্তরে,
কল্পনার কোন্‌ 'হাল্‌কা হর্ষে চিত্ত তার আজ সন্তরে।

খোশরোজ

পূর্ব দিনকার জ্ঞান ও গৌরব নিঃশেষ আজ সব ভুলি
ভিক্ষুকের প্রায় কাঁদছে আজ সেই "বদ-নসিব!" এই রব তুলি!
হায়রে নির্বোধ ভাগ্যহীন, তোর জন্ম ব্যর্থ,— ধিক্ তোরে!
বিশ্ব-মুলুকের বাদশা কাল যেই— আজকে চায় সেই ভিক্ দোরে!
কাল যে বিশ্ব করলো উজ্জ্বল জ্ঞান ও পুণ্যের রোশ্‌নায়ে
এই ধরায় যে করলো মুগ্ধ দূর বেহেশ্‌তের খোশ্‌বায়ে।
বিশ্বে সেই আজ নিঃস্ব দীনহীন, পূর্ব সম্পদ নাই কিছু,
সামনে সব্বার চলতো কাল যেই--- আজকে সেই হায় ধায় পিছু!
মুক্ত বিশ্বে--- ছুটতো কাল যার লক্ষ সন্তান বীর দাপে,
বদ্ধ কক্ষে বন্ধ রয় আজ— সেই সে মুসলিম কোন্ পাপে!

এয় খোদাবন্দ! আর্‌শে আজ তোর এই আরজ মোর পেশ করি—
প্রেম-আশীর্বাদ বর্ষ হর্ষে— এই জাতির সব শির 'পরি!

ফাল্গুন, ১৩৩২

খেয়াল

আমায় তুমি ভেঙে আবার গড়ো জীবনখানি!
একলা শুধু আমার মাঝে রইবো না আর আমি!
হাজার ভাবে হাজার কাজে
ছড়িয়ে যাবো জগৎ মাঝে
হাজার রূপে আমার আমি দেখবো দিবসযামী।

পূর্ণ-আমায় খণ্ড করে করবো শতেক খান,
দিকে দিকে বিভাগ করে ছড়িয়ে দেবো প্রাণ!
আছে যেথায় যতো অভাব
সবার ডাকেই দেবো জবাব,
ঘুচাবো এই দুস্থ জাতির দৈন্য-অপমান।

সবার আগে হবো আমি খাঁটি স্বদেশ নেতা,
'চালক' হয়ে চলবো নাকো স্বার্থ চালায় যেথা।
নেতা—সে তো দেশের সেবক,
জাত-পুকুরের নয়কো সে বক!
স্বার্থ নহে—দেশই যে তার প্রভু এবং ক্রেতা!

হবো আমি বাংলা দেশের নূতন সুফী পীর
জ্ঞানে গুণে পুণ্যে প্রেমে সমাজ-দেহের শির!
হয়ে সবার ধর্ম-গুরু
করবো নাকো ফ্যাসাদ শুরু—
'হানাফী' ও 'লা-মজহাবী', 'শিয়া' ও 'সুন্নী'র।

ধর্ম সাথে কর্মেরও মূল-মন্ত্র দেবো দান,
গড়বো আমি নূতন যুগের কর্মী মুসলমান।
নূতন আলোক-দৃষ্টি দিয়ে
চলবে সবাই পথ এগিয়ে
হবো আমি বাংলা দেশের সৈয়দ আহমদ খান!

লক্ষ-কোটি হয় যদি ভাই আমার মুরিদ দল,
বলবো না তাই শুনবে সবাই—সে কি সহজ বল?
এমন যদি সুযোগ জোটে,
অভাব কিছুই রয় কি মোটে?
রাতারাতিই ঘুরিয়ে দেবো সমাজ-চাকার কল।

হবো কভু পাড়াগাঁয়ের মোল্লা ও মৌলবী—
নয়কো শুধুই সমাজ-চাকের মৌমাছি মৌ-লোভী।
'বেশক্ কাফের' 'বিবি তালাক'
এই ফতোয়া আর যে চালাক,
আমার মুখে এসব কথা শুনবে না কেউ কভি!

'কাফের' কে আর 'মুমিন' কে বলবো কেমন করে?
মনের কোণের গোপন কথা কে দেখে হায় ধরে!

খোশরোজ

কাফের বলা সে তো সোজা
মুমিন করাই শক্ত বোঝা !
সংস্কারক সাজবো আমি মোল্লাকী বেশ প'রে :

'কাফের' হতে করলো কারা ক'জন মুসলমান,
'নায়েব-নবী' সেজে কারা করলো আলোক দান,
হিসাব করে এসব তবে
মৌলবীদের বিচার হবে,
মৌলবী নয় কথার কথা---শক্ত তাদের মান।

বিবি তালাক ছাড়াও আরো কাজ আছে প্রচুর
লক্ষ্য মোদের নয়কো ছোটো---সে যে বহুৎ দূর !
গোশ্‌ত রুটি ধ্বংস করে
দিন-দু'পরে গেলাম মরে
মৌলবীদের অর্থ কি এই ?...বাঃ রে বাহাদুর !

দেখবো যেথায় এমনতর আজব রকম জীব
মুরিদ হয়ে বলবো তারে---"বন্ধ করো জিভ্,
কোরাণ হাদিস শাস্ত্র মানি
মানি নাকো তোমার বাণী,
মুরিদ মোরা, তাই বলে নয় মোর্দা কিবা ক্লীব।

মুরিদ এমন সাচ্চা হলে পীর কি মেকী হয় ?
পীরের প্রাণেও মুরিদ করে চাই যে হওয়া ভয় !
যতোই কেন পীরকে কষি
পীরের চেয়ে মুরিদ দোষী,
মুরিদ কেন ভণ্ড পীরের ভণ্ডামী, সব সয় ?

পথের ধারে নূতন করে গড়বো গো মসজিদ,
সম্মুখে তার বাজনা বাজার ধরবে না কেউ জিদ্ ;
খোদার পূজা চলবে যেথা
বাজনা কেন বাজবে সেথা !
বাজনা যদি বাজায় তবে বুঝবো বিপরীত---

এত দিনের সব আয়োজন বিফল মোদের ভাই!
আজান দেওয়া নামাজ পড়া—ব্যর্থ সকলটাই!
মসজিদে যে নামাজ পড়ি,
কেল্লা সে নয়—লড়াই লড়ি
এ জ্ঞান যদি না হয় ওদের—দোষী যে আমরাই

ভেদান্তর হবে নাকো আমার 'মজিদ' ঘর,
ভক্তি-প্রেমে নত হবে সবাই নিরন্তর!
আসবে যারা আঘাত দিতে
ফিরবে তারা পুলক-চিতে
সুধার ধারায় হয়না সে কার পবিত্র অন্তর?

যুবক হয়ে আসবো আবার, গড়বো তরুণ দল—
'বিদ্রোহী' নয় জাতির তারা সহায় ও সম্বল।
গিরি-দরি-সাগর জলে
ছুটবো মোরা কৌতূহলে
সবুজ প্রাণের রঙ্গ-লীলায় ভরবো ধরাতল!

ছাত্র হয়ে লাগবো আবার জ্ঞানের সাধনায়,
শীর্ষদেশে থাকবো সবার প্রতিযোগিতায়,
যাবো জাপান আমেরিকা,
জ্বালবো নূতন নূরের শিখা,
মুগ্ধ হবে বিশ্ব-জগৎ মোদের প্রতিভায়।

কৃষক হয়ে মাঠে মাঠে করবো জমি চাষ,
তাদের যতো অভাব-ত্রুটি করবো সবই নাশ!
নূতন জ্ঞানের আলোক-আভায়
চোখ ফুটাবো তাদের সবায়,
এই মাটিতেই সোনা ফলে—করাবো বিশ্বাস!

গয়লা হবো, কুমোর হবো, হবো গো কামার,
দৈ বানাবো, গড়বো হাঁড়ি, গড়বো অলঙ্কার!

খোশরোজ

খোন্তা, কুড়ল কাস্তে ও দা'র
বইবে নাকো অভাব তো আর
মুদি হয়ে দোকান দেবো কেমন চমৎকার!

সওদাগরী ব্যবসা করে হবো বড় লোক—
'রকফেলার' ও 'ফোর্ড' হবার জাগছে বেজায় ঝোঁক
চিরদিনই গরীব হয়ে
জীবন যেন যাবে বয়ে!
ধনী হতে ক'দিন লাগে থাকলে সেদিক চোখ!

নূতন নারী গড়বো আবার মুসলমানের ঘরে,
আদর্শ তার ধরবো তুলে সবার চোখের পরে।
চুপ করে যে রইবে না আর.
খবর নেবে বিশ্ব-ধরার.
নূতন আশা জাগিয়ে দেবো সবারি অন্তরে।

পর্দা মেনে চলবে বটে মানবে না 'বোরখায়',
মামুলী ওই 'বোরখা'গুলো আর কি শোভা পায়!
পোষাক তাদের করবো নূতন
নব্যযুগের মানার-মতন,
স্বশ্রী হয়ে চলবে সবাই ইসলামী কায়দায়।

জীবনটারে ভোগ করিব নিঃশেষে সব দিক.
শিল্পী হবো. হাকিম হবো, হবো বৈজ্ঞানিক।
নূতন নূতন আবিষ্কারে
চমকে দেবো জগৎটারে,
আজও জগৎ জানেনা যা—জানাবো তা ঠিক।

ইসলাম

খোদার নূর মোহাম্মদ মহান সেই রসুল
বেদ্বীন্ ভাই সবাই কর তারই দ্বীন্ কবুল।
এ দ্বীন্ ভাই খোদার খোদ্ হাতের দান দেওয়া,
এ দ্বীন্ ভাই ধরার 'পর বেহেশ্‌তের নেওয়া।
এ দ্বীন্ ভাই নিশার-শেষ উষার প্রাণ-পুলক--
আলোক যার হাসায় দূর দ্যুলোক আর ভূলোক
হৃদয় মন সরস হয় মধুর তার পরশ,
ঘুচায় তাপ ঘুচায় পাপ, জাগায় সুখ হরষ।
কেহই তার হেলার নয়, সবাই তার আপন
ছোটোর দুখ্ হিয়ায় তার জাগায় ঘোর কাঁপন।
পতিত আর দুখীর সব ব্যথার দাগ মুছায়
পরাণ-মন হাসায় তার, বাঁধন সব ঘুচায়!
কোথায় কোন্ ব্যথিত আর পতিত জন কাঁদিস্!
হরষ-হীন হৃদয়-মন দুখের ভার বাঁধিস!
হেথায় আয়, ঘুচুক তোর সকল দুখ্-পাওয়া,
সুধার এই ধারায় তোর নীরস দিল্ নাওয়া!

১৯২৪

মোহাম্মদ মহসীন

পুণ্যশ্লোক দানবীর মহাপ্রাণ হে হাজী মহসীন।
কে বলে মরেছো তুমি—বেঁচে আছো তুমি চিরদিন।
তুমি আজো যাও নাই বেহেশ্‌তের নন্দন-কাননে
আজিও ঘুরিছো তুমি ব্যথিতের কুটির প্রাঙ্গণে!
দেহ তব মিশে গেছে ধরণীর ধূলিকণা সাথে
আত্মা তব জেগে আছে মানুষের দুঃখ-বেদনাতে!

খোশরোজ

অনাহারে কে রয়েছে, কাঁদিতেছে কোন্ ব্যথাতুর
শোকে-দুঃখে বেদনায় আজি কার অন্তর বিধুর।
কে রয়েছে ঘুমাইয়া অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে
আলোকের যাত্রী কারা দৈন্য ভারে চলে ধীরে ধীরে,
আজিও ফিরিছো তাই দ্বারে দ্বারে করিয়া সন্ধান
অন্ধজনে করিতেছো পথে পথে জ্ঞানালোক দান!
স্বর্গচেয়ে ভালো তুমি বেসেছিলে এই ধরণীরে
মানুষের বেদনায় ভেসেছিলে তাই আঁখি নীরে!
বন্ধু তুমি ছিলে নাকো শুধু দুঃখ—শুধু বেদনার
নিকট আত্মীয় ছিলে দীন হীন মানব-আত্মার।
মুখে দেছো অন্ন-জল, প্রাণে দেছো আলোর খোরাক,
তাই আজি কোটি কণ্ঠ তব পানে আনন্দ-নির্বাক!
মানুষ সে পর হোক—তবু সে আপনার ভাই,
এ কথা তোমার মতো আর কেহ কভু বুঝে নাই।
বঙ্গের 'হাতেম' তুমি, 'দাতাকর্ণ' তুমি এ-যুগের
আবু বকরের মতো দিলে দান যা ছিল নিজের!
আপন সম্পদ দিলে বিলাইয়া পরের লাগিয়া,
দৈন্যের বসন খানি নিলে তুমি আপনি মাগিয়া!
তোমার জীবন-কথা কি মধুর পবিত্র সুন্দর,
ধরারে ক'রেছো তুমি পুণ্যে জ্ঞানে প্রেমে উচ্চতর!
সাধু-আত্মা জন্মে নিত আরো যদি তোমার মতন,
দুনিয়াই স্বর্গ হতো, ঘুচে যেত সকল বেদন।

*

হে মহৎপ্রাণ! তব তরে মণি-মুক্তা-হীরক খচিত
নূতন 'এনামবাড়া' বেহেশ্‌তেও হতেছে রচিত!
'রোজ কেয়ামত' শেষে সে বিরাট মর্মর-প্রাসাদে
দীন-দুঃখী ব্যথিতেরে নেবে না কি হাত ধরি সাথে?
ধরার ভবনে তব দীন-দুঃখী আজো আসে যায়,
আজো সেথা অন্নসত্র খোলা আছে সকাল-সন্ধ্যায়!
ধরায় যে ভুঞ্জিল না ধরণীর বিচিত্র সম্পদ,
ভুঞ্জিবে সে একা কি সে বেহেশ্‌তের শত নেয়ামৎ?

জানি তুমি সেখানেও বসাইবে দানের উৎসব,
বিলাইয়া দিবে সবে তোমার যা পুণ্যের বিভব!
ধরায় যা দেছো দান, পাবে তার সপ্ত-দশগুণ,
সপ্ত-দশগুণ লোক বেঁচে যাবে—নহে তার ন্যূন!
মোরা দীন-দুঃখী সবে বসে আজি সেই আশা করে,
তোমার পুণ্যের জোরে মোরা সবে যাই যেন তরে!

আশ্বিন, ১৩৩২

মৃত্যু-সুধা

[হাকিম আজমল খাঁর অন্তর্দ্ধানে]

কোন্ হাকিমের হুকুম পেয়ে হায়গো 'হাকিম' অ-বেলায়
এমন করে বিদায় নিলে রুগ্ন রেখেই ভারত-মা'য়?
বিকার-মোহে কামড়ে দেহ করছে যে নিজ-রক্তপান
তার বুকেতেই হানলে নিঠুর বিষ-মাখানো ব্যথার বাণ!

হঠাৎ তোমায় এমন করে করলো কে সে গেরেফ্‌তার?
আইন-কানুন ভাঙলে তুমি কোথায় কবে কোন্ রাজার!
'অন্তরীণের' চেয়েও এ যে ভীষণ সাজা—নির্বাসন!
অপরাধ এ? অথবা এ জালিম রাজার উৎপীড়ন?

অপরাধই! ঘোর অপরাধ! এই অপরাধ হয়না মাফ!
এই অভাগা দেশের সেবায় প্রাণ দেওয়া—সে ভীষণ পাপ!
হাকিম তুমি, টিপবে নাড়ী, দাওয়াই দেবে রুগ্নদের,
টিপতে কেন আসলে নাড়ী—ভাগ্যহীনা এই দেশের!

এই তো তোমার রোগের গোড়া! হাকিম হয়েও বুঝলে না
এই বিমারের নিদান-কথা শাস্ত্রে কিছুই খুঁজলে না!
'দাশ' হলো যেই দেশেরি দাস—অমনি দেখ মরলো সে
কেউ রলো না এই ভারতে—এই অপরাধ করলো যে!

খোশরোজ

নিখিল ধরায় আল্লা যেদিন করলো জারী এ ফরমান—
'কেউ থেকো না অধীন হয়ে, হওগো সবাই মুক্ত প্রাণ!'
দিকে দিকে জাগলো সাড়া—ভরলো গানে আকাশ-তল,
মোরাই শুধু ঘুমের ঘোরে রইনু পড়ে অচঞ্চল।

আলোর দূতী ব্যর্থ হয়ে ফিরলো যখন গগন-গায়
মুক্তি-বাণী শুনলো না কেউ, পড়লো বাঁধা শিকল-পায়:
আল্লা রেগে কসম খেয়ে করলো তখন কঠোর পণ—
এদের সেবায় লাগবে যারা—তাদের সাজা ঠিক মরণ!

ভাগ্য-বিধির এই যে আইন ভাঙলে কেন হাকিম সা'ব?
জেনে শুনেই করলে এ পাপ? দেখলে রঙিন কোন্ খোয়াব?
করতে যদি ফেরেববাজী, দেখতে যদি নিজের সুখ,
বাঁচতে তুমি অনেকদিনই—ছিল না কি এ জ্ঞান টুক্!

রুগ্ন ভারত—হাকিম তুমি—দিলেই যখন আপন প্রাণ,
মৃত্যু এ নয়—দিয়েই গেলে ইউনানী কোন্ দাওয়াই দান।
দেশের নাড়ীর গতিক খারাব, মৃত্যু-সুধাই চাই কি তার!
পান করালে সেই সুধা কি কণ্ঠ ভরি ভারত-মা'র?

মরো, মরো, সেবক যারা এমনি করেই শহীদ হও,
দেশ-জননীর সব অভিশাপ সন্তানেরাই সওগো সও!
মিনার যারা চায় হতে হোক—তোমরা গড়ো ভিত্তি মূল,
মরণ দিয়ে জীবন গঠন! গর্ব কোথায় ইহার তুল!

কাঁদছো কেন ভারতবাসী হিন্দু এবং মুসলমান?
মুক্তি-রতন কিনবে যদি—করবে না তার মূল্য দান?
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার ছাড়া আর মুক্তি-জয়ের পথ যে নাই।
এ পথ দিয়েই চলতে হবে—দুঃখ করা ব্যর্থ তাই!

মাঘ, ১৩৩৪

বঙ্গরবি আশুতোষ

হে বঙ্গের আশুতোষ, বাঙালীর জাতীয় গৌরব!
গগনে-পবনে তুমি রেখে গেছো যে সুধা-সৌরভ,
আজো তাহা পুলকিত করিতেছে সবার অন্তর—
সে সৌরভ জেগে রবে হিয়াতলে নিত্য-নিরন্তর!
জননীর অঙ্গে তুমি দিলে যেই কনক-কঙ্কণ
জগত-সভায় তারে যেইরূপে করিলে অঙ্কন,
শত উপাচারে এই দীনা হীনা বঙ্গবাণী-দ্বারে
যে অর্ঘ্য আনিয়াছিলে—সে কি কভু মিথ্যা হতে পারে?
আজি তুমি চলে গেছো পরপারে কোন্ কল্পলোকে,
সেই সৌম্য মূর্তি তব আজি আর পড়ে নাকো চোখে,
সত্য বটে, তবু সেটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি নয়,
আমাদের কাছে তুমি রেখে গেছো পরম সঞ্চয়!
যে অসীম বিত্তে তুমি বাঙালীর চিত্ত ভরি দেছো,
তাই বড়,—বড় নয় যাহা তুমি সাথে নিয়ে গেছো।
তরুণ অরুণ যবে ফুটে ওঠে প্রাচীর ললাটে
আলোক-পুলক-ধারা ছড়াইয়া দেয় পল্লীবাটে,
দিবসের দীপ্ত তেজে দূরে যায় আলস-জড়িমা,
ঘরে ঘরে জেগে ওঠে জীবনের নবীন গরিমা:—

তারপরে আসে যদি অকস্মাৎ মৃত্যু-কালো মেঘ
পশ্চিম গগন হতে নিয়ে তার ক্ষিপ্র গতিবেগ,
চকিতে ছাইয়া ফেলে যদি ওই মুক্ত নীলাকাশ,
জগৎ আঁধার করি বহে যদি সন্ধ্যার বাতাস,—
রবির সে ছবিখানি সত্য বটে হেরে নাকো চোখ,
তবু সে তো রাত্রি নহে,—সত্যিকার সে যে দিবালোক!
সেই মতো বাঙলার রুদ্ধ ঘোর আঁধার গগনে
বঙ্গরবি আশুতোষ! তুমি এলে কি শুভ লগনে!
দূরে গেল অন্ধকার, বাঙালীর ফুটিল নয়ন,
বাহিরে দাঁড়ালো আসি ফেলি তার অলস-শয়ন।

খোশরোজ

বহুদিন-ভুলে যাওয়া আপনারে চিনিল আলোকে,
নাচিয়া উঠিল তার প্রতি অঙ্গ নবীন পুলকে!
তারপর অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরে মৃত্যু-মেঘ আসি
চকিতে ঢাকিয়া দিল ওই রূপ, ওই হাসি রাশি।
তোমার সে দিব্য জ্যোতিঃ আজি আর পড়ে নাকো চোখে,
তবু এ যে দিবালোক!—একথা যে জানে সব লোকে!
সত্য বটে তুমি আজি চলে গেছো আঁখি অন্তরালে,
প্রভাব তোমার তবু জেগে আছে দিক্-চক্রবালে।
দুরন্ত কুটিল মেঘ ছেয়ে দিতে পারে দশদিশি,
তাই বলে দিবসেরে পারে কি সে করিবারে নিশি?
কালের বুকের পরে আলোকের সেই রেখা-পাত
চিরদিন সত্য তাহা—তারপরে নাহি কারো হাত।

হে বঙ্গের আশুতোষ! বাঙলার শ্রেষ্ঠ শের নর!
মরিয়াও তুমি যে গো চিরদিন রহিবে অমর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩১

আমির আলী

অনেক লোকের মৃত্যু-শোকেই শোক পেয়েছি ঢের,
মর্ম্ম-বীণায় তান উঠেছে বেদন-বেহাগের।
চির-বিদায় নিয়েই তারা যায় যে চলিয়া,
ব্যথার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হৃদয় দলিয়া।
তোমার মরণ-সংবাদে আজ এ কী গো বিস্ময়—
অশ্রুজলে ভিজ্‌লো না চোখ, কাঁদলো না হৃদয়!
আমির নহ—'অমর' তুমি—হে আমির আলি!
দিল-দরিয়ায় চলেছে তাই খুশীর দেয়ালী।
জাতির তুমি মৃত্যু-বিহীন অমূল্য বৈভব,
শোক নহে তাই—এ যে মোদের শোকের মহোৎসব।

'ইন্‌সিওরে মাল রেখে দেয় বিজ্ঞ মহাজন,
মাল মারা যায়, যায় না মারা আসল যে-মূলধন।
তেম্‌নি করে রক্ষা করে রাখ্‌লে, হে ধীমান,
বিশ্ব-জগৎ-ব্যাঙ্কে তোমার অমূল্য পরাণ।
ভাসিয়ে দিলে জীবন-জাহাজ বঙ্গসাগর-পার,
শ্বেত দ্বীপে সে ভিড়্‌লো গিয়ে, ফিরলো নাকো আর।
হঠাৎ সে দিন আসলো খবর—জাহাজ সে বান্‌চাল,
ভাব্‌লো লোকে—ভীষণ ক্ষতি! সব বুঝি পয়মাল!
আমরা জানি—কিছুই ক্ষতি হয়নি মোদের তায়,
আমির আলী বেঁচেই আছে নিখিল দুনিয়ায়।
সেই খুশীতে আজকে মোদের হৃদয় ভরপুর
যাওয়ার ভিতর এই যে পাওয়া—এইতো সুমধুর!

মানুষ তো নও—তুমিই খাঁটি 'স্পিরিট অব্ ইসলাম'।
ইসলামেরি সাথে সাথে রইবে তোমার নাম।
কাল তোমারে কেমন করে করবে বলো লয়?
কালের বুকেই এঁকেছো যে চিহ্ন—সে অক্ষয়।
মার্‌তে তোমায় চায় যদি কাল কালেরই বেশে,
তোমার মরার আগেই তবে মরবে নিজে সে।

আজরাইল্ গো! পড়োনি আর এমন ফাঁকিতে!
'আমির আলী'র জান্ কোথা—তার খবর রাখিতে?
কব্‌জ্ করে মার্‌লে যারে তার মাঝে সে নাই,
নিখিল জগৎ খিল্‌খিলিয়ে হাস্‌ছে দেখ তাই।
ভোজবাজীর এ আজব খেলা দিব্বি চমৎকার!
মার্‌লে যারে—মানুষ সে নয়—সে যে খোলস তার!
সত্যিকারের আমীর আলী ওই দেখ সব ঠাঁই
হাতে হাতে প্রাণে প্রাণে ফিরছে সে সদাই!
মার্‌বে তারে? মারো তবে আগচোটে ইসলাম,
মুছে ফেল 'সারাসেন' আর মুসলমানের নাম।
ধাপ্পাবাজী নয়তো এটা হ-য-ব-র-ল,
হক্ কথা এ—এ আমাদের 'মহামেডান ল'।

খোশরোজ

একটা টাকার পুঁজি নিয়ে খুলে দে' কারবার
কেউ যদি তায় মুনাফা পায় হাজারে হাজার,
তখন যদি মূল টাকাটা নেয়ই মহাজন,
ক্ষতি কি তায়? কমতি তাতে হয়না তো মূলধন।
একটা গেলেও অনেক বাকী রইবে তবু তার,
সে-ই যে তাহার একলা মালিক—নাইকো দাবীদার।
তেমনি করে নিজের প্রাণের পুঁজিতে মহান
লাভ করেছো এই জগতে লক্ষ-কোটী প্রাণ।
আসল পুঁজি-প্রাণটা এখন চায় যদি মালিক
ভয় কি তাতে? ক্ষতি কি তার? নিক্ না সে তা' নিক্
প্রাণের হাটে বিকিকিনি চল্‌বে আজো জোর,
মরেই কি আর মরেছো বীর! কে দেয় তোমার গোর!

হে ধীমান, হে বিরাট পুরুষ, হে চির-গৌরব!
নিখিল ধরায় ছড়িয়ে গেল তোমার যে সৌরভ।
ফুল দেখিনি, খোশ্‌বু শুধুই পাচ্ছি চতুর্দিক,
শুক্‌নো ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি চায় যে নিতে নিক্।
তোমার মরণ-ভাগ্য দেখে হিংসা জাগে মোর,
দুঃখে নহে ঈর্ষাতে মোর ঝর্‌ছে নয়ন লোর!
এমন মরণ মর্‌তে পারে ক'জন এ ধরার?—
যমের কাছেও দেয়না ধরা, এমনি সাহস তার?
জন্মাবধি শুন্‌ছি মোরা শুধুই তোমার 'নাম'
মিট্‌লো নাকো এই জীবনে দেখার মনস্কাম,
জীবন কালেও বেঁচে ছিলে যেম্‌নি নামের পর,
মরেও তুমি তেম্‌নি আছো—একই বরাবর।
বাঁচায় মরায় তফাৎ কিছুই বুঝতে না পাই তাই,
খতিয়ে দেখি—কিছুই মোদের পড়েনি নাজাই।
শুধুই বুঝি—স্বদেশ ছেড়ে গিছলে সাগর পার,
কাল-সাগরে পাড়ি দিলে আজ তুমি আবার!
শ্বেতদ্বীপেতে বাসা বেঁধে ছিলে এতদিন,
হুরীর দেশে রইবে এখন—নিতুই সে নবীন!

জীবন-কালে দেশ ছেড়ে যে ছিলে অনেক দূর
তবু মোরা শুনেছিলাম তোমার বীণার সুর,
আজ্‌কে তুমি নূতন করে গেলে নূতন দেশ,
তাই বলে কি বাঁধন মোদের হয়েছে নিঃশেষ!
যতোই দূরে যাওনা সরে, শুনবো তোমার সুর,
প্রাণের তারে ভেদ আছে কি নিকট ও সুদূর!

হে মহান, হে মৌনী তাপস, মওলানা-মিষ্টার,
কোথায় তুমি পেয়েছিলে ইসলামের এই 'সার'?
চিরজীবন কাটলো তোমার ফিরিঙ্গী আওতায়
শ্বেতাঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথ বিলাতী হাওয়ায়,
তার মাঝেতেও রইলো খাঁটি তোমার আপন প্রাণ,
নাসারাদের মাঝেও তুমি রইলে মুসলমান!
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মাঝে ঘুচালে প্রভেদ,
নূতন যুগের তুমিই আলেম—তুমিই মোজাদ্দেদ।
তুমিই খাঁটি নায়েব নবী—হাজার হাজার লোক
তোমার হাতেই মুরিদ হয়ে দেখেছে আলোক।
'কাফের' হবে শিখ্‌লে পরে ইংরেজী বিদ্যা।
তুমিই দেছো প্রমাণ করে—সে কথা মিথ্যা।
তুমিই গিয়ে মগরেবে ফের জ্বাল্‌লে দ্বীনের নূর
হাজার বছর আগের মতো—পবিত্র মধুর।
সেই নূরেরই রওশনে আজ বিশ্ব সমুজ্জ্বল,
পথের খবর পেয়েছে সব ভ্রান্ত মানব দল।
দেশের, জাতির, দ্বীনের সেবা তোমার মতন আর
কে করেছে? কোথায় ক'জন? চাই পরিচয় তার
যুদ্ধাহত, উৎপীড়িত, আর্ত মুসলমান—
তাদের তরে অমন করে কেঁদেছে কার প্রাণ?
নিখিল ধরায় ইস্‌লামের আজ এই যে জাগরণ
তুমিই তাহার অগ্র-পথিক, হে চির-স্মরণ।
নূতন যুগের স্রষ্টা তুমি, তুমিই যাদুকর,
কলম তোমার কোথায়? তারে রাখ্‌বো যাদুঘর!

খোশরোজ

তলোয়ারের চেয়েও যে গো তীক্ষ্ণ তাহার ধার,
নব্য-যুগের হে আলি—সে-ই তোমার 'জুল্‌ফিকার'!

এসেছিলে সঙ্গে করে মৃত্যু-অধীন প্রাণ,
যাবার বেলায় অমর হয়ে কর্‌লে গো প্রয়াণ।
কে তুলিছে স্মৃতির চাঁদা? নাই কিছু কাজ তার
অমর হয়ে মর্‌লো যে তার স্মৃতির কী দরকার?
স্মারক দিয়ে স্মরণ্‌ করে রাখলে যারা রয়,
তারা ছোটো, আসন তাদের তেমন বড় নয়।
তুমি মহান, তুমি কভু নও তো সে দর্‌জার,
ছোটো কেন করবো তোমায় চাপিয়ে পাষাণ-ভার।
স্মৃতির ফলক নাই, তবুও, ঈসা-মোহাম্মদ
সকল দেশের, সকল কালের অনন্ত সম্পদ।
স্পষ্ট করে বুঝেছি আজ মোদের মনের ভুল
বিশ্ব-মানব যারা—তাদের সবই সমতুল।
আমরা যারে বিদেশ বলি, সে-ও যে তাদের দেশ
ছোটো নজর—মোরাই করি ইতর ও বিশেষ।
দেশ ছেড়ে যেই আমীর আলী গিছলো দেশান্তর,
দেশদ্রোহী আখ্যা দিলাম অম্‌নি তাহার পর।
আজকে আবার জগৎ ছেড়ে বৃহৎ জগতে
গিয়েছে সে, তাই বলে কি আমরা মরতে
বলবো তারে জগৎ-ছাড়া?—নেহাৎ সে অন্যায়!
আমির আলী বেঁচেই আছে নিখিল দুনিয়ায়?

হে মনীষী বিরাট পুরুষ! হে মহা-মুসলিম!
ওপার হতে ভক্ত করিব লও আজি তস্‌লিম!

আশ্বিন, ১৩৩৫

নব বর্ষের আশীর্বাদ

ওই এলো রে ওই এলো—
নূতন বরষ ওই এলো!
তরুণ তপন উঠলো রে,
ধ্বান্ত-তিমির ছুটলো রে!
বিহগ-বীণা বন্-মাঝে
ওই যে অনুক্ষণ বাজে
দেখ্ চেয়ে ওই দ্বার খুলে
পূব্ আকাশের গাঁ'র কূলে
কণ্ঠে আলোর হার নিয়ে
অসীম নীলার ধার দিয়ে
কে এলো আজ বিশ্ব মাঝ?
গাওরে তাহার ভক্তি-গান—
সেই আজিকে শক্তিমান,
নূতন দিনের সেই রাজা,
চল্‌লো যে—সে নেই তাজা!
তার তরে আর দুঃখ নাই,
দুঃখ করা মূর্খতাই!
তার তরে নাই ভয়-ভীতি—
গাও নূতনের জয়-গীতি!

*

নওরোজের এই উৎসবে
ওঠ্ জেগে আজ ওঠ্ সবে,
সুপ্তি ভাঙো চোখ খোলো
দুঃখ-হতাশ শোক ভোলো।
চাও কেন আর পশ্চাতে?
চাইলে হবে পস্তাতে।
হও আজিকে অগ্রসর—
নূতন আশায় ব্যগ্রতর,
সত্য তোমার লক্ষ্য হোক,
সবার সাথেই সখ্য হোক্,

খোশরোজ

বক্ষ-বাধা পা'য় দলে
আয় চলে সব আয় চলে!
সত্য-ন্যায়ের সৈন্য দল!
কাজ কি তোদের অন্য বল?
বুক ফুলিয়ে চল্‌বি রে,
সত্য কথাই বল্‌বি রে!
সত্য যদি ভিত্‌ থাকে
ভয় কি তবে মিথ্যাকে?
সাজ্‌ তোরা আজ সাজ্‌ সবে,
তোদের দ্বারা কাজ হবে,
কোমল তোদের অন্তরে
লক্ষ আশা সন্তরে,
সেই আশা সব কর্‌ সফল
ধৈর্য্য সাহস ধর্‌ চপল!
যার জীবনের অর্থ নাই
সবখানি তার ব্যর্থতাই!
নূতন দিনের এই আলোয়
ঢাকিস্‌ না মুখ কেউ কালোয়,
দেখ্‌ চেয়ে ওই বিশ্ব-মাঝ
নয় কো কেহই নিঃস্ব আজ,
সবার মাঝেই হর্ষ রে—
কোন্‌ মায়াবীর পর্শ রে!
ওই আকাশের নীল জাগে,
বিশ্ব সাথে মিল মাগে,
আবেগ-ভরা উল্লাসে
হৃদয়-নদীর কূল ভাসে!
এই পুলকের ছন্দেরে
যোগ দে মহানন্দে রে!
সবাই আজি কর্‌ এ পণ
বীরের মতন কর্‌বে রণ,
জীবন-ব্রত ভাঙবি না,
মধ্য পথে থাম্‌বি না,

সব আঘাতের ভার সবি
দুঃখ সাগর পার হবি,
ফুলের মতন ফুট্‌বি রে,
সকল বাঁধন টুট্‌বি রে!
নিত্য নূতন গৌরবে
ছড়িয়ে দিবি সৌরভে,
উচচ যেন রয় মাথা
গায় যেন সব জয়-গাথা!
মানুষ সবাই হও ভবে
এই আশিস্‌ আজ লও সবে

পৌষ, ১৩৩০

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

স্বপন দেখেছি আজ রাতে—
অতিথির বেশে আসিয়াছি আমি
না-আসা যুগের আঙ্গিনাতে।
দাঁড়ায়ে রয়েছে নিখিল বিশ্ব
সুমুখে ধরিয়া নবীন দৃশ্য,
হেরিতেছি আমি সবারে সেথায়
মুগ্ধ চপল আঁখি-পাতে,
পুরাতন কোন্‌ মুসাফির যেন
নূতন শহরে এলো প্রাতে।

বড় বিস্ময় লাগে মনে—
চিনি-চিনি করি—তবু মনে হয়
পরিচয় নাহি কারো সনে।
জাগর জীবনে ছিল যে তুচ্ছ
সে আজি মহান বিরাট উচচ,

খোশরোজ

অঙ্কুরে যারে দেখিয়া এসেছি
সে আজি ফুটেছে ফুল-বনে,
চেনা-অচেনায় মিশিয়া আমারে
পাগল করিছে ক্ষণে ক্ষণে !

মার্‌হাবা ! এ কি ! মরি ! মরি !
সারা দুনিয়ায় জেগেছে আবার
ইসলাম—নব বেশ ধরি' !
উড়িছে নিশান 'অর্ধ্ব চন্দ্র'
নকীব হাঁকিছে জলদ-মন্দ্র—
'জাগো' মুসলিম, মুক্তি-জেহাদে
এসো এসো সবে ত্বরা করি',
ধরার মুক্তি আনিব আমরা
বাধা-বন্ধন অপসরি' ।

রীফ্‌ হতে কেপ-কুমারিকা—
যতো মুসলিম জাগিল সে ডাকে
হেরিল নূরের নব শিখা ।
ফারাণ-গিরির শিখর হইতে
আলোক নামিল সারা ধরণীতে,
জয়-যাত্রায় বাহির হইল
ইসলাম পরি' রাজ-টীকা,
লুকাইল ভয়ে গিরি-গহ্বরে
মিথ্যার যতো কুহেলিকা ।

এ কি দেখি আজি ! লাগে যে ভয়—
ওমর, খালেদ, মুসা ও তারেক
মরেনি কি আজো ? কি বিস্ময় !
গাজী আনোয়ার, জগলু, জামাল,
রেজা খাঁ, আমীর, সৌদ্‌ ও কামাল—
সকলেই যেন মিলেছে আসিয়া
সফল করিতে এই বিজয়,
অতীত আজিকে যায়নি মরিয়া—
সাধনা তাহার হয়নি ক্ষয় ।

একদিকে সারা জগৎ—আর
একদিকে চির সত্য-সাধক
ইসলামী ফৌজ-দুর্নিবার।
ভাসে রণতরী, উড়ে জেপেলিন
গর্জে কামান, বোমা ও মাইন,
যন্ত্র-গর্বে ধরে না গর্ব
দুনিয়ারা সারা দুনিয়াটার,
যন্ত্রীর সাথে যন্ত্রহীনের
তুমুল যুদ্ধ—চমৎকার!

দেখিনু চকিতে অকস্মাৎ
শত্রু-সেনার দুর্গ-প্রাকার
ধ্বসিয়া পড়িল ধূলির সাথ।
রণ-কৌশল, যন্ত্র-গর্ব
নিমেষে সকলি হইল খর্ব,
সত্য-নূরের অমোঘ অস্ত্রে
সকল শত্রু হলো নিপাত—
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—
"আল্লাহু আকবর" নিনাদ।

থামিল বিরোধ, থামিল রণ,
বিজয়-গর্বে মুসলিম সেনা
পাতিল আনিয়া সিংহাসন।
ইসলাম বসি' সে শাহী তখ্‌তে
কহিল তাহার অযুত ভক্তে—
ছোটো চারিদিক, কেটে দাও আজি
মিথ্যা মোহের যতো বাঁধন,
আকাশের তলে মুক্ত আলোকে
লভুক সবাই নব-জীবন।"

হিন্দু, বৌদ্ধ, চীন, জাপান
ইহুদী, নাসারা—সকলেই যে গো
লভুক আবার নূতন প্রাণ,

খোশরোজ

ইসলাম দিল, যে নব শিক্ষা
সবাই তাহাতে লইল দীক্ষা,
সবারি কণ্ঠে তৌহিদ-বাণী
সবারি বীণায় নূতন তান!
বাজেনা ঘন্টা, বাজেনা কাঁসর,
দিকে দিকে ধ্বনি' উঠে আজান!

পূরব-পছিম মিলিল আজ,
মহা-মানবের মিলন-তীর্থ
বসিল বিশ্ব জগৎ-মাঝ!
ধলা-কালা-পীত সকলি শিষ্য,
মধুর এ নব মিলন দৃশ্য!
ইস্‌লামী শাহী পতাকার তলে
প্রজা হলো আজি সকল রাজ!
চরণে বিনত বিদ্রোহী যতো,—
শান্তি-রাজ্য করে বিরাজ!

—সহসা স্বপ্ন গেল টুটি',
আসিনু ফিরিয়া জগতে আবার,
দেখিনু মেলিয়া আঁখি দুটি—
শত নিপীড়ন দৈন্য সহিয়া,
মুসলিম চলে জীবন বহিয়া!
ললাট-লিখন জানেনা ইহারা,
দেখে হেসে খাই লুটোপুটি!
কাল হবে যারা বাদশা—তারাই
ভিক্ মাঙে আজি মুঠি মুঠি!

মাঘ, ১৩৩৪

মানুষের গান

মানুষ আমরা, মানুষ আমরা সুন্দর ও মহান
আল্লার রাজ-প্রতিনিধি মোরা ধরায় মূর্তিমান ।।

সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি আমরা, নহি তো তুচ্ছ দীন,
অমৃতের চির সন্তান মোরা জীবন মৃত্যুহীন।
আমাদের চেয়ে বড় কেহ নাই, মোরা চির-গরীয়ান।
গাও আজি সেই শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানুষের জয়গান ।।

মনে পড়ে আজি সৃষ্টির সেই প্রথম পুণ্য দিন,
আমাদের পায়ে সেজ্‌দা করিল যতো ফেরেশ্‌তা-জীন্‌।
নিখিল জগৎ চরণে মোদের করিছে অর্ঘ্য দান।
গাও আজি সেই চির-বরেণ্য মানুষের জয়গান ।।

খুলেছি আমরা খোদার দিলের গোপন কক্ষ-দ্বার,
আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে কুঞ্জি সে-দরজার।
কেহ জানে নাকো, মোরা জানি সেই অজানার সন্ধান,
গাও আজি সেই ভুবন-বিজয়ী মানুষের জয়গান।

আঁধার পথে কে কেঁদে চলে যায় ঘৃণ্য পশুর প্রায়,
পশু নস্‌' তুই—তুই যে মানুষ—ফিরে আয় ফিরে আয়!
আল্লা মোদের আদি ও অন্ত, যাবো মোরা সেই স্থান—
হে মানুষ! এসো, গাও আজি সেই মানুষের জয়গান ।।

শ্রাবন, ১৩৩৫,

জাগরণী

রুদ্ধদ্বার আজ মুক্ত কর্ তোর, ওঠ্ জেগে ভাই মুসলেমিন
গাফলাতির এই ঘুমঘোরে বল্ আর কতো কাল রইবি লীন!
সুপ্ত সিংহ জাগো রে
মুক্তি যুদ্ধে লাগো রে!
বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কারো আজ—স্তব্ধ হোক আসমান জমিন॥
কেউ তো আজ আর সুপ্ত নাই,
রইবি লুপ্ত তুই কি ভাই!
জাগলো রীফ্ ওই, জাগলো আফগান, তুর্কী ভাই তোর ওই স্বাধীন॥
বিশ্বময় কাল রৌশনি যার
তার ঘরেই আজ অন্ধকার!
হায়রে বদ্‌বখ্‌ত্! বাদশা তোর বাপ, তুই ফকীর আজ দুস্থ-দীন॥
কই সে পুণ্য জ্ঞান-আলো?
ফের জ্বালো ভাই ফের জ্বালো,
সেই আলোকের পুণ্য 'পর্শে ধ্বংস হোক আজ সব মলিন॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

তরুণের অভিযান

বিশ্ব-সভায় আবার মোরা নতুন করে আসন লবো।
আমার মোরা এই জীবনে পুণ্যে-জ্ঞানে ধন্য হবো॥
রইবো না আর ঘরের কোণে
বাহির হবো দূর ভুবনে
চলবো না আর সবার পিছে—সকল জাতির শীর্ষে রবো॥

সুপ্ত এ প্রাণ জেগেছে আজ করুণ কঠোর বজ্রাঘাতে
আপ্‌নাকে আজ চিনেছি ভাই নূতন নূরের আলোকপাতে।
অরুণ-রবির রক্ত-রেখা
ওই আকাশে যায় রে দেখা
জাগরণের বাণীতে আজ ছেয়ে গেছে স্থনীল নভঃ॥

কে বলে ভাই আমরা গরীব, কে বলে ভাই আমরা ছোটো
মিথ্যা ভয়ের এই যে আগল, পদাঘাতে আজকে টোটো।
মুক্তি-দূতের মুক্তি-বাণী
আমরা কি ভাই বাঁধন মানি?
চলায় চলায় পায়ের তলায় পথ জাগিবে নব নব ।।

ছুটবো মোরা দেশ-বিদেশে, ছুটবো মোরা গহন পথে
তরুণ দলের এই অভিযান অরুণ আলোর মুক্তি-রথে ।।
পথেই যদি আসে মরণ
মরণকে ভাই করবো বরণ
নও-জীবনের সন্ধানে আজ মরণ-ব্যথাও বক্ষে ব'বো ।।

মুক্ত-নিবিড় নীল-পথে আজ ডাক এসেছে মোদের নামে
ইসলামের এই তরুণদলই জাগাবে ফের দ্বীন্-ইসলামে।
অসীমের ওই নিমন্ত্রণে
যোগ দেবো আজ সবার সনে
মুক্ত হবো—স্বাধীন হবো—মুক্তি-বাণী বিশ্বে কবো ।।

শ্রাবন, ১৩৩৩

তরুণের গান

তরুণ দলের যাত্রা আজ, আজ আমাদের খোশ্ এ দিন।
খোশরোজের এই উৎসবে আয়রে তরুণ মুস্‌লেমিন ।।
ঘরের কোণে অচঞ্চল
তুই কেন আজ রইবি বল্?
মুক্তি-ফৌজ তুই ধরায়, ন'স্ তো রে তুই তুচ্ছ দীন ।।
তুই যদি না চলবি পথ
জাগবে না কো এই ভারত,
সোনার কাঠি তোর হাতেই—তোর হাতে তার মুক্তি-বীণ্ ।।

খোশরোজ

তুই যে নূরের রং-মশাল
আপ্‌নারে তুই জ্বাল রে জ্বাল,
সকল বাধা যাক্ টুটে, সকল আঁধার হোক্ বিলীন ॥
ঝরা পাতার মর্ম্মরে
ভয় কেন তোর অন্তরে ?
রিক্ত শাখার বুক চিরেই—আসবে কিশলয় রঙিন্ ॥
শীর্ণ শীতের জীর্ণতায়
হতাশ কেন হোসরে হায় !
শীত যদি ভাই দেয় দেখা—বসন্তেরও সেই তো চিন্ ॥
আয়রে তরুণ, আয় তবে
জয় হবে তোর জয় হবে.
পরশমণির পর্শে তোব জাগবে জীবন স্পন্দহীন ॥

শ্রাবন, ১৩৩৪

নওজামানার গান

তোরা শুনতে কি পাস্ দূর পথে ওই নওজামানার গান ?
কারা আস্‌ছে দেখ্ ওই বাজিয়ে ভেরী দুন্দুভি-বিষাণ ॥

তাদের হস্তে নূরের ঢাল-তলোয়ার, শীর্ষে উজল তাজ।
তারা উড়িয়ে দেছে আসমানে লাল আল্-হেলাল্-নিশান ॥

তারা অন্ধকারের কাটছে মাথা সেই তলোয়ারে।
আর বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিচ্ছে সবার প্রাণ ॥

চির শান্তি সেনার দল যে তারা সত্য ও সুন্দর।
এবার বিশ্ব-ধরায় আনছে তারা বিজয়-অভিযান ॥

যদি যোগ দিবি সেই বিশ্বজয়ী মুক্তি-জেহাদে
তবে সাজ করে আজ সেই পথে সব হ'রে আগুয়ান ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৪

সাহারা

চিত্র-শিল্পী
কাজী আবুল কাসেম

কাসেম--

গোপন ব্যথা ঘুমিয়ে ছিল আমার মনের কোণে,
জানতো না কেউ, সে ছিল নিশ্চুপ,
তুমি তোমার সোনার তুলির স্নিগ্ধ পরশনে.
জাগিয়ে তারে দিলে নতুন রূপ!

আমি ছিলাম অনেক দূরে—বিজন সাহারাতে,
জীবন আমার কাটতো সেথায় একা,
আপনি তুমি ভালোবেসে, তিমির-গহন রাতে
হঠাৎ সেদিন দিলে এসে দেখা।

আমার হিয়ার পাত্র হতে নিলে কাজল-কালি,
ফুটিয়ে দিলে মোর বেদনার ছবি,
তোমার রঙে রঙীন হলো আমার ফুলের ডালি,
প্রীতি জানায় তাই তোমারে কবি।

উৎসর্গ

সুর-শিল্পী
আব্বাস উদ্দীন আহমদ

আব্বাস—

তোমার সুরের সাথে আছে আমার সুরের মিল,
তুমি জানো, কোন্ বেদনায় কাঁদে আমার দিল্।
আমার ব্যথা দরদ দিয়ে বুঝবে তুমি, ভাই,
এই 'সাহারা' তোমার হাতে দিলাম আজি তাই।

এই সাহারার বিজন বুকে আসছি-কোন্-আশায়,
আকাশ-হাওয়া 'লু'-হাওয়া আর শুধু বালুকায়;
হেথায় চির-শুষ্ক মরু,
নাইক শীতল ছায়াতরু,
মরীচিকা ডাক দিয়ে যায় নিঠুর ছলনায়!

তাইতে চলে পুলক-ধারার নিত্য সংহরণ —
চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, পাখীর কলস্বর;
মেঘের সজল কাজল-মায়া-
সৃষ্টি করে শ্যামল ছায়া,
নির্ঝর-নদী দেয় খুলে তার অনন্ত বৈভব!

আমি চির-নিঃস্ব মরু, — রিক্ত আমার প্রাণ,
নাইকো আমার সাগর-নদী-ঝর্না-সোতার গান,
আমার বিজন বুকের পর
ফুল ফোটে না থরে থরে,
তবু, আমি তোদের তরে কী দিব সেই দান!

কাঁদতে যদি পার কেহ আমার বেদনায়,
মিলন রাতে বুকে যদি বিঁধে ঘনায়;
আর যদি কেউ নয়ন-ঢালা
অশ্রুজলের মুক্তামালা, —
সেই নদী — এনো আমার শুষ্ক সাহারায়!

তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল

অশ্রুর পাথারে—
ভাসিয়া ভাসিয়া যবে নিরাশার অতল আঁধারে
ডুবিয়া মরিতেছিনু,—এমন সময়
কে তুমি সহসা আসি সম্মুখে আমার
হইলে উদয়? সকল আঁধার
আমার ভুবন হতে দূরে গেল চলি',

খুলে গেল দ্বার,
বেহেশ্‌তের দিব্য জ্যোতি উঠিল উছলি'
আমার গগন-তলে! সে নব আলোকে
বেদনা-নীরব মোর জীবনের ছন্দোদোলাখানি
আবার সজীব হয়ে নৃত্য করি' উঠিল পুলকে
অপূর্ব নবীন বেশে। কে গো তুমি, রাণি,
আমার নীরব কণ্ঠে দিলে পুন জীবনের বাণী?
হৃদয়-তন্ত্রীতে মোর জাগাইলে নূতন ঝঙ্কার
এ কী চমৎকার
বেদনার ঘন পঙ্কতলে
কে গো তুমি শতদল আঁখিভরা মোর অশ্রুজলে
ধীরে ধীরে উঠিলে ফুটিয়া?...

চিনি, চিনি, হে আমার মর্মবিহারিণী,
আমি যে তোমারে চিনি!

সুদূর অতীতে—
বেহেশ্‌তের ছায়াস্নিগ্ধ মুঞ্জরিত কানন-বীথিতে'
তুমি ছিলে ফুল
—আর—
আমি বুল্‌বুল্‌,
আমি গাহিতাম গান
বনভূমি করিয়া আকুল!

যৌবনের সেই নব জাগরণ-গীতি
শুনিয়া শুনিয়া,
ঘুমন্ত-যৌবনা যতো বন-দুলালীরা
আমার নয়ন-কোণে খেয়ালের স্বপন বুনিয়া
ধীরে ধীরে উঠিত জাগিয়া।

চারিদিকে এত রূপ, এত হাসি, এত সুধারাশি,
এত প্রীতি—এত প্রেম—ভালোবাসাবাসি,
তবু যেন হায়
আমার পরাণ সদা উঠিত কাঁদিয়া
কোন্ এক অজানা ব্যথায়।

কারে যেন চাই—
কোন্ অনাগতা যেন আজো আসে নাই
আমার অঙ্গন-তলে,
ধ্যানে তারে পাই শুধু, পাই না নয়নে
সেই ব্যথা জাগে পলে পলে।
ফিরিতাম তাই ক্ষণে ক্ষণে
গান গেয়ে বনে বনে তারি অন্বেষণে।

সহসা সেদিন যেন কার মৃদু নূপুর-নিক্কন
প্রাণে মোর দিল শিহরণ,
মর্মতলে জাগিল উল্লাস—
আমার মানসী যেন মূর্তি ধরি' উঠিছে ফুটিয়া,
পেনু তারি গোপন আভাস!

সেদিন জোছনা রাতি।
মলয় বহিছে ধীরে—
ফুলবনে শুধু মাতামাতি।
মর্মর-সঙ্গীতে
ঝর্ণা চলিয়াছে নেচে
তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গীতে।

—এমন সময়
সহসা দেখিনু চেয়ে তোমার শাখায়
তুমি উঠিতেছো ফুটে অপরূপ রূপ-সুষমায়
লাজ-নম্র আঁখি দুটি পেলব-মেদুর
শান্ত-স্নিগ্ধ মুখখানি
বুকভরা গন্ধ সুমধুর।

হেরি সেই মুখ
পুলকে ভরিয়া গেল মোর সারা বুক!
অজ্ঞাতে উঠিনু গেয়ে—
জাগো মোর ফুলরাণি,
খোলো নিদ্-মহলার দ্বার।
যার আশাপথ চেয়ে বসে আছি সারাটি জীবন-
তুমি সেই মানসী আমার!

*

অভিশাপ! হায় অভিশাপ!
জানিনা, কিসের ভুলে ঘটে গেল কোন্ মহাপাপ:
দুইটি হৃদয় যবে আত্মহারা নিবিড় মিলনে,
সেই শুভক্ষণে
সহসা আসিল নামি' বিধাতার নিঠুর নির্দেশ—

'হে বুলবুল, ছাড়ি' স্বর্গদেশ
যাও নিম্নে ব্যথাভরা ধরার আলোকে,
স্থান নাই তোমাদের আনন্দের এই স্বর্গলোকে।'
বজ্রাঘাত! শীর্ষে মোর হলো বজ্রাঘাত!
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ—
আঁখির পলকে
মিলিয়ে যেতেছো তুমি সীমাহীন কোন্ ঊর্ধ্বলোকে!
তখনো পরাণে মোর গন্ধ তব ফিরিছে সঞ্চরি',
তখনো জ্বলিছে তব রূপশিখা মোর আঁখি-ভরি';

অন্তহীন মিলন-পিয়াসা
তখনো জাগিছে বুকে, মিটে নাই সাধ-ভালোবাসা !
হায়! এ কী নিঠুর নিয়তি!
প্রেমের এ কী বিচিত্র গতি!

যে মানসী মূর্তি ধরি, এলো মোর আঁখির আলোকে,
ধরিতে তাহারে গেনু, অমনি সে লুকাইয়া গেল পুনরায়
কোন্ ধ্যানলোকে।

যারে চাই, তারে পাইতে কি নাই ?
অবাস্তব কল্পলোকে সেই সুদূরিকা
রবে কি সদাই ?
বিচ্ছেদ-বেদনা
সেই কিগো প্রেমিকের জীবন-সাধনা ?

*

স্বর্গ হতে লইনু বিদায়।
ফুলেরা কেবলি মোর মুখপানে চাহে বেদনায়।
নিস্তব্ধ কানন-তল।
কণ্ঠে মোর নাহি গান—
নয়ন-নীলিমা ছেয়ে নামিল বাদল।

*

আসিলাম ধরণীতে নামি'।
কী যে ব্যথা অন্তরে অন্তরে—
জানি আমি,
আর জানে মোর অন্তর্যামী।

নূতন 'আদম' যেন স্বর্গ হতে হলো বিতাড়িত
'হাওয়া'র বিরহ নিয়ে। বেদনায় দীর্ণ তার চিত
বিপুল ধরণী—
রূপে-রসে-গন্ধে-ভরা বিচিত্র-বরণী—
আমারে ভলাতে চায়!

কিন্তু হায়!
অন্তর যে কেঁদে ওঠে থাকিয়া থাকিয়া—
কিসের ব্যথায়!

কোন্ যেন চির-চেনা হারানো প্রিয়ার
স্মৃতির সুরভি মোর চিত্ত ভরি' জাগে বার বার।
ফুলে ফুলে তারি গন্ধ পাই,
আকাশে বাতাসে যেন বাঁশী তার বাজিছে সদাই।

তারার দীপ্তিতে আর চাঁদের আলোকে
যেন তার তনু-দ্যুতি নয়ন ঝলকে!
তরুণীর অধরে-আঁখিতে
যেন তারি হাসি খেলে যায়.
সে যেন হাজার রূপে আপনারে দিয়াছে ছড়ায়ে
দিকে দিকে নিখিল ধরায়!

কিন্তু হায়, এমন পাওয়ায়
ভরিতে চাহে না প্রাণ.
যতো পায়, ততোই সে চায়!
সসীম মানব-প্রাণ,
অসীমের মাঝে তাই করে সে যে সীমার সন্ধান।

কাঁদি আমি তাই—
কোথা মোর দিল্-পিয়া, কোথা মোর মানস-প্রতিমা!
হে অপরূপা, হে অসীমা!
পুনরায় মূর্তি ধরি' নেমে এসো আমার সম্মুখে,
এসো প্রিয়া, এসো মোর বুকে!

একা এই নিঃসঙ্গ জীবন
পারি না বহিতে আর,
এসো তুমি জীবনের সঙ্গিনী আমার!

সুদীর্ঘ বরষ-মাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ফিরিলাম ধরণীতে,
গানে গানে বেদনা ছড়ায়ে
দিলাম সবার চিতে।

দিন চলে যায়—
অবশেষে হায়
নামিল জীবনে যবে নিরাশার ঘন অন্ধকার
এমন সময় তুমি সহসা সেদিন
ভুবন-মোহিনী রূপে আসি' অকস্মাৎ
দাঁড়াইলে সম্মুখে আমার!
হেরি সেই রূপ
স্পন্দিত হইল মোর সারা দেহ-প্রাণ
সে কী অপরূপ!
মরুচারী মুসাফির যেন
সহসা শুনিতে পেল সম্মুখে তাহার
নির্ঝরের নূপুর-সঙ্গীত!

যেন শুষ্ক তরুর শাখায়
ফুলপরী উড়ে এলো রঙীন্ পাখায়
আঁখি-কোণে নিয়ে নব প্রেমের ইঙ্গিত!
যেন দুনিয়ায়—
মূর্তি ধরি' নেমে এলো আমার মানসী
ভরি' দিয়া ধরণীরে স্নিগ্ধ সুষমায়!

*

হে সঙ্গিনি,
হে লীলা-রঙ্গিনি,
আবার যখন তুমি আসিয়াছো ফিরে,
দিয়াছো যখন দেখা পুন এই ধরণীর তীরে
তখন তোমারে আর যেতে নাহি দিব
সমগ্র হৃদয় দিয়া তোমারে বরিব।

সাহারা

যদি ধরা নাহি দাও,
পুনরায় যদি চলে যাও,
আমি যাবো তব সাথে সাথে
ঝঞ্ঝা-ঝড়-অন্ধকার-রাতে।
মানিব না কোনো বাধা-ভয়—
তোমার সুগন্ধ মোরে দিবে তব পথ-পরিচয়।
তোমার ও-রূপশিখা সেই পথে দেখাবে আলোক,
তব পিছু পিছু আমি ছুটিব অনন্তকাল
দ্যুলোক-ভূলোক!
ধরিব তোমারে—
জীবনে না হোক্—হবে মরণের দূর পরপারে!

প্রেমের অভিশাপ

ফিরে যাও তুমি আকাশে, হে মোর আকাশ-পরি:
চির-বিরহের বেদনারে আমি লইব বরি।
তুমি কেন হায় ধরার ধূলায় আসিলে নামি,
আমার জীবন-পথের মাঝারে দাঁড়ালে থামি?
স্বরগের ফুল, মরতে কেন গো পড়িলে ঝরি!

এ প্রাণ ঢেলে কেন মোরে হায় বাসিলে ভালো,
জ্বালিলে আমার আঁধার জীবনে চাঁদের আলো!
এই দুনিয়া যে শুষ্ক-নীরস ঊষর-ভূমি,
হেথা ভালোবাসা অপরাধ—তা কি জানো না তুমি?
সাহারার বুকে সুধা-নির্ঝর কেন গো ঢালো;

ভালো যদি মোরে বাসিবে—ছিল এ মনের আশা,
নর-নন্দিনী হয়ে কেন হেথা বাঁধিলে বাসা?
কেন এ নিঠুর সমাজ-শাসন লইলে মানি?
বন্দিনী হয়ে কেন এলে তুমি, হে ফুলরাণি!
হেথা কেহ হায় বুঝে না কাহারো বুকের ভাষা!

হেথা শুধু বুঝে বাহিরের জড় দেহের ব্যথা,
বুঝে না কেহই পরাণ কাহার কাঁদিছে কোথা !
লাভ-লোকসান খতিয়ে ইহারা ভালো যে বাসে—
প্রেমিকের চোখে অশ্রু দেখিলে ইহারা হাসে !
ইহাদের কাছে প্রণয়-ভিক্ষা নিষ্ফলতা !

এই নিষ্ঠুর মানব-সমাজে কিরূপে তোমা
বরিয়া লইব অন্তরে মম, হে প্রিয়তমা !
স্বার্থের লাগি ফুলেরে যাহারা দলিয়া চলে,
কতো প্রাণ হায় ভেসে যায় যেথা অশ্রুজলে,
সেথায় তোমারে চাহিলে তাহার নাহি যে ক্ষমা !

কন্যা-ভগিনী না হয়ে কাহারো এ পাপ-পুরী
ফির্‌দৌস হতে নামিতে যদি গো হিরণ-হুরী,
মানবের আঁখি এড়ায়ে নীরবে স্বপন-রথে
আসিতে যদি গো আমার হিয়ার গোপন পথে,
কী মধুর হতো সেই মিলনের রূপ-মাধুরী !

অথবা খোদায় করিত যদি এ মেহেরবানি—
আশেকের পাশে দিত মাশুকেরে আপনি আনি !
আদমের মাঝে সৃজিল যেমন 'হাওয়ারে' একা
মুক্ত-স্বাধীন—ললাটে দীপ্ত জ্যোতির্লেখা,—
আমাদেরো যদি দিত সেইমতো হৃদয়রাণী !

হবে না তা হায় ! অভিশাপ আছে প্রেমের শিরে,
পাওয়া নাহি যায়—যার লাগি হিয়া কাঁদিয়া ফিরে !
বিষের পাত্রে ঢালা রহিয়াছে প্রেমের সুধা,
মরিতে হইবে, লাগে যদি এই সুধার ক্ষুধা,—
ভালোবাসিলেই কাঁদিতে হইবে নয়ন-নীরে !

ফিরদৌসের স্বপ্ন

গভীর রজনী।
মেঘে ঢাকা সমগ্র আকাশ।
নাহি চন্দ্র, নাহি তারা ;
দিকে দিকে উতলা বাতাস
করিতেছে হাহাকার—
ঝর-ঝর ঝরিছে বাদল।
মনে হয় যেন—
চিরদিবসের কোন্ ধ্যানমৌন বিরহী প্রেমিক
অন্তরীক্ষে বসি আজি অন্ধকার তলে
কাঁদিছে আপন মনে একান্ত নির্জনে
না-পাওয়া তাহার কোন্ সুদূরের প্রিয়তমা লাগি।

এ গভীর রাতে
আমি একা জেগে বসে আছি
নীরব এ গৃহকোণে।
যে ক্রন্দন বাহিরের আকাশে-বাতাসে
হতেছে ধ্বনিত,
প্রকৃতির অন্তর ভেদিয়া
যে বিচ্ছেদ-বিরহের বিকাশ-বেদনা
তরু-পল্লবের ঘন মর্মর-ধ্বনিতে
মূর্ত হয়ে উঠিতেছে আজি,
সে ক্রন্দন—সে বেদনা আমারো হৃদয়ে
তুলিয়াছে প্রতিধ্বনি !
আমারো নয়নে তাই ঝরিতেছে অশ্রুর বাদল,
আমারো হৃদয় তাই ফিরিতেছে করি হাহাকার
নিরাশার বেদনায়। ...

*

ঘুমঘোরে দেখিলাম মধুর স্বপন—
নিষ্ঠুর দুনিয়া-তলে যে রহস্যময়ীরে

সমগ্র জীবন দিয়া সাধনা করিয়া
পারি নাই লভিবারে,
সেই সে মানসী—
আপনারে লুকাইয়া ফিরিতেছে ভুবনে ভুবনে;
আমি ছুটিয়াছি তারে ধরিবার লাগি
পশ্চাতে পশ্চাতে,
তারি দেহ-গন্ধমাখা পথ অনুসরি
লোক হতে লোকান্তরে।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা একে একে অতিক্রম করি
পৌঁছিলাম অবশেষে বেহেশ্‌তের প্রবেশ-দুয়ারে
আচম্বিতে।
এইখানে আসি
জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধরি সহসা থমকি
দাঁড়াইল প্রিয়া মোর।
দেখিলাম চেয়ে—
সে আর মানবী নহে,
সে এখন বেহেশ্‌তের হুর।
নয়নে তাহার অপরূপ দিব্য জ্যোতি
অধরে তাহার সুরভিত স্নিগ্ধ হাসি,
তনুতে তাহার—ললিত লাবণ্য-লেখা।
হাসিমাখা মুগ্ধদৃষ্টি দিয়া
মুখপানে চেয়ে মোর কহিল সে ধীরে—
"ক্ষম মোরে প্রিয়,
ভোলো মোর অপরাধ!
এতকাল ছলনা করিয়া
তোমারে দিয়াছি ব্যথা,
আজি সেই বেদনার চির অবসান।

হায় কবি, ধরার ধূলায়
আমারে ধরিতে কেন করেছিলে ব্যর্থ এ প্রয়াস?
আমি দুনিয়ার নহি,—আমি বেহেশ্‌তের,

সে কথা কি জানিতে না তুমি ?
ধরণী যে বিরহের—নহে মিলনের ;
সেখানে শুধুই
নিরাশা, বিচ্ছেদ আর বঞ্চনার ব্যথা,
আশা কারো মিটে না সেথায় !
মানুষ সেখানে
শুধু চায়—নাহি পায় !
দুনিয়ার সীমানায় তাই
পারোনি ধরিতে মোরে ।

আজি আসিয়াছো যবে আমার সন্ধানে
আমারি এ বাসভূমে,
তখন তোমার হাতে ধরা দিতে মোর
নাহি আর কোনো বাধা—নাহি কোনো ভয় !"
—এতেক বলিয়া
হেসে কাছে এসে মোর ধরিল সে হাত ।

কী মধুর স্পর্শ তার !
বিদ্যুতের মতো
আমার সমগ্র প্রাণ উঠিল শিহরি
নিবিড় আনন্দে !
অঙ্গুলির কোমল পরশ
বার্তাবহ সম মোর আত্মার দুয়ারে
পৌঁছাইয়া দিল তার অন্তরের বাণী
কোন্ এক অজানা ভাষায় !
হাতখানি তুলিয়া আদরে
চুম্বন করিতে গেনু,
হাসিল প্রেয়সী মোর মুখপানে চাহি !
কহিল মধুরে—
"চলো যাই বেহেশ্‌তের বাগে
আমার নিকুঞ্জ তলে ।"

হাত ধরাধরি করি
পাশাপাশি দুইজন চলিলাম ধীরে
বেহেশ্‌তের কুঞ্জবীথি দিয়া !
অনুপম সৌন্দর্য-সুষমা
উদ্ভাসিয়া উঠিল নয়নে।

অপূর্ব সে দেশ !
শ্যাম তৃণদল দিয়ে ঢাকা বনতল,
সু-উচ্চ বিটপী শ্রেণী
শোভিতেছে সারি সারি সেথা।
অদূরে রাজিছে এক সুবিশাল নীল সরোবর,
কমল-কুমুদ
ফুটিয়াছে রাশি রাশি তায়।
মনে হয় যেন—
স্ফূরিত-যৌবনা যতো হুর-কুমারীরা
এক সাথে দল বেঁধে করিতেছে স্নান
নগ্ন দেহে !
তারি কিছু দূরে
দেখিলাম রম্য এক পুষ্প-নিকেতন
অপরূপ—অনুপম।
গোলাব-নার্গিস-হেনা-শেফালিকা-মল্লিকা-পারুল
ফুটে আছে চতুর্দিকে তার।
আকাশ-বাতাস—
সেই গন্ধে ভরপূর।
তারি পাশ দিয়ে
বহিয়া চলেছে ধীরে মৃদুমন্দ সুধার নির্ঝর
মর্মর-সঙ্গীতে !

তরুশাখে গাহিতেছে পাখী
কতো ছন্দে কতো গান !
সেই রম্য প্রমোদ-ভবনে
পশিলাম দুইজনে মোরা।

শুধাইনু প্রিয়ারে ডাকিয়া—
"কী নাম ইহার?"
কহিল সে—"এর নাম ফিরদৌস্-মহল,
এই মোর বাসভূমি।
ধরণীর বন্ধন টুটিয়া
আসিবে যখন তুমি বেহেশ্‌তের এ পূত ভবনে,
অনন্ত কালের তরে এইখানে পাবে তুমি ঠাঁই,
আমি হবো তব নব জীবন-সঙ্গিনী,
তব সাথে সাথে রবো চিরকাল ধরি
ছায়ার মতন।"...
বিপুল পুলকে
ভরে গেল মোর সারা প্রাণ।
পরিপূর্ণ বাসনায় প্রেয়সীরে বুকে টানি আনি
রক্তিম অধরে তার এঁকে দিনু একটি চুম্বন।
সে চুম্বনে—
ভুলে গেনু আপনারে,
ভুলে গেনু জীবনের পুঞ্জীভূত সকল বেদনা—
ভুলে গেনু বিশ্ব-চরাচর।
মনে হলো যেন—
স্রষ্টা নাই—সৃষ্টি নাই—প্রিয়া নাই—আমি নাই!
নিশ্চিহ্ন হইয়া
সব যেন মুছে গেছে আঁখির পলকে
অনন্ত কালের বক্ষ হতে!...

সহসা ভাঙিয়া গেল সুখ-স্বপ্ন মোর।
চেয়ে দেখি হায়—
আমি শুয়ে আছি সেই ধরার ধুলায়
আমারি বিজন গেহে।
হায়! কে আমারে দিল জাগাইয়া?
কে ভাঙিল ঘুমঘোর মোর?

অনন্ত নিদ্রায় কেন আমারে আজিকে
করিল না গ্রাস।
হাহাকারে ভরে গেল প্রাণ;
শয্যা ছাড়ি দাঁড়ালাম আসি
মুক্ত বাতায়ন-তলে;
"কোথা দিল্-পিয়া মোর!"—
চিৎকার করি উঠিনু কাঁদিয়া!
কেহ দিল নাকো সাড়া।
নিস্তব্ধ নির্জন চারিধার।
সে কান্নার ধ্বনি
ধীরে ধীরে মিশে গেল দিগন্তের কোলে
অসীম—অনন্তে!

বাহিরে তখনো
ঝরঝর ঝরিছে বাদল।
উতলা বাতাস
তখনো বহিছে বেগে—
শূন্—শূন্—শূন্।

পরাণ কাঁদে সেই নিরাশার গভীর বেদনায়

হয়তো তোমায় পাবো সে কোন্ মরণ-পারের দেশ,
আস্‌বে তুমি হয়তো ধরি' হুর-কুমারীর বেশ,
তবু তোমায় এই জীবনে পেলাম না যে হায়,
পরাণ কাঁদে সেই নিরাশার গভীর বেদনায়।

সাহারা

এই যে শ্যামল মাটির ধরা গন্ধে-গানে ভরা,
এই যে বহে দখিন বাতাস পরাণ-পাগল-করা,
গুল্-ফাগুনে বনে বনে এই যে ফোটে ফুল,
এই যে গাহে দোয়েল-কোয়েল, পাপিয়া বুলবুল,
এই গানে আর গন্ধে তোমায় পেলাম নাকো হায়,
পরাণ কাঁদে সেই না-পাওয়ার গভীর বেদনায়!

'ক্ষণিকের এই রূপ-মাধুরী, নয়কো চিরন্তন,
ঝরে যাবে এক নিমেষে ফুলেরি মতন,
মাটির দেহ দু'দিন পরে মিশ্‌বে মাটিতে'—
আস্থা নাহি নীতিবিদের ও-সব বাণীতে!
হারাবো যা এই দুনিয়ায়, পাবো না তো আর,
ভালো লাগে যা কিছু সব তাইতো দুনিয়ার'

উজল-করা তোমার রূপের ওই যে দীপালোক,
ওই যে অধর, ওই যে হাসি, ওই যে কালো চোখ,
মাটির-গড়া জীবন্ত ওই স্বর্ণ-প্রতিমায়—
কোথায় পাবো মরণ-পারের সেই সে অলকায়?
ধূলায়-গড়া মূর্তি তোমার তাই যে লাগে ভালো,
'ক্ষণিকের এ'? তাইতো দামী তোমার ও-রূপ আলো

দুর্লভ এ মানব-জনম মিল্‌বে নাকো আর,
পাবার যাহা গেলাম পেয়ে শুধুই সে একবার;
অনন্ত এই জীবন-ধারার একটি পলকে
তোমায়-আমায় দেখা হলো ধরার আলোকে;
একটি বারের এই যে সুযোগ ব্যর্থ হলো হায়,
পরাণ কাঁদে সেই নিরাশার গভীর বেদনায়!

প্রিয়া

প্রিয়ার মোর চোক্ষের
অচঞ্চল দৃষ্টি,
রিণিক্-ঝিন্ কঙ্কণ
কী সুন্দর মিষ্টি!
কানের দুল দুল্‌দুল্,
খোঁপার চুল উল্‌ঝুল্,
রঙীন গাল তুল্‌তুল্-
ধরার সার সৃষ্টি!

নথর তার চাঁদমুখ,
অধর লাল টুক্‌টুক্
মাতায় মোর মন-দিল্
হাসির শেষ রেশটুক!
বুকের নীল অঞ্চল,
উতল বায় চঞ্চল,
শিরীন্ স্বর কণ্ঠের
ঝরায় প্রেম- বৃষ্টি!

তোমারে যে আমি করেছি রূপসী কবির দৃষ্টি দিয়া

হে মোর মানসী প্রিয়া!
তোমারে যে আমি করেছি রূপসী
কবির দৃষ্টি দিয়া।
এত সুন্দর ছিলে নাকো তুমি আমার দেখার আগে,
ছিলে বনফুল পাতায় ঢাকা—সে জানি।
সহসা যেদিন হেরিনু তোমারে নবপ্রেম-অনুরাগে,
সেইদিন হতে হলে তুমি ফুলরাণী।

সাহারা

আমি করিলাম তোমার নয়নে নূতন আলোক পাত,
ধরিলাম তুলে সকলের সম্মুখে,
আমি কহিলাম—'তুমি সুন্দর!' তাইতো অকস্মাৎ
হেরিল জগৎ নবরূপ তব মুখে।
তুমি সুগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কুঁড়ির মাঝে
বন্ধ হইয়া ছিলে মূক বেদনায়,
ছন্দ-দোদুল আমি সমীরণ—আমি না আসিলে সাঝে
ছড়াতো কে তব সৌরভ-সুষমায়!

কাচের সঙ্গে মণি সম তুমি বিকাইতে একদরে,
জহুরী আমিই দিয়াছি তোমারে মান,
তোমার রূপের রঙীন শরাব শুকাইত অনাদরে
না যদি থাকিত তৃষিত আমার প্রাণ!
হলেই বা তুমি স্রষ্টার গড়া সৃষ্টি সে অনুপম,
আমি যে দ্রষ্টা, দৃষ্টি আমার দান,
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির চেয়ে দ্রষ্টা সে নহে কম,
দৃষ্টি অভাবে সৃষ্টি যে হয় ম্লান!

তোমারেও আমি তেমনি করিয়া প্রেমের পরশ দিয়া
ফুটায়ে তুলেছি অপরূপ সুষমায়,
তোমার রূপ যে ধন্য হয়েছে ওগো মোর দিল্-পিয়া,
কবির গভীর রূপসুধা-পিয়াসায়।
রূপ আসিয়াছে শুধু কবিদের প্রাণের খোরাক লাগি,
আসে নাই সে তো দুনিয়ার প্রয়োজনে,
কবি তাই যে গো রূপ-মাধুরীর চিরদিন অনুরাগী,
রূপও ফিরে তাই কবির অন্বেষণে!

রূপ-সৃষ্টির আদর ছিল না কবির আসার আগে,
সৃজন করিল বিধাতা তাই যে কবি,
কবি এসে দিল সন্ধান কোথা রূপের মাধুরী জাগে,
নিখিল বিশ্বে কবি যে রূপের নবী!

তুমি ভাবিতেছো মিথ্যা এ কথা, মিথ্যা এ গৌরব,
রূপের পূজারী কবি শুধু একা নয়,
ফুল দিতে পারে সবার প্রাণেই আনন্দ-সৌরভ,
রূপের পূজারী ভরা যে ভুবনময়।

নয়, তাহা নয়! সবাই রূপেরে বাসে নাকো সখি ভালো,
মাটির দরেও রূপ যে বিকিয়ে যায়,
ফুল কিনে নিয়ে করে সবে দেখি উৎসব জমকালো,
ফুল দিয়ে আজো চলে যে গো ব্যবসায়।
যেমন করিয়া বুলবুল দেখে গোলাবের রাঙা মুখ,
তেমন করিয়া দেখে কিগো কেহ আর?
যে আবেশ-মাখা স্বপন-সুখেতে ভরে যায় তার বুক,
এই দুনিয়ায় তুলনা কোথায় তার!

আমিও যে সখি তেমনি করিয়া গভীর চাহনি দিয়া
দেখি প্রাণ ভরি তোমার ও-রূপরাশি,
আমার সে-চাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায় নাকো মিলাইয়া
তোমার মুখের মাধুরীর তটে আসি।
সে চাহনি যে গো চলে যায় দূরে সীমা-রেখা ভেদ করি,
উড়ে যায় কোন্ অনন্তে আঁখি-পাখী,
সসীমের মাঝে অসীমের যেন ছায়া পড়ে সুন্দরি,
যতো দেখি তবু দেখার যে রয় বাকী!

যেন দুই চোখে কুলায় না মোর, আরো চোখ চাহে প্রাণ,
হেরিতে তোমার ধরা-নাহি-দেওয়া রূপ,
ব্যাপ্ত হইয়া ছেপে যায় যেন তোমার মূরতিখান—
বাতাসে যেমন মিলায় গন্ধ-ধূপ।

তুমি যেন এই ধরার ধূলার নহ নর-নন্দিনী,
তুমি যেন কোন্ অজানা দেশের মেয়ে,
পথ ভুলে এই ধরণীর তলে হয়ে আছো বন্দিনী,
চিররহস্য আছে তব মুখ ছেয়ে।

সাহারা

তোমার ও-মুখ অসীমের যেন একখানি বাতায়ন,
এপারে দাঁড়ায়ে ওপারে দৃষ্টি চলে ;
তোমার মুখেতে ছায়া ফেলে যেন নন্দন-ফুলবন,
মূর্ত্ত স্বপন তুমি যেন ধরাতলে !

তোমার রূপেরে এমনি করিয়া দেখেছি আমি যে প্রিয়া
মিলিবে না কভু তুলনা সেই দেখার,
যে-ভালো তোমারে আমি বাসিয়াছি, সেই ভালোবাসা দিয়া
তোমারে কেহই চাহিবে না কভু আর !

কবির প্রেম

আমি তোমারে চাহিনা পেতে, হে প্রিয়তমা,
দীন ভিখারীরে দান-দেওয়া করুণা সমা ।
মোর প্রেম নহে হীন
নহে দুর্বল—ক্ষীণ,
কারো মুখ চেয়ে রয় না সে ব্যথা-বিমলিন,
কারো অনাদর-অবহেলা করে না ক্ষমা ।

তার আপনার শক্তিতে আপনি সে লীন,
নব সৃষ্টির উল্লাসে পরাণ রঙীন্ ;
তার প্রাণ যারে চায়
তারে সহজে সে পায়,
কারো সাধ্য সে নাই হেন বাধা দিতে তায়,
নহে স্রষ্টা-সমাজ-প্রিয়া—কারো সে অধীন !

কভু কারো কাছে হাত পেতে চাবো না তোমায়,
আমি তোমারে রচিব মোর আপন হিয়ায় !

তুধু নহে বিধাতা
তব জন্মদাতা !

যদি ভুল বুঝে থাকো, তবে ভোলো সে কথা,
পারে কবিও স্বজিতে তার পরাণ-পিয়ায় !

তুমি জন্মিবে মোর হাতে নিয়ে নব রূপ—
চির সুন্দর অনুপম শোভা অপরূপ।
ছিলে এক-দেহপ্রাণ
এবে হবে দুইখান,
তার একখানি মৃন্ময়ী—বিধাতার দান,
আর একখানি কবি-কল্পনা—সে অপরূপ।

বিধি মাটি ছানি গড়িয়াছে তব মূরতি—
আমি তোমারে গড়িব সখি ছানিয়া জ্যোতি !
ওই হাসিমাখা মুখ,
ওই পুষ্পিত বুক,
ওই নধর অধর দুটি রাঙা টুকটুক—
আমি রচিব আপন হাতে যতনে অতি।

দিব ফুল দিয়া সাজাইয়া ও তনুখানি
চির ফুল-ভালোবাসা মোর হে ফুলরাণি !
দিব বকুলের হার
কালো অলকে তোমার
দিব কানে দুলাইয়া দুল ঝুমকো-লতার।
দিব চরণ রাঙিয়া রাঙা মেহদী আনি !

তুমি যেথায় বিধির-গড়া, সেথা অতি দীন,
ওই রূপ-যৌবন নাহি রবে চিরদিন।
ওই স্থূল দেহখান—
ওর হীন উপাদান,
ওর পদে পদে বন্ধন করে বাধা দান,
ও যে ধরণীর পিঞ্জরে পাখী গতিহীন !

সাহারা

আমি রচিব তোমার যেই নব মুরতি,
হবে চির-সুন্দর সে যে চির-যুবতী!
তার রূপ-যৌবন
নাহি শুকাবে কখন,
নাহি দেশ-কাল-পাত্রের বাধা-বন্ধন,
হবে পরীর মতন তার সহজ গতি।

তুমি বিধির সৃজিত হয়ে মরিবে—সে ঠিক,
কভু রাখিবে না বাঁচায়ে সে তোমারে অধিক!
আর আমি যে-জীবন
তব করিব সৃজন,
সে যে অমর ধরায়,—তার নাহিকো মরণ,
কাল চেয়ে রবে তার পানে আঁখি-অনিমিখ।

সেই আমারি হাতের-গড়া তোমারে নিয়া
আমি জুড়াবো বিরহ-ব্যথা—বিধুর হিয়া।
মোর মনের কোণে
অতি সংগোপনে
হবে নব প্রেম-পরিণয় তোমার সনে,
আমি বধূবেশে লবো তোমা হৃদে বরিয়া।

মোর কল্প-লোকের প্রেম-কুঞ্জবনে
হবে মধুমিলনোৎসব সংগোপনে!
সেথা হবে অনুখন
কতো প্রেম-আলাপন,
হবে বিরলে বসিয়া কতো কপোত কূজন,
শুধু তুমি-আমি রবো সেই নবভুবনে।

সেথা শ্যামল কানন-তল কুসুম-ছাওয়া,
বহে হেনার সুরভি-মাখা মধুর হাওয়া!
সেথা ফুল-বীথিকায়
ঝর-ঝর্ণা-ঝোরায়
মোরা কাটাইব চিরকাল সুখে দু'জনায়—
চির উচ্ছল যৌবন-পরশ-পাওয়া!

সেথা কতো খেলা দুইজনে খেলিব বেভুল—
যথা ফুল-কুমারীর সনে খেলে বুল্‌বুল্‌!
হাতে পিয়ালা রাখি
কাছে আসিবে সাকী,
নিয়ে অধরে মধুর হাসি—চটুল আঁখি,
সেই শিরীন শরাবে হবে দিল মশ্‌গুল্‌।

যবে ভুবন ভাসিয়া যাবে জোছনা-ধারে,
মোর সোনার তরীতে তুলি লবো তোমারে।
যার গগনের শেষ
কোন্‌ স্বপনের দেশ,
যাবো নীহারিকা-লোকে ধরি অপরূপ বেশ,
যাবো ভেসে ভেসে অসীমের সাগর-পারে।

তুমি হইবে এমনি মোর জীবন-সাথী
নিতি শয়নে স্বপনে ধ্যানে দিবস-রাতি।
মধু-গন্ধ যেমন
রচে ফুলের জীবন,
হবে তব সাথে সেইমতো আমারো মিলন,
তব খোশ্‌বু'তে দিল্‌ মোর রহিবে মাতি।

মিছে সোনার শিকল তব পরালো কে পায়?
কেন বন্দিনী করে দূরে রাখিল তোমায়?
হায় এ কী দুরাশা
দূরে যাওয়া-কি-আসা
কভু ভুলাতে কি পারে কারো প্রেম-পিয়াসা?
প্রেম সব বাধা-বন্ধন দলে চলে যায়!

মোর প্রেম সে রাহুর মতো রয়েছে ঘিরে
তব চাঁদমুখখানি সারা গগন-তীরে!
কোথা পালাবে প্রিয়া
দূরে আড়াল দিয়া?
কোথা রাখিবে কে লুকাইয়া তোমারে নিয়া?
আছে কবির প্রেমের শাপ তোমার শিরে!

অশ্রু-লিপি

হে না-পাওয়া মানসী আমার!
হে আমার ধ্যানের ছবি!
আজি দূর হতে এই লিপি লিখে যাই
তোমার কাছে।

অশ্রুজলে বেদনার কালো কালি গুলিয়ে
দীর্ঘশ্বাসের লেখনী দিয়ে
মহাশূন্যের বুকের পাতায় লেখা আমার এই লিপি!
এর কোনো ছন্দ নাই, ভাষা নাই,
এ শুধু একটা ব্যথার ঘন কম্পন—
একটা মৌন সঙ্কেত-বাণী!

ওগো রাণি!
এ লিপি কি তোমার হাতে পৌঁছবে?
অশ্রু নদীর দুই তীরে বসে দুইজন,—
তুমি ওপারে—
আমি এপারে।
একটা অন্ধ যবনিকা টানা
দুইটি হৃদয়ের মাঝখানে;
একটা নিষ্ঠুর নীরবতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা
আমাদের দুইটি ভুবন!
কে পৌঁছে দেবে তবে আমার এই বেদন-লিপি
তোমার ওই রাঙা হাতে?—
কেউ নেই!

—না থাকুক!
যেমন করে আকাশের চাঁদ,
ধরার মেয়ে কুমুদিনীর বুকে
তার গোপন প্রেমের বাণী পাঠায়,
নিশিভোরে তরুণ তপন
যেমন করে কমলিনীর দ্বারে
তার আলোর লিপি পৌঁছে দেয়,

বিরহী বুলবুল্

যেমন করে গুল্-বদনীদের কাছে
তার অন্তরের হাহাকার নিবেদন করে;
এপারে-ওপারে
যেমন করে চখাচখীর ব্যথার খেয়া চলে,
আমিও তেমনি করে তোমাকে আমার
বেদনা জানাবো।
ধরা কি পড়বে না রাণি
আমার এই নীরব হাহাকার
তোমার বুকের ওই বেতার-যন্ত্রে?

নাহ্, থাক্! সে প্রশ্নে কাজ নাই।
ধরা না পড়ে—না-ই পড়বে।
মিলিয়ে যাবে সে দূর—দিগন্তের কোলে।
ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম আমার এই ব্যথার শতদল
নীল সাগরের ঢেউয়ের দোলায়।
যদি তা তোমার চরণ-মূলে গিয়ে না পৌঁছায়,
—না-ই পৌঁছাবে!—
ভেসে চলে যাবে সে অসীম—অনন্তের পানে
নিরুদ্দেশ যাত্রীর মতো।

যুগ যুগ ধরে
কতো বিরহীর হাহাকার ও তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
এমনি করেই তো দিগন্তের কোলে বিলীন হয়ে গেছে!
এমনি করেই তো প্রেমের দেউলে
কতো 'ফরহাদ'—কতো 'মজনু'র প্রাণ-বলিদান হয়ে গেছে!
আকাশ তা জানে,
বাতাস তা জানে,
বন-মর্মরে আজো তার কানাকানি ওঠে।
নিখিল বিরহীর সঞ্চিত ব্যথা, হাহাকার ও অশ্রুজলে
আকাশ-বাতাস ভরপুর হয়ে আছে!

সেই তপ্তশ্বাসেই তো ফুল ঝরে যায়!
সেই হাহাকারেই তো বাতাস শ্বসিয়ে ওঠে!
সেই কলিজা-কাটা খুনের রঙেই তো
সাঁঝের আকাশ অমন রাঙা হয়ে আসে!
সেই অশ্রুজলেই তো শ্রাবণ-মেঘে বাদল ঝরে!
আমার এই ক্রন্দন
না হয় সেদিক দিয়েই সার্থক হবে!

নিখিলের ঘর-ছাড়া ব্যথা-বিরহ ও হাহাকারের দল
হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে!
তোমার দুয়ার হতে যদি সে ফিরে আসে,
তবে তাদের দলেই সে ভিড়ে যাবে!
অনন্তকাল ধরে তাদের সঙ্গে আকাশে-বাতাসে
সে ঘুরে বেড়াবে।
—সেই আমার হবে ভালো!

ওগো রহস্যময়ী!
তুমি আমার কে?
এই প্রশ্নই আজ বারে বারে আমার মনে জাগছে।
এই যে ছোঁওয়া দিলে—
অথচ ধরা দিলে না,
এই যে আমার সকল কাজে, সকল আয়োজনে—
আমার শয়নে—আমায় স্বপনে
আমার ধ্যানে, আমার ধারণায়,
ক্ষণে ক্ষণে তুমি এসে
আমায় উন্মনা করে দিয়ে চলে যাও,
এ কিসের জন্য?
এর কি কোনো অর্থ নাই?
তোমার সাথে কি আমার কোনো বন্ধন নাই?
এত অশ্রু-বরিষণ—এত নিশি জাগরণ—
এ কি সমস্তই মিথ্যা?
—কিছুতেই নয়।

মনে হয়

তোমার সাথে আমার

নিগূঢ় আত্মীয়তা আছে!

আমার প্রতি অনু-পরমাণু

তোমার প্রতি অনু-পরমাণুটিকে চেনে।

সৃজন-দিনে

একই উপাদান দিয়ে

বিধাতা তোমায় ও আমায় গড়েছিলেন।

আমার মর্ম-মুকুরে

তাই তো তোমার ছায়া পড়ে!

আমার বীণার তারে

তাই তো তোমার রাগিনী বেজে যায়!

তোমার রূপের সোনার ছোঁয়ায়

তাই তো আমার ঘুমন্ত আত্মা জেগে ওঠে'

মনে হয়—আমরা দু'জন

একটা অখণ্ড সত্তারই দুটি অংশ।

আমরা একে অপরকে সম্পূর্ণ করি.

একে অপরকে সার্থক ও সুন্দর করি!

আদিম কালে একথা তুমিও জানতে

আমিও জানতাম।

কিন্তু নিখিল সৃষ্টির লীলা-তরঙ্গের মধ্যে

কোথায় যে কোন্ স্রোতে ভেসে গেলাম আমরা

তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না!

আজ মনে হয়—

কতো যুগের কতো নদ-নদী পেরিয়ে

আমরা এসে আবার একসঙ্গে মিলেছি।

তোমাকে দেখে তাই তো আমার অন্তরে অন্তরে

এত আকুলতা—এত আকর্ষণ, রাণি!...

কিন্তু—
সন্দেহ তো ঘুচে না!
অন্তর বলে যে তুমি আমারি,
তবু প্রাণ তা বিশ্বাস করে কই?
চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব তাই
এখনো আমার ঘুচে নাই।
আজো তাই নিঃসন্দেহে জানা হলো না যে
তুমি আমার কে!

এ প্রশ্ন একদিন তোমাকেও আমি করেছিলাম,
তার উত্তরে তুমি হেসে বলেছিলে--
"আমি যে বেহেশ্‌ত।"
তা শুনে সেদিন আমার কান্না পেয়েছিল।
তুমি বেহেশ্‌ত?
এ কি সত্য? না, নিষ্ঠুর পরিহাস?
বেহেশ্‌ত যদি—
তবে, তোমার হাসির সৌরভে,
তোমার রূপের সুষমায়,
তোমার বাহুর পেলব স্পর্শে,
তোমার কণ্ঠের সুধা-সঙ্গীতে—
আমার প্রাণে দোজখের আগুন জ্বলে কেন?
হায় রে অদৃষ্ট!
নন্দন-কাননের ছায়াপাতেও
সাহারার বুকে ফুল ফোটে না!
এ যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার!
আলোকের মধ্যে ডুবে থেকেও সে কালো!
এ যেন নীল সাগরের বুকে তৃষাতুর এক মুসাফির—
চারিপাশে তার অনন্ত জলরাশি,
অথচ একবিন্দু জল সে পান করতে পারে না!

ওয়েসিস্‌ বুকে নিয়ে এ-যেন মরুর ক্রন্দন!
সলিলের কাজল মায়া তাকে ছুঁয়ে যায়,

অথচ তার তৃষ্ণা মিটে না !
কতো বড় অভিশাপ এ !!
কিন্তু—নাঃ !'
সত্যি তুমি 'বেহেশ্‌ত্' !
কে বলে তুমি আগুন জ্বেলেছো
আমার প্রাণে ?
ও তো আগুন নয় !
ওই তো অমৃতের পরশ !
কে বলে তোমাকে আমি পাই নাই ?
পেয়েছি—তোমাকে পেয়েছি !
তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে
ধরা দাও নাই সত্য,
তবু যৌতুক দিয়েছো
তাতেই আমার জীবন-মরণ ধন্য হয়ে গেছে

ওই যে আমার মুখপানে হেসে চেয়েছিলে,
ওই যে ভালোবেসে আমার পাশে এসে বসেছিলে,
ওই-যে চাঁপার আঙুল দিয়ে আমায় তুমি স্পর্শ করেছিলে—
এই তো যথেষ্ট !
আর কী চাই ?
প্রিয়ার মুখের ছোট্ট একটি তিলের লাগি
প্রেমিক কবি 'সমরকন্দ' ও 'বোখারা'কে
বিলিয়ে দিয়ে গেল,
আর আমি এত পেয়েও আরো চাই !
স্থূল পাষাণ-প্রতিমাকে
নিঃশেষ করে পাওয়া যায়,
কিন্তু রূপগরবিনী নভোচারিণী
চল-চঞ্চল যে বিদ্যুৎ,—
তাকে তো তেমন করে পাওয়া যায় না !
সে দিয়ে যায় চকিতের পরশ !
তা-ই যথেষ্ট ।

সাহারা

যা দুর্লভ, তার পরিমাণ বেশী নহে।
তুমি যে এ-ধরণীর নও,
তুমি যে সুদূরের—
তা ভুলে গেলে চলবে কেন?
পরিপূর্ণ রূপে নিঃশেষ করে তোমাকে পাওয়ার
আশা করাই আমার ভুল।

আজ তোমার জ্যোতি এসে পড়েছে
আমার অন্তরে ;
তাই ভাবছি—তুমি আমার অতি কাছে এসেছো,
তাই ভাবছি—তোমাকে বুঝি ধরা যায়!

কিন্তু না!... তুমি এখনো অনেক দূরে।
সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তোমায় ধরতে হবে।
জানি, জানি—
আমার এ প্রেম তুচ্ছ নয়,
আমার বিরহও তাই ক্ষুদ্র নয়!

সইবো—আরো আঘাত আমি সইবো।
মিলন-পূর্ণিমার আশায়
ঝড়ের রাত্রি আমি জেগে কাটাবো!
হে সুদূরিকা
তোমায় পেলাম না বলে
আর আমার কোনো ক্ষোভ নাই।
তোমায় আমি এত সহজে পেতে চাইনা।
হুর-কুমারীকে মানবী করে লাভ কি?
বেহেশ্‌তকে ধরার ধূলায় নামিয়ে আনলে
এই আলো-বাতাসে সে টিকবে না।
থাকো তবে, হে রাণি, দূরে দূরেই থাকো—
ধরা দিওনা।
কল্পনা হয়ে আমার ধ্যানলোকে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে
তুমি সরে যাও—
ধরণীতে নেমে এসো না।

শুধু তুমি একটু আলো
একটু গন্ধ
একটু ইঙ্গিত
আমাকে দিও।
সেই পাথেয় নিয়েই
ঊর্ধ্বলোকে ছুটে চলবো আমি।

রহস্যময়ী

তোমার রূপ যে কী অপরূপ,
বুঝিতে পারি না তার স্বরূপ!

ওই হাসিমুখ মধুমাখা
চির-সুন্দর, চির-রাকা,
ওই কালো, কালো আঁখি—
দুটি আকাশের দুটি পাখী!
ওই রাঙা ঠোঁট, রাঙা কপোল,
চকিত চাহনি চির-চপল,—
ওরা যেন নহে তব স্বরূপ,
তোমার রূপ—সে ভিন্ন রূপ!

তুমি যেন কোন্ মায়াপরী
এসেছো ধরায় মায়া ধরি,
চিনে না তোমারে যেথা কেহ,
জাগে নাকো মনে সন্দেহ,
সেইখানে তুমি থাকিতে চাও,
নানা ছলে কতো মন ভুলাও।

চিনে যদি কেহ তব স্বরূপ,
তার 'পরে তুমি হও বিরূপ;

সাহারা

রহ নাকো আর সেইখানে,
চলে যাও নব সন্ধানে ;
পরিচয় নাহি যার সাথে—
ধরা দাও গিয়ে তারি হাতে,
তারি জীবনের ছায়া তলে
লুকাও নিজেরে কুতূহলে।
তোমারে যে চায়, সে নাহি পায়,
পায় সে তোমারে—যে নাহি চায়!
কী যে অদ্ভুত সাধ তোমার,
একটুও কিছু বুঝি না তার!
তুমি অসীমের ক্ষীণ আভাস,
রহস্যময় তব প্রকাশ।

একখানি বেদনার মালা

ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া,
তোমারে যে আজো ভুলি নাই,
অতীত দিনের তব স্মৃতি
হিয়াতলে জাগিছে সদাই।

জীবনের কণ্ঠে তুমি মোর
পরায়েছো, ওগো ফুল-বালা,
প্রেম-প্রীতি-সুধাগন্ধমাখা
একখানি বেদনার মালা।

সে মালার ফুলদলগুলি
শুকাইয়া ঝরে যেতে চায়,
আমি তারে রাখি বাঁচাইয়া
ঢালি' মোর অশ্রু-বরষায়।

মনে পড়ে আজি সেই দিন—
যেদিন প্রথম তব সনে
হলো মোর নব পরিচয়
চোখে চোখে গোপনে গোপনে

বসন্তের অস্ত সন্ধ্যাবেলা
এলে তুমি আঁচল দুলায়ে,
ধীরে ধীরে মোর পাশে বসি,
গান গেলে ভুবন ভুলায়ে।
সুর যেন রূপ হয়ে এসে
ধরা দিল আমার নয়নে,
মানস-প্রতিমাখানি মোর
নেমে এলো যেন এ-ভুবনে!
যে গান থামিয়া গেছে কবে,
শুনিতেছি আজো সেই সুর,
সেদিনের পুলক-আলোকে
আজো মোর চিত্ত ভরপুর।
মনে পড়ে, একদিন মোর
নিদাঘের ম্লান সন্ধ্যালোকে
গিয়াছিনু ভ্রমণ করিতে
বনপথে আকুল পুলকে।

পথে যেতে কতো বনফুল
তুলেছিনু, নাহি তার শেষ,
সাজাইয়া দিয়াছিনু রাশি,
এলায়িত তব কালো কেশ।
মুখখানি হেরিয়া তোমার
হয়তো বা হয়েছিল ভুল,
ফুল ভেবে তাই বুল্‌বুল্‌
গান গেয়ে হইল আকুল।
অথবা ভাবিল বুঝি ওরা—
আসিয়াছে কানন বালিকা,

সাহারা

বরণ করিতে তোমা তাই
গলে দিল গানের মালিকা।
নিরজন বনবীথি দিয়া
আসিলাম সরোবর তীরে,
তুমি মোর হাতখানি ধরে
পাশে পাশে এলে ধীরে ধীরে।

শ্যমল ঘাসের গালিচায়
বসিলাম আসি দুইজন,
হেরিলাম সরসীর শোভা,
শুনিলাম পাখীর কূজন।
মৃদুল দখিনা বায়ু আসি—
দোলা দিয়ে গেল তব চুল,
নাচিয়া নাচিয়া দুটি দুল
দুই কাণে দুলিল দোদুল।

ডুবে গেল দূরে রাঙা রবি,
পূরবে উঠিল হেসে চাঁদ,
দিকে দিকে নিখিল ভুবনে
পাতিয়া প্রেমের নব ফাঁদ।
আমি সেই চাঁদের আলোকে
বাজালাম বাঁশরীর তান,
তুমি মোর সমুখেতে বসি
সেই সুরে গেয়ে গেলে গান।
মনে হলো—নিখিল ধরণী
যেন কোন্ প্রেম-উপবন,
আমি সেথা ঘন ঘুমঘোর,
তুমি যেন রঙীন স্বপন।

এমনি করিয়া তুমি মোর
জীবনেরে করেছো মধুর,
আমার বীণার তারে তুমি
ছিলে যেন মূর্তিমতী সুর।

আজি হায়, কতো ব্যবধান
সেই দিন আর এই দিন,
সেদিনের সোনার স্বপন
আজি কোন্ দিগন্তে বিলীন।
বেদনার গভীর আঁধারে—
ছাওয়া আজি আমার ভুবন,
তোমার অভাবে শুধু মোর
ব্যর্থ আজি সারাটি জীবন।

শেষ ক্রন্দন

রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে কাটিয়ে দিনু এই জীবন,
খুঁজনু তারে আকাশ-পাতাল বন-উপবন-ত্রিভুবন।
হায় তবুও এই জীবনে পেলাম নাকো রূপ কোথাও,
সার হলো মোর হাহাকার ও অশ্রুজলের আলিম্পন।

এই দুনিয়ায় ছিল নাকো কাম্য কিছুই আর আমার,
রূপই ছিল আমার চোখে সবার চেয়ে চমৎকার।
পান করিব এক পিয়ালা সেই সে-রঙীন রূপ-শরাব,
এই আশাতেই বইতেছিনু ব্যর্থ আমার জীবন ভার।

ভেবেছিলাম—ধূলায় গড়া বেহেশত্ মোদের এই ভুবন,
হুরী না থাক্, আছে নারী হুরীর ছোটো আপন বোন।
বেহেশত্ যাবার নাই ভরসা, হুরীর আশাও নাইকো, তাই
এসেছিলাম গুলবদনী নারীদের এই কুঞ্জবন।

আজকে দেখি ভুল সে আশা, ভুল সে রঙীন স্বপন মোর,
রূপ নহেকো বাস্তবিকা, রূপ সে শুধুই নেশার ঘোর।
চাঁদের সুধার মতোই রূপের নাই কোনোরূপ সত্যরূপ,
অথচ এই রূপের নেশায় মুগ্ধ নিখিল মন-চকোর।

সাহারা

আজ বুঝেছি—রূপ সে শুধুই মন ভুলানো প্রলোভন,
সৃষ্টি-প্রদর্শনীর মেলায় রূপ সে শুধুই আকর্ষণ।
স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রে-ঢাকা আলোর মতন এই সে রূপ,
ধরতে গেলে যায় না ধরা, দেখলে জুড়ায় এ দুই নয়ন।

বিধির যেন ভাণ্ডারে আজ দেখছি রূপের ঘোর অভাব,
সরবরাহ করতে সে তাই পারছে না আর রূপ-শরাব।
বে-হিসাবী রূপের খরচ করতে সে তাই নয় রাজী,
রূপ-পিয়াসীর ক্রন্দনে তাই মিল্‌ছে না আর তার জবাব।

একা সাকী, লক্ষ প্রেমিক, কণ্ঠে সবার ঘোর ক্ষুধা,
সাকীর হাতে দেখছি শুধুই এক পিয়ালা রূপ-সুধা,
কেমন করে পিয়াসীদের প্রাণের আশা মিটবে তায়?
ছল চাতুরী প্রবঞ্চনা শিখছে আজি তাই খোদা।

প্রেমিক দলের জল্‌সাতে আজ দেখছি যে তাই রূপ-সাকী
লুকোচুরি খেল্‌ছে শুধুই, দিচ্ছে সবাই ঘোর ফাঁকি।
তৃষিতেরে দেয় না সে রূপ, দেয় তারে সে—চায়না যে,
তাই তো রূপের হয় না খরচ, সকলটুকুই রয় বাকী।

এই দুনিয়ার বন্দীখানায় আস্‌তে কি কেউ চাইতো ভাই।
জানতো সবাই এইখানে তার দুঃখ-ব্যথার অন্ত নাই।
মন ভুলাতে তাইতো খোদা খানিকটা তার লাল শরাব
নারীর দেহের কাঁচ-পেয়ালায় রেখে দিল সকল ঠাঁই।

রূপের পাগল কয়েদীদল বুঝতে নারি এ কৌশল,
রূপ-শরাবের আশায় আশায় চালাচ্ছে বেশ ধরার কল।
প্রবঞ্চনার গভীর ব্যথা বুঝতে তারা শিখ্‌ছে যেই,
অম্‌নি খোদা সরিয়ে তাদের আন্‌ছে 'আবার নূতন দল।

এমনি করেই ফাঁকি দিয়ে মন ভুলিয়ে সব লোকে,
হাসিল করে নিচ্ছে খোদা সব কাজই তার দুই লোকে।
ইহকালে নারী এবং পরকালে হুরীর লোভ
স্বপ্ন সম রেখেছে সে জাগিয়ে মোদের দুই চোখে।

এই ছলনা, এই চাতুরী এই দুনিয়ার কোথায় নাই?
নিরাশা ও হাহাকারে ভরেছে আজ সকল ঠাঁই।
রূপের প্রেমিক পতঙ্গ সে মরছে পুড়ে দীপ-শিখায়,
মরীচিকার মৃত্যু-মায়ায় মরু-পথিক ধায় সদাই।

গ্রহ-তারার প্রদীপ-জ্বালা বিশ্ব যেন রূপের হাট,
এই হাটে খোদ্ খোদাতালা দিয়েছে তার দোকান-পাট।
সেই সে একা সওদাগর আর আমরা তাহার খরিদ্দার—
একচেটিয়া ব্যবসা তাহার চলছে হেথায় কী বিরাট!

ভাণ্ডারে তার নাই বেশী রূপ, মিশিয়ে দিয়ে তাই ভেজাল,
গড়পড়তায় বিক্রি করে যাচ্ছে সে তার সকল মাল।
খাটী কিছুই তাই যে চেয়ে যায় না পাওয়া এই ধরায়,
ভেজাল মালের বাজার এটা, জোচ্চুরি আর শুধুই জাল!

আলোর সাথে কুশ্রী কালো, সুধার সাথে তাই গরল,
মিলন সাথে তাই বিরহ, কাঁটার সাথে তাই কমল,
জোড়া বেঁধেই রেখেছে সে যাই-না-কিছুই কিনতে যাও,
জোড়া ধরেই কিনতে হবে—এমনি মজার সুকৌশল!

সৃষ্টি যেদিন করেছিলে, হায় বিধাতা, সেদিন কি
অনেক করে গড়েছিলে কুশ্রী কালো আর মেকী?
চললো নাকো, তাই কি সে-সব চালিয়ে দিলে ভালোর সাথ?
অমন সোনার সুন্দরী চাঁদ তাই হলো কি কলঙ্কী?

মানুষের আর দোষ দিব কী মানুষ দোষী নয় কেবল,
তুমিই বা কি সাচ্চা খাঁটি! তোমার মনও নয় সরল।
মানুষ শুধুই নয় ফাঁকিবাজ, নয় তাদেরি ভেজাল মাল,
তুমি নিজেই কম কিসে আর? তুমিও জানো অনেক ছল!

আজকে শুধু একটি কথাই জাগছে মনে নিরন্তর—
আমরা নাকি হুর পাবো সব বেহেশ্‌তে দূর মরণ পর?
হায়রে কপাল! মৃন্ময়ী এই নারীর বেলাই কৃপণ যে,—
সেই দেবে কি হিরণ-হুরী?—পাইনা খুঁজে এর উত্তর।
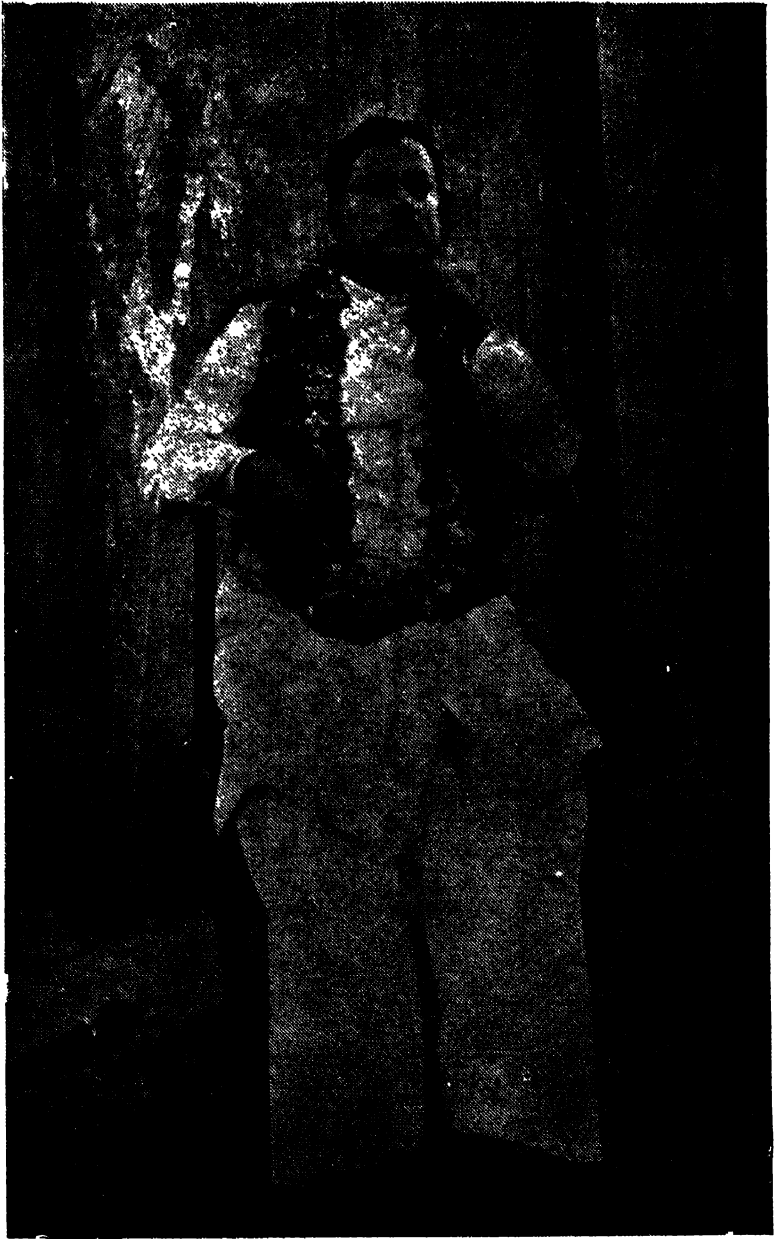
হাস্নাহেনা

রূপ-গরবী নয় এ গোলাপ—হাওয়ার দোলায় দোদুল-দোলা,
স্বাধীন দেশের মেয়ের মতন অসঙ্কোচে ঘোম্‌টা-খোলা।
নয়কো চাঁপা, নয় করবী—কানন-রাণীর নগ্ন মেয়ে,
আপন শোভায় সজাগ হয়ে পথের ধারে রয় না চেয়ে!
লক্ষ্মী মেয়ে যুঁথিও নয়—ছোট্ট তবু চতুর অতি
গৃহিনীদের মতন শুধুই মন রয়েছে ঘরের প্রতি!
নয়কো বেলী, নয় কামিনী, শ্বেত বিধবার বসন-পরা,
ফুল-বালিকা শেফালিকাও নয় এ হাসি-অশ্রু-ঝরা।
কমল-কুমুদ—তাও নহে এ—সমাজ-থেকে-বেরিয়ে-যাওয়া,
কুলটাদের মতন নিতুই পরদেশীদের পরশ পাওয়া!
—মনের কোণের আঙ্গিনাতে ফুটেছে এই হাস্নাহেনা
পল্লী-বধূর মতন মধুর, বাইরে এরে যায় না চেনা।
দিনের আলোয় রয় সে গোপন, মুখ তুলে সে কয়না কথা,
সবুজ পাতায় ওড়না-ঢাকা লজ্জাবতী এ কোন্ লতা।
শুভ্র-শুচি মনটি তাহার, প্রেম করে না সবার সনে,
হৃদয় দুয়ার দেয় না খুলে প্রভাত-অলির গুঞ্জরণে!
আলোক যখন বিদায় মাগে অস্ত-রবির রক্তরথে
সন্ধ্যারাণী আঁচলখানি উড়িয়ে চলে পল্লীপথে,
মুখর ধরা স্তব্ধ যখন, কুঞ্জ ঘেরা আঁধার-জালে,—
হাস্নাহেনার প্রেম-অভিসার সেই আঁধারের অন্তরালে।
বুকের মুখের লাজ-আবরণ তখনি তার যায় যে খুলে,
মিলন আশায় উছলে ওঠে যে সুধা রয় মর্ম্মমূলে।
কোন্ পথে তার প্রেমিক আসে, কোন্ বনে সে আসন পাতে,
কোন্‌খানে এই দুইটি হিয়ার মিলন যে হয় নিত্য রাতে,
সেই মিলনের গোপন বাণী এই ধরণীর কেউ না জানে,—
পথিক হাওয়া শুধুই তাহার নগ্নদেহের গন্ধ আনে।

দিল-পিয়ারী

নাইকো ভুল মোর—ফুল-বধূর, চোখ জুড়ায় তার অঙ্গ-নূর,
স্বর্গ কোন্ ঠাঁই কোন্ সুদূর ?—এই তো ভাই মোর স্বর্গ-পুর।
সামনে যেই মোর হয় উদয় মূর্তি তার ওই মন্-লোভা,
দেখতে পাই এই চোখে জান্নাতের ফুল-বন-শোভা।
দিল-পিয়ারীর ওই যে মুখ, তুল নাহি তার নন্দনে,
কল্পনার ওই স্বর্গলোক তার দু'বাহুর বন্ধনে।
জান্নাতের সব শ্যাম শোভা বন্ধ বয় তার কেশ-পাশে,
লাখ পারিজাত-ফুল ফোটে তার মুখের ওই ধীর হাসে।
হৃদ-বাগে মোর হৃদ-রাণী কণ্ঠ-বীণ যেই ঝঙ্কারে,
বাগ্-বাহারের সব কোকিল এক সাথে যেন্ তান ধরে।
মোস্তফা, তোর মস্ত ভুল, চাস্ কেন তুই স্বর্গ সুখ।
স্বর্গ যে তোর এই ধরায়— ওই প্রেয়সীর চন্দ্র-মুখ।

আনন্দময়ী

ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া।
চিত্ত ভরা বিত্ত তোমার—স্নিগ্ধ-মধুর হিয়া।
মূর্তিমতী স্ফূর্তি তুমি
আনন্দ যায় চরণ চুমি
তোমায় আমি চিনিনি কো আঁখির আলো দিয়া।

সাধন-পথের পথিক আমি, চলেছি পথ বেয়ে,
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক-ধারায় নেয়ে।
শুনি কতো গভীর বাণী,
নিত্য নূতন তথ্য আনি,
পুলক লাগে লক্ষ্য কবির হিয়ার পরশ পেয়ে।

হাস্নাহেনা

ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই,
আমার লাগি আমার মতোই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান গরিমা নাইকো যেথায়
আনন্দ কি মিলবে সেথায়!
জঙ্গলী মেয়ের জঙ্গলী বুলি—মূল্য তাহার ছাই!

আজকে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সে যে বিল্‌কুল্‌
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল!
তোমার মুখের কথার মাঝে
সুর-বাহারের আলাপ বাজে,
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল্‌!

তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত
সৃষ্টি করে আমার মাঝে বেহেশ্‌তী সওগাত!
একটু হাসি, একটু কথা,
দুষ্টুমী আর প্রগল্‌ভতা
নিবিড় নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিনরাত।

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভালো লাগে!
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে,
কোথায় 'শেলী' 'শেক্স্‌পীয়ার'
ভালো লাগে তাদের কি আর!
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব কবিতাই জাগে!

জ্ঞান-গরিমার আড়ালে যেই সহজ সরল প্রাণ
লুকিয়ে ছিল, আজকে তাহার পেয়েছি সন্ধান।
সমভূমির সেই সেখানে
মিলেছি আজ প্রাণে প্রাণে।
বয়সের আর জ্ঞানের গরব হেথায় অবসান।

প্রেমের জয়

বাসর ঘরে ফুল-বিছানায় তোমায়-আমায় মিলন হবে জানি'
এই মিলনের শত্রু যারা—তাদের মাঝে হলো কানাকানি।
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-সরম ঈর্ষাভরে রাঙিয়ে গেল চোখ,
তারা এটা চায় না মোটেই—তোমায়-আমায় সহজ মিলন হোক।
বল্‌লে তারা—"ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ, ওরে অফুট কুঁড়ি।
অমন করে বাজাস কেন ঘন ঘন হাতের কাঁকন-চুড়ি?
যারে কোথাও দেখিস্‌নি তুই, জানিস্‌নি তুই, চিনিস্‌নি তুই কভু
আজকে হঠাৎ নীরব রাতে তারি হাতে ধরা দিবি তবু?
নারীর ধরম লজ্জা-সরম—তুই কি তাহার রাখবি না কো মান?
বিনা দামেই বিকিয়ে যাবি?—এর চেয়ে আর নাইকো অপমান।"

প্রেম ছিল সে মিত্র তোমার, শাসন-বাণী কিছুই মানে না সে,
গোপন মৃদু চরণ ফেলে বুকের তলায় ঘনিয়ে সে যে আসে!
বলে তোমায়—"বাসর ঘরে আজকে প্রথম মিলন-রজনীতে
হৃদয় দুয়ার খুলতে হবে, ভুলতে হবে শঙ্কা-সরম-ভীতে।
মুঞ্জরিত কুঞ্জ-দ্বারে যে এলো আজ গোপন অভিসারে
চির-চেনা সেই অজানা—বরে নে আজ, বরে নে আজ তারে।"

এক নিমেষেই উভয় দলে বিপুল বলে যুদ্ধ হলো শুরু,
বুকের তলায় জাগলো তোমার ঘন ঘন কাঁপন দুরু দুরু!
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-সরম জয়োল্লাসে উঠলো সকল ছেপে,
প্রেমকে নেহাৎ এক্‌লা পেয়ে বন্দী করে রাখলো নীচে চেপে।
ক্ষিপ্রপদে ছুটলো তারা তোমার ললিত দেহের সকলখানে
পাষাণ-হৃদয় দস্যু কি আর ভালোবাসার আইন-কানুন মানে!
জুড়ে দিল আঁখির পাতা, বন্ধ হলো প্রেমের প্রকাশ-পথ,
আগল দেওয়া সব দুয়ারে থমকে গেল মনোভাবের রথ!
জুড়ে দিল নধর অধর, ঘোমটা টেনে রাখলো ঢেকে মুখ,
হাসির রেখা ফুটলো না আর, রুদ্ধ ব্যথায় রইলো ভরে বুক্।
সকল তনু করলো বিবশ, স্বাধীন গতি রইলো না আর মোটে,
চরণ যুগল চলতে নারে—আলিঙ্গনে হাত দুটি না ওঠে।

হাস্নাহেনা

হেথায় তোমার হৃদয় মাঝে বন্দী হয়ে রইলো বসে প্রেম,
নীরব চোখে চায় সে চুপে—পায়ে তাহার বদ্ধ শিকল হেম।

আজকে একি নূতন দেখি? কোথায় গেল শঙ্কা-সরম-লাজ?
সোনার কাঠির পুলক পরশ কে ছোঁয়ালো তোমার দেহে আজ?
কে ঘুচালো লজ্জা-সরম, কে মুছালো মনের জমাট কালো?
বাদল মেঘের অন্ধকারে কে ফুটালো স্নিগ্ধ চাঁদের আলো?
কে খুলিল যুক্ত অধর—কে তুলিল আঁখির আবরণ?
কোন্ মায়াবীর মন্ত্রে আজি কণ্ঠে তোমার বাণীর জাগরণ?
কোথায় প্রেমের বন্দী দশা? কোথায় তাহার বদ্ধ শিকল-হেম?
সবাই আজি পলাতকা—সবার উপর বিজয়ী আজ প্রেম।

ভূষণ

ভূষণ কেন পরবে তুমি, ওগো আমার হৃদয়-রাণি।
ভূষণ দিয়ে তোমার শোভা বৃদ্ধি করা ব্যর্থ জানি!
কোথায় আছে অমন শোভা
স্নিগ্ধ-মধুর মনোলোভা!
কোথায় আছে মন-মাতানো অমন চারু বদনখানি?

যতো কোমল যতো মধুর যতো সরস—তাহাই দিয়ে
গড়লো বিধি তোমার তনু নিখুঁৎভাবে ওগো প্রিয়ে!
ভূষণ পরার সার্থকতা
তবে বলো রইলো কোথা?
এ যে নেহাৎ তুচ্ছ কথা! ঝগড়া কেন ইহাই নিয়ে?

অঙ্গে যাদের ত্রুটি আছে, ভূষণ শুধু তারাই পরে,
তারাই কেবল ভূষণ দিয়ে সুশ্রী হতে চেষ্টা করে।
যাদের সে দোষ নাইকো মোটে
আপন শোভায় আপনি ফোটে,
বলো দিকিন্ তারা আবার পরবে ভূষণ কিসের তরে?

অঙ্গে কভু ভূষণ-শোভা দেবো নাকো তোমায় প্রিয়ে,
নিজেই যে জন ভূষণ, তারে কী ফল পুন ভূষণ দিয়ে।
ভূষণ নিজে পরার চেয়ে
সুখ যে বেশী ভূষণ হয়ে
ভূষণ হয়ে শোভা করো আমার দেহ—আমার হিয়ে।

প্রিয়তমা

ওগো মোর প্রিয়া!
তোমারে বেসেছি ভালো মনপ্রাণ দিয়া,
ডাকিয়াছি কতোদিন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বলে,
বিরহের বেদনায় ভরে গেছে সারাপ্রাণ
তুমি যবে দূরে গেছো চলে,—
এই কথা মিথ্যা নহে জানি,
তব সখি, সত্য নহে এর সবখানি!
আজি তাই মনে মনে করিয়াছি এ কঠোর পণ—
এতদিন মর্মতলে যে কথাটি রাখিয়াছি করিয়া গোপন,
তোমারে বলিব তাহা। অসঙ্কোচে হাত ধরি ধীরে
তোমারে লইয়া যাবো হৃদয়ের গোপন মন্দিরে।
জানি আমি সে নিঠুর বাণী
তোমার নয়ন কোণে বেদনার অশ্রু দিবে আনি,
তবু তাহা আজি আর রাখিব না গোপন করিয়া,
ছলিব তোমারে হায় কতোকাল মিথ্যা প্রেম দিয়া।
প্রকাশ করিব তাই অন্তরের গুপ্ত অপরাধ
মার্জনা চাহিব আজি—এই মম জাগিয়াছে সাধ।
আমারে করিও সখি ক্ষমা—
তুমি মোর প্রিয়া বটে, কিন্তু তুমি নহ প্রিয়তমা!

হাস্নাহেনা

—ও কি?
অতি বেদনায় তব আঁখি-কোণে অশ্রু ঝরিল কি?
হায় সখি! কারাকক্ষে বদ্ধ তুমি—নাহি মুক্তি-পথ,
বেদনারে এড়াইয়া কোথা যাবে তব চিত্ত-রথ!
হয়েছো যে তুমি কবি-প্রিয়া,
চিরকাল যেতে হবে বক্ষ তলে এই ব্যথা নিয়া!
আমারে সম্রাট করি তব হৃদি-মর্মর-প্রাসাদে
একা তুমি রাণী হয়ে রবে সেথা চির নির্বিবাদে,
আমার যা কিছু আছে সবটুকু করি অধিকার
রুদ্ধ করে দেবে মোর যতো পথ বাহিরে যাবার,
তাও কভু হয়?
হায় প্রিয়া! কবি-চিত্ত একা কারো নয়।

কবি আমি, চিরদিন রূপের পিয়াসী,
এ বিশ্বের যতো রূপ—সবারেই আমি ভালোবাসি।

এই পথে দাঁড়াইয়া নিখিলের পানে যবে চাই,
মনে হয়—আমি মুক্ত—
মোর তরে কোনো ধর্ম—কোনো নীতি নাই।

সৌন্দর্যের পথ বাহি দিকে দিকে যাবে দলে দলে
নিখিলের নরনারী আসে মোর অন্তরের তরুছায়া তলে
কারা হিন্দু, কারা বৌদ্ধ, কারা জৈন, কারা মুসলমান
কারা যে ইহুদী আর কারা শূদ্র সাঁওতাল খৃষ্টান—
এ কথা পড়ে না মনে,
গোপনে গোপনে
হৃদয় ছুটিয়া যায়, এ উহারে করে কোলাকুলি,
বিধি-নিষেধের বাণী মানে নাকো, সব যায় ভুলি।

সেই কবি—তুমি তারি প্রিয়া,
তাহারে রাখিবে ধরে বলো সখি, কী বন্ধন দিয়া?
কে শুনেছে কবিপ্রিয়া বদ্ধ হয়ে আছে গৃহ-কোণে?—
কবির প্রেয়সী আছে ছড়াইয়া অনন্ত ভুবনে।
বসন্তের বনবালা, গোলাপের সুরভিত রক্ত-রাঙা হাসি,
কুমারী ঊষার চির স্নিগ্ধস্মিত চারু রূপরাশি,

হীরকের টিপ পরা অস্তাচলবাসিনী উষসী,
লাস্যময়ী হাস্যময়ী মায়াময়ী চতুর্দশী শশী—
সবাই আমার প্রিয়া—সবারেই ভালোবাসিয়াছি,
রূপ যেথা, আমি সেথা চিরদিন পাশাপাশি আছি।

ওই যে তরুণীদল চলিয়াছে দোলাইয়া কণ্ঠে ফুলমালা,
অঙ্গতলে সৌন্দর্যের কী বিচিত্র মণিদীপ-জ্বালা!
নিতম্ব লম্বিত বেণী, কর্ণমূলে হীরকের দুল,
চরণে মঞ্জীর-ধ্বনি বেজে যায় কী মধু-মঞ্জুল!
লীলায়িত গতিভঙ্গী, বিকশিত নলিন-নয়ন,
নশ্বর অধরে মাখা মৃদু হাসি বিশ্ব-বিমোহন,—
সকলেই ওরা মোর অতি প্রিয়, অতি আদরের,
সকলেরই সাথে মোর পরিচয় আছে অন্তরের।
বাহিরে উহারা বধূ হয় হোক যার খুশি তার,
ধ্যান-লোকে ওরা যে গো চির প্রিয়া সবাই আমার।
ওদেরে ভুলিয়া—শুধু তোমারে লইয়া
তাই মোর চলে নাকো প্রিয়া!
যে-মানসী-মূর্তি মোর ক্ষণে ক্ষণে জাগে মনে—তারে
পরিপূর্ণ রূপে আমি পাইনা যে তোমার মাঝারে!
তুমি অসম্পূর্ণা,—তুমি নহ অনুপমা,
কেমন করিয়া তবে হবে তুমি মোর প্রিয়তমা!

নহ, নহ, তুমি মোর প্রিয়তমা নহ এ জীবনে
যে-আমার প্রিয়তমা—তারে আমি রেখেছি গোপনে।
নিখিলের নিতি নব উচ্ছ্বসিত সুষমা লহরী
তারি অন্তরালে বসি যে মোহিনী মানস-সুন্দরী
রূপ-চূর্ণ ছড়াইয়া খেলিতেছে নিত্য হোলি খেলা,
বিশ্বনাটে প্রতিদিন সৌন্দর্যের অফুরন্ত মেলা
রচিতেছে কৌতূহলে, উৎস হয়ে উৎসারিত করি আপনারে
বহিয়া চলেছে কোন্ অনন্তের সীমাহীন পারে,
অনিন্দ্য সুন্দরী সেই নিখিলের চির রূপ-রাণী
সেই মোর প্রিয়তমা! এ হৃদয়খানি

হাস্নাহেনা

তাহারেই সঁপে দিছি অতীতের কোন্ আদিকালে,
এ জীবন বাঁধা আছে তারি কাছে চির প্রেম-জালে।

*

মনের গোপন কথা করেছি প্রকাশ,
ওগো প্রিয়া, আর কভু কোরো নাকো আমারে বিশ্বাস
প্রিয়তমা হৃদিয়াণী যদি কভু বলি,
জেনে রেখো—মিথ্যা দিয়ে সে তোমারে ছলি।
এই দোষ আমার তো নয়।
জোর করে ভালোবাসা—সে কি কভু হয়?
তুমি মোর আঁখি-কোণে যতোটুকু জ্বালো রূপ-আলো
ততোটুকু প্রিয় তুমি—তুমি মোর ততোটুকু ভালো।

শ্যালিকা

বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা—
সব চেয়ে সুমধুর ছোটো শ্যালিকা।
নাই তার তুল
মন মশগুল্!
প্রাণ-পাওয়া বাসরের ফুল-মালিকা।

প্রেয়সীর আদরের ছোটো ভগিনী
সুখে দুখে চিরদিন সহযোগিনী।
রাঙা টুক্‌টুক্
হাসি মাখা মুখ
ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ উপভোগিনী।

আধখানি সহোদরা আধখানি নয়—
আধখানি যেন তার সখী মনে হয়।
সখী আর বোন
সংমিশ্রণ!
অম্লের মাঝে মধু যেন মধুময়!

সে যেন গো বিবাহের তাজা যৌতুক,
প্রণয়ের পাশে চির প্রেম-কৌতুক!
ফাগুনের বন—
মৃদু সমীরণ!
বিয়ে-ফুল মধুকরা যেন মউটুক্।

এতদিন পরে আজি বুঝেছি মনে—
বধূ সে মধুর নয় শালী বিহনে!
শ্যালিকার দান
বড় এক স্থান
অধিকার করে আছে নর-জীবনে।

মোটা পণ-লালসায় মন ভরো না,
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে করো না!

পাষাণী

পাষাণি
তোমারে জানাবো ব্যথা—এর ভাষা নি'!
ওই রূপ ওই আঁখি ওই হাসি নিয়া
কেন এসেছিলে তুমি মরতের জনপথ দিয়া!
কেন হায় জীবনের পথমাঝে সেই স্নিগ্ধ শারদ প্রভাতে
যেতে যেতে দেখা হলো অকস্মাৎ দুজনার সাথে!
সেই নিশি ভোরে
কী দিয়াছো দান মোরে?

হাস্নাহেনা

হায় মোর পাষাণীয়া প্রিয়া !
তুমি এসেছিলে শুধু ব্যথা আর হাহাকার নিয়া !
জীবনের সবখানি ব্যর্থতায় ভরে দিলে তাই,
এ ছাড়া দিবার মতো তব আছে আর কিছু নাই।
ওই রূপ, ওই হাসি, ওই তব তনুর তনিমা,
বসোরা গোলাপ সম ওই রাঙা কপোল-শোণিমা,
ও তো রূপ নহে! ও যে দীপ্ত অনলের শিখা !
তৃষাতুর পথিকের ও যে দূর মায়া-মরিচিকা !

আজি মনে পড়ে সেই দিন শারদ প্রভাতে—
যেদিন প্রথম দেখা তোমাতে আমাতে।
আশ্বিনের মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ-স্মিত অরুণ উষায়
দাঁড়াইয়াছিলে তুমি বনপথে বিচিত্র ভূষায়।
এলাইয়া দিয়াছিলে পৃষ্ঠোপরি ঘনকৃষ্ণ চুল,
দোদুল দুলিতেছিল কর্ণমূলে দুটি স্বর্ণদুল।
দূরে ওই পরপারে প্রভাতের নবারুণ রাগে
গগনের এক প্রান্ত ছেয়েছিল গাঢ় অনুরাগে ;
সেই রক্তরাগ তব চোখে-মুখে পড়েছিল এসে
চুম্বন করিতেছিল সারা অঙ্গ যেন ভালোবেসে।
সহসা অলক্ষ্যে তব চোখের সম্মুখে
আসিয়া পড়িনু আমি। কী নিবিড় সুখে
ভরিয়া উঠিল প্রাণ এই তব কিশোর কবির
হেরি সেই আঁখিযুগ প্রশান্ত গভীর।
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়া মেলি দু'নয়ান
সে মধুর রূপসুধা করিলাম পান।
জীবনের অর্থ যেন প্রথম সেদিন
অনুভব করিলাম মধুর নবীন।
মুহূর্তেই চেয়ে দেখি ব্যাকুল চরণে
বনহরিণীর মতো পালাইয়া গেলে অকারণে
বসন-আঁচলখানি দোলাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে
মুখরি সকল পথ রুনুঝুনু নূপুর-সঙ্গীতে।

তখন কিশোরী তুমি। স্ফুটমুখ কুসুমের সম
আনন্দের মূর্ত ছবি—বিশ্বে অনুপম।
যে মানসী মূর্তি মোর ছিল মনে মনে
ভুবন ভ্রমিতেছিনু নিশিদিন যার অন্বেষণে,
সেই ছায়া, সেই কায়া দেখেছিনু তোমার মাঝারে
দোসর তোমার যেন ছিল নাকো সহস্র হাজারে।
—এমনি গভীর-থির প্রেম-দৃষ্টি দিয়া
তোমার মূরতিখানি মুগ্ধ হয়ে দেখেছিনু প্রিয়া!
ভেবেছিনু তুমি হবে হৃদয়ের রাণী
তোমার চরণতলে বিছাইয়া দিব সব আনি
আমার যা কিছু আছে;
তারপর সকলের কাছে
ঘোষণা করিয়া দেব উড়াইয়া বিজয়-কেতন—
আজি হতে এই দেহ—এই রম্য হৃদি-নিকেতন
সকলি তোমার হলো; মোর কিছু নাই,
আমি শুধু প্রাণ দিয়ে এইটুকু বুঝিবারে চাই—
তুমি আর কারো নও—একান্ত আমার,
তুমি মোর জীবনের চির-সাধনার।
শুধু এইটুকু প্রিয়া! এর চেয়ে বেশী কিছু নয়;
তুমি ভালোবাসো আর নাই বাসো,—তাতে কিবা ভয়?
তোমাতে আমাতে হলো প্রাণের বন্ধন,
সেই মোর সব পাওয়া—সেই মোর ধরায় নন্দন।
সেই মোর বড় গর্ব—সেই মোর চরম সঞ্চয়,
সেই গর্ব নিয়া আমি সারা বিশ্ব করিতাম জয়!

হায়!
সে সাধ কোথায়?
সে সাধ জন্মের মতো মিটে গেছে সেই দিন—
শ্রাবণের শুক্লা দশমীতে
সহসা টুটিয়া গেছে ফুল যেন ফুটিতে ফুটিতে!
—সেই স্মৃতি সেই ব্যথা!
এ জীবনে কোনোদিন ভুলিতে কি পারিব সে কথা?

হাস্নাহেনা

কোনোদিন নয়।
সে ব্যথার বিষে মোর ছেয়ে গেছে সমগ্র হৃদয়।
মনে আছে, সেই দিন তুমি গৃহমাঝে
বধূ বেশে বসেছিলে কী সুন্দর রূপরাণী সাজে।
বাহিরে চলিতেছিল পরিপূর্ণ আনন্দ উৎসব,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু হাসি, শুধু কলরব;
ছিল নাকো কারো মনে কোনো ব্যথা-বোধ
আমি যে কাঁদিতেছিনু—তাহে প্রতিরোধ
করে নাই একটুও কোনোখানে সে বিপুল পুলক-ধারার,
সে ব্যথা শুধুই যেন নিঃস্ব এই বাঁধন-হারার।

আঁখি মেলি দেখিলাম চেয়ে—
নিঠুর হৃদয়হীন এরা যে গো পাষাণেরো চেয়ে!
আমার এ মনোব্যথা একটুও কেহ বুঝিল না?
এ আনন্দ-মহোৎসবে আমি কোথা কেহ খুঁজিল না।
অতি বেদনায় তাই গৃহ ছাড়ি চলে গেনু দূরে,
সমগ্র ভুবন যেন ছেয়ে গেল সকরুণ সুরে।

আকাশ সেদিন
অজানা কী বেদনায় পাণ্ডুর মলিন।
সজল কাজল মেঘ কোথা হতে নীরবে আসিয়া
নীরবেই যেতেছিল কোন্ দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া।
সেদিন চাঁদের আলো প্রভাহীন, ছিল না মাধুরী,
বিষাদের বেশ-পরা যেন কোন্ রূপসী আদুরী
বসে ছিল নত মুখে; ম্লান আঁখি মেলি
বারে বারে চেতেছিল ঘন মেঘ-আবরণ ঠেলি।
ভরা বরষায়
অদূরে গড়াই নদী কলতানে মর্মর ভাষায়
বিরহের গান গেয়ে ব্যথিত পরাণে
যেতেছিল সাগর-প্রয়াণে।
—বিশ্ব-চরাচর
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল বেদনা-কাতর

একখানি বিষাদের ছবির মতন। যেন ব্যথা-শোকে
আমারি মুখের পানে চেয়েছিল অনিমেষ চোখে।
রাজকর্মচারী যথা রাজপথে কর্মে দাঁড়াইয়া
নীরবে চাহিয়া দেখে মৌন দুটি আঁখি বাড়াইয়া
স্বদেশ নেতার মৃত্যু-সমাধির বিপুল মিছিল,
যোগ দিতে পারে নাকো, তবু তার কেঁদে যায় দিল্,
সেই মতো শশী-তারা আকাশ-বাতাস
নিজ কর্মে দাঁড়াইয়া ফেলি দীর্ঘশ্বাস
মোর শোক-দৃশ্য পানে চেয়েছিল নীরব নয়ানে,
আমার এ ব্যথা যেন বেজেছিল তাহাদেরো প্রাণে।
প্রতিবেশী পরিজন যেমন করিয়া
সমাধি-প্রাঙ্গন হতে প্রিয়হারা পতিরে ধরিয়া
নিয়ে যায় নিজ গৃহে, সেইমতো প্রকৃতি-সুন্দরী
মোরে নিয়ে বসাইল স্নেহভরে নিজ অঙ্কোপরি।
ধীরে ধীরে দিল তার কিশলয়-আঁচল দুলায়ে,
শিরোপরি দিল মৃদু সোহাগের পরশ বুলায়ে।
তবু হায়! থামিল না তাহে মোর বুকভরা বিনিদ্র বেদনা,
সান্ত্বনায় থামে কিগো হৃদয়ের অনন্ত কাঁদনা!

কাঁদিলাম বহুক্ষণ ধরি
জীবনের সব ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করি।
অদূরে আমার সেই হৃদয়-রতন
চিরতরে চলে গেল বক্ষ ভেঙে জন্মের মতন।
ভাষাহীন মৌনমুখে মেলি দুটি সকরুণ আঁখি
সে ঘোর বিদায়-দৃশ্য দেখিলাম দাঁড়াইয়া থাকি।

পাষাণি!
আজি তুমি অন্তরের বহু দূর-পথে
চলে গেছো সমারোহে নিরুদ্দেশ কোন্ পুষ্পরথে;
জীবনের সব আশা, সব ভালোবাসা
অধরের হাসি আর হৃদয়ের ভাষা
সকলি বিলায়ে দেছো, বাকী কিছু রাখ নাই আর,
সহজ সরল ভাবে খুলে দেছো হৃদয়-দুয়ার।

হাস্নাহেনা

বেশ করিয়াছো। কিন্তু সখি! আজি বারে বারে
শুধাই তোমারে—
মোর চেয়ে বেশী করে কে তোমারে বাসিয়াছে ভালো ?
কে তোমারে করিয়াছে জীবনের চির ধ্রুবআলো ?
এত অনুরাগ-ভরা চাহনি হানিয়া
দেখেছে কি কেহ তোমা কোনোদিন ?—বলো বলো প্রিয়া।
অসম্ভব! অসম্ভব! এ জগতে কেহ নাহি আর—
তোমারে আমার মতো ভালোবাসিবার।

কার আছে এত প্রেম ? কার আছে এত ভালোবাসা ?
কার বুকে জেগে আছে এতখানি রূপের পিয়াসা ?
হায় প্রিয়া! তুমি বোঝ নাই—
কী নিবিড় অনুরাগে আমি তব মুখপানে চাই।
আমার নয়নে তুমি কতো যে সুন্দর—
কতো মনোহর,
সে শুধু আমিই জানি। মোর মনে হয়—
নিখিল সৃষ্টির মূলে যে রূপের পাই পরিচয়
সেই রূপ এক কণা তব দেহে শরীরিণী হয়ে
ধরণীর এক প্রান্তে গেছে যেন রয়ে।
—এমনি করিয়া তব চারু মূর্তিখানি
প্রাণভরে নিশিদিন দেখিয়াছি, রাণি!
সেই প্রেমিকেরে
কী দিয়াছো প্রতিদান ? কোনো দিন চেয়েছো কি ফিরে
অভাগার মুখপানে ?
বুঝেছো কি কোনোদিন কী বেদনা প্রাণে
বাজিছে নিয়ত তার ?
ফেলেছো কি কোনোদিন এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিধার ?
—কোনোদিন নয় ;
এতই কঠিন তব কুসুমিত কোমল হৃদয়।
হায় প্রিয়া! কোন্ প্রাণে মালাখানি দিয়াছিলে অপরের গলে ?
একটুও ব্যথা কিগো বাজে নাই তব বক্ষতলে ?

হৃদয় কি দুরু দুরু উঠেনি কাঁপিয়া ?
এক ফোঁটা আঁখিজল এলো না কি নয়ন ছাপিয়া ?
হায়! একটুও যদি ব্যথা পেতে!
নীরবে আমার তরে একটুও যদি কেঁদে যেতে!
হৃদয়-গলানো সেই এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজল
তাই মোর হয়ে রোত জীবনের একান্ত সম্বল।

পাষাণি!
আজি তুমি গর্বভরে কহিছো সবারে
তুমি খুব সুখে আছো, নিপীড়িতা নহ দৈন্যভারে।
মণি-মুক্তা-অলঙ্কারে শোভিতেছে তব হস্তপদ
পদতলে লুটাইছে জগতের বিপুল সম্পদ।
হায় প্রাণহীনা!
ধনজন-অলঙ্কার—এই হলো কিনা
তোমার চরম পাওয়া ? এছাড়া কি আর কিছু নাই ?
বলো প্রিয়া, শুনি আজি তাই ?
একটা জীবন কিবা একটা হৃদয়
সে কি কিছু নয় ?
মহতের বেশী হতে বেশী পাওয়া চেয়ে
ভিখারীর সবটুকু যদি যেতে পেয়ে
সেই কি হতো না ভালো ?
সেই পাওয়া দিত নাকি ওই মুখে আরো রূপ-আলো ?
হায় সখি! তুমি যদি হইতে আমার
তোমারে দিতাম আমি সেই উপহার!
অলঙ্কার কোথা পাবো ? নাহি মোর বিষয় গৌরব,
আমি শুধু পারিতাম দিতে মোর চিত্তের সৌরভ।
আমি শুধু পারিতাম সারা নিশিদিন
করিতে তোমার সনে বিরাম বিহীন
হৃদয় লইয়া শুধু হৃদয়ের খেলা,—
তৃপ্তিহীন পুলকের অফুরন্ত মেলা!
হয়তো বা কোনোদিন মধু যামিনীতে
কুসুম-শয়ন রচি কানন-বীথিতে

হাস্নাহেনা

করিতাম আলাপন : কেশপাশ দিতাম খুলিয়া,
সারা অঙ্গ সাজাতাম মনমতো কুসুম তুলিয়া,
তারপর মুখখানি বুকে আনি আদরে সোহাগে
আঁকিয়া দিতাম চুমো দুই গণ্ডে নব অনুরাগে।
শিহরিয়া উঠিতাম গভীর পুলকে
ভাসিয়া যাইত প্রাণ পথহারা কোন্ স্বপ্নলোকে।
এমনি করিয়া সখি—এমনি করিয়া
তোমারে বাসিত ভালো এ অভাগা জীবন ভরিয়া !
কিন্তু হায় ! ব্যর্থ মোর সেই আকিঞ্চন
মোর প্রেম তুমি যে গো স্বপনেও করো নি গ্রহণ !
কী হয়েছে তার ফলাফল ?
হলাহল—শুধু হলাহল !
একটা জীবন আজি ব্যর্থ—লক্ষ্যহীন
তার কোনো লক্ষ্য নাই—সে যে উদাসীন।
তোমার বিহনে—শুধু তোমার বিহনে
কোনো সার্থকতা তার এলো না জীবনে।

থাক্।
কি হবে কাঁদিয়া আর ! সব চলে যাক।
আজি আর কোনো ভিক্ষা নাই,
যা হবার হয়ে গেছে তাই !
আজি শুধু বিদায়ের ক্ষণে
আশীর্বাদ করে যাবো তোমার জীবনে।
পাষাণি ! পাষাণি ! তুমি সুখী হও,
চির জনমের মতো মোরে ভুলে রও।
তোমার সুখের স্রোতে তুমি ভেসে যাও,
তুমি যাহা চাহিয়াছো মনে প্রাণে তাই যেন পাও।
তোমারে যে চেয়েছিনু সারা প্রাণ দিয়া
ভালো যে বাসিয়াছিনু নিশিদিন হৃদয় ঢালিয়া,
এ জগতে তুমি মোর কতোখানি ছিলে যে আপন,
কতো যে বিনিদ্র নিশি তোমা তরে করেছি যাপন,

সে সকল কথা আজি মিথ্যা হয়ে যাক,
সব যেয়ে শুধু তব মুখ জেগে থাক।
ভুলে যাও—ভুলে যাও অভাগারে জন্মের মতন,
মনে যেন পড়ে নাকো স্বপ্নেও কখন—
অভাগার সাথে তব কোনোদিন ছিল পরিচয়
চোখে চোখে—মনে মনে—ভালোবাসা-ময়।
—যেন কোনোদিন
আনন্দ উৎসব মাঝে কল্যাণ-বিহীন
দুঃসম্বাদ সম মোর জীবনের স্মৃতি
আকুলিত করি তব অন্তরের নব প্রেম-প্রীতি
নাহি জাগে তব মনে, থেমে যেন নাহি যায়
মিলন-রাগিনী
ওগো নব সোহাগ-ভাগিনী।
—এমনি করিয়া
চলে যাও সারা পথ সুধামাখা হাসিতে ভরিয়া!
আর আমি?—
আমি হেথা জীর্ণ মোর জীবন ভেলায়
ভেসে ভেসে সিন্ধু মাঝে কোন্ মৌন বাদল বেলায়
পাড়ি দিব পরপারে; কেহ জানিবে না,
দু'ফোঁটা চোখের জল কেহ আনিবে না।
মোর তরে কাঁদিবে কে আর?
এই ব্যথা এই শোক—এ যে শুধু একান্ত আমার।
জগৎ কাঁদিবে কেন? তাদের কী দায়?
আমার বেদনা নিয়ে আমি শুধু লইব বিদায়।
যদি ভাগ্যক্রমে
বিদায় বেলায় তুমি কোন্ মতিভ্রমে
সহসা দাঁড়াও আসি পার্শ্বে মোর অনুতপ্ত প্রাণে,
করুণ নয়ন মেলি চাহ মুখপানে,
তবু আর কোনো কথা কহিব না ভুলেও তখন
নীরবে ফিরায়ে লব অশ্রুভরা আমার নয়ন।
যদি কেয়ামতে
অকস্মাৎ দেখা হয় চোখে চোখে কভু কোনোমতে,

হাস্নাহেনা

যদি তুমি চেনো আর আমি চিনে ফেলি
যুগ-যুগান্তের সেই মৃত্যু-কালো আবরণ ঠেলি
ও পাষাণ বুকে যদি জাগে ব্যথা-বোধ
অনুতাপে গলে যাওয়া আঁখিজল
যদি আর নাহি মানে রোধ,
নত করি মুখখানি বেদনার ভারে
নীরব ভাষায় যদি কোনো কিছু চাহ বলিবারে,
তবু এই পণ—
কহিব না কোনো কথা ভুলেও তখন।
ছল ছল আঁখি যুগ ফিরাইয়া নিয়া
নীরবে চলিয়া যাবো অন্যপথ দিয়া!
—কহিব না কথা—
অনন্তকালের মতো মূক হয়ে রলো মোর এই মনোব্যথা।

মিলন-স্মৃতি

ফুল! ফুল! ফুল।
তোমারে ভোলেনি আজো অভিশপ্ত এই বুলবুল।
কোন্ দূর বসন্তের মুকুলিত শ্যামল শাখায়,
পাতার আড়ালে তুমি ফুটেছিলে স্বর্গ-সুষমায়,
জানি নাকো; শুধু আমি এইটুকু জানি—
সেদিন প্রথম তব হেরিলাম হাসিমুখখানি।
আমি দূর বনান্তের পথভোলা পাস্থ বুল্‌বুল্
তোমার কানন-তলে উড়ে এনু শ্রান্ত বিলকুল,
বসিলাম তব-শাখে, হেরিলাম পুলকিত চোখে
বিশ্বের নূতন রূপ বসন্তের অরুণ-আলোকে।
নবীন অতিথি আমি রহিলাম তোমাদের দ্বারে
হাসি খেলি আসি যাই ফিরে ফিরে চাই চারিধারে

কি যেন খুঁজিয়া ফিরে আঁখি মোর নিত্য নিরন্তর,
কারে যেন পেতে চায় আমার এ তৃষিত অন্তর,
এমনি ভিখারী সাজে রহিলাম তোমাদের দ্বারে
সহসা আহ্বান এলো একদিন সন্ধ্যাকালে গান গাহিবারে।
আপন কক্ষের মাঝে মোর লাগি রচিলে আসন,
শিথিল করিয়া দিলে গবাক্ষের পর্দার শাসন।
আমি গাহিলাম,—সেই দিন প্রথম ফাগুন,
গান নয়—সে যে হায় ব্যথা-ভরা স্থরের আগুন!
সে আগুন সবখানে ধীরে ধীরে গেল ছড়াইয়া!
হৃদয় পুড়িয়া গেল হৃদয়ের সাথে জড়াইয়া!
হায়! কেন গাহিলাম গান
কেন তুমি সে গানের পথ-পাশে পেতে দিলে কান!
আমার কণ্ঠের সেই বেদন-বেহাগ
তার মাঝে ছিল কিগো হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ?
আমার গোপন ব্যথা, নিরাশার যতো দাগ কালো;
জীবনের যতো ভুল—তাই তব লাগিল কি ভালো?
কী দেখিয়া এত ভালো বাসিলে এ দীন অভাগারে?
করুণ নয়নে কেন চেয়েছিলে মোরে বারে বারে?
কী ছিল আমার মাঝে?
সে কথা ভাবিয়া আজ কিছু বুঝিনা যে!
হায় সখি! হায় মোর প্রিয়তমা ফুল।
তোমার সে ভালোবাসা—এ জগতে নাহি তার তুল।
আজি আমি মুক্তকণ্ঠে জগতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে
প্রকাশ করিয়া দিব সব বাধা দু'পায়ে মাড়ায়ে—
অভিশাপ-ভরা মোর সারাটি জীবনে
যদি কোনো সার্থকতা লুকাইয়া থাকে কোনো কোণে,
তবে সে কিছুই নহে—সে তোমার প্রেম।
মৃন্ময় জীবন-তলে সেটুকুই মণি-মুক্তা-হেম।
আমারে বাসেনি কেহ কোনোদিন এত ভালোবাসা,
অমন নিশেষ করে কেহ মোর মিটায়নি আশা।
মুকুলিত হৃদয়ের নব প্রেম পাইনিকো আর,
দেয়নিকো কেহ মোরে কোনোদিন অত অধিকার।

হাস্নাহেনা

আমি পথে পথে হায় এতদিন ব্যর্থ প্রেম নিয়া
ঘুরিয়া মরেছি শুধু কতোজনে প্রেম-পূজা দিয়া
সেই পূজা কেহ মোর কোনোদিন করেনি গ্রহণ,
ফিরে কেহ চায় নাই মোর পানে তুলিয়া নয়ন।
সারা প্রাণ সমর্পিয়া একদিন চেয়েছিনু যারে,
সেও যে গো ফিরাইয়া দিয়াছিল মোর বেদনারে।
আর তুমি?—তুমি যে আপনি এসে না চাহিতে
দিলে মোরে ধরা
চতুর্দশ-বসন্তের ফুলরাণী—সুধাগন্ধ-ভরা।
যে প্রেম বিফলে গেল, তারি প্রতিদান
গোপনে তোমার মাঝে হতেছিল হেথা মূর্তিমান,
তাহাতো বুঝিনি আমি,
আমি শুধু কাঁদিয়াছি সারাদিন-যামী
নিরাশা ও বেদনার গোপন ক্রন্দন—
অতৃপ্ত হিয়ার চির ব্যথাভরা ব্যাকুল স্পন্দন।
ধন্য তুমি প্রিয়া
তুমি মোর জীবনের সবচেয়ে শ্রেয়ঃ বরণীয়া।

ফুল!

সে মিলন-স্মৃতি কিগো কোনোদিন হতে পারে ভুল।
আমার জীবনে সে যে রক্তরেখা-আঁকা সেইদিন।
চির-স্মরণীয় হয়ে রবে তাহা, হবে না বিলীন!
সে কথা জাগিলে মনে ভুলে যাই জগৎ-সংসার,
স্বর্গ যেন নেমে আসে ক্ষুদ্র এই হৃদয়-মাঝার।
সে মিলন আমাদের একদিনে যায়নিকো 'জুটি'
সে মিলন দিনে দিনে পলে পলে উঠেছিল ফুটি।
সে মিলন চোখে-চোখে আঁচলের ফাঁকে,
গৃহ-কোণে কাঁকনের ভাষাহীন ডাকে
প্রথম দিয়াছে ধরা আশা-ভরা অঙ্কুরের সাজে
মিলন-পিয়াসী এই ক্ষুধিতের অন্তরের মাঝে।

কতোদিন আমি যবে বসেছি আহারে,
দূর হতে চুপে চুপে দাঁড়াইয়া কক্ষের দুয়ারে
দেহখানি লুকাইয়া শুধু আঁখি দিয়া
দেখেছো আমারে তুমি চাহিয়া চাহিয়া
শিকারী যেমন করে দূর হতে শিকারের পানে
গরল-মাখানো তার তীরখানি অলক্ষ্যেতে হানে
সেইমতো হানি' তব তীক্ষ্ণধার নয়নের বাণ,
বিঁধেছো আহার-রত অতর্কিত আমার এ প্রাণ!
শিকারী যেমন করে বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের পানে
অবিরত আঁখি হানে যতোক্ষণ না মরে সে প্রাণে,
তোমারও কি সেই আশা ছিল মনে মনে ?
চেয়েছিলে তাই কিগো মোর পানে সদা ক্ষণে ক্ষণে ?
দিনে দিনে পলে পলে আমারে যে মারিয়াছো তুমি
রচিয়াছো হৃদিমাঝে সাহারার শুষ্ক মরুভূমি।
তখনো বুঝিনি আমি মোর তরে সুধার পিয়ালা
ভরিয়া রেখেছো তুমি সযতনে নিভৃত নিরালা।
তখনও বুঝিনি আমি অপরূপ তব ব্যবহার—
শিকারীর বেশে তুমি আসিয়াছো আমারি শিকার!

ধরায় সেদিন নব বসন্ত-পূর্ণিমা,
দিকে দিকে শুধু গান শুধু হাসি শুধু মধুরিমা।
ফুটেছে পারুল-চাঁপা-যুঁই-বেলা-করবী-কামিনী ;
গন্ধে গানে পুলকিত শিহরিত মাধবী-যামিনী।
সারা বিশ্ব ভেসে গেছে ফাগুনের জোছ্না-ধারায়,
বাজিছে মিলন-বাঁশী গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়।
সমীরণ গেয়ে গেল বনে বনে মিলনের গান,
কোরক খুলিয়া দিল ধীরে ধীরে তার সারা প্রাণ!
বিশ্বে যেন আজি আর নাই কোনো বিরহ-বিষাদ ;
মিটিছে যাহার যতো জীবনের অপূরিত সাধ!—
এ মিলন-মধুরাতে একা একা আমি আনমনে
বসে ছিনু চুপ করে নিরালায় গৃহ-বাতায়নে ;

হাস্নাহেনা

সহসা আসিয়া তুমি দাঁড়াইলে আমার সম্মুখে,
চেয়ে রলে মোর পানে অনিমেষ—ভাষাহীন মুখে।
সে চাহনি কী করুণ! কী বেদনা-মাখা!
কী প্রেমের বাণী-বওয়া! কী মিনতি-আঁকা!
সে চাহনি যেন তব ছল-ছল আঁখির পাতায়
সমগ্র হৃদয়খানি বিছাইয়া দিল বেদনায়!
রসনার ভাষা তাই হার মেনে রয়ে গেল মূক,
নয়নে উঠিল ভেসে ভাষা-ভরা তোমার ও বুক!
মুখ-ফুটে বলিবার হলো নাকো কিছু প্রয়োজন
শ্রবণ হইয়া আজি আঁখি মোর করিল শ্রবণ।
বাঁধিলাম তনুখানি মোর দু'টি বাহুর বন্ধনে
বুকে তুলে নিনু তোমা সুনিবিড় প্রেম-আলিঙ্গনে
খুলে দিনু কেশ-পাশ, ফেলে দিনু লাজ-আবরণ,
সারা অঙ্গে পরালাম নগ্নতার চারু আভরণ!
কতোবার কতো ভাবে চোখে-মুখে দিলাম চুম্বন
বাহুর বিপুল বলে বক্ষে তোমা করি নিপীড়ন!
কোথায় লুকায়ে তোমা রাখিব যে, ভেবে নাহি পাই!
যতো পাই ততো যেন মনে হয় আরো বেশী চাই।
তোমার সকলখানি হিয়া মম চাহে গ্রাসিবার—
সবটুকু না পাইলে আশা যেন মিটে নাকো তার!
যেন চাহে প্রাণ—
তোমাতে আমাতে আজ রহিবে না কোনো ব্যবধান!
যেন মনে হয়—
তোমারে মিশায়ে দিয়ে এক করি গড়ি এ হৃদয়!
এ বিশ্বের যতোখানে যতো রূপে আছো ছড়াইয়া
যতো গানে গন্ধে-বর্ণে আপনারে দেছো জড়াইয়া,
সকলেরে হতে তোমা ছিনাইয়া আনি মুক্ত করি
আমার অন্তরে রাখি লুকাইয়া দিবস-শর্বরী!

—কিন্তু হায়! অভিশপ্ত মানব জীবন!
কিরূপে হেথায় পাবো প্রেয়সীর সম্পূর্ণ মিলন!
দু'দিন না যেতে তাই বিনা মেঘে হলো বজ্রপাত
ভাঙা বুকে পুনরায় বিধাতার আসিল আঘাত।

না বলে বিদায়-বাণী, না আঁকিয়া বিদায়-চুম্বন
অকস্মাৎ চলে এনু ছাড়ি তব রম্য উপবন!
মুহূর্তে এমনি করে ভেঙে গেল সোনার স্বপন
তোমাতে আমাতে হলো ছাড়াছাড়ি জন্মের মতন!

বিফল জীবন লয়ে আজি আমি ফিরিতেছি একা
এ জীবনে তব সনে আর কভু হবে নাকো দেখা!
আজি আমি নিঃস্ব দীন, গৌরবের কিছু মোর নাই,
নিরাশার অন্ধকার দিকে দিকে দেখিবারে পাই,
তবু যবে ভাবি মনে সে মধুর মিলন-স্মিরিতি
দুইটি হিয়ার সেই ঘনীভূত প্রণয়-পীরিতি,
মনে হয়, এ জীবনে কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখ নাই,-
সার্থক হয়েছে মোর জীবনের সব বেদনাই!
ধন্য তুমি প্রিয়া!
জীবন সফল করে দেছো তুমি তব প্রেম দিয়া!
তোমার সৌরভরাশি কোনো দিন হবে না বিলীন,
স্মৃতির মালায় মম গাঁথা রবে তুমি চিরদিন!

নিশিথ রাতের মুসাফির

হয়তো তুমি এতক্ষণে ঘুমিয়ে গেছো প্রিয়া,
নিভিয়ে দিয়ে শয়ন-ঘরের বাতি,
আমি হেথায় বসে আছি তোমার স্মৃতি নিয়া—
ধরায় এখন তিমির-গহন রাতি।
বাষ্প-শকট চল্‌ছে ছুটে
আঁধার-আলোর বাঁধন টুটে;
সুদূর পথের যাত্রী আমি, নাইকো আমার সাথী।

হাস্নাহেনা

বিদায়-ব্যথায় ব্যথিয়ে-ওঠা হৃদয়খানি নিয়ে
কতো কথাই ভাবছি মনে মনে,
দূর-আকাশের একটি তারা গবাক্ষ-পথ দিয়ে
চেয়ে আছে আমার নয়ন-কোণে;
আজকে আমার হৃদয়-পুটে
গোপন ব্যথা উঠছে ফুটে।
সারা নিশি কাটবে আমার নীরব জাগরণে।

বিজন পথে বাষ্প-রথের চক্র-বিনির্ঘোষে
উঠছে কেঁপে বনের তরুলতা,
পার্শ্বে আমার হাজার লোকের চল্‌ছে বসে বসে
প্রবাস-পথের দুঃখ-সুখের কথা।
শুনছি নাকো সে সব কিছু
মন ছুটেছে তোমার পিছু;—
বুকের তলায় জেগেছে আজ নিবিড় নীরবতা।

মিলন-রাতের সকল স্মৃতি জাগছে হৃদয়-কোণে,
গোপন সুখে ভরছে হৃদয়-পুর,
অন্তরেরই চক্ষু দিয়ে দেখছি ক্ষণে ক্ষণে
মূর্তি তোমার স্নিগ্ধ-সুমধুর।
কবে কখন মধুর হেসে
চেয়েছিলে ভালোবেসে—
সেই হাসিরই সৌরভে আজ হৃদয় ভরপূর।

তুচ্ছ কথাও প্রেমের রঙে রঙীন হয়ে আজি
উঠছে ভেসে মানস-আঁখির আগে,
হৃদয়-বীণা আকুল হয়ে উঠছে যে গো বাজি
নবীন তানে—নবীন অনুরাগে।
তোমায় আমি কতোখানিক
ভালোবাসি, হৃদয়-মাণিক।
দূর পথে আজ সেই কথাটাই মনের ভিতর জাগে।

বিদায় বেলায় এলাম যখন অশ্রু-ভরা চোখে
গণ্ডে তোমার বিদায় চুমো দিয়ে,
মুসড়ে পলো হৃদয়খানি ছাড়াছাড়ির শোকে—
এলাম চলি শূন্য হৃদয় নিয়ে!
এখন দেখি, মরি! মরি!
আছো যে মোর হৃদয় ভরি!
তুমি আমার সাথে সাথেই এসেছো যে প্রিয়ে!

যতোই দূরে যাচ্ছি চলে, ততোই মধুর সাজে
তোমায় আমি পাচ্ছি নিবিড় করে,
দূরের মানুষ কোন্ পথে আজ এলো মনের মাঝে,
পাওয়ার সুখে মন যে ওঠে ভরে!
তুমি আছো হৃদয়-পূরে,
ভয় কি আমার পথের দূরে!
সত্যি করে তোমায় যে গো বেঁধেছি প্রেম-ডোরে!

দূরের পাওয়া—সেই তো পাওয়া—কাছের পাওয়া ছাই!
কাছের পাওয়ায় হারিয়ে যাবার ভয়,
দূরের পাওয়া চিরদিনের—তার যে বিরাম নাই,
পূর্ণ সে যে—অটুট ও অক্ষয়!
তেম্‌নি করে পূর্ণ সাজে
এসেছো আজ হৃদয় মাঝে
ধরা দেছো সকলটুকুই—মরি কি বিস্ময়!

কবির বিজ্ঞাপন

চাই কবির মানস-লোকে কর্মচারী
অতি দক্ষ নিপুণ মন-মুগ্ধকারী।
পেশ্ করো আবেদন,
দিব চাহ যা বেতন—
যদি পরিচয় পাই শুধু যোগ্যতারি।

হাস্নাহেনা

যারা আসিয়াছে এতদিন হৃদয়ে আমার
মোর মনের মতন ঠিক নহে কেহ তার।
যারে চাই—নাহি পাই
যারে পাই—নাহি চাই।
তাই দেশে দেশে দিনু এই ঘোষণা এবার।

নব যৌবন-উন্মনা রয়েছে যারা—
আধ- মুকুলিত বাসনার পুষ্পপারা,
চির রূপ-মাধুরীর
তনু যতো আদুরীর
শুধু আবেদন করিবার যোগ্য তারা।

মোর মনোনীতা পাত্রী যে, কাজ হবে তার—
তারে নিতে হবে মোর হৃদি-রাজ্যের ভার;
দিয়ে প্রেম-সুধা-রস
হবে করিতে সরস
এই মরু-সাহারার দেশ—চির-পিয়াসার।

তার পলকে-নূতন-করা পরশমণি
মোর পরাণে রচিবে নব হরষ-খনি।
যতো না-পাওয়ার দুখ্
ভরে রহিয়াছে বুক
সব সোনা করে দেবে সেই বাঁকা-নয়নী।

এই ছিন্ন-মলিন মোর মর্ম-বীণা
নব ছন্দের মূর্চ্ছনা-হর্ষ-হীনা,—
তারে বাঁধিয়া আবার,
নিতে হইবে তাহার
সে যে বাজিবে না তার কর-স্পর্শ বিনা।

তার বাসভূমি হবে মোর হৃদি-মঞ্জিল
সদা ফুরফুরে হাওয়া-খেলা আলো-রঙ্গিল্।

সেথা হবে সে রাণী,
কবে শাসন-বাণী,
আমি হবো নাকো বিদ্রোহী কভু একতিল।

সেথা রাখিয়াছি তার তরে কতো না সোহাগ,
প্রীতি- অশ্রুর মতিঝিল্, দিল্-খোশবাগ।
সেথা মুহুমুহু পিক
গেয়ে উঠে চারিদিক,
সেথা ফুলে ফুলে মাখা চির প্রেম-অনুরাগ!

সেথা কতো খেলা নিশিদিন খেলিব মোরা
যথা ফুল-কুমারীর সনে খেলে ভোমরা।
সুধা অধরে রাখি
কাছে আসিবে সাকী,
সেই পিয়ালার রসে হবে দিল্ বিভোরা।

কভু ভুলে গিয়ে বাহিরের বিশ্ব-জগৎ
মোরা চালাইব নীল নভে পুষ্পক-রথ,
কতো প্রণয়-স্বপন
মোরা করিব বপন,
প্রেমে ছেয়ে দিয়ে চলে যাবো সবখানি পথ!

মোর সকলের চেয়ে সে-ই হইবে আপন,
শুধু তারি সাথে নিশিদিন করিব যাপন,
বসি বিরলে দু'জন
হবে কপোত-কূজন
হবে ঘন-চুম্বনে নব প্রেম-আলাপন।

মোর যাহা কিছু আছে সব কৌতূহলে
আনি বিছাইয়া দিব তার চরণ-তলে।
তারে করিব কায়া
আমি হইব ছায়া,
আমি মিশে রবো তার হাসি-অশ্রু-জলে।

হাস্নাহেনা

কোথা   কতো দূরে আছো মোর মানসী প্রিয়া,
আর   যেও নাকো দূরে সরে আড়াল দিয়া।
খুলি   রেখেছি হৃদয়
আছে   এখনো সময়,
এসো   অন্তর-মন্দিরে বধূ হইয়া।

সেথা   নিজ হাতে তুমি এসে প্রদীপ জ্বালো,
ঘুচে   যাক্ চির-বিরহের আঁধার-কালো,
এসো   হে প্রিয়তমা
চির   স্নিগ্ধ রমা!
আমি   না চিনেই তোমারে যে বেসেছি ভালো।

বউ কথা কও

নব-মুকুলিত মাধবী-কুঞ্জে নীরব নিশিথ কালে
ডাকিতেছে পাখী "বউ কথা কও" বসিয়া বকুল ডালে।
সারা দিনমান দারুণ দাহনে দগ্ধ হইয়া ধরা
এলায়ে পড়েছে নব ঘুমঘোরে, হৃদয় ক্লান্তি-ভরা।
ঝিল্লির তানে বন-উপবন মুখরিত অনিবার
সে যেন সুপ্ত নিঃশ্বাস-ধ্বনি বিশ্বের নাসিকার।
সুনীল গগনে জেগে বসে আছে শশী আর তারাদল,
পাতায় পাতায় হিরণ-কিরণ করিতেছে ঝলমল।
তপন-তাপেতে ঝলসিত-কায় আদুরী বিশ্বরাণী
শুয়ে আছে যেন মার আঁখি-তলে এলাইয়া তনুখানি।
সারাদিন ধরি অগ্নি-তপন যে জ্বালা দিয়াছে তার
চুম্বন করি জননী সেখানে ঘুচাইছে ব্যথা-ভার।
সোহাগ-পরশে হরষে মাতিয়া কচি কিশলয়গুলি
তাই বুঝি আজি শিশুর মতন উঠিতেছে দুলি দুলি।

এমনি নীরব মৌন নিশীথে গাহিতেছে পাখী গান,
ও কি গান? না, না, গাহে কি সে গান ভেঙে গেছে যার প্রাণ?
ও যে অভাগার আকুল রোদন নীরব কুঞ্জ-মাঝে,
বেদন-জড়িত রোদন ধ্বনিরে গান বলা কি গো সাজে?
নিঠুর দুনিয়া হেথায় কোথাও প্রাণের দরদী নাই,
অশ্রুর মাঝে মুক্তার শোভা দেখিতে শিখেছে তাই।
কান্নার রোলে সুর খোঁজে এরা, বেদনাতে উল্লাস,
পঙ্গু পতিত ব্যথিতেরে দেখে করে সবে উপহাস।
এসো এসো পাখি, মরমের কথা শুনাও আমারে সখি,
তব তরে আজ বসে আছে এই বিরহ-ব্যথার কবি।

পাখি, তুমি বলো—কেন কাঁদো তুমি "বউ কথা কও" সুরে?
কিসের বেদনা গুমরিয়া ফিরে তোমার মর্ম্ম-পুরে?
কোন্ কাননের মেয়ে সে কাহার, কেমন ছিল সে বউ?
ছিল কি দেখিতে ফুলের মতন, বুকভরা তার মউ?
হৃদয় ঢালিয়া তাহারে কি তুমি বেসেছিলে বড়ো ভালো?
আধারের মাঝে ছিল কি সে তব জীবনের ধ্রুব আলো?
পরাণ-জুড়ানো অমিয়-মাখানো ছিল কি তাহার বুলি?
অধরে মধুর হাসিটি লয়ে কি চাহিত সে আঁখি তুলি?
নীল গগনের সীমাহীন পারে বেড়াতে কি দুই জনে
ভুলে যেতে কি গো জগতের কথা নব প্রেম-আলাপনে?
নয়নে নয়নে হাসিয়া চাহিয়া মুগ্ধ অলস চিতে
ঘন চুম্বনে প্রেয়সীরে কি গো আকুল করিয়া দিতে?
এমনি শুভ্র মধু-যামিনীতে ফুলের শয়ন পাতি
কুসুম কাননে জাগিয়া থাকিয়া কাটাতে কি সারা রাতি?
বলো বলো পাখি, গোপন কথাটি বলো আজি মোর কাছে,
কী আশা তোমার মেটেনি জীবনে, কী ক্ষুধা জাগিয়া আছে।
কোন্ সে কথার না-শোনা ব্যথায় হিয়া তব তীর-হানা,
নারী হৃদয়ের কোন্ রহস্য এখনো হয়নি জানা?
হায় পাখি, আমি বুঝি নাকো—তুমি কী গভীর ব্যথা নিয়া
যুগ যুগ ধরি কাঁদিয়া চলেছো বনের আড়াল দিয়া।

হাস্নাহেনা

সে কথা ভাবিয়া আজি এ নিশীথে আমারো যে কাঁদে প্রাণ,
বেদনার ভাষা সবার প্রাণেই করে যে বেদনা দান।

প্রণয়ের পথ নহে সমতল—তৃণাস্তরণে ঘেরা,
বিরহ হেথায় কড়া পাহারায় পাতিয়াছে চির ডেরা।
বাধা-বন্ধন পদে পদে আসে, পূরে না কো মন-সাধ,
পরিজন মাঝে গুরুজন যারা তারাও সাধে যে বাদ।
গতানুগতির পথ বেয়ে চলে সমাজ-শাসন মানি,
স্বার্থেরে দেয় উচ্চ আসন প্রেমের উপরে আনি!
তরুরে ঘিরিয়া বেড়েছে যে লতা তাহারে ছিঁড়িয়া নিয়া
নূতন তরুর জীবনের সাথে দেয় তারে জড়াইয়া।
তোমারো কি তাই ঘটেছে জীবনে, মিটেনি মনের আশা?
মুকুলেই কি গো ঝরিয়া গিয়াছে যতো সাধ-ভালোবাসা?
রাণীর আসনে বরণ করিয়া রেখেছিলে হৃদে যারে
হয়েছে কি দিতে বাহির করিয়া আপনার হাতে তারে।
হয়তো তোমার প্রেয়সীর মুখে একটি কথার লাগি
সারাটি জীবন ব্যর্থ হয়েছে, বেদনার দাগে দাগী।
প্রিয়া সে রমণী, বুক ফাটে তবু মুখে নাহি ফোটে কথা,
নীরবে সহিছে কোন্ গৃহকোণে সে গভীর মনোব্যথা।

হায়রে অবলা রমণী-হৃদয়! এতো দুর্বল তোরা,
কোনো দিন তোরা কথা কহিলি না? ওরে ও বর্ণচোরা!
হৃদি-কুঞ্জের কুসুম তুলিয়া এতো মালা গাঁথাগাঁথি
পায়ের তলায় দলিয়া যায় যে খেয়ালী পুরুষ জাতি।
তবু চিরদিন নীরব রহিলি? দাঁড়ালি না মাথা তুলি?
বাধা দিলি নাকো বাহিরে আসিয়া লজ্জা-সরম ভুলি?
বুকে যতো ব্যথা, মুখে তার যদি ভাষা দিতি এক কণা,
বিশ্বের বুকে এতো ব্যথা তবে সঞ্চিত হইত না।
কতো হৃদয়ের অপূরিত সাধ মিটিত মিলন-সুখে,
স্বর্গ আসিয়া ধরা দিত তবে কতো বিরহীর বুকে!

ডাকো ডাকো পাখি, এমনি করিয়া যুগে যুগে তুমি ডাকো,
নিখিল নারীর মৌন বেদনা মুখর করিয়া রাখো।
যে ব্যথা সহিয়া রয়েছে গোপনে তোমার লাজুক প্রিয়া,
তুমি বেঁচে থাকো যুগে যুগে সেই মর্ম-বেদনা নিয়া।
যে কথা সে কভু পারেনি বলিতে, তুমি তারে দাও ভাষা,
অমর করিয়া রাখো বেদনায় সে অসীম ভালোবাসা।
বিরলে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া নীরব কক্ষ-তলে
ঘরে ঘরে যবে নিপীড়িতা বধূ তিতিবে অশ্রুজলে,
তুমি দর হতে চীৎকার করি কহিও তাহার দুখে—
"বউ কথা কও, চিরদিন আর থেকো না মৌন মুখে।"

থেমে গেল গান। উড়ে গেল পাখী কোন্ দূর পরপার;
নীরব প্রকৃতি, স্তব্ধ আকাশ, নির্জন চারিধার।
মনে হলো—এ তো পাখী নয়! এ যে প্রকৃতির বুক মাঝে
চির বিরহের সঞ্চিত ব্যথা সুর হয়ে আজি বাজে।

নিরাশায়

গভীর বেদনায় হৃদয় ভেঙে যায়
পরাণ কাঁদে হায় আকুল পিয়াসায়,
সকল আশা মোর বিফল হলো আজ
জীবন রাখি আর এখন কী আশায়।
তরুণ জীবনের মুকুল ফুলদল
লুটায় আজি হায় পথের ধূলিতল,
নীরস মধুময় আমার এ হৃদয়
কোথায় গেল তার সরস পরিমল।

হাস্নাহেনা

কোথায় গেল আজ প্রথম জীবনের
গোপন যতো প্রেম যতেক অভিলাষ,
আমার প্রণয়ের তিলেক প্রতিদান
দিবার কেহ নাই, বিধির পরিহাস।
হৃদয় হতে মোর প্রেমের শতদল
চয়ন করি যার সাজাই পদতল,
নিঠুর পিয়া সেই দয়ার রেখা নেই,
হৃদয় রহে তার কঠোর অবিচল।
যাহার লাগি মোর নিতুই আঁখিলোর
মিলন-কামনায় নীরব নিশি ভোর,
তাহার দেখা নাই, কেবল পথ চাই,
কেমন খেলা এই নিঠুর বিধি তোর।
যেদিক ফিরে চাই শুধুই নিরাশাই,
আশার আলো নাই প্রাণের কোনো ঠাঁই,
অতীত্ জীবনের বিফল স্মৃতি সব
স্মরণ করিতেই দারুণ ব্যথা পাই।
নিঠুর দুনিয়ায় সবাই হাসি চায়
ব্যথার ব্যথী মোর কোথায় আছে বল্,
আমার বেদনায় কে আর ব্যথা পায়,
কাহার চোখে আর ঘনায় আঁখিজল।
প্রাণের অনুভব যাদের নাহি হায়,
মুখের হা-হুতাশ তাদের কেবা চায়?
তাদের কথা সব নীরস কলরব,
পরাণ তাতে মোর অধিক ব্যথা পায়।
তরুণ জীবনের সকল আশা-সাধ
হলোই যদি গই নীরব অবসান,
নিভুক তবে দীপ আঁধার ঘিরে নিক্,
থামুক পরাণের যতেক হাসি-গান।

ভোরের বায়ু

ভোরের বায়ু বও যবে প্রিয়ার দ্বার পাশ দিয়ে
এসো তার আধ-ফোটা কুসুম-গা'র বাস নিয়ে।
চারু শ্যাম কেশ-পাশে ছাওয়া তার মুখখানি,
চির পূত প্রেম-সুধায় ভর-পুর বুকখানি।
যেন শ্যাম পত্রছায় শোভা পায় লাল গোলাপ
মুখে ধীর-স্নিগ্ধ হাস, বুকে লাজ রক্ত-ছাপ।
ছাড়ি সেই ফুল-রাণী কেন যাও ফুল-বাগে?
কেন আন্ ফুল দেখি তব তায় মন লাগে?
ওগো মোর প্রেম-দূতী, আমি চাই চাই তোমায়,
এনে দাও তার খবর ব্যথা-ম্লান এই হিয়ায়!
দখিন দ্বার তার খোলা সেথা যাও চুপ করি
শিথিল তার কেশ-পাশে বেড়াও ধীর সঞ্চরি।
ঘুমের ঘোর দুই চোখে যেন তার নাই টুটে,
ব্যথার দাগ নাই দিও কোমল তার প্রাণ-পুটে।
বুকের নীল চিল বাসে দোদুল দোল নাই দিও,
গোপন ধীর পায় সেথা ক্ষণ-কাল তিষ্ঠিও;
বুকে লীন যেই ভাষা চির-মূক প্রেম-লাজে,
শুনো তাই কান দিয়ে পশি তার বুক-মাঝে!
বুকে তার কোন্ আশা সদা যায় চঞ্চলি—
করে কার প্রেম-পূজা ভরি তার অঞ্জলি,
হিয়া কার পথ চাহি সারা রাত রয় জেগে,
ফোটে কোন্ প্রেম-বাণী সেথা কার রং লেগে
সে কি মোর নাম জপে কভু মোর গান কি গায়,
কভু মোর প্রেম-পরশ বুকে তার প্রাণ কি চায়?
এনে দাও সেই খবর আজি দূর পরবাসে
হৃদি-দ্বার মোর খুলি আছি আজ সেই আশে।

কাব্য-কাহিনী

মানুষ

স্বষ্টির প্রথম যুগ। মহাশূন্য মাঝে
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা নিজ নিজ কাজে
আসে যায় নিশিদিন। নিখিল ধরণী
ফল-পুষ্পে সুশোভিত বিচিত্র-বরণী
চেয়ে আছে উর্ধ্বমুখে। নাহি লোকালয়,
শুধু জীবজন্তু আর ফেরেশতা নিচয়
করে হেথা বিচরণ। নবগৃহপ্রায়
এ ধরণী যেন কার আসা প্রতীক্ষায়
বসে আছে স্থির-নেত্রে।

অন্তরীক্ষে থাকি
কহিলেন খোদা সব ফেরেশ্‌তারে ডাকি,—
"শোনো ফেরেশ্‌তারা, আমি দুনিয়ার পরে
অপূর্ব নূতন এক জীবস্বষ্টি তরে
করেছি মানস। 'আদম' তাহার নাম
তারি মধ্য দিয়া আমি মোর মনস্কাম
পূর্ণ করে নিতে চাই। সে হবে আমার
একমাত্র প্রতিনিধি ; দেহ হবে তার
দুনিয়ার মৃত্তিকায়, আত্মা হবে নূর,
আমারি জ্যোতিতে তার চিত্ত ভরপূর
হয়ে রবে নিশিদিন। নিখিল স্বষ্টির
সার স্বষ্টি হবে সেই। সে হইবে বীর—
সে হইবে রাজপুত্র সারা ধরণীর—
কারো কাছে নত নাহি হবে তার শির।"

ক্ষুব্ধচিত্তে ফেরেশ্‌তারা কহিল তখন—
"হে মহান! কেন মিছে করিবে স্বজন
আদমেরে ? তারা গিয়ে দুনিয়া মাঝারে
দ্বন্দ্ব-কোলাহল আর শত অত্যাচারে

ধরণীরে করিবে পীড়িত। মোরাই তো সদা
করিতেছি সেবা তব।"
কহিলেন খোদা—
"শান্ত হও ফেরেশ্‌তারা, ক'রো না ভাবনা,
আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানো না।"

অপূর্ব সুন্দর এক মানব-মূরতি
সৃজিলেন খোদাতালা। নবরূপজ্যোতি
বিচ্ছুরিত অঙ্গে তার ; যেন মনে হয়—
প্রকৃতির মূলীভূত উপাদানচয়
সে মূর্তির মাঝে আসি পাইয়াছে ভাষা,
মিটিয়াছে আজি যেন যার যতো আশা।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আকাশ-বাতাস
আজি যেন পেলো কোন্ গোপন আভাষ,
পরিপূর্ণ সার্থকতা জীবনে তাদের
আজি যেন দিল দেখা!

ডাকি সবে ফের
কহিলেন খোদাতালা—"এই সে আদম
নিখিলের সার সৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ অনুপম,
ইহারে সালাম করো।"
শুনি সে আদেশ
তামাম ফেরেশ্‌তা-জীন ধরি ফুল্লবেশ
প্রণতি করিয়া ধীরে আদমের পায়
শ্রদ্ধাঞ্জলী করিল প্রদান।

শুধু হায়
অভিমানী 'আজাজিল'—ফেরেশ্‌তার নেতা
নোয়ালো না শির তার। দাঁড়াইয়া সেথা
কহিল সে—"আমি কেন করিব সালাম
আদমেরে ? কে শুনেছে কবে তার নাম ?
তুচ্ছ হীন মৃত্তিকায় গড়িয়াছো যারে,
আমি ফেরেশ্‌তার নেতা—আমি কি তাহারে

সালাম করিতে পারি? কখনোই নয়।
তার চেয়ে আমি বড়—আমি অগ্নিময়।"

শুনি সেই দর্পভরা বিদ্রোহের বাণী
কহিলেন খোদাতালা—"হায় মূঢ় প্রাণি।
এত বড় স্পর্দ্ধা তব? এত অহঙ্কার?
লও তবে বিদ্রোহের যোগ্য পুরস্কার—
আজি হতে নাম তব হলো 'শয়তান'
তোমার অন্তর-ভরা দম্ভ-অভিমান
কলঙ্কের মালা হয়ে কণ্ঠদেশ তব
আঁকড়ি রহিবে সদা! এই অভিনব
শাস্তি আমি দিনু তোমা।"

—দেখিতে দেখেতি
নেমে এলো কণ্ঠে তার সহসা চকিতে
কালো কলঙ্কের হার। মূর্তিখানি তার
মলিন হইয়া গেল; সব জ্যোতিভার
অঙ্গ হতে গেল খসে; লাজ-অপমানে
হেঁট হয়ে গেল মুখ। আদমের পানে
চাহিল সে শ্যেন-দৃষ্টি দিয়া। সদ্য-জ্বালা
প্রতিহিংসা-বাসনার তীব্র বহ্নিমালা
ছেয়ে গেল অঙ্গে তার। ক্ষুব্ধ প্রাণে
কহিল সে—"এয় খোদা, তোমার এ দানে
আমি খুশি হনু; শুধু নিবেদন মোর—
যার লাগি পেনু আজি এ-লাঞ্ছনা ঘোর,
সেই মানুষেরে আমি সকল প্রকারে
খর্বতা-সাধন যেন পারি করিবারে—
এই শক্তি দাও মোরে। যেন তারে আমি
পরীক্ষা করিয়া নিতে পারি দিনযামী
কিসে তার স্থান এত উচ্চ গরীয়ান—
কিসে সে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহীয়ান।"

"তাই হবে।"—বলি খোদা আদমের পানে
চাহিলেন আস্থা ভরে। "এ সংগ্রাম দানে
রাজী আছো, হে আদম?"
"—আছি প্রভু।" বলি
বলদৃপ্ত শির তুলি ভুবন উজলি
দাঁড়াইল সে তখন। দুইটি নয়ন
জ্বলিয়া উঠিল দুটি উল্কার মতন
তেজোদীপ্ত মহিমায়। কহিল সে ধীরে—
"তুমি যদি আশীর্বাদ রাখো মোর শিরে,
কী ভয় শয়তানে মোর? অনন্ত সংগ্রাম
চালাইব তার সাথে নিত্য অবিশ্রাম
লোক হতে লোকান্তরে ; প্রাণ দিব, তবু
তার কাছে নতশির হইব না কভু।"

আদমের পানে চাহি কহিলেন খোদা—
"যাও তবে, হুঁশিয়ার হয়ে থেকো সদা।
আজি হতে শুরু হলো অভিযান তব
গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে নিত্য নব নব।
তুমি যে সৃষ্টির সেরা—শ্রেষ্ঠ গরীয়ান,
এ সত্যের যেন নাহি করো অপমান।"

কোরবাণী

গভীর নিশিথে স্বপন দেখিল ঘুমঘোরে নবী ইব্‌রাহিম—
"কোরবাণী করো মোর নামে তুমি"—কহিছেন খোদা মহামহিম।
শুনি আল্লার সে মহান বাণী ইব্‌রাহিমের কাঁপিল প্রাণ,
প্রভাতে উঠিয়া একশত উট কোরবাণী ত্বরা করিল দান।
পরদিন রাতে আবার স্বপনে আদেশ আসিল খোদাতালার—
"খুশি হই নাই তোমার ও দানে, কোরবাণী তুমি করো আবার।"

আবার প্রভাতে ত্রস্তচিত্তে একশত উট পুনঃ আনি
আল্লার নামে করিল সে ফের নূতন করিয়া কোরবাণী।
রাতে পুনরায় কহিলেন খোদা—"ওগো প্রিয় নবী ইব্‌রাহিম
উট চাই নাকো, চাই তব কাছে যা আছে তোমার প্রাণ-প্রতিম।"

ভয় জাগে প্রাণে ইব্‌রাহিমের। কী আছে তাহার শ্রেষ্ঠ ধন—
যার কোরবাণী দিলে নিখিলের স্রষ্টা আজিকে তুষ্ট হন?
এক আছে তার নয়নের মণি প্রিয় পুত্র সে ইস্‌মাইল,
তারেই কি খোদা কোরবাণী চান?...তাই বটে! কহে গোপনে দিল।
"দিব দিব, আজি তাই দিব প্রভু, তোমারে অদেয় নাই কিছু,
তোমারি খুশির দাস হয়ে আমি ধাই যেন সদা পিছু পিছু।
সুন্দর তুমি—মঙ্গল তুমি—শাশ্বত তুমি—সত্যসার,
তোমার সেবায় সব যদি যায়, তার চেয়ে সুখ আছে কি আর।"
এতেক বলিয়া ব্যাকুল চিত্তে উঠিয়া দাঁড়ালো ইব্‌রাহিম,
উথলি উঠিল অন্তর তলে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম অসীম।
পুত্রের পাশে আসিয়া কহিল—"শোনো শোনো, বাপ ইস্‌মাইল,
উট-কোরবাণী ব্যর্থ হয়েছে, আল্লা সে দানে নারাজ-দিল।
উট নাহি চান খোদাতালা, তিনি চান যাহা মোর শ্রেষ্ঠ ধন,
তোমারে তাই যে দিব কোরবাণী, করেছি আমি এ কঠোর পণ।
প্রভাত হইল, এসো ত্বরা করি, ময়দানে চলো মোর সাথে,
আল্লার নামে তোমারে আজিকে কোরবাণী দিব নিজ হাতে।"

শুনি সেই কথা ইস্‌মাইলের পুলকে দুলিয়া উঠিল প্রাণ,
কহিল, "হে পিতঃ! ভাবনা কিসের? অকাতরে তুমি দাও এ দান।
আমারে আজিকে কোরবাণী দিলে স্রষ্টা যদি গো তুষ্ট হন,
চাই কী আবার? জীবনের চেয়ে মধুর আমার সেই মরণ।"
মাতার নিকটে বিদায় লইয়া প্রস্তুত হলো ইস্‌মাইল,
পিতার সঙ্গে চলিল মরিতে। বিস্মিত আজি সব নিখিল।
আকাশ-বাতাস ফেরেশ্‌তা-জীন, তরুলতা আর পশুপাখী
পিতা-পুত্রের মুখপানে আজি চেয়ে রলো অনিমেষ-আঁখি।

ময়দানে আসি পিতা দিল পাতি ছোরার নিম্নে পুত্রশির,
বসনে বাঁধিয়া রাখিল চক্ষু, ঝরে যদি পাছে করুণা-নীর।

পরক্ষণেই শান্তচিত্তে ছোরা চালাইল কণ্ঠে তার
এমন সময় সহসা আকাশে ধ্বনিয়া উঠিল বাণী খোদার—
"ওগো প্রিয় নবী, থামো, থামো, আর দিও না পুত্র-কোরবাণী,
মহাপরীক্ষা-রণে তুমি আজি জয়ী হইয়াছো, মানি মানি।
খুশি হইয়াছি তোমার প্রাণের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ত্যাগ দেখে,
ভক্তের চির উচ্চাদর্শ তুমি এইখানে গেলে রেখে।
যুগ যুগ ধরি স্মরিবে মানুষ তোমার এ মহা কোরবাণী,
পূজিবে জগৎ চিরদিন এই ত্যাগের পুণ্য স্মৃতিখানি।"

চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া পিতা ও পুত্র দেখে চেয়ে,
জগৎ আজিকে সুন্দরতর পুণ্য-আলোকে যেন নেয়ে!

মক্কা-বিজয়

মক্কা আজিকে হয়েছে জয়,
নাহিকো শঙ্কা—নাহিকো ভয়,
কাটিয়া গিয়াছে সব বিপদ;
দীর্ঘ অষ্ট বর্ষ পর
আসিছেন ফিরে আপন ঘর
খোদার হাবীব মোহাম্মদ।

নব বলে, নব কুতূহলে
দলে দলে বীরদল চলে
উড়ায়ে গগনে লাল নিশান,
মহাবিজয়ের কলরোলে
ভেরী-তূর্যের ঘন বোলে—
কাঁপে গিরিগুহা, কাঁপে বিমান।

সবার সঙ্গে নূরনবী
পুণ্য-করুণা-প্রেম-ছবি
আসিছেন আজি নত শিরে,
ভক্তি-পুলকে আজিকে তাঁর
অন্তর কাঁপে বারংবার,
বদন তিতিছে আঁখি-নীরে।

অতীত দিনের কতো কথা
কতো আঘাতের স্মৃতি-ব্যথা
জাগে আজি তাঁর মর্মতল,
সহি গুরুভার লাঞ্ছনার
কতো অপমান—অত্যাচার
জীবন-স্বপ্ন আজি সফল!

সেই কা'বা—সেই 'খোদার ঘর'
সেই হেরা-গিরি, সে-প্রান্তর
স্বপনের মতো লাগে আজি,
মরুদিগন্তে দূরে দূরে
আজি যেন কোন্ নবসুরে
আগমনী-গান উঠে বাজি!

সকলের আগে কা'বা-ঘরে
আসিলেন নবী খুশি ভরে
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সবে;
যতেক প্রতিমা করিয়া দূর,
তুলিলেন তিনি নূতন সুর—
"আল্লাহু আকবর"-রবে

শুনিয়া সে মহা পুণ্যতান'
শিহরি উঠিল সবার প্রাণ,
পুলক লাগিল মনে মনে;
ঘুচে গেল যেন তিমির রাত,
আসিল আলোর নব-প্রভাত
নিখিল ধরার ফুলবনে!

মিনারে উঠিয়া ভরিয়া প্রাণ
'বেলাল' উচ্চে দিল আজান
        মুক্তকণ্ঠে দিকে দিকে,
নীল-নীলিমায় মিশি সে সুর
ছুটিয়া চলিল কোন্ সুদূর
        বিজয়-বারতা লিখে লিখে।

কা'বার বাহিরে কোরেশ দল
দাঁড়ায় আজিকে অচঞ্চল
        ভাবিছে কতো কি মনে মনে,
সারা জীবনের দুরাশা হায়
আজিকে বিফল হইয়া যায়।
        ভয় জাগে তাই ক্ষণে ক্ষণে।

হেরিয়া তাদেরে আজি রসুল
হইলেন মহা পুলকাকুল,
        কহিলেন তিনি ডাকিয়া তাই—
"মক্কার যতো অধিবাসী
সমবেত হও হেথা আসি,
        বিচার সবার করিতে চাই!"

সে আদেশ শুনি কোরেশদল
ফেলিতে লাগিল অশ্রুজল,
        ভয়ে ভীত আজ সবারি প্রাণ,
ভাবিল তাহারা মনের মাঝ—
মহাদুর্দিন এসেছে আজ,
        নাহিকো কাহারো পরিত্রাণ!

ত্রিংশ বর্ষ ধরিয়া যাঁর
জীবনের পরে অত্যাচার
        চালায়েছে তারা সকল ঠাঁই,
সে-ই আজি হায় বিজয়ী বীর!
রহিবে কি আর কাহারো শির?
        নরনারী আজি ভাবিছে তাই।

কা'বা-প্রাঙ্গণ-ছায়াতলে
এলো তারা সবে দলে দলে,
দাঁড়াইয়া রলো নতশিরে,
নবীর কোমল মুখপানে
কেহ নাহি আজ আঁখি হানে,
কেহ নাহি আজ চাহে ফিরে।

কহিলেন নবী মৃদু হাসি—
"হে আমার প্রিয় দেশবাসি!
ভাবিছো কী বসে মনে মনে।
কোন্ কথা জাগে হৃদিপটে?
বলো আজি মোরে অকপটে,
ব্যথা পাও কেন অকারণে?"

কহিল তখন কোরেশদল
জল-ছলছল নয়ন-তল—
"আজিকে কিছুই বলার নাই,
করিয়াছি যতো অত্যাচার
আজি লবে তুমি শোধ তাহার,
ভাবিতেছি মোরা সেই কথাই।"

কহিলেন নবী হাসি তখন—
ভেবেছো ঠিকই বন্ধুগণ।
কঠোর দণ্ড হবে বিধান।
ধরো সে দণ্ড—কহিনু সাফ্—
সব অপরাধ আজিকে মাফ্,
যাও সবে, দিনু মুক্তিদান।"

এত বড় ক্ষমা? অসম্ভব!'
দুনিয়ার কোন্ মহানুভব
করেছে কোথায়? কবে—কখন্?
যাঁর প্রতি এত অত্যাচার,
এত প্রেম—এত করুণা তাঁর?
স্তম্ভিত হলো কোরেশগণ।

পুণ্য-প্রেমের পরশ-ঘায়
লুটালো সবাই নবীর পায়
নিল মুখে তারা খোদার নাম,
মনের কালিমা হইল দূর,
আলোকিত হলো হৃদয়-পুর—
কবুল করিল দীন্-ইস্‌লাম।

কহিলেন নবী হাসিমুখে
"এ নহে আমার মক্কা-জয়,
মিথ্যা-আঁধার করিয়া দূর
জয়ী হলো আজি সত্য-নূর,—
ধন্য খোদা—সে মহিমময়।"

অগ্নি-পরীক্ষা

সিরিয়া হয়েছে জয়।
ইসলামের বিজয়-পতাকা
উড়িতেছে সগৌরবে গগন-কিনারে।

সেনাপতি বীরেন্দ্র খালেদ
চলিয়াছে একে একে জয় করি দেশ
অনিরুদ্ধ-গতি। ইরাক-আজমে
প্রতি রাজ-প্রাসাদের কক্ষতলে আজ
তন্দ্রাহীন যতেক নৃপতি। আকাশ বাতাস
খালেদ-ভীতিতে যেন পরিপূর্ণ সদা!

হোথা মদিনায়
শুনি এ বিজয়-বাণী খলিফা ওমর
ভীত হয়ে মনে মনে ভাবিছেন বসি—
"মহাবীর খালেদের অজেয় বাহিনী

যেই মতো চলিয়াছে জয় করি দেশ,
চলে যদি সেই মতো আরো কিছুদিন,
হয় তো তখন তাঁর অন্তরের তলে
এ বিশ্বাস উপজিবে—এই যে বিজয়,
দিকে দিকে ইসলামের এই যে মহিমা,
এ শুধুই তাঁরি বাহুবলে।
আসে যদি এই গর্ব কভু তাঁর মনে,
কলঙ্কিত হবে তবে ইসলামের নাম।

একমাত্র আল্লার শক্তিতে
শক্তিমান মুসলমান,—এ মহা বিশ্বাস—
এই মহা নির্ভরতা হইবে শিথিল।

হবে না তা—হবে না তা। এ মহাপাতক
দিব না পশিতে কভু ইসলামের পবিত্র গণ্ডীতে।
সময় থাকিতে আমি করিব আঘাত
অসতর্ক খালেদের অন্তরের দ্বারে।

বুঝাবো তাঁহারে—
ইসলামের এই নব জয়-অভিযান
খালেদ ছাড়াও বিশ্বে চলিবারে পারে
আপনার পথ কেটে কেটে।"

এতেক ভাবিয়া—
খলিফা তখনি বসি লিখিলেন লিপি
খালেদ-সকাশে :
"আজি হতে সেনাপতি পদ
লোপ হলো তব ; তব স্থলে
বীরবর আবু-ওবায়দারে
করিলাম সেনাপতি আমি।
সামান্য সৈনিক হয়ে
রবে তুমি তাঁহার অধীন।"

লিপি লয়ে সিরিয়া প্রান্তরে
রাজদূত হলো উপনীত। দেখিয়া তাহারে
উল্লসিত হলো আজি সবারি অন্তর।

ভাবিল সবাই—
না জানি কি সুসংবাদ—মোবারকবাদ
বহিয়া এনেছে দূত মদিনা হইতে।

শুধাইল খালেদ আসিয়া—
"কেন আসিয়াছো দূত!
কী বারতা আনিয়াছো বয়ে?"
নতশিরে খলিফার দূত
লিপি দিলা খালেদের হাতে।

"খলিফার লিপি!" সসম্ভ্রমে খালেদ অমনি
লিপিখানি চুম্বন করিয়া—
পড়িতে লাগিল ধীরে। পড়িতে পড়িতে
অজানা কি অপরাধ-ভয়ে
ভীত হলো অন্তর তাঁহার,
সারা অঙ্গ থর থর উঠিল কাঁপিয়া—
কোনো প্রশ্ন—কোনো দ্বিধা জাগিল না মনে
তখনি সে বীর—
ডাকি আবু-ওবায়দারে দিল পরাইয়া
আপনার শিরস্ত্রাণ, বর্ম, তরবারি।
তারপর দাঁড়ায়ে সম্মুখে
কহিল সে—"খলিফার এসেছে আদেশ—
আজি হতে তুমি সেনাপতি,
আমি তব আজ্ঞাবহ দাস। কহ মোরে—
কী কর্তব্য এবে মোর!

না জানি কি মহা ত্রুটি ঘটিয়াছে মোর,
তাই আজি খলিফা আমারে
দিয়াছেন এই শাস্তি! ধন্য আমি,

আমারে যে গুরুদণ্ড নাহি দিয়া
দিয়াছেন সৈন্যরূপে ইসলামের সেবা করিবার
গৌরব ও অধিকার,—এই মোর মহাভাগ্য।
আমি আসি নাই হেথা সেনাপতি হতে,
আমি আসিয়াছি শুধু তুলিয়া ধরিতে
ইসলামের 'অর্ধচন্দ্র' বিজয়-নিশান
উর্ধ্ব আকাশের তলে।—
আমি আসিয়াছি শুধু ঘোষণা করিতে
আল্লার পবিত্র নাম দিক্-দিগন্তরে।
সেই মোর একমাত্র ধ্যান—
সেই মোর একমাত্র জীবন-সাধনা ! ... "

মহিমার প্রদীপ্ত আলোকে
উদ্ভাসিত হলো আজি খালেদের মুখ।
নব প্রেরণায়—
মাতিয়া উঠিল সেনাদল।
এতদিন ছিল যে মস্তকে
সে আজ নামিয়া এলো অন্তরে সবার
রাজসমারোহে।
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহতারা, আকাশ-বাতাস
ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে রহিল দাঁড়ায়ে—

কারো মুখে সরিল না বাণী।
ভেদি সেই নিস্তব্ধতা উঠিল ধ্বনিয়া
মুসলিম মুক্তি-মন্ত্র—
'আল্লাহু আকবর!'

রাখাল-খলিফা

সেনাপতি বীর আবুওবায়দা জেরুজালেমের তীরে
করেছে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ,
অর্ধচন্দ্র-পতাকা উড়িছে গগন-কিনারে ধীরে,
শঙ্কিত-ভীত-কম্পিত সারা দেশ।

জেরুজালেম—সে তীর্থক্ষেত্র নহে শুধু নাসারার,
মুসলিমও তারে সমান শ্রদ্ধা করে,
অতীত দিনের কতোনা পুণ্য স্মৃতির সুরভি-ভার
বিজড়িত তার অন্তরে অন্তরে।

এমন পুণ্য তীর্থে কিরূপে যুদ্ধ হইবে তবে?
যুদ্ধ করিতে চাহে না কারোই প্রাণ,
বিনা যুদ্ধেই এই নগরীরে জয় করে নিতে হবে—
আবুওবায়দা মনে মনে তাই চান।

লিখিলেন তিনি নগরপতিরে স্থির করি তাই মন—
"নাহিকো মোদের যুদ্ধ করার সাধ,
স্বেচ্ছায় যদি করেন আপনি নগর-সমর্পণ,
ঘটিবে না তবে আর কোনো পরমাদ।

"নতুবা মোদের বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হবে,
উপায় তখন রহিবে না কিছু আর,
জেরুজালেমের পবিত্র বুকে রক্তের ঢেউ ববে'
নাহি লন যেন অপরাধ কিছু তার।"

শাসনকর্তা অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন শেষে—
যুদ্ধ করিলে হবে নাকো কোনো ফল,
বিশ্ববিজয়ী আরব-বাহিনী—নন্দিত দেশে দেশে,
রোধিবে তাদেরে—কে আছে ধরণী-তল?

লিখিলেন তিনি উত্তরে তাই—"শান্তিই যদি চান,
খলিফা ওমর দিন তবে দরশন,
তিনি এসে যদি খৃষ্টানদেরে করেন অভয় দান,
এ মহানগরী করিব সমর্পণ।"

খবর পাঠালো আবুওবায়দা সত্বর মদিনায়,
শুনিয়া খলিফা আমিরুল-মু'মেনিন
রাজী হইলেন নগরপতির রাখিতে অভিপ্রায়,
যাবার লাগিয়া স্থির করিলেন দিন।

জেরুজালেমের পথ সে ভীষণ, নাহি কোনো পারাপার,
মাঝখানে তার মরুময় প্রান্তর,
নিদাঘ-সূর্য আগুন জ্বালায় বুকের উপরে তার
মরুসাইমুম্ বহে সে ভয়ঙ্কর।

সে পথ বহিয়া চলেন ওমর চড়িয়া উটের পরে
সাথে নিয়ে শুধু নওকর একজন,
বিশ্ব লুটায় চরণে যাঁহার, তাঁরি যাত্রার তরে
এই সম্বল—এই দীন আয়োজন।

সুমুখে বিপুল মরু-দিগন্ত, ধু-ধু করে চারিধার,
—উট টেনে চলে তারি মাঝে নওকর,
পথ হয়ে আসে ক্রমে বন্ধুর, চলা হয়ে ওঠে ভার
তপ্ত বালুকা তাহে কাঁটা-কঙ্কর।

ভাবেন খলিফা—"আমি উটে চড়ে চলেছি পরমসুখে,
কোন্ দোষে দোষী নওকর আজি মোর?
একই আল্লার বান্দা দু'জনে, হাসি কাঁদি সুখে দুখে,
ব্যথা-বোধ আছে আমারি মতন ওর।

"কেন তবে এই মিথ্যা ছলনা বাহিরে মোদের মাঝে?
ইসলামে কোনো ভেদাভেদ কিছু নাই,
সম অধিকার দিয়াছে সে সবে ধ্যানে-ধারণায়-কাজে,
মুসলমান—সে মুসলমানের ভাই।"

এতেক ভাবিয়া নামেন খলিফা সহসা সে মরুপথে,
কহেন—"বন্ধু, কষ্ট পেতেছো বড়ো ?
ভাগাভাগি করে উটে চড়ি এসো দুজনে এখন হতে—
আমি টানি দড়ি, তুমি এইবার চড়ো।"

কুণ্ঠিত-ভীত রাখাল শুনিয়া খলিফার সেই বাণী
বলিল—"তওবা! তাও কি কখনো হয় ?
আমি রবো চড়ে, খলিফা যাবেন উটের লাগাম টানি ?
জীবন থাকিতে এ কাজ কখনো নয়।"

না-ছোড় খলিফা, কোনো কথা তিনি তুলেন না তাঁর কানে,
রাজী হলো তাই অগত্যা নওকর ;
রাখাল চলিছে উটের পৃষ্ঠে—খলিফা লাগাম টানে!
এ মহাদৃশ্য অপূর্ব—সুন্দর!

এমনি করিয়া ভাগাভাগি করে সারাপথ দুজনায়
চলেন কষ্টে কোনোমতে ধীরে ধীরে,
দিন-রজনীর চেষ্টার শেষে একদিন অবেলায়
পৌঁছেন এসে জেরুজালেমের তীরে।

প্রবল-প্রতাপ খলিফা আসিছে রোম-শাসকের কাছে,
তাঁহার যোগ্য রাজ-সমাদর তরে
আবুওবায়দা পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে আছে,
নগরাধিপতি শত আয়োজন করে।

অবশেষে যবে খলিফার উট দেখা দিল প্রান্তরে,
রোমান শাসক সভাসদ নিয়ে তার
দাঁড়ালেন আসি সম্মুখে তাঁর অভিনন্দন তরে,
নব কুতূহল মনে জাগে বারবার।

এলো যবে উট নগর-প্রান্তে দৃষ্টির সীমানায়,
খলিফা তখন টানিতেছিলেন দড়ি,
ভাগ্যচক্রে ছিল যার যাহা, খণ্ডাবে কে বলো তায়!—
রাখাল ছিল সে উটের পৃষ্ঠে চড়ি।

শাসনকর্তা দেখে নাই আগে খলিফারে কভু আর,
ভাবিল, খলিফা আছেন উটের পরে,
কুর্নিশ করি রাখালেরে তাই দুই হাতে বার বার
নামাইয়া নিল পরম শ্রদ্ধাভরে!

হেনকালে আসি আবুওবায়দা হলেন সম্মুখীন,
বলিলেন, "না, না, খলিফা তো উঁনি নন,
উঁনি নওকর ;—ইঁনিই হলেন আমিরুল মুমেনিন,
খলিফা ওমর—এঁরি সাথে কথা কন।"

বিস্মিত আজি নগরাধিপতি, পুলকিত তার প্রাণ,
স্বর্গের ছবি নামিল কি দুনিয়ায়?
মানবতা যেন রূপে ধরে তার নয়নে মূর্তিমান,—
হৃদয় তাহার লুটাতে চায় ও-পায়!

অমনি তখনি করিলেন তিনি নগর সমর্পণ,
কোনো দ্বিধা তার জাগিল না হিয়া-মাঝে,
কহিলেন তিনি খলিফারে করি মধুর সম্ভাষণ—
"বিশ্বের রাজা তোমারেই হওয়া সাজে!"

দান

নব-শস্যের প্রথম দিনের আজি উৎসব-রাতি,
কৃষক-পল্লী নব আনন্দে উঠিয়াছে তাই মাতি।
ফিরণী-পায়েস-শিরণী রাঁধিয়া করিতেছে বিতরণ
অভাবের ব্যথা ভুলেছে তাহারা, খুশি-ভরা আজ মন।

সেই রজনীতে দুইটি কৃষক—দুইটি সে সহোদর
দুটি গৃহ হতে জাগিয়া উঠিল নিশিথ রাতের পর।
কহিল হামিদ পত্নীরে ডাকি, মুখেতে প্রীতির হাস—
"একা মোর ভ্রাতা আহ্‌মদ হোথা নির্জনে করে বাস,

পুত্র-কন্যা সবারে লইয়া সুখে কাটি মোরা দিন,
আহ্‌মদ—তার নাই কেহ আর, সে যে সন্তানহীন।
শস্যের আটি করি পরিপাটি রাখিয়াছি সারি সারি,
তার থেকে আমি গোপনে উহারে দিয়ে আসি আটি-চারি।
নিজের ফসল যা আছে তাহার, মিশাইয়া তারি সাথে
রাখিয়া আসিব গোপনে গোপনে, জানিতে না পারে যাতে।
প্রভাত না হতে সব কাজ মোর সমাপন করা চাই,
জানাইয়া কিছু করি যদি দান—পুণ্য তাহাতে নাই।"

ওদিকে হোথায় শুয়ে বিছানায় আহ্‌মদ মনে মনে
একই ভাবনা ভাবিছে নীরবে রহি রহি ক্ষণে ক্ষণে—
"জ্যেষ্ঠ আমার হোথা করে বাস নিয়ে তার ছেলেমেয়ে,
অভাব তাহার বেশী শতবার আমার অভাব চেয়ে।

একা পরি-খাই, একা করি বাস, নাহিকো আপন জন,
আপনার লাগি এতো শস্যের মোর কিবা প্রয়োজন।
শস্যের আটি করি পরিপাটি রাখিয়াছি সারি সারি
তার থেকে আমি গোপনে তাহারে দিয়ে আসি আটি-চারি।
নিজের ফসল যা আছে তাহার—মিশাইয়া তারি সাথে
রাখিতে হইবে গোপনে গোপনে, জানিতে না পারে যাতে।
প্রভাত না হতে কাজটি আমার সমাপন করা চাই,
জানাইয়া কিছু করি যদি দান,—পুণ্য তাহাতে নাই।"

এইরূপে উভে করিল সমাধা উভয়ের অভিলাষ,
জানিল না কেহ, বুঝিল না কেহ, বিধাতার পরিহাস।
উভয়ের দান সম-পরিমাণ, কম-বেশী কারো নয়—
শস্য সবার রহিল সমান—এ দান মহিমময়।

কালে এই কথা হলো জানাজানি, রটিল সকলখানে
দেশের খলিফা—হারুণ-রশীদ—উঠিল তাঁহারো কানে।
পুলক-পূরিত খলিফার প্রাণ শুনি সে কীর্তি-গাথা।
কৃষক-পল্লী-ভবনে আসিয়া নত হলো তাঁর মাথা।
নিজ দানে সেথা মস্‌জিদ গড়ি খলিফা কহিয়া গেল
"দাতার শ্রেষ্ঠ আল্লার ঘর শোভা পাবে হেথা ভালো।"

মরণ-বরণ

—সিন্ধু-বিজয়ী বীর
সেনাপতি বিন্-কাসিম সেদিন
বিজয়দৃপ্ত-শির।
দাহির যুদ্ধে হয়েছে নিহত,
সিন্ধু তাহার চরণে বিনত,
উড়িছে পতাকা 'অর্ধচন্দ্র'
দীপ্ত জয়শ্রীর।

দাহিরের দুই কুমারী কন্যা
বন্দিনী হয়ে হায়
কাঁদিছে নীরবে অন্তঃপুরে
অন্তর-বেদনায়।
কাল ছিল যারা রাজ-নন্দিনী
আজ তারা দাসী চির-বন্দিনী;
নিয়তির গতি এত বিচিত্র!
কিছু নাহি বুঝা যায়!

কহিল আসিয়া কাসিম ধীরে সে
তন্বী কুমারীদ্বয়ে—
"কেঁদো না বহিন, কোনো ভয় নাই
আজিকার পরাজয়ে।
'হেজাজ'-রাজার রাজ-নিকেতনে
পাঠাইয়া দিব তোমা দুইজনে
সেথায় তোমরা যাপিও জীবন
চির-সুখে—নির্ভয়ে।"

কহিল লক্ষ্মী—জ্যেষ্ঠা কুমারী—
স্নিগ্ধ-মধুর সুরে:
"ছাড়িয়া জননী-জন্মভূমিরে
যেতে নাহি চাই দূরে।

সিন্ধুর জল, সিন্ধুর আলো—
এই আমাদের লাগিয়াছে ভালো,
মোরা রবো চির-বন্দিনী বেশে
হেথায় এ-রাজপুরে।”

ক্ষণকাল তরে নীরব কাসিম,
মুখে নাহি সরে বাণী,
অসীমের কোন্ আহ্বান তারে
কঠোরতা দিল আনি!
কহিল—“সে নহে সাধ্য আমার,
হুকুম এযে গো খোদ্ খলিফার,
আমি শুধু তাঁর অনুগত দাস—
এর বেশী নাহি জানি।”

“প্রস্তুত হও”—বলিয়া কাসিম
চলে গেল নিজ কাজে,
কুমারীদ্বয়ের বুকের মাঝারে
গোপন বেদনা বাজে!

খলিফা অলিদ—সভাতলে তাঁর
সিন্ধু-কুমারীদ্বয়
আসিয়াছে, তাই সবারি হৃদয়ে
জাগিয়াছে বিস্ময়।
রাজপথে আজি মহা কলরোল—
হর্ষের নব হিল্লোল-দোল ;
সবারি কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছে,—
‘জয় কাসিমের জয়!’

শুধায় খলিফা কুমারী যুগলে
স্নেহ-বিজড়িত স্বরে—
“কেন কাঁদিতেছো অমন করিয়া
দুঃখ কিসের তরে?

চিরসুখে, চির আদরে যতনে
পালন করিব তোমা দুইজনে ;
থাকে যদি কিছু বলিবার, বলো
নির্ভীক অন্তরে।"

কহিল লক্ষ্মী—"খুশি হনু, রাজা,
তোমার এ ব্যবহারে,
একটি বেদনা শুধুই মোদের
বুকে বাজে বারে বারে!
নারীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ মহিমা
সতীর পুণ্য গর্ব-গরিমা—
হারায়ে এসেছি!—হায় সে বেদনা
কেমনে জানাবো কারে!"

"ভীষণ কথা এ! বলো, বলো, শুনি
কোন্ সেই শয়তান
অমন শুভ্র ফুলের বক্ষে
কালিমা করেছে দান!"
কহিল লক্ষ্মী—"কেহ নহে আর,
সে-জন তোমার অতি আপনার!
সেনাপতি বিন্-কাসিম নিজেই
করেছে এ অপমান!"

"কাসিম? কাসিম? ... সিন্ধু-বিজয়ী
কাসিমের এই কাজ?"
অসম্ভব এ! ... মিথ্যা রটনা!"
ধ্বনি উঠে সভামাঝ।
লক্ষ্মী কাঁদিয়া কহে—"জাহাঁপানা,
এমন যে হবে—আছেই তো জানা!
বিচার পাবো না, শুধু অকারণ
পাইব দুঃখ-লাজ!"

"বিচার পাইবে!"—কহিল খলিফা
গর্জিয়া ক্রোধ ভরে,—
"ক্ষমা নাহি তার নারীরে যে-জন
হেন অপমান করে!
যাও যাও দূত জলদি করিয়া
কাসিমের দেহ মোশকে ভরিয়া
পাঠাইয়া দাও, হুকুম আমার
ধরো লও নিজ-করে!"

সিন্ধুর-তীরে সন্ধ্যা নেমেছে,
কাসিম আপনমনে
কূলে দাঁড়াইয়া সোনার স্বপন
হেরিতেছে দু-নয়নে।
সারা ভারতের আকাশে-বাতাসে
যেন নব তান, নব গান ভাসে,
রাজা নাই, যেন বসেছে বাদ্‌শা
ময়ূর-সিংহাসনে!

সহসা তাহার তন্দ্রা টুটিল,
দেখিল সমুখে চাহি—
খলিফার দূত এসেছে কী-এক
নূতন আদেশ বাহি।
কুর্ণিশ করি মূক বেদনাতে
লিপি দিল দূত কাসিমের হাতে
স্তম্ভিত বীর লভি সে আদেশ
নিঠুর মর্মদাহী!

শুনি দূত-মুখে সকল বারতা
কুপিত সবার মন,
কহে বন্ধুরা কাসিমে ঘেরিয়া—
"হবে না সে কদাচন!

মিথ্যা কথায় রাজ-কুমারীর
মরিতে দিব না তোমারে, হে বীর।
মানিব না মোরা খলিফার বাণী—
যায় যাবে এ জীবন।”

কহিল কাসিম—“বন্ধুরা মোর,
করিও না মিছে রাগ,
ব্যর্থ করো না জীবনের এই
মহা পবিত্র যাগ।
বাঁচিলে মরিয়া হইব বিলীন,
মরিলে বাঁচিয়া রবো চিরদিন,
মানিব মানিব নেতার আদেশ—
করিব আত্মত্যাগ।

“আমার মরণে দুঃখ করো না,
এ মরণ মধুময়,
আমার মরণ গাহিবে জাতির
নব-জীবনের জয়।
কোথায় ঘাতক? দেরী কেন আর
প্রস্তুত আমি; হুকুম রাজার
পালো ত্বরা করি এই মুহূর্তে—
করিও না কোনো ভয়।”

মোশক-বন্দী কাসিমের দেহ
খলিফার দরবারে
হাজির হয়েছে; ভাসিছে সবাই
নয়ন-অশ্রু-ধারে।
খলিফা ডাকিয়া লক্ষ্মীরে কন,—
“হয়েছে বিচার মনের মতন?
বীর-কেশরীরে বলি দিছি দেখ
সত্য-ন্যায়ের দ্বারে।’

নিষ্ঠুর হাস্যে কহিল লক্ষ্মী—
নির্বোধ তুমি ঘোর,
বুঝনি কি রাজা, এ শুধু চাতুরী,
এ শুধু ছলনা মোর ?
অন্তরে ছিল বেদনার বোধ,
লইলাম তাই এই প্রতিশোধ,
কাসিম শুভ্র পূত-চরিত্র—
কোনো দোষ নাই ওঁর।"

"কী বলিলি ? তবে মিথ্যা কথা এ ?
এ তবে ছলনা ঠিক ?"
ক্রুদ্ধ খলিফা চাহিয়া রহিল
নয়ন নির্নিমিখ্।
"রাক্ষসী নারী ! এই ছিল মনে ?
এ আঘাত দিলি শুধু অকারণে ?
কাসিম ! কাসিম ! কী করিনু আমি
হায় প্রিয়, প্রাণাধিক !"

উল্কার মতো জ্বলিয়া উঠিল
তাহার সে দুটি চোখ,
ভৃত্যেরে ডাকি কহিল খলিফা
নিবারি বুকের শোক—
"কুহকিনী এই কুমারী যুগলে
রেখো না আমার নয়নের তলে,
দূর করো—মোর রাজপুরী আজ
পূত-পবিত্র হোক্।"

কাব্য-কাহিনী

প্রতিফল

নাম ছিল তার ‘আলি শাকেল’, বাগদাদে তার ঘর,
জাতে নাপিত, সব কাজে সে ধূর্ত ভয়ঙ্কর।
চুল-দাড়ি সে খেউরি করে এমন চমৎকার—
বিরাট শহর বাগদাদে তার দোসর নাহি আর।

একবার এক সাদাসিদে গরীব কাঠুরিয়া
গাধার পিঠে কাঠ সাজিয়ে যাচ্ছিল পথ দিয়া।
আলি তারে দেখতে পেয়ে বললে ডেকে—“এই!
গাধার পিঠে যে-কাঠ আছে সবটা যদি নেই,
কতো নিবি? ভেবে দেখে বল্‌তো দেখি দাম,—
চুক্তি ছাড়া আমার কাছে নাই কোনো কাজ-কাম।”
কাঠুরিয়া বল্‌লে ভেবে—“একটি টাকা চাই।”
“একটি টাকা? বড্ড বেশী! আচ্ছা দেবো তাই;
নামিয়ে দে সব।”—বলেই আলি রইলো নিরুত্তর;
দুষ্টুমিতে ভরা যে তার মগজ ও অন্তর।

নামিয়ে দিল কাঠুরিয়া তার যা বেচার কাঠ;
গাধার পিঠে রইলো কেবল কাঠের খাঁচার ঠাট।
তা দেখে কয় আলি তখন—“করলে কি ও ভাই?—
খাঁচার যে-কাঠ তা’ও যে আমার তোমার কিছুই নাই!
চুক্তি মোদের ভুলে গেলে? বেশ তো মজার লোক!
গাধার পিঠের সব কাঠই মোর—যা’ই না কেন হোক্!”

কাঠুরিয়া বল্‌লে—“সে কি! তাও কি কভু হয়!
কাঠের খাঁচা—সে তো আমার, বিক্রি করার নয়!
বিক্রি করার কাঠ যা, তা তো দিয়েই দিছি সব,
খাঁচার সাথে তার তো মোটেই নাই কোনো সংস্রব।”

বল্‌লে আলি—“ন্যাকামি নয়, ও সব এখন থাক্,—
ভালো যদি চাস্ তো, খাঁচার কাঠ নামিয়ে রাখ্।”

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখন দুঃখী কাঠুরিয়া
চলে গেল যে-কাঠ ছিল সবগুলোরে দিয়া।
বাদশা তখন হারুণ-রশিদ, ন্যায়ের অবতার;
তাঁরি কাছে গিয়ে তখন চাইল সে বিচার।
বিচার-শেষে আইন-মতে আলির হলো জয়,
চুক্তি যা, তা রাখতে হবে—মিথ্যা সে তো নয়।

ঠকে গিয়ে কাঠুরিয়ার দুঃখ হলো খুব,
মুখে তাহার নাইকো কথা—রইলো সে নিশ্চুপ।
বাদশা তখন সঙ্কেতে তায় ডাকলে আপন-পানে,
চুপে চুপে গোপন বাণী বলতে কি তার কানে।
তাই শুনে সে খুশি হয়ে গেল আপন ঘর।
কারোই মনে খট্‌কা কিছু রইলো না তারপর।

স্মৃতিপটে এই ঘটনার মলিন হলে চিন্‌,
কাঠুরিয়া আসলো আলির দোকানে একদিন।
বল্‌লে—"আমি এবং আমার সঙ্গী—এ দুইজন
তোমার হাতে খেউরি হবো, স্থির করেছি মন।
গরীব মানুষ, তেমন কোনো সঙ্গতি তো নাই,
কতো নেবে?—সেই কথাটা শুনতে আগে চাই।"
ঘৃণাভরে বললে আলি অহঙ্কারের সাথ—
"তোমার মতন লোকের মাথায় দেইনে আমি হাত!
তবে যদি মাথা-পিছু এক-এক টাকা দাও,
তবেই আমি খেউরি করি, নয় তো চলে যাও।"

কাঠুরিয়া বললে তারে—"কুচ পরোয়া নাই!—
যা চেয়েছো খুশী মনে দিব তোমায় তাই।"
লাভের লোভে আলি তখন রাজী হলো তায়;
বললে—"তবে এসো, তোমার সঙ্গীটি কোথায়?"
কাঠুরিয়া বললো তারে—"ভাব্‌না কেন তার?
সঙ্গী আমার দাঁড়িয়ে আছে রাস্তারি ওই পার।"
বললে আলি—"আচ্ছা সে থাক, বেলা বয়ে যায়,—
তোমায় আগে খেউরি করি, করবো পরে তায়।"

কাঠুরিয়ার চুল-দাড়ি যেই খেউরি হলো শেষ,
অমনি সে বস্ রাস্তা হতে কানটি ধরে বেশ
গাধারে তার করলে হাজির ; বললে হেসে—"নাও,
এই যে আমার সঙ্গী, এবার কামিয়ে এরে দাও।"
শুনেই তখন ক্রোধেই আলির রইলো না আর জ্ঞান—
কাঠুরিয়া করলে তারে এমনি অপমান!
ধাক্কা দিয়ে আলি তারে করলে ঘরের বা'র,
কাঠুরিয়া চললো ছুটে বাদশারি দরবার!
খানিক পরে এলো দু'জন সিপাই অকস্মাৎ,
পাকড় করে চললো নিয়ে বেঁধে আলির হাত।
বাদশা নিজে এই মামলার নিলেন বিচার-ভার ;
সকল কথা শোনার পরে হুকুম হলো তাঁর—
"এই ব্যাপারে আলিই দোষী,—কাঠুরিয়া নয়,
চুক্তিমতে গাধারে সে কামাবে নিশ্চয়।
কোথায় আলি? এসো এদিক, ধরো তোমার ক্ষুর,
এইখানেতেই কামাও গাধার চুল-দাড়ি ও খুর!"
উল্লাসেতে জয়ধ্বনি করলো সভার লোক,
আলির পানে তাকিয়ে রলো লক্ষ হাজার চোখ।
অপমান ও লজ্জাতে তার বাক সরে না আর—
ছাড়াছাড়ি নাই তবুও, হুকুম এ বাদশার!
বাধ্য হয়ে ধরলো সে ক্ষুর মুখটি করে চূন—
ভালো ছিল কেউ যদি তায় করতো তখন খুন।
কাঠুরিয়া আনলে তখন গাধাটিরে তার,
হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দিলে দিব্বি চমৎকার।
আলি তখন বসলো পাশে কামিয়ে দিতে তায়,
কী মজাদার দৃশ্য সে যে—দেখেই হাসি পায়।
হাততালি দে উঠলো সবাই—ছুটলো হাসির রোল,
কেউ হাসে, কেউ টিটকারী দেয়, বিষম সে গোরগোল!

আলি শাকেল জব্দ হলো যারপরনাই, ভাই,
বদমায়েশী কাজের সাজা এমনি হওয়াই চাই!

বঙ্গ-বিজয়

বিহার হইতে বঙ্গ-বিজয়ে বাহির হইল বখ্‌তিয়ার
সঙ্গে লইয়া সপ্ত-ও-দশ তরুণ তুর্কী ঘোড়-সোয়ার।
ফুকারি কণ্ঠে ঘন বিষাণ
উড়ায়ে গগনে লাল নিশান
দুর্দম বেগে চলে বীরদল—বাধা দেয় হেন শক্তি কার?

উষ্ণীষ বাঁধা শীর্ষে সবার, দোলে তলোয়ার কটি-তটে
ললাটে দীপ্ত মহিমার ভাতি, নব নূর-লেখা আঁখিপটে।
'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি
উঠে মুহূ মুহূ রণি রণি
সে মহাধ্বনির কম্পন জাগে মন্দিরে আর মঠে মঠে।

সম্মুখ ভাগে চলে বীরদল মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া গান:
'মুসলিম মোরা—নির্ভীক—চির-উন্নতশির—মুক্ত প্রাণ।
শক্তি মোদের বাহিরে নাই,
মোদের শক্তি ভিতরে পাই।
সেই সে শক্তি-সুধার সাগরে করেছি আমরা মুক্তিস্নান।

সংখ্যা মোদের অতি নগণ্য, বিজয় তবুও সুনিশ্চয়,
শত্রু-সেনার সংখ্যা দেখিয়া করি না আমরা শঙ্কা-ভয়।
মোরা বীরজাতি অবনী'পর
মুসা-তারেকের বংশধর,
সংখ্যায় মোরা ক্ষুদ্র, তবুও তিন মহাদেশ করেছি জয়।

শুধু দুইশত মুসলিম সেনা জয় করিয়াছে এই বিহার,
সপ্ত-ও-দশ সৈন্য লইয়া বঙ্গ-বিজয়ে ভয় কী আর?
চলো বীরদল, নাহিকো ভয়
হেলায় বঙ্গ করিব জয়,
মুসলিম মোরা—বীরের বাচ্চা, দুর্জয়—চির-দুর্নিবার।"

বিহারের সীমা পার হয়ে তারা পৌঁছিল আসি বঙ্গদেশ,
মুগ্ধ সবাই হেরি বাংলার শ্যাম-কুন্তলা স্নিগ্ধ বেশ,
কহে মনে মনে বখ্‌তিয়ার—
"হইলে খোদার এখ্‌তিয়ার,
মুসলিম ভূমি হবে এ বাংলা, সন্দেহ তাতে নাহিকো লেশ।"

নব উদ্যম-উন্মাদনায় ঘোড়া ছুটাইয়া দিন ও রাত
গৌড়ের দ্বারে হানা দিল তারা আসি একদিন অকস্মাৎ।
হেরি অপরূপ সেই সে রূপ
গৌড়-নগরী ভয়েতে চুপ!
বিস্মিত সবে হেরি খিলজীর আজানুলম্ব দুইটি হাত।

বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন বসেছে তখন রাজ-সভায়,
হেনকালে দূত তুর্কী বীরের আগমনবাণী দিল সবায়।
শুনি সে বারতা অকস্মাৎ
হলো যেন শিরে বজ্রপাত,
পণ্ডিত আর সভাসদ নিয়ে বসিলেন রাজা মন্ত্রণায়।

কহে পণ্ডিত—শোনো মহারাজ, শাস্ত্রের বাণী যথা-বিহিত,
তুর্কীর হাতে বঙ্গবিজয় লিখেছে শাস্ত্রে সুনিশ্চিত।
যতোই প্রয়াস করো না, তায়
ললাট-লিখন মুছা না যায় ;
পলায়নই তব যুক্তিযুক্ত—যুদ্ধ প্রদান নয় উচিত।

শাস্ত্রে যখন লিখেছে, তখন তার পরে আর কথা তো নাই।
যতো সভাসদ মিলিয়া রাজারে বার বার করে বুঝালো তাই।
ভীরু দুর্বল বঙ্গরাজ
শাস্ত্র মতোই করিল কাজ,
খিড়কি দুয়ার খুলিয়া তখনি পালাইয়া গেল কোন্ সে ঠাঁই।

হেথায় এদিকে প্রভাত বেলায় মহাবীর বিন্ বখ্‌তিয়ার
ভীম বিক্রমে হুঙ্কার দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল দুর্গদ্বার।
দেখিল, রাজার সৈন্যগণ
দিল নাকো বাধা,—দিল না রণ,
শঙ্কিত-ভীত কম্পিত-চিত মৌন-মলিন মুখ সবার।

যতো সভাসদ পাত্র-মিত্র করিল আত্ম-সমর্পণ,
বিস্মিত আজি খিল্‌জী ও তার অনুগামী যতো সৈন্যগণ।
বিনা যুদ্ধে বাজি যে মাৎ।
হলো না বিন্দু রক্তপাত,
স্বপনের মতো করতলগত হইল বঙ্গ-সিংহাসন।

পূর্ব-তোরণে অরুণ তখন হাসিয়া উজল করেছে দিক,
আকাশের নীল নয়ন মেলিয়া চাহিল সে যেন নির্নিমিখ্।
আজি যেন কার পুণ্য নূর
আশীর্বাণীর আনিল সুর,
যতো ফেরেশতা খিলজীর শিরে বর্ষিল শুভ মাঙ্গলিক।

তাপস-কুমারী

কোরমান্-বাসী শাহ্‌শুজা অতি সংযমী দরবেশ,
এবাদৎ আর বন্দেগী করি জিন্দেগী করে শেষ।
সম্পদ মাঝে বসিয়া তাপস ত্যাগের সাধনা করে,
ভোগের তৃষ্ণা মরু-হৃদয়ের আগুনে পুড়িয়া মরে।
তারি ছিল এক কুমারি কন্যা—সুন্দরী মনোহরা,
তপের প্রভায় মাধুরী তাহার বিশ্ব-উজল-করা।

পরিচয় পেয়ে প্রবল প্রতাপ কোরমান্-অধিপতি
শুজার পার্শ্বে আসিয়া কহিল বিনয়-নম্র অতি:
"কল্যাণী তব কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে চাই,
আমি সুলতান—বিশ্বে আমার অভাব কিছুতো নাই।
চিরসুখে আমি রাখিব তাহারে, পুরাইব মন-সাধ,
বাদ্‌শার ঘরে বেগম হইয়া রবে' সে নির্বিবাদ।"
শাহ্‌শুজা কয়: "তিন দিন পরে আসিও হেথায় ফের,
কন্যা তোমারে দিব-কি-না দিব জবাব পাইবে এর।"

হেথা দরবেশ যোগ্য পাত্র খুঁজে ফেরে প্রতি ঠাঁই,
কন্যা সঁপিবে তাহারে সে, যার বিষয়-বাসনা নাই।
ফকিরের ঘরে ফকির-কন্যা—রাণী হবে বাদ্‌শার ?
মিথ্যা হবে কি সারাজীবনের ত্যাগের সাধনা তার!
খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন নব অরুণ-উদয় প্রাতে
সাক্ষাৎ হলো মস্‌জিদে এক তরুণ তাপস সাথে।
শুধাইল শুজা—“বিবাহ করেছো ?” শুনি কহে যুবা—“হায়!
তিনটি পয়সা সম্বল যার—কন্যা কে দেবে তায়।”
“আমার কন্যা সঁপিব তোমারে”—কহে শুজা—“নাহি ভয়,
এক পয়সার আতর কিনিয়া আনো—আর দেরী নয়।
এক পয়সার রুটি কিনে রাখো, এক পয়সার চিনি,
মিলন হবে তোমাদের চলো, আজি এই শুভ দিনই।”

স্বামী গৃহে গিয়ে কন্যা প্রথম দেখিল গৃহের মাঝে
রুটি একখানি সাজানো রয়েছে, অর্থ বুঝিল না যে।
স্বামীরে ডাকিয়া শুধাইল তারে সরমের বাঁধ টুটি’—
“বলো প্রিয়, কবে কোথা হতে কেবা আনিয়াছে এই রুটি ?”
কহিল যুবক—“আজ খাবো বলে কিনে রেখেছিনু কাল,
সম্বলহীন রিক্ত কাঙাল—চিরকাল এই হাল।”

শুনিয়া সে কথা তাপস-দুহিতা কাঁদিতে লাগিল দুখে,
পিতৃ-ভবনে চলে যেতে চায়—গভীর বেদনা বুকে।
কহিল যুবক—“সম্পদহীন দীনের কুটির খানি,
শুজার কন্যা আমার এ ঘরে সুখ পাবে না তা জানি।”
বধূ কেঁদে কয়—“চিত্তে আমার ভোগের পিয়াসা নাই,
ত্যাগের বিত্তে তুমি দরিদ্র—আমি কাঁদিতেছি তাই।
দরবেশ তুমি, শুদ্ধ হয়নি তোমার চিত্ত-ভূমি,
আজ কী খাইবে, কাল হতে তাই ভাবিয়া রেখেছো তুমি ?
হায় পিতঃ তব অন্তর তলে ছিল এ বাসনা জানি—
আমারে সঁপিবে সংযমী ত্যাগী তাপস কুমারে আনি।
নসিব আমার নেহাৎ মন্দ, তাই পেনু হেন বর—
শিখেনি যে আজো করিতে খোদার করুণাতে নির্ভর।”

লজ্জিত যুবা চকিত কণ্ঠে কহে—"ক্ষম মোরে প্রিয়া!
বলো এ পাপের তর্পণ করি কোন্ কাঠোরতা দিয়া?"
বধূ কহে—"হেথা থাকিবে কেবল হয় রুটি, নয় আমি,
যারে খুশী হয় আদর করিয়া রাখো তারে তুমি স্বামী!"
শুনিয়া সে কথা যুবক অমনি ফেলে দিল দূরে রুটি,
স্বর্গের শত সম্পদ-শোভা কুটিরে উঠিল ফুটি।

প্রশ্নের উত্তর

[প্রথম দৃশ্য]

নাস্তিক। সেলাম, দরবেশ-জি, সেলাম।

দরবেশ। (তসবী টিপিতে টিপিতে মুখ তুলিয়া)
কে তুমি?

নাস্তিক। কেহ নই!
আমি এক মূর্খ-অর্বাচীন।
সন্দেহ-সংশয় আর সমস্যায় ভরা
অন্তর আমার।
ধ্যানমৌন তাপস তোমরা—
অসীমের ধ্যানে থাকো মগ্ন নিরন্তর,
স্রষ্টার গোপন কথা, গোপন রহস্য
তোমাদেরি আছে জানা।
তাই আজি আসিলাম তোমার সকাশে
গুটিকতো প্রশ্ন নিয়ে।
দাও দেখি উত্তর তাহার?

দরবেশ। কোন্ প্রশ্ন জাগিয়াছে অন্তরে তোমার,
কী সমস্যা পারো নাই করিতে পূরণ—
অকুণ্ঠিত চিতে প্রকাশ করিয়া বলো।

নাস্তিক। প্রথম সমস্যা মোর এই—
খোদাকে তো কেহ কভু চোখে দেখে নাই।
সে যে আছে—এই কথা কেমন করিয়া
বিশ্বাস করিব তবে?

দরবেশ। তারপর?

নাস্তিক। দ্বিতীয় সমস্যা মোর এই—
শয়তান যে সৃষ্টি আগুনের;
কেমন করিয়া খোদা শাস্তি দিবে ফের
দোজখের আগুনেতে পুড়াইয়া তারে?
আগুনে কি পুড়িবে আগুন?

দরবেশ। তৃতীয়?

নাস্তিক। তৃতীয় সমস্যা মোর এই—
যাহা কিছু করি মোরা, করান খোদায়।
আমাদের নির্দ্ধারিত ললাট-লিখন
তার কভু নাহিতো খণ্ডন। তকদীরের পথে
চলিতেছি মোরা সবে।
কেন তবে শাস্তি পাবো আমরা আবার
আমাদেরি কর্ম্মফলে?
খোদার এ কেমন বিচার?

দরবেশ। আরো কিছু আছে বলিবার?

নাস্তিক। না।
এ তিন প্রশ্নেরই শুধু চাই সদুত্তর।

দরবেশ। আচ্ছা, বসো, দিতেছি উত্তর।
(নাস্তিক উপবেশন করিতে উদ্যত, এমন সময়
দরবেশ একটি মাটির টিল কুড়াইয়া লইয়া
নাস্তিকের মস্তকে সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন)

নাস্তিক। উ-হু-হু! মেরেছে রে! খুন করেছে রে!
কে বলে দরবেশ এরে!
এ যে দেখি আসল শয়তান।
আচ্ছা, থামো, দেখাইব মজা,
এই চলিলাম আমি কাজীর সকাশে
তোমার বিরুদ্ধে আজি করিতে নালিশ।
দেখি, তুমি কেমন দরবেশ!...(প্রস্থান)

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

(কাজী উপবিষ্ট ; এমন সময় নাস্তিকের সবেগে প্রবেশ)—

নাস্তিক। হুজুর।
কাজী। কে তুমি ?
নাস্তিক। গুরুতর অভিযোগ আছে।
কাজী। কার নামে ?
নাস্তিক। ওই যে পথের মোড়ে রয়েছে বসিয়া
ভণ্ড এক তাপস—দরবেশ,
তার নামে।
কাজী। কেন ? কী হয়েছে অপরাধ তার ?
নাস্তিক। আমি শুধু চেয়েছিনু তার কাছ থেকে
তিনটি প্রশ্নের মোর যথার্থ উত্তর,
সে তাহার উত্তর না দিয়া
দিল এই নিষ্ঠুর আঘাত।
কাজী। কোতোয়াল ?— (কোতোয়ালের প্রবেশ)
যাও ত্বরা, দরবেশেরে হেথা
করহ হাজির।
(কোতোয়ালের প্রস্থান এবং দরবেশকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)
কাজী। দরবেশ !
এই ব্যক্তি আনিয়াছে যেই অভিযোগ,
সে কি সত্য ?
দরবেশ। হ্যাঁ হুজুর, সবই সত্য।
মিথ্যা নহে এক বিন্দু এর।
কাজী। বেচারা চেয়েছে শুধু উত্তর তাহার
তিনটি প্রশ্নের।
সে তো কোনো অপরাধ করে নাই কিছু।
তুমি তারে উত্তর না দিয়া
দিলে এই নিষ্ঠুর আঘাত ?
দরবেশ। না হুজুর, আঘাত তো নয়,
ওই ওর প্রশ্নের উত্তর।

কাজী। প্রশ্নের উত্তর!... তার মানে?

দরবেশ। প্রথমেই প্রশ্ন ছিল ওর:
খোদাকে তো কোনোদিন দেখা নাহি যায়,
সে যে আছে, এই কথা কেমন করিয়া
বিশ্বাস করিব তবে?
তাই যদি হয়,—
না দেখিলে যদি কিছু প্রত্যয় না হয়,—
তবে ওর আঘাতের বেদনা কেমনে
সত্য বলে বুঝিল ও?
ও কি চোখে দেখিয়াছে বেদনা উহার?
কোথায় বেদনা ওর? কিবা তার রূপ?
দেখাক তো মোরে!

কাজী। চমৎকার! .. তারপর?

দরবেশ। তারপর প্রশ্ন ছিল ওর:
আগুনের সৃষ্টি হয়ে শয়তান কেমনে
শাস্তি পাবে দোজখের আগুনে আবার?
কোনো দুঃখ পাবে না সে আগুনে পুড়িলে
তাই যদি হয়, তবে মাটির ঢেলায়
ওর অঙ্গে কেন বলো লাগিবে আঘাত?
ও-ও তো মাটির তৈরী!
আগুনে আগুন যদি নাহি ব্যথা পায়,
মাটির ঢেলায় তবে মাটির মানুষ
কেন ব্যথা পাবে?

কাজী। বে-শক্! বে-শক্!
তারপর?

দরবেশ। তারপর শেষ প্রশ্ন ওর:
যাহা কিছু করি মোরা—করান খোদায়,
তার তরে মোরা কেন শাস্তি পাবো ফের?
এই যদি সত্য বলে মানে,
তবে ও-রে আঘাত করায়
আমি কেন শাস্তি পাবো?
আমি কিছু করিনি তো নিজে—

করিয়াছে খোদা। বহু পূর্ব হতে
এ আঘাত লেখা ছিল অদৃষ্টে উহার,
জানিয়াও মূঢ় কেন আপনার কাছে
আমার বিরুদ্ধে আজি করে অভিযোগ?

কাজী। যথার্থ উত্তর বটে! (নাস্তিকের প্রতি তাকাইয়া)
কি হে? কী বলিতে চাও এবে?
কথা কও?

নাস্তিক। ক্ষমা করো অপরাধ মোর,
পেয়েছি উত্তর আমি।
নাহি আর এবে মোর কোনো অভিযোগ।
(দরবেশের প্রতি)—
হে দরবেশ!
করযোড়ে ভিক্ষা চাহি আজ—
ক্ষম মোর প্রগল্‌ভতা।
কাটিয়া গিয়াছে মোর মোহ অন্ধকার,
দিব্যি দৃষ্টি ফুটিয়াছে নয়নে আমার :
নহি আমি ভ্রান্ত আর!
আল্লাহ্ আর রসুলের পরে
আজি হতে আনিনু ঈমান—
আজি হতে হইলাম আমি সাচ্চা মুসলমান।

জীবন-বিনিময়

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ্ নাহি চোখে তার—
পুত্র তাহার হুমায়ূন বুঝি বাঁচে না এবার আর।
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ অন্ধকার।

রাজ্যের যতো বিজ্ঞ হেকিম-কবিরাজ-দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবা-যত্নের বিধি-বিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

তবু তার সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাকো হায়;
যতো দিন যায় দুর্ভোগ তার ততোই বাড়িয়া যায়—
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্ত রবির প্রায়।

শুধালো বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি—
"বলো বলো আজি সত্য করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে না কি?"

নত মস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোনো কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাদের সে নিঠুর নীরবতা
শেল সম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!

হেন কালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন—"সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে ধন দিতে যদি পারো দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।"

শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি—
"তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবাণী,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে-ধন জানি তাহা আমি জানি।"

এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর—শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনা-রত হাত দুটি তার, নয়নে অশ্রুজল।

কহিল কাঁদিয়া—"হে দয়াল খোদা, হে রহিম-রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ করো মোরে প্রতিদান।"

স্তব্ধ-নীরব সারা গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী,
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্ব-রাণী;
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি!

সহসা বাবর ফুকারি উঠিল—"নাহি ভয়, নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লা সে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে—মরিবে না নিশ্চয়।"

ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ—
নিরাশ হৃদয়ে সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,—
তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস!

সেই দিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের,
হৃষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের,—
নূতন জীবনে হুমায়ূন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের।

মরিল বাবর—না, না, ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোনো ক্ষয়,—
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!

রাখী ভাই

বাহাদুর শাহ্ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টলমল।

দেশজুড়ে আজ চলেছে তাই পূজার আয়োজন,
উঠ্ছে তুমুল ঘণ্টা-কাঁসর-নাদ,
অসি এবং অশ্ব-পূজায় কেউ বা নিমগন
কেউ মাগিছে দেবীর আশীর্বাদ।

কর্ণবতী বসে বসে ভাবছে মনে তার:
নারী আমি—নিতান্ত দুর্বল,
শক্তি-সহায় না যদি পাই, উপায় নাহি আর,
সবই হবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহৎপ্রাণ
চিতোরের এই দুর্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখতে তাহার মান।
ব্যাকুল রাণী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাহার পড়লো মনে—বাদশা হুমায়ূন
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,
বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ,
রাখতে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ূনের ঠাই
লিখলো রাণী লিপি সে একখান
"আজ হতে বীর হলে তুমি আমার 'রাখী ভাই'
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ।"

দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তার—
যাত্রাপথে বাহির হলো দূত,
উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাহি আর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত।

বাদশা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর
শেরের সাথে চলছে লড়াই তার,
পাঠান বীরের দর্প এবার না যদি হয় চূর
রাজ্য রাখাই হবে তাহার ভার।

এমনি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণবতীর দূত
হাজির হলো হুমায়ূনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ূনের প্রাণ,
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায়,
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলে চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়।

একটি নারী করুণ স্বরে মাগছে শরণ তার
‘ভাই’ বলে সে করেছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুলবে না কি তাহার হৃদয়-দ্বার—
সাড়া কি আজ দিবে না তার প্রাণ!

থাকুক শত বিঘ্ন-বাধা—বাদশাহী তার যাক,
তবু তাহার ‘বোন’কে বাঁচান চাই;
হোক বাহাদুর স্বজাতি তার—হিন্দু ‘বোনে’র ডাক
শুনবে আজি মুসলিম তার ‘ভাই’।

ক্ষান্ত করি এক নিমেষেই যুদ্ধ-অভিযান
চিতোর পানে ছুটলো হুমায়ূন,
কোন্ অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ,
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ!

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়লো এসে বীর—
কামান-গোলা ছুটলো সে প্রচুর,
পড়লো লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হলো চূর!

চিতোর-ভূমি মুক্ত হলো অমনি হুমায়ূন
চললো ছুটে বোনের খোঁজে তার,
রাজপুরীতে উঠলো বেজে সুর সে অকরুণ—
কর্ণবতী নাইকো বেঁচে আর!

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ূনের পথ
কর্ণবতী গণছিল দিনরাত,
অবশেষে হলো যখন বিফল মনোরথ—
জহর-ব্রতে করলো জীবনপাত!

গভীর ব্যথায় হুমায়ূনের স্বর সরে না আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হলো নাকো দেখা দেখো দুজনার—
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ূন!

হেথায় ওদিক সুযোগ পেয়ে কিছুদিনের পর
যুদ্ধ দিল শের শা' পুনরায়,
হুমায়ূনের রাজ্য গেল—হলো দেশান্তর—
একটি রাঙা রাখীর তরে হায়।

মোগল-প্রহরী

হলদিঘাটের রণে—
রাণা রঘুপতি হেরে গেল যবে
মোগল সেনার সনে,
ধরা দিল না সে শত্রুর হাতে,
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তার সাথে
পালাইয়া গেল আরাবল্লীর
গভীর গহন বনে।

সেথা নির্ভীক চিতে—
বাস করে রাণা আপনার মনে
নির্জনে নিভৃতে।
কখনো নিম্নে নামিয়া সে বীর
লুণ্ঠন করে মোগল-শিবির,
ধরা নাহি যায় কোনোমতে তারে,-
আসে সে অতর্কিতে।

শাহানশাহ্ আকবর
সংবাদ পেয়ে হুকুম দিলেন
মোগল-সেনার পর—
"যেরূপেই হোক রাণারে ধরিয়া
দাও মোর কাছে হাজির করিয়া,
কড়া পাহারায় রাখো ঘিরে তার
পথ-ঘাট-প্রান্তর।"

পশ্চাতে পুরোভাগে
রাণার গৃহের চারিপাশে তাই
মোগল-প্রহরী জাগে।
কবে কোন্ পথে গোপনে গোপনে
রাণা আসে তার আপন ভবনে,
সেই ভরসায় বসে আছে সবে
উৎসাহ-অনুরাগে।

সহসা সে একদিন
সন্ধ্যা নামিছে ধরণীর তীরে,
আকাশ সুরঙ্গীন ;
এমন সময় রাণা রঘুপতি
কোথা হতে ছুটে এলো দ্রুতগতি,—
নম্র-নীরবে রাজ-প্রহরীর
হইল সম্মুখীন।

কহিল সে ধীরে ধীরে—
"ধরা দিনু আজি তোমার হস্তে
স্বেচ্ছায় নত-শিরে ;
শুধু রাখো মোর একটি মিনতি—
গৃহে যেতে আজি দাও অনুমতি,
মৃত্যু-কাতর পুত্রেরে দেখি
আবার আসিব ফিরে।"

ঘটিল বিষম দায়!
প্রহরী আজিকে কী জবাব দেবে—
ভেবে নাহি কিছু পায়!
শত্রুরে পেয়ে আপনার হাতে
ছেড়ে দেবে তারে কোন্ ভরসাতে?
ফিরিয়া আসিবে? যদি নাহি আসে?
বিশ্বাস কিবা তায়!

তবু প্রহরীর মন
আজি যেন কোন্ স্নেহ-করুণায়
গলে গেল অকারণ;
সন্তান তরে পিতার পরাণে
কী যে ব্যাকুলতা—জানে সেও জানে,
অনুমতি দিল তাই সে রাণারে
করিবারে পলায়ন।

হয়ে গেল জানাজানি—
বাদশার কানে পৌঁছিল এসে
নিদারুণ সেই বাণী।
ক্রুদ্ধ বাদশা অমনি তখনি
হুকুমি দিলেন কিছু নাহি গণি'—
"বন্দী করিয়া রাজ-প্রহরীরে
ফাঁসি দাও হেথা আনি।"

বন্দী প্রহরী হায়
বধ্য-ভূমিতে আনীত হইল
শৃঙ্খল-পরা পায়।
তখন আকাশে তরুণ তপন
উজল করেছে বিশ্ব-ভুবন
স্তব্ধ-নীরব গগন-পবন
প্রশান্ত মহিমায়।

নির্জন চারিধার,
উঠিল প্রহরী ফাঁসির মঞ্চে
নীরব নির্বিকার।
এমন সময় সহসা কে আসি
কহিল, "থামাও, দিও নাকো ফাঁসি,
প্রহরী নহেকো—আমি নিজে দোষী,
ফাঁসি হবে—সে আমার।"

সবার দৃষ্টি-গতি—
সহসা তখন ফিরিয়া আসিল
আগন্তুকের প্রতি ;
ব্যাকুল আবেগে কহিল সবাই—
"কে তুমি ? তোমার পরিচয় চাই।"
উত্তরে তার কহিল অতিথি—
"আমি রাণা রঘুপতি।"

বিস্মিত আজি সবে,
ক্রন্দন-রোল ডুবে গেল আজি
আনন্দ-কলরবে।
ফাঁসির হুকুম রদ করি দিয়া
বন্দী-যুগলে এক সাথে নিয়া
গেল কোতোয়াল বাদশার কাছে
অজানা কি গৌরবে।

মহামতি আকবর
শুনি সে কাহিনী পুলকিত অতি—
বিস্মিত অন্তর।
দু'জনেই আজি মহিমার বেশে
দেখা দিল তাঁর আঁখিকোণে এসে,
দুজনেই আজি মহান উদার—
অপূর্ব সুন্দর।

সব কথা গেল থামি—
সিংহাসনের আসন হইতে
বাদশা এলেন নামি।
কহিলেন তিনি বন্দী যুগলে—
"প্রস্তুত হও, এই সভাতলে
সত্যই আজি তোমাদের গলে
ফাঁস পরাইব আমি।"

—বলিতে বলিতে তাঁর
কণ্ঠ হইতে নিলেন খুলিয়া
দুইটি মুক্তা-হার ;
পরায়ে সে হার গলে দুজনার
কহিলেন—"ধরো, দণ্ড আমার ;
মুক্তির সাথে দিলাম আজি এ
মুক্তার উপহার।"

প্রতিশোধ

শ্রীপুর-নদীতে 'কোষা' ভাসাইয়া চলেছেন ঈসা খান
বাংলার বীর—উন্নত শির—আজাদ-মুক্ত-প্রাণ।
দুই তীর হতে শত নরনারী
দাঁড়ায়ে দেখিছে দৃশ্য তাহারি,
উল্লাস-ধ্বনি উঠিছে গগনে ;—সেদিন বারুণী-স্নান।

অজানা সে কোন্ বেদনায় আজি ভরা ঈশা খাঁর বুক,
নয়ন তাহার খুঁজিয়া ফিরিছে যেন একখানি মুখ।
হস্তে তাহার গোপন লিপিকা
নিরাশার মাঝে আলোর দীপিকা,
সেই লিপিকার ইঙ্গিতে তার আঁখি-যুগ উৎসুক।

সুমুখে শোভিছে কেদার রায়ের প্রাসাদ-দুর্গ-দ্বার
তাল-শুপারী ও নারিকেল গাছে ঘেরা তার চারিধার ;
নামিয়া এসেছে শান-বাঁধা ঘাট
অতি অপরূপ সুন্দর ঠাঁট,
সেই ঘাটে আজি স্নান করিতেছে মহিলারা বারবার।

সহসা আসিয়া ভিড়িল সেথায় ঈশা খাঁর তরীখান
স্নানরতা এক তরুণীকে দেখি পুলকিত তার প্রাণ ;
ইঙ্গিত পেয়ে নামি নদীতীরে
তুলিয়া লইল সেই তরুণীরে
বিদ্যুদ্বেগে তরী ছুটাইয়া করিল সে প্রস্থান।

স্তম্ভিত নরনারী যতো!—শুনিল কেদার রায়—
ভগিনীরে তার হরণ করিয়া ঈশা খাঁ চলিয়া যায়।
সিপ্ সাজাইয়া অমনি তখনি
ধাইয়া চলিল বীর চূড়ামণি,
জানে না সে—তার ভগিনী নিজেই কুলত্যাগিনী হায়!

বহু দূরপথ ঈশা খাঁর পিছে ধাইল কেদার রায়—
কোনোখানে তার নাগাল ধরিতে পারিল না তবু হায়!
ক্ষিপ্র গতিতে নবপথ-ধরি
মিলাইয়া গেল ঈশা খাঁর তরী,
লাজ-অপমানে কেদার রায়ের অন্তর মূরছায়।

ফিরিল কেদার আপন ভবনে, মুখে নাহি কথা আর,
প্রতিহিংসার তীব্র তাড়না মনে জাগে বারবার।
তরবারি ছুঁয়ে করিল সে পণ :
"যতোদিন রবে আমার জীবন,
প্রতিশোধ আমি লইব—লইব এই অবমাননার।"

বহুদিন যায়। ... ঈশা খাঁ গিয়াছে ছাড়িয়া এ ধরাধাম,
'জঙ্গলবাড়ী'—রাজধানী তাঁর—তখনো রয়েছে নাম।
বাস করে সেথা 'নিয়ামৎজান্'
কেদার-ভগিনী—পতিগতপ্রাণ,
সঙ্গে লইয়া যুগল কুমারে—'আরাম' ও 'বৈরাম'।

এমন সময় একদিন সেথা আসিল কেদার রায়,
ভগিনীর সাথে দেখা করিবার জানালো অভিপ্রায়।
ভাগিনেয়দ্বয়ে ডেকে নিয়ে পাশে
কতো চুমা দিল স্নেহ-সম্ভাষে,
আত্মীয়তার নূতন বাঁধনে বাঁধিল সে সবাকায়!

প্রাসাদ জুড়িয়া মহা সমারোহে করিল সে উৎসব,
আকাশ-বাতাস মুখরি' উঠিল আনন্দ-কলরব।
ভোজ দিল রাজা নগরবাসীরে
কতো উপহার দিল ভগিনীরে,
করিল না কেহ কোনো কাজে তার সন্দেহ-অনুভব।

কহিল কেদার ভগিনীরে ডাকি—"শোনো 'সোনামনি' বোন!
যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, ভুলে যাও তা এখন।
সাধ জাগিয়াছে এবে মোর মনে—
আমার যুগল কন্যার সনে
তোমার 'আরাম-বৈরামে' দিব পরিণয়-বন্ধন।

উহাদের আমি নিয়ে যেতে চাই আমার প্রাসাদে তাই,
ভাগিনেয় যাবে মামার বাড়ীতে, ক্ষতি তো কিছুই নাই!
এমনি করিয়া হবে পরিচয়,
দূর হয়ে যাবে সব সংশয়,
অনুমতি দাও যাইতে ওদেরে—সঙ্গে লইয়া যাই।"

নিয়ামৎজান কঠোর করিতে পারিল না তার মন,
ফিরাইয়া দিতে নারিল ভায়ের সাদর নিমন্ত্রণ।
করুণ-কোমল নারীর হৃদয়
অতি সহজেই হয়ে গেল জয়,—
কুমারদ্বয়ের যাত্রার লাগি স্থির হলো আয়োজন।

পৌঁছিল আসি আপন ভবনে যখন কেদার রায়,
অমনি যুগল কুমারে ধরিয়া বন্দী করিল হায়।
কালী-মন্দিরে লইয়া দু'জনে
বলি দিবে অমবস্যা লগনে!—
এমনি করিয়া প্রতিশোধ নিতে করিল অভিপ্রায়।

রাজকুমারীরা শুনিল যখন এ-কথার কানাকানি,
হায় হায় করি উঠিল তাহারা শিরে করাঘাত হানি।
পতি হবে যারা বলেছে পিতায়
তাদেরে ধরিয়া বলি দিতে চায়।
কে কোথায় হায় শুনেছে এমন নিষ্ঠুরতার বাণী!

'ঘটিতে দিব না কিছুতে এ-কাজ'—করিল তাহারা পণ,
স্বামী রূপে তারা কুমার যুগলে সঁপিল পরাণ-মন।
গভীর গোপনে নিশিথ সময়
বন্দীশালায় গিয়ে তারা কয়—
"এই পাপপুরী ছেড়ে চলো যাই—করি মোরা পলায়ন!"

কহিল আরাম-বৈরাম তাহে শান্ত-করুণ চোখে,
"এমন করিয়া মুক্তি লভিলে ভীরু' কবে সব লোকে।
কাপুরুষ সম গোপনে গোপনে
মিলন চাহিনা তোমাদের সনে,
বিবাহ করিলে করিব আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে।"

ক্ষান্ত হইল রাজকুমারীরা; কী আর করিবে হায়,
গোপনে পাঠালো 'জঙ্গলবাড়ী' এ নিঠুর বারতায়।
কারাগার তলে যুগল কুমার
বহে নিশিদিন বেদনার ভার,
অজানা সে কোন্ আশার আলোক চকিতে খেলিয়া যায়।

ধার্য্য দিনেতে বলির লগ্ন ঘনাইয়া এলো যেই,
রাজকুমারীরা খড়্গ হস্তে দুয়ারে দাঁড়ালো সেই।
"বধিতে দিবনা কুমার যুগলে,
খড়্গ চালাও আমাদের গলে।"
কহিল তাহারা; প্রমাদ গণিল সভাসদ সকলেই!

ছিনাইয়া নিল কুমার-যুগলে ক্রুদ্ধ কেদার রায়,
বন্দী করিল কন্যা দুটিরে কঠোর ভর্ৎসনায়।
কালী মন্দিরে হয়ে আগুয়ান
প্রস্তুত হলো দিতে বলিদান।—
এমন সময় বাহিরে কিসের কোলাহল শুনা যায়?

সংবাদ দিল দ্রুতপদে আসি কেদার রায়ের দূত—
"পাঠান এসেছে, পাঠান এসেছে, হও সবে প্রস্তুত!
ভয়ে শিহরিত পরাণ সবার,
বলিদান করা হইল না আর,
ছুটিয়া চলিল প্রাসাদে সবাই; ব্যাপার যে অদ্ভুত!

দেখিতে দেখিতে মুসলিম সেনা পঙ্গপালের প্রায়
ছাইয়া ফেলিল রাজার প্রাসাদ চারিদিক হতে হায়!
পরাজিত হলো রাজ-সেনাদল,
পাঠানের কাছে তারা হীনবল,
সুড়ঙ্গ পথে পালাইয়া গেল গোপনে কেদার রায়!

ধ্বনিয়া উঠিল আকাশে তখন—"করিম খানের জয়!"
রাজকুমারেরা বুঝিতে পারিল—নাহি আর কোনো ভয়;
এসেছে তাদের বীর সেনাপতি
সেনাদল নিয়ে অতি দ্রুতগতি,—
ভাঙি কারাগার বাহির হইল বন্দী কুমারদ্বয়।

কেদার রায়ের কন্যাদ্বয়ের পুরিল মনস্কাম,
মুক্ত করিল তাদের দুজনে আরাম ও বৈরাম ;
সেনাপতি বীর করিমের সনে
মহা ধুমধামে—পুলকিত মনে
ফিরে গেল তারা বর-বধূ বেশে—জঙ্গলবাড়ী-ধাম।

শিবাজী ও আফজাল খাঁ

মারাঠা নায়ক শিবাজী যখন লুণ্ঠন করি দেশ
অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দেখাইল এক শেষ,
সংবাদ পেয়ে বিজাপুর-পতি বাদশা সেকেন্দার
আফজাল খাঁরে পাঠাইয়া দিল দমিতে গর্ব তার।

প্রতাপগড়ের দুর্গ হইতে শিবাজী দেখিল চেয়ে—
আফজাল খাঁর সেনাদলে গেছে প্রান্তর-ভূমি ছেয়ে।
অগণিত যার লোক-লস্কর, বিপুল যুদ্ধ-সাজ,
শিবাজী কেমনে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে আজ!
অসম্ভব! এ ব্যর্থ প্রয়াস! যুদ্ধ কখনো নয়,
যুদ্ধ করিলে ভাগ্যে তাহার পরাজয় নিশ্চয়!
গহন কাননে গিরি-কন্দরে আত্মগোপন করি
চলে যে সতত সন্তর্পণে নিতি নব-রূপ ধরি,
উল্কার মতো সহসা নিম্নে নামিয়া অতর্কিতে
লুণ্ঠন করি ফিরে যে নিত্য ত্রস্ত-চকিত-চিতে,
সে কোন্ সাহসে সম্মুখ-রণে হইবে সম্মুখীন্?
মুক্ত মাঠে সে যুদ্ধ করিতে শিখে নাই কোনোদিন!
এতেক ভাবিয়া মারাঠা নায়ক শিবাজী অতঃপর
আফজাল খাঁর শিবিরে পাঠালো আপনার অনুচর।
বলিল সে গিয়া—"যুদ্ধের আর নাহি কোনো প্রয়োজন,
অভয় পাইলে শিবাজী করিবে আত্ম-সমর্পণ।

সেনাপতি যদি করেন তাহারে সাক্ষাৎ মঞ্জুর
আসিবে শিবাজী সন্ধি করিতে, সন্দেহ হবে দূর।"

দিল-খোলা সেই বীরের বাচ্চা সাচ্চা মুসলমান
প্রস্তাবে তার হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি দিল দান।
মধ্য পথের নির্জনে করি শিবির সন্নিবেশ
মিলন-মঞ্চ রচিত হইল, দ্বিধার নাহিকো লেশ।
স্থির হলো—তারা মিলিবে দু'জন সেই সে বিজনপুরে,
দেহ-রক্ষীরা রহিবে না সাথে—রহিবে সবাই দূরে।
একা আফজাল গেল সে শিবিরে, সাথে নাহি কেহ হায়!
শিবাজী কখন আসিবে—রহিল তাহারি প্রতীক্ষায়।
হোথায় শিবাজী বর্মে ঢাকিল নিজ দেহ চুপি-চুপি,
হস্তে লইল 'বাঘনখ্', শিরে পরিল লোহার টুপি;
তদুপরি তার বসন পরিল, ধরিল মিথ্যা বেশ—
কারো মনে কোনো সন্দেহ যেন নাহি জাগে এক লেশ।
ভবানী-মায়ের চরণে লুটিয়া আশীষ মাগিল তাঁর,
ফিরে-বা-না-ফিরে—এই আশঙ্কা মনে জাগে বারবার।

আসিল শিবাজী সেনাদলে তার দিয়ে উপদেশ-বাণী,
নির্জন পুরে শুধু দুই জন—নাহি আর কোনো প্রাণী।
কম্পিত পদে কুর্ণিশ করি হইল সে আগুসার,
আফজাল খাঁর চরণে লুটায়ে করিল নমস্কার।
সেনাপতি তারে দু'হাতে তুলিয়া উঠাইল সেইক্ষণ,
বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া করিল আলিঙ্গন।
এমন সময় সহসা শিবাজী হস্ত বাড়ায়ে তার
আফজাল খাঁর উদরে বিঁধিল 'বাঘনখ্' আপনার।
"উঃ—হু-হু! এ কী-এ! ভণ্ড কপট লম্পট বেঈমান,
কী করিলি।"—বলি আফজাল তার তলোয়ারে দিল টান।
নিমেষে তখনি শিবাজীরে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া
ভীম বেগে তারে আঘাত করিল সকল শক্তি নিয়া।
নিষ্ফল হয়ে এলো সে আঘাত, লৌহ-বর্ম পরে
রক্ত কোথায়? ... বৃথা তলোয়ার ঘুরে মরে ক্রোধ ভরে!

চলিল না আর হস্ত তাহার। মৃত্যু-যন্ত্রণায়
ছটফট করি সেনাপতি ভূমে লুটায়ে পড়িল হায়।
শিবাজী তখন সঙ্কেত-ধ্বনি করিল উচ্চরবে,
সেনাদল তার বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া আসিল সবে।
'হর-হর-বোম'! 'হর-হর-বোম'! করি ভীম গরজন
আফজাল খাঁর সৈন্য শিবির করিল আক্রমণ।
স্তম্ভিত যতো মুসলিম সেনা, সন্ধির দিনে আজ
এ কী অঘটন ঘটিল সহসা! মাথায় পড়িল বাজ!
নেতৃ-বিহীন অসংলগ্ন হতভাগ্যেরা যতো
মারাঠার হাতে শহীদ হইল,—এমনি ভাগ্যহত!

শান্ত হইল রণভূমি যবে, রহিল না কোনো ভয়,
মারাঠা-কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—"জয় শিবাজীর জয়!"

শ্রীহিন্দ গড়

শিখ-সর্দার বন্দা চলেছে
শ্রীহিন্দ আক্রমণে,
কলরোল তার উঠিছে বাজিয়া
স্তব্ধ দিগাঙ্গনে।
হর্ষ-পুলক-চল-চঞ্চল
শ্যামলিমা-ভরা নীল নভোতল,
পল্লীশিশুরা আসে বাঁধি দল
বিস্ময়-ভরা মনে,
শিখ-সর্দার বন্দা চলেছে
শ্রীহিন্দ আক্রমণে।

পুরনারী আর নগরবাসীর
মিলিত কণ্ঠস্বরে
নব সুর আজি ধ্বনিয়া উঠিছে
গুরুদাসপুর গড়ে।
দুর্গ-প্রাকার জন-কলরবে
মাতিয়া উঠিছে ভীম-ভৈরবে
বন্দার পিছু সিপাহিরা সবে
সাজিয়াছে থরে থরে,
নব সুর আজি ধ্বনিয়া উঠিছে
গুরুদাসপুর গড়ে।

দিকে দিকে ওঠে—"মাভৈঃ! মাভৈঃ!
জয় গুরুজীর জয়!"
সৈনিক-বধূ বাতায়ন-পাশে
আঁখিজল ফেলে ব্যথা-উচ্ছ্বাসে,
অশ্রুবীণার ঝঙ্কার ওঠে
গুরুদাসপুর ময়;
দিকে দিকে আজি বাজিয়া উঠিছে
"জয় গুরুজীর জয়!"

প্রান্তর মাঠ পার হয়ে চলে
সিপাহিরা দলে দলে,
পায়ের দাপটে ধূলিকণা যতো
উড়িল গগনতলে।
তখন তপন আকাশের ভালে
আশীর্বাণীর নবালোক জ্বালে
রাগিনী তাহার বাজিল গভীরে
সহসা জলে-স্থলে,
প্রান্তর মাঠ পার হয়ে চলে
সিপাহিরা দলে দলে।

কুতূহলে চলে অনুসরি পিছু
যুবা-তরুণের দল,
সুদূরের মায়া-মরীচিকা তরে
অস্থির-চঞ্চল।
অস্ত্রের ঘন ঘন রিন্-ঝিন্
উঠে আসমানে খুন্-রঙ্গীন্,
বাজে চরণের ধ্বনি সম কানে,
নাচে অন্তর-তল,
কুতূহলে চলে অনুসরি পিছু
যুবা-তরুণের দল।

সপ্তাহকাল পরে—
শ্রীহিন্দ নগর-দোরে
শিবির বাঁধিল বন্দা-সেনানী
সে এক অরুণ ভোরে;
আকাশের তলে মত্ত সকলে
রঙীন নেশার ঘোরে।—

অস্ত চাঁদের শীর্ণ আলোক
ইঙ্গিতে যেন কহে 'জয় হোক'
নিমেষে আবার শঙ্কার ছায়া
ঘিরে আসে অন্তরে,—
বন্দা-সেনানী শিবির বাঁধিল
শ্রীহিন্দ নগর-দোরে।

শ্রীহিন্দ্ প্রান্ত-বাটে
মোগল-শিখের রক্তে নাহিয়া
সূর্য চলিল পাটে!
শিখেরা হাঁকিল, "ওরে নাহি ভয়,
জয় জয় জয়, গুরুজীর জয়!"
মোগলেরা সবে "দীন্ দীন্" রবে
মাতিল মৃত্যু-নাটে।
মোগল শিখের রক্তে নাহিয়া
সূর্য চলিল পাটে।

তিন দিন পরে বন্দা-শিবিরে
আসিল মোগল দূত,
করিল সে আসি এই নিবেদন—
কালিকার তরে থেমে থাক রণ,
ঈদ উৎসব এসেছে বিশ্বে,
বিস্ময় অদ্ভুত।
তিন দিন পরে বন্দা-শিবিরে
আসিল মোগল দূত।

"তথাস্তু, যাও ফিরে,
থামাইব রণ কালিকার তরে"
বন্দা কহিল ধীরে।
শিবিরে তখন জ্বলেছে প্রদীপ
সন্ধ্যা এসেছে ঘিরে।
পরদিন খুলি রাঙা বীর-বেশ
মোগল সৈন্য ভুলি গ্লানি-দ্বেষ
উপাসনা তরে লইল ঘিরিয়া
দুর্গ-প্রান্তটিরে।
তখন তপন ঝলিয়া উঠিছে
মোগল দুর্গ-শিরে।

প্রভাত গগন টুটি—
সাম্যের বাঁশী উঠিল বাজিয়া,
আসিল সবাই ছুটি।
মিলনোচ্ছল নব পরিধানে
জামাত বাঁধিল পুলকিত প্রাণে,
ধনী-নির্ধন উজীর-নাজীর
এক ঠাঁই সব জুটি
সাম্যের বাঁশী বাজালো সকলে
ঈদগাহ্-তলে লুটি।

শঙ্কাবিহীন মোগলেরা সবে
ভক্তি পূরিত প্রাণে
দুর্গ-প্রাকার মুখরি তুলিল
তকবীর-ভরা গানে।
খোদার আসন সে সুর-পরশে
কাঁপিয়া উঠিল গভীর হরষে,
যতো ফেরেশ্‌তা বিস্মিত সবে
পুষ্পাঞ্জলি দানে।
মোগলেরা সবে নোয়াইল শির
—ভক্তিপূরিত প্রাণে।

সহসা অতর্কিতে—
শিখ-সেনাদল হানা দিল আসি
মোগল দুর্গ-ভিতে।
প্রার্থনা-রত মুসলিম যতো
আজি নিরুপায়—বিস্ময়-হত।
কঠিন মিলন ঘনায়ে এসেছে
বুঝিল তাহারা চিতে।
শিখ-সেনাদল হানা দিল আসি
মোগল দুর্গ-ভিতে।

কাতারে কাতারে দাঁড়ায়ে রহিল
মুসলিম সেনাদল
অসীমের ধ্যানে তন্ময় তারা—
শান্ত-অচঞ্চল।
এমন সময় মহা কলরবে
হামলা করিল তাহাদেরে সবে,
ধ্বনিয়া উঠিল—'গুরুজীর জয়'
মুখরি গগন-তল।
মুসলিম সেনা দাঁড়ায়ে রহিল
শান্ত অচঞ্চল।

নিমেষের মাঝে শ্রীহিন্দ হইল
মোগল চিহ্নহীন,
খুনে লালে-লাল ঈদগাহ্-তল
রক্ত-ছন্দ লীন।
একটি পলকে থেমে গেল সব,
মোগল-কণ্ঠ হইল নীরব,—
তবু যেন কোন্ সুদূর গগনে
বাজিয়া উঠিল বীণ—
দিশি দিশি হতে ঝঙ্কৃত হলো
সেই রব—“দীন দীন্”।

তারানা-ই-পাকিস্তান

উৎসর্গ

সুরশিল্পী

আব্বাস উদ্দীন আহমদ

আব্বাস—
তোমার কণ্ঠেই আমার পাকিস্তানের গান
নিশিদিন ঝংকৃত হয়ে ফিরেছে।
তারানা-ই-পাকিস্তান তাই
তোমারি হাতে তুলে দিলাম।

ইসলামী গজল

১

বিস্‌মিল্লাহির-রাহমানির-রাহিম।
সকল কাজের শুরুতে বল্‌
ওরে ও মুমিন মুসলিম॥

সকল কাজের শুরুতে তুই নিস্‌ যদি ভাই আল্লার নাম
তোর ঈমান হবে সাচ্চা খাঁটি, পূরবে রে তোর মনস্কাম।
নেক্‌ নযরে চাইবেন তোর 'পরে আল্লাহ্‌ সে মহামহিম।
ওরে ও মুমিন্‌ মুসলিম॥

আল্লার নামে করিস্‌ যদি তুই জহরের পিয়ালা পান
সেই জহর হবে শিরীন্‌ শরবৎ, খুশ্‌ হবে তোর দিল ও জান।
তুই আগুনে ঝাঁপ দিস্‌ যদি ভাই—আগুন হবে শীতল হিম।
ওরে ও মুমিন্‌ মুসলিম॥

সুখে-দুখে জীবন মাঝে আল্লার নাম তোর কর্‌ সাথী
ওরে নিরাশাতে সেই ভরসা, আঁধার পথে সেই বাতি
শুন্‌লে এ নাম ভাগ্‌বে শয়তান—
দূর হতে করবে তস্‌লিম।
ওরে ও মুমিন্‌ মুসলিম॥

২

সব গুণগান তোমারি
হে রাব্বিল্‌ আলামিন্‌।
তুমি চির-করুণাময়
তুমি বিচারক শেষদিন॥

তুমি ছাড়া আর মাবুদ নাই
তোমারি কাছে ছির ঝুকাই
তোমারি কাছে শক্তি চাই—
মোরা যে চির-শক্তিহীন॥

সরল সঠিক পূণ্য পথ
মোদেরে দাও গো ব'লে
চালাও সে পথে—যে পথে
তব প্রিয়জন যায় চ'লে।

যে-পথে-তোমার অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি—পরিতাপ
চালায়ো নাকো সেই পথে—
এই আরজ মোদের—আমিন ॥

৩

রাব্বানা, শোনো শোনো
আমার মুনাজাত।
যদি ভুল করি—ভুলে যেও
চাই যে মাগ্‌ফিরাৎ ॥

আগের দিনের লোকেরা তোমার
বহন করেছে যেই গুরু-ভার
সে-ভার মোদের মাথায় আবার
দিও না, হে পাক্‌-জাত

দিও না সে-ভার—যে-ভার বহিতে
শক্তি মোদের নাই,
কম্‌জোর মোরা—মাফ করো তুমি
তোমার করুণা চাই।

তুমি আমাদের মাওলা, হে প্রভু
এই কথা যেন ভুলি নাকো কভু
কুফরী হইতে বাঁচাও মোদেরে—
ধরো আমাদের হাত ॥

৪

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যতো গুণগান, হে চির-মহান,
তোমারি অন্তর্যামি॥

দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি কাছে যাচি হে শকতি,
তোমারি করুণা কামি॥

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদেরে দাও গো বলি'
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন যায় চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদেরে কখনো
ক'রো না সে-পথগামী॥

৫

বল্ আল্লাহ্— সে এক
আল্লাহ্ সে লা-শরীক।
তিনি সকলের নির্ভর
সৃষ্টি চেয়ে আছে তাঁর দিক॥

জন্ম নাহি দেন তিনি
জন্ম নাহি নেন তিনি
চির-পবিত্র তিনি এক—
নাই তাঁর কোনোই প্রতীক॥

হে খুদা দয়াময় রহ্‌মান-রহিম।
হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম ॥

নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি
চির-অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম ॥

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাধা-বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজন-পালন-ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত-আদিম ॥

আমি গুনাহ্‌গার, পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাই না বিচার হাশরের দিন
চাই করুণা তোমারি ওগো হাকিম ॥

৭

হে মানব-মুকুট-মণি নূরে মুহাম্মদ।
ধরণীর তুমি চির-প্রিয় চির-প্রেমাস্পদ ॥

সারা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তুমি খোদার হাবিব
এই দুনিয়াতে তুমি বিহিশ্‌তেরি নিয়ামৎ ॥

তুমি জন্মিলে সবার আগে, এলে সবার শেষ
কোন্‌ দূরপথের যাত্রী তুমি চির-পথিক বেশ
তোমার নয়নে নূরের আলো, হাতে কুরআন্‌ পাক
চির সাধনারি ধন তুমি—অতুল সম্পদ ॥

তুমি আমাদেরি ধরার ধূলায় মাটির মানুষ ভাই
মোদের সুখে-দুখে জীবন মাঝে তোমায় মোরা পাই।
তুমি মানুষেরে করিয়াছো চির-গরীয়ান
সেই পরম গৌরবে মোদের ভরে ওঠে প্রাণ
আহা ধন্য সে দিন—বিশ্বে যেদিন রাখলে তুমি পদ ॥

৮

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহাম্মদ রসুল।
কুল্-মাখ্লুকাতের গুল্বাগে
যেন একটি ফোটা ফুল ॥

নূরের রবি যে আমার নবী
পুণ্য-করুণা ও প্রেমের ছবি
মহিমা গায় তারি নিখিল কবি
কেউ নয় তার সমতুল ॥

পিয়ারা নবী যেই এলো দুনিয়ায়
হাসিল নিখিল আলোক-আভায়
পুলক লাগিল তরু ও লতায়
খুশীতে সবাই মশ্গুল ॥

আঁধার রাতে সে যে চাঁদের কিরণ
মরু-সাহারার বুকে সুধা-বরিষণ
নীরব ধরার গুল্বাগিচাতে যেন
গান গেতে এলো বুল্বুল্ ॥

৯

বাদ্শা তুমি দীন ও দুনিয়ার
হে পরোয়ারদিগার।
সিজ্দা লহ হাযার বার আমার
হে পরোয়ারদিগার ॥

চাঁদ-সুরুয্ আর গ্রহ-তারা
জিন্-ইন্সান্ আর ফিরিশ্তারা
দিন-রজনী গাহিছে তারা
মহিমা তোমার ॥

তোমার নূরের রৌশ্নি পরশি'
উজল হয় যে রবি ও শশী
রঙিন্ হয়ে ওঠে বিকশি
ফুল সে বাগিচার ॥

বিশ্ব-ভুবনে যা-কিছু আছে
তোমারি কাছে করুণা যাচে
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে
জীবন সবার ॥

১০

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসুল।
এই কলেমা পড় রে আমার পরাণ-বুল্বুল্ ॥

বল্ আল্লাহ্ ছাড়া দুসরা আর
মাবুদ কেহই নাই আমার
মুহাম্মদ মুস্তাফা তারি পিয়ারা রসুল।
নূরের রবি প্রেমের ছবি—নাই কো তাহার তুল ॥

এই কলেমার প্রেম-পরশ
করবে রে তোর দিল সরস
রঙীন' হয়ে ফুটবে রে তোর গুল্-বাগিচার ফুল।
বিহিশ্তী সেই খুশ্বুতে তোর দিল্ হবে মশ্গুল ॥

খুলবি যদি খুদার ঘর
এই কলেমার কুঞ্জি ধর
কুরআন-হাদিস নামায-রোযা সবারি এই মূল।
ভুলিস যদি এই কলেমা—সব হবে তোর ভুল ॥

তারানা-ই-পাকিস্তান

উঠুক নাকো তুফান জোর
এই কলেমা কিশ্‌তি তোর
এ কিশ্‌তিতেই পাবি রে তুই অকূলেতে কূল।
আখিরাতে পার হবি তুই পুলসিরাতের পুল॥

১১

নামাজের এই পাঁচ পিয়ালা গুলাবী শরবৎ।
পান করে তোর দিল্ তাজা কর্, হে নবীর উম্মৎ॥
খানা খাস্ তো রাশি রাশি
রূহ্ থাকে তোর উপবাসী
জানিস্ নাকি তোর খোরাকি আল্লার ইবাদৎ॥

নামায যদি কায়েম রাখিস, নাইকো রে তোর ভয়
সব কাজে তুই ফায়দা পাবি, হবে রে তোর জয়।
দুখের দিনে নিরাশাতে
ফল পাবি তুই হাতে হাতে
সে দিবে তোর বল-ভরসা কুয়ৎ ও হিম্মৎ॥

নামায হবে সাথের সাথী নূরের বাতি ভাই
গোরের আঁধার কুঠরি যে তোর করবে সে রোশ্‌নাই।
যাবি যদি বিহিশ্‌তে পাক
সাথে বেঁধে এই তাজী বুর্‌রাক্
খুদার কাছে পৌঁছে দেবে সে তোরে আলবৎ॥

১২

ফিরে এলো আজি ফের মাহে রমজান
দুনিয়াতে আল্লার বিহিশ্‌তী দান॥
একটি বছর পরে
এলো সে মোদের ঘরে
তস্‌লিম জানায় তারে মুসলিম জাহান॥

আকাশে জ্বলিছে ওই নূরের চেরাগ
গোছ্ল করিব মোরা দিয়ে তারি আগ।
বছ্রের যতো পাপ
পুড়িয়া হইবে সাফ্
ঈমান হইবে খাঁটি সোনার সমান।।

এ মাস ত্যাগের মাস—নহেকো ভোগের
হাওয়া বদলাই এ যেন মনের রোগের।
দাওয়াই সে অতি সোজা
রাখিব তিরিশ রোযা
পড়িব নামায আর পড়িব কুরআন্।।

১৩

আল্লাহ্ ইয়াহু ইয়াহু ইয়াহু।
আল্লাহ্ ইয়াহু ইয়াহু ইয়াহু।।

আমার জীবনে মরণে
আমার শয়নে স্বপনে
আমার আঁধারে আলোকে
আমার বাহিরে গোপনে
তোমায় ডাকি মুহুর্মুহু।।

তোমায় দেখিনি কো তবু
জানি তুমি আমার প্রভু
আমি তোমা ছাড়া কারো কাছে
নোয়াই না শির কভু
তুমি লা-শরিকাল্লাহু।।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস
তোমার কথা কহে
মোর পরাণ-পাপিয়া কাঁদে
তোমারি বিরহে।

তারানা-ই-পাকিস্তান

তুমি আছো সে কোন্ দূরে
আমি মরি ঘুরে ঘুরে
জ্বালো তোমার নূরের শিখা
তোলো আঁধার যবনিকা
এসো, দেখি দোঁহে দুঁহু।
আল্লাহ্ ইয়াহু ইয়াহু ইয়াহু ॥

১৪

ওগো মদিনা মনোয়ারা
কে বলে তুমি মরুভূমি
কে বলে তুমি সবহারা ॥

মরুভূমি নওকো তুমি, তুমি যে গুল্-বাগিচা
তোমার ফুল না ফুট্‌লে ধরার গুল্-বাগিচা সব মিছা
তোমার রঙীন গুলে-লালায় ত্রিভুবন মাতোয়ারা ॥

তোমার বুকে ঘুমিয়ে আছে
অতুল সম্পদ
দীন-দুনিয়ার কোহিনূর সে
রসুল মুহাম্মদ।

আগুন-ঢালা আকাশ-তলে রোজ হাশরের ময়দানে
নফ্‌সি নফ্‌সি করবে সবাই খুঁজবে ছায়া কোন্ খানে
ছায়াতরু হবে সেদিন তোমার মরু সাহারা ॥

১৫

আজ নূতন ঈদের চাঁদ উঠেছে
নীল আকাশের গায়।
তোরা দেখবি কারা ভাই-বোনেরা
আয় রে ছুটে আয় ॥
আহা কতোই মধুর খুবসুরাৎ ঐ ঈদের চাঁদের মুখ
ও ভাই তারো চেয়ে মধুর যে ওর স্নিগ্ধ হাসিটুক।
যেন নবীর মুখের হাসি দেখি ওই হাসির আভায় ॥

আজ বোঝাই করি খুশীর সওগাত ঈদের চাঁদের নায়
যেন ফিরিশ্‌তারা ভিড়লো এসে ধরার কিনারায়
সেই শিরনী ধর্‌ আজ তশ্‌তরীতে হৃদয়-পিয়ালায় ॥

ওরে চাঁদ নহে ও—ও যে মোদের নূরেরি খঞ্জর
ওই খঞ্জরেতে কাটবো মোরা শয়তানের পঞ্জর
মোরা ভুলবো আজি সকল বিরোধ—মিলবো গো ঈদগায় ॥

১৬

বল্‌ আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌।
বল্‌ আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ ॥

সব গুণগান বিশ্বপালক আল্লাহ্‌তালার
বাদশা তিনি কুল-মুলুকের দীন-দুনিয়াব
চাঁদ-সুরুয আর গ্রহ-তারা যমিন-আসমান
যা-কিছু সব তারি পয়দা—সব তারি শান
সবি তার নূরের জিল্লাহ্‌ ॥

মোদের জীবন মোদের মরণ তার ইখ্‌তিয়ার
রাখেন তিনি মারেন তিনি—যা খুশী তাব
তার মহিমার তার গরিমার নাই কোনো পার
সে ছাড়া আর নাই ভরসা নাই গতি আব
সে যে সবারি ছিল্লাহ্‌ ॥

আসুক দুঃখ আসুক বিপদ হোস্‌নে চঞ্চল তুই তাতে
দুঃখে-সুখে হাসিমুখে শোকর কর্‌ তার দরগাতে
তারি বিজয়-নিশান নিয়ে চল্‌ মুজাহিদ তার রাহে
জান্‌ ও মাল তোর কুরবাণী দে তারি খুশীর ঈদগাহে
দে সব রাহেলিল্লাহ্‌ ॥

১৭

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা ।।

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি ।।

চাঁদ-সুরুয আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে ।।

তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ।।

নবী না হয়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফেরেশ্‌তা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার

পাকিস্তানী গান

১

সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান।
আসমানের ওই মিনার-চূড়ে উড়ছে কার সবুজ নিশান
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান॥

শিল্পী যাহার আঁকলো ছবি—কবি যাহার গাইলো গান
রূপ ধরে আজ আসলো রে সেই ধ্যানের ছবি পাকিস্তান;
ফুল ফোটে কার অনুরাগে
ধানের ক্ষেতে দোলা লাগে
পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলী কার টানে আজ বয় উজান॥
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান॥

পাকিস্তান সে ইজ্জৎ মোদের আযাদী মোদের মোদের মান
ফুলের যেমন খোশবু তেমন আমাদেরো পাকিস্তান;
পাকিস্তান সে মোদের আশা
পাকিস্তান সে মোদের ভাষা
জানো কি ভাই এই দুনিয়ায় ফিরদৌস্ তোমার সে কোন্ খান
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান॥

জোর কদমে এগিয়ে চলো, ওরে ও তরুণ নওযোয়ান
আযাদ করো মযলুমে আজ, দাও সবারে অভয় দান।
বুক ফুলাও শির উঁচা করো
বীর মুজাহিদ নাহি ডরো
ঝাণ্ডা তোমার উঁচা রাখো দেখুক চেয়ে সারা জাহান
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান॥

দুনিয়াতে আজ যুলমাৎ ভারী, নাই কো ইনসাফ্, নাই ঈমান
কে শুনাবে প্রেমের বাণী, করবে কে মুশকিল আসান
কে মিলাবে আরব-আজম পুরব-পশ্চিম সারা জাহান
এক কথায় তার সাফ জবাব দাও—
—পাকিস্তান সে পাকিস্তান॥

তারানা-ই-পাকিস্তান

২

ঝির-ঝির্-ঝির্-ঝির্ পুবান বাতাসে ধাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।
পাকিস্তানের পাক-মুলুকে আমায় লৈয়া যাও
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।।

সেই না দ্যাশে যাবার তরে
পরাণডা মোর কাঁইদা মরে
খুবসুরাৎ সেই দ্যাশের ছবি
আমারে দেখাও।।

পাকিস্তানে রোজ বিহানে
আযান দেয় বুলবুল
হিম-শিশিরে অযু ক'রে
নামাজ পড়ে সব ফুল।

দরিয়া পারে সোনার দ্বীপে
সেই সে পাকিস্তান-শরীফে
আল্লা-নবীর নাম নিয়ে আজ
দাওরে পাড়ি দাও।।

৩

চল্ চল্রে মুকুলদল
চল্ পাকিস্তানের গুলবাগে
ফুট্বো মোরা চল্রে চল্।।
আজ রাত্রি অবসান
শোন্ ঊষার আযান
আলোর মুকুলদল
ওই ফুটলো গগনতল
আমরা কেন রইবো ঘরে ভাঙ্রে নিঁদমহল।।

মোদের বিরান গুলিস্তান
আবার করবো রে গুলশান
হেথায় বস্‌বে রে মহ্‌ফিল্‌
গাবে বুল্‌বুলিরা গান
হেথায় জাগবে আবার নতুন দিনের নতুন কোলাহল ॥

চল্‌ চল্‌রে মুকুলদল
চল্‌ ওরে চঞ্চল
মোদের শাখায় শাখায় আয়রে আজি
ফুটাই ফুল ও ফল
আজ নতুন আশার স্বপ্ন মোদের চোক্ষে ঝলমল ॥

৪

পাকিস্তানের গুলিস্তানে আমরা বুলবুলি।
চাঁদনি রাতে ফুল-শাখাতে দোদুল-দুল্‌ দুলি ॥

মোরা, সালোয়ার পরি মোরা ওড়্‌না উড়াই
ফুলপরীদেব সাথে নেচে বেড়াই
নীল আকাশে সাঁতার দিয়ে তারার ফুল তুলি ॥

মোরা, গান গেয়ে যাই মনের সুখে
স্বপন বুনি বনের বুকে
ফুটাই মোরা নূতন আশার মুকুলগুলি ॥

৫

জাগো—
জাগো জাগো জাগো
মায়েরা বোনেরা জাগো ;
জীবনের চিরসঙ্গিনী-ওগো
হাওয়ার মেয়েরা জাগো।
জাগো সেবিকা হাজেরা রহিমা
খাদিজা আয়েশা ফাতিমা
জাগো কল্যাণময়ী জননী
বিশ্বে চির মহিমা গো ॥

তারানা-ই-পাকিস্তান

এসো রনরঙ্গিনী সাজিয়া
নব চাঁদ-সুলতানা রাজিয়া
ঘন দামামা উঠুক বাজিয়া
    আনো বিজয় গরিমা গো ।।
জাগো পুণ্য-প্রেমে মমতাজ
   গড়িব আমরা নব তাজ
জাগো রূপ-কুমারী নূরজাহান
    বিশ্বে অনুপমা গো ।।
জাগো নূতন দিনের আলোকে
নব স্বষ্টির স্বপন চোখে
ডাকে নূতন পৃথিবী তোমারে
    চলচপল ছন্দা গো ।।

৬

উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান
চাঁদ-তারা-সাদা আর সবুজ-নিশান—
    আমাদের কওমী নিশান ।।

সবুজ সে জীবনেব কল-সঙ্গীত
শস্য-শ্যামলা এই ধরার ইঙ্গিত
মাঠে মাঠে পাট আর মাঠে মাঠে ধান
    আমাদের কওমী নিশান ।।
দ্বিতীয়ার চাঁদ দেয় আস্‌মানী ছাপ
বুকে তার পূর্ণিমা চাঁদের খোয়াব
সবারে সে সমভাবে করে আলো দান ।

তারা সে ইসারা নব সাম্যবাদের
প্রতীক সে অগণিত গণ-মানবের
চাঁদ সাথে দেখ তার মিলন মহান
    আমাদের কওমী নিশান ।।

সাদার বুকেতে আছে বাদল-ধনু
সাত রঙে গড়া তার শুভ্র তনু
গাহে সে সবার রঙে রঙ-মেশা গান।

বেতারের খুঁটি এই নিশান মোদের
আরব আজম সাথে যোগ আছে এর
এর সাথে বাঁধা আছে সারাটি জাহান
আমাদের কওমী নিশান।

৭

জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কায়েদে-আযম জিন্দাবাদ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ॥

নয়া যামানার আলাদিন তুমি মায়াবী মূর্তিমান
নূরের চেরাগে হিন্দুস্থানে আনিলে পাকিস্তান
সোনার কাঠির পরশে তোমার জাগিল মুসলমান
সাত সাগরের নাবিক তুমি—তুমি যে সিন্দাবাদ ॥

বঙ্গ-সিন্ধু-পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশ
তোমারি ডাকে জেগেছে আজি—ধরেছে আযাদী বেশ
টুটেছে দীর্ঘ দিনের তন্দ্রা—রাত্রি হয়েছে শেষ।
সারা মুসলিম জাহানে আজি ধনিছে তুর্য্যনাদ ;
বীর-মুজাহিদ চির-নির্ভীক—চির-উন্নত শির
তুলনা তোমার নাহিকো, তুমি যে বিস্ময় ধরণীর
জঙ্গে-পাকিস্তানের তুমিই সিপাহ্‌সালার বীর
মানো নাই তুমি কোনো বাধা-ভয় গ্লানি ও নিন্দাবাদ ॥

বিরান বাগে আনিলে তুমি এ কোন্ নওবাহার
শাখায় শাখায় ফুটালে ফুল জিন্দা তামান্নার
নূতন আশার স্বপ্ন সবার চোক্ষে দিলে আবার
লও আমাদের তস্‌লিম আজ—লও মুবারকবাদ ॥

৮

জিন্নাহ্ তুমি জিন্দা রহ।
পাকিস্তানের পাক-কলেমা
সবার কানে কহ কহ ।।

খুশ্‌নসীব আজ মুসলমানের
কওমী ইমাম তুমি তাদের
ঝড়-তুফানে কিশ্‌তী মোদের
বাইছো তুমি অহরহ ।।

মরণ-ঘুমে ঘুমিয়ে ছিনু
নিঁদমহলার আঁধার পুরে
নও-জামানার হে মুয়াজ্জিন
আযান দিলে নূতন সুরে।

জেগেছি আজ নূতন প্রাণে
নূতন আশা—নূতন গানে
শুক্‌রিয়া দেয় মুসলিম জাহান
তসলিম তাদের লহ লহ ।।

৯

পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমরা পাহারাদার।
চোরাবাজারের শয়তান যতো হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার ।।
ধরিব চোর ও মুনাফাখোর
মজুদকারীর ভাঙিব দোর
ছাড়িব না কারো, হোকনা সে বড় নবাব-সুবা ও জমিনদার ।।

নূরের মশাল জ্বালিয়া তালাস করিব চোরাই মাল
দেখি কারা আজ খাবার জিনিসে মিশায় জাল-ভেজাল।
চাল-চিনি আর আটা-ময়দার
চোরা-কারবার চলিবে না আর
সাবধান হও কালাবাজারের ধড়িবাজ যতো ব্যবসাদার ।।

টিকিট না কিনে রেলগাড়ী চড়ে দেখি কেবা আজ যায়
জাহান্নামের ইস্টেশনেই নামাইয়া দিব তায়।
অফিসে বসাবো গুপ্তচর
রাখিব সবাই কড়া নজর
ঘুষ খাবে যারা ঘুষি খাবে তারা, চাবুক মারিব—খবরদার ॥

লাঞ্ছিত যারা বঞ্চিত যারা মেনো নাকো পরাজয়
তোমাদের পাশে আমরা দাঁড়াবো—নাহি নাহি কোনো ভয়।
পাকিস্তানের পাকমাটি
মানুষ এখানে হবে খাঁটি
রবে না হেথায় বে-ইনসাফ্—রবে না হেথায় অত্যাচার ॥

১০

(ওরে ও) ওরে মোমিন ভাই তুই করিস কেন ভয়।
পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে—হবে হবে জয় ॥

(ওরে ও) পাকিস্তান সে নয় কাঁচা রঙ—পাকা রঙ সে ভাই
পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার সাধ্য কারো নাই
এসেছে সে থাকার তরে—যাবার তরে নয় ॥

(ওরে ও) নাইবা থাকুক টাকা কড়ি, নাইবা থাকুক ঘর
গাছতলাতে থাকতেন মোদের খলিফা 'ওমর'
চাইনা মোরা কিছুই—যদি আল্লাহ্ মোদের রয় ॥

(ওরে ও) গেছে গেছে দিল্লী-আগ্রা, নাইকো দুঃখ-লাজ
পাকিস্তানে গড়বো মোরা নতুন করে তাজ
লাখো শোকর—গড়ে যাবার নসিব যাদের হয় ॥

(ওরে ও) আরব-মরুর দুলাল মোরা দিগ্বিজয়ী বীর
এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নোয়াই নাকো শির
দিব মোরা আবার মোদের নূতন পরিচয় ॥

১১

শোনো শোনো আল্লাহ্ মোদের নতুন মোনাজাত।
আমরা যেন যাই না মারা—নাইবা পেলাম ভাত॥
চোর-ছ্যাঁচড়ে চোরা কারবার
করছে যখন মানুষ মারবার
তুমি যদি 'স্টেপ' না নাও এর—মরবো যে নির্ঘাৎ॥

দিক্‌না ওরা যতোই ভেজাল—বস্তাপচা চাল
তুমিও এবার ওদের উপর চালো নতুন চাল।
পেটের অসুখ দাও তাড়িয়ে
হজমী-শক্তি দাও বাড়িয়ে
যা খাবো তাই হজম হলেই—ওদের সব চাল মাত্॥

ভুলিয়ে দাও গো কোর্মা-পোলাও রসগোল্লার সাধ
কাঁকর-যুগে ওসব এখন করো গো বিস্বাদ।
দুধ-ঘি যেন আর না কিনি
চিনি যেন আর না চিনি
ওসব জিনিস সিভিল-সাপ্লাই রাখুক গুদামজাত॥

ঘি'র বদলে ডাল্‌ডা যেমন করলে তুমি চল
দুধের বদলা তেমনি করো চায়ের গরম জল।
পোলা-পানরা দুধ ব্যাগরে
যেন টঁ্যা-টঁ্যা না করে টি-টি করে
ঐ বাঙা দুধেই বাড়ুক তাদের কুয়ৎ ও হায়াৎ॥

হালাল মালের ফর্দ তোমার করো 'রিভাইজ'
ঢুকাও ওতে কাচের গুড়ো আর তেতুলের বীজ
শ্বেত পাথরে করো পয়দা
এক-নম্বরী সফেদ ময়দা
ওতেই তুমি দাওগো ফয়দা—দাও ভিটামিন-সাত॥

নারিকেলের তেল যদি আর না পায় নারীকুল
সুগন্ধি ওই কোরোসিনেই রাখো তাদের চুল।
ভালো সাড়ী গয়না-গাটি
এ নিয়ে আর কাঁদাকাটি
করে নাকো যেন কোনো খুবসুরৎ আওরাৎ।।

ঘুষ-খাওয়া আর মজুত-করা ডিলারী কারবার
এসব এখন জায়েজ করো, নৈলে চলা ভার।
একেই মোরা পাইনা আরাম
তাতে আবার হালাল-হারাম!
এ নিয়ে যেন্ মৌলবীরা করে না উৎপাৎ।।

'ইভিল'-সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টকে দাও এ কাজের ভার
দেখবে তারা চালায় এ কাজ কেমন চমৎকার।
লীডাররা সব থাকবে বসে
দিব্যি যে যার গদি ক'সে
এমনি করেই পাবে মোদের পাকিস্তান নাজাৎ।।

১২

পাকিস্তানের অভাব কী?
পাকিস্তানের অভাব কী?
(ও ভাই) বরিশালে চাল আছে আর
ঢাকায় আছে গাওয়া ঘি।।

যশোর জিলায় আছে রে ভাই
পাটালি-গুড় খেজুর গাছ
ফরিদপুরে কী মজাদার
পদ্মা নদীর ইলিস-মাছ!
খুলনায় আছে গাছে গাছে
নারিকেল পান-সুপারী।
পাকিস্তানের অভাব কী।।

তারানা-ই-পাকিস্তান

বাগেরহাটে কুষ্টিয়াতে
নারায়ণগঞ্জে আছে মিল্
মিহিন্ শাড়ী কিন্‌বো মোরা
মোমেনশাহী-টাঙ্গাইল।
গামছা-লুঙ্গি-গেঞ্জি পাবো
পাবনাতে ভাই—ভাবনা কী।
পাকিস্তানের অভাব কী॥

শুঁকটী মাছের সুখটি পাবো
নোয়াখালী চাঁটগাতে
রাজশাহীতে মিষ্টি খাবো
আম খাবো ভাই মালদাতে।
দিনাজপুরের চিড়ে খাবো
বগুড়াতে দৈ মাখি।
পাকিস্তানের অভাব কী॥

কুমিল্লাতে কিনবো হুঁকো
তামাক খাবো রংপুরে
সিলেট গিয়ে চা খাবো আর
কমলা খাবো পেট পুরে।
সব আছে, তেউ ঘুচবে না তোর
খুঁৎখুঁতে এই স্বভাব কি?
পাকিস্তানের অভাব কী॥

১৩

সকল দেশের চাইতে সেরা পূর্ব-পাকিস্তান
সুজলা-সুফলা সোনার বাংলা—ধরার গুলিস্তান॥

এর মাথার উপর নীল আকাশের চাঁদোয়া ঝুলানো
তায় চাঁদ-সুরুয আর তারার বাতি দোদুল দুলানো
এর মুক্ত মাঠে দোল খেয়ে যায় সোনার পাট ও ধান।

হেথা তাল-নারিকেল-আমবাগানে ছাওয়া পল্লীতল
হেথা স্নিগ্ধ-শীতল নদীর পানি আলোয় ঝলমল
হেথা সর্ষেফুলের রঙীন মায়া জুড়ায় দুই নয়ান ।।

হেথা খোশবু বিলায় যুঁই-চামেলী-কমলানেবুর ফুল
হেথা এক সাথেতে গান গেয়ে যায় কোয়েলা-বুল্‌বুল্‌
হেথা চাঁদনী রাতে ভেসে আসে ভাটিয়ালী গান ।।

হেথা মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস মুক্ত সবার প্রাণ
হেথা মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে—মসজিদে আজান
হেথা ভায়ে ভায়ে ঘর বেঁধেছি হিন্দু-মুসলমান ।।

১৪

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলো রে ভাই যতো মোমিনগণ
পাকিস্তানের বয়ান করি শোনো দিয়া মন।
ইংরেজ আমল শেষ হয়েছে নেইকো তারা আর
আমরা এখন নইকো রে ভাই কারো তাঁবেদার।
দেশের মালিক আমরা এখন হিন্দু-মুসলমান
স্বাধীন সবাই পেয়েছি ভাই স্বাধীন জাতির মান।
এদেশ এখন ভাগ হয়েছে দুই ভাগেতে ভাই
হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান জানিও সবাই।
বাংলা সিন্ধু পাঞ্জাব আর সীমান্ত-প্রদেশ
এই হলো ভাই পাকিস্তান জানিও বিশেষ।
পাকিস্তান সে আনলো জিন্নাহ্‌ কায়েদে আজম
মাথায় তাহার ঝরুক সদা আল্লার রহম।
এম্‌নি করে পাকিস্তান সে কায়েম হলো ভাই
এ-রে এখন সবাই মিলে গড়ে তোলা চাই।
চাষী ভাইরা ভালো করে চাষ করো ধান-পাট
সওদাগররা ব্যবসা করো, বসাও দোকানপাট
কামার-কুমোর গড়ো হাঁড়ি খোন্তা-কুড়ুল-দাও
তাঁতী ভাইরা তাঁত বোনো সব—মাঝিরা বাও নাও
ছেলে মেয়ে সবারি ভাই এলেম শিখা চাই
এলেম ছাড়া কোনো কিছু হবার উপায় নাই।

তারানা-ই-পাকিস্তান

ডাক্তার-হাকিম-ইঞ্জিনিয়ার—হাজারে হাজার
চাই আমাদের, এরা যে ভাই নেহাৎই দরকার।
সবার চেয়ে চাই আমাদের খাঁটি মানুষ ভাই
তা' না হলে পাকিস্তানের মূল্য কিছুই নাই।
হায়রে—মন যদি না হয় খাঁটি পাক—মাটি কি হয় পাক
মানুষ দিয়েই দেশের বিচার, দেশের নাম ও ডাক।
ঘুষখোর চোর বদমায়েশ আর যতো ধড়িবাজ
পাকিস্তানকে গড়ে তোলা—নয়কো এদের কাজ।
এসো সব ভাইরা আমার খাঁটি করি মন
পাকিস্তানকে গড়ে তোলার সবাই করি পণ।
দলাদলি, রেষারেষি ভুলে সবাই ভাই
এক-নিশানের তলে এসে মিলি গো সবাই।
যতোই বাধা আসুক নাকো করবো নাকো ভয়
শেষ করিলাম পালা, বলো পাকিস্তানের জয়।।

১৫

মুবারকবাদ! মুবারকবাদ!
হাজারো খুশ-আমদিদ্।
আজ আমাদের পাক আজাদীর
নূতন খুশির ঈদ।

বন্ধ্যতা-তিমির-রাত টুটলো রে টুটলো
পূব-আসমান ফের রাঙা হয়ে উঠলো
চমন-বাগিচায় ফুলকুঁড়ি ফুটলো
এলো সুব্হে-উমিদ।।

শুরু হলো আমাদের ইসলামী হুকমাৎ
ইসলামী জিন্দিগী—ইসলামী সিয়াসাৎ
নামলো দুনিয়ায় আল্লার নিয়ামৎ
জিন্দাবাদ তৌহিদ।।

এ পাক-জমীন হোক শান্তির মঞ্জিল
ভাই ভাই হোক আজ এক-জান এক-দিল
মাশরিক ও মাগরিবে আসুক মনের মিল
হাসুক খুশির খুরশিদ।।

বিবিধ

১

গোপন মৃদু চরণ ফেলে
হৃদয় মাঝে কেগো এলে
হেথায় তুমি কি চাও প্রিয়া
শান্ত করুণ হৃদয় মেলে।।

হায় অভাগী, এ যে মরু
নাইকো হেথায় ছায়াতরু
এপথ বেয়ে কেউ আসে না
ত্যক্ত এপথ অনেককেলে।।

এই সাহারার বিজন বুকে
একলা আমার জীবন কাটে,
মানুষকে ভাই পর করেছি
যাইনা কো তাই পল্লী-বাটে।

তাই যে আমার বুকের মাঝে
করুণ সুরে বেদন বাজে
হয়তো তোমায় দিতে হবে
অনাদরে পায়ে ঠেলে।।

২

যাও প্রভাত সমীর যাও
মোর দিল-দরদীর কাছে যাও।
ধরো, অশ্রুর এ লিপিখানি
তারি রাঙা হাতে নিয়ে দাও।।

আমি তারি ধ্যানে রহি লীন
তারে ভালোবাসি নিশিদিন
সে যে প্রাণের প্রিয়তমা
তারি লাগি যে প্রাণ উধাও।।

তারি বিরহ বেদনাতে
নিঁদ নাহি এ আঁখিপাতে
সারা রাতি যে কেঁদে কাটে
সে কি স্বপনে জানে না তাও ।।

বলো তারি তরে এ জীবন
গেল মরণে করি বরণ,
সে কি আসিবে না মরণেও
তাই বারেক তারে শুধাও ।।

৩

তোমার আকাশে এসেছে প্রভাত
আমার আকাশে আসেনি,
তোমার বিশ্ব ভেসেছে পুলকে
আমার বিশ্ব ভাসেনি ।।

হেথায় এখনো রয়েছে আঁধার
পুরবাসী কেউ খোলেনি দুয়ার
মুদিত আমার মনের কমল
নয়ন মেলিয়া হাসেনি ।

বিফল তোমার প্রভাত যদি না
আমার হৃদয় জাগিল
মিথ্যা তোমার আলোক যদি না
চিত্তে পুলক লাগিল ।

আজি এ প্রভাতে যেন মনে হয়
বঞ্চিত হয়ে আছে এ হৃদয়
সবারেই ভালো বেসেছে ও আলো
আমারেই শুধু বাসেনি ।।

৪

আজ প্রভাত আলোর পুণ্য নূরে
আমার হৃদয় আকাশখানি
রঙে রঙে দাও গো পূরে ॥

অরুণ-রবির আলোক-মালায়
যেমন করে আঁধার পালায়
সঞ্চিত মোর মনের আঁধার
তেমন করে পালাক দূরে ॥

তোমার আলোর ছোঁওয়া লেগে
মেঘ রাঙা হয় গগন-কোণে
তেমন করে হোক না রাঙা
যে মেঘ আছে আমার মনে।

যেমন করে বনের পাখী
করে তোমায় ডাকাডাকি
তেমন করে মনের পাখী
ডাকুক তোমায় সুরে সুরে ॥

৫

কবে যে আসবে তুমি মোর আঙিনাতে
অধরে মুগ্ধ হাসি—ফুলমালা হাতে।
বিরহের সব বেদনা
নয়নের অশ্রুকণা
ফুটিবে ফুল হয়ে মোর গুলবাগিচাতে ॥

তোমারি পথ চাহিয়া
এ জীবন যায় বহিয়া
নিশিদিন নিঁদ নাহি মোর দুই আঁখিপাতে ॥

থেকো না নীল গগনে
এসো মোর দুই নয়নে
নামো আজ মূর্তি ধরি এই মধুরাতে ॥

৬

কে গো তুমি কোন্ গগনের না দেখা স্বপনপরী।
ঘুমঘোরে মোর কুঞ্জবনে যাও গোপনে সঞ্চরী ॥

তোমার রাঙা চরণপাতে
শিহর লাগে ফুলশাখাতে
ফুটে ওঠে পারুল-চাঁপা-হাস্না-হেনার মঞ্জরী ॥

কোকিল দূরে যায় ডাকিয়া
গায় পাপিয়া 'পিয়া পিয়া'
ফুল-শয়নে ঘুমিয়ে-পড়া ভোমরা ওঠে গুঞ্জরী ॥

জেগে দেখি ভোরের বেলা
মোর বাগিচায় ফুলের মেলা
সেই ফুলেরই গন্ধে তোমার গন্ধ যে পাই সুন্দরী ॥

৭

ওগো দখিন হাওয়া ওগো পথিক হাওয়া
আমি ভালোবাসি তোমার আসা যাওয়া।
তোমারি আশে
পথেরি পাশে
পেতে রেখেছি হিয়া বেদনা-ছাওয়া ॥

এলে তুমি যে পথ দিয়া
সে পথে রয় আমার পিঁয়া
তোমার পরশে যায় তারি পরশ পাওয়া ॥

তুমি দিলে এনে গোপনে ভালোবেসে
যে সুরভি ছিল তার কাজল কালো কেশে।
তুমি তারি রূপ-সায়রে যে নাওয়া ॥

৮

মধুময় ফাগুনের কুঞ্জের মাঝে
আজি কার রাঙা পা'র মঞ্জীর বাজে ।।

এলোচুল দুলদুল ঢুলঢুল আঁখি
পুষ্পের হার আর পুষ্পের রাখী
অঞ্চল দোলে তার চঞ্চল বায়ে
রক্ত-কপোল হয় উজ্জ্বল লাজে ।।

আঁখি-পল্লবে তার কী করুণ দৃষ্টি
সৃষ্টির বুকে যেন প্রেম-সুধা বৃষ্টি ।
সুরভিত বনপথ দেহের সুগন্ধে
এলো কিগো বনরাণী ফুলরাণী সাজে ।

অনন্ত-যৌবনা চিরমনোহারিকা
কেগো তুমি সুন্দরী প্রেম-অভিসারিকা ;
গাহিতেছো কার গান কুঞ্জবিতানে
বন্দিছো তুমি কিগো বসন্ত-রাজে ।।

৯

ফিরে চাও বারেক ফিরে চাও
হে চির নিঠুর প্রিয়া ।
দেখ চোখ তুলে আমার এই
বেদনা-রঙীন হিয়া ।।

পুড়িছে রূপ-শিখায় তব
পরাণ-পতঙ্গ মোর
সে পোড়া পরাণ বাঁচাও ফের
তব প্রেম-সুধা দিয়া ।।

তোমারি প্রেম-শরাবের
আমি যে পিয়াসী গো
রঙীন পিয়ালা ভরি
সে শরাব পিলাও পিয়া ।।

হে মোর বেদিল প্রিয়া
কতোকাল কাঁদিব আর
মুছাবে নাকি আঁখিজল
মোরে ভালোবাসিয়া ।।

১০

আবার আসিল বরষা
অশ্রু-সলিল-সরসা ।।
ঘনাইয়া এলো কাজল-মায়া
তরুপল্লব-পরসা ।।

অসীমের দিক-দিগন্তরে
কে যেন আজি কাঁদিয়া মরে
ঝর-ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে
খুঁজিয়া না পায় ভরসা ।।

কোন্ যেন বিরহিনীর বুকের
গোপন বেদনা আজি
বাদল-ব্যাকুল পুবালী বাতাসে
সঘনে উঠিছে বাজি ।

যুগান্তরের বিরহ ব্যথা
না-কওয়া সে কোন্ গোপন কথা
রূপ ধরে যেন এসেছে গগনে
জল-ছল-ছল দরশা ।।

১১

আজি শ্রাবন-ঘন-গহন রাতে
একলা ঘরে রয়েছি জাগি ।
ব্যথিয়ে ওঠে পরাণ মম
হে প্রিয়তম, তোমারি লাগি ।।

তোমার স্মৃতির সুরভি রাশি
বাদল-বায়ে আসিছে ভাসি
ব্যাকুল হিয়া কাঁদিছে আজি
তোমারি সাথে মিলন মাগি ।।

মেঘের চোখে অশ্রু ঝরে
পুবালী বাতাস কাঁদিয়া মরে ।

আমারো চোখে তোমারি তরে
তেমনি করে অশ্রু ঝরে ।
ব্যথার কালো কাজল রঙে
হৃদয় মম হয়েছে দাগী ।।

১২

সুন্দর চাঁদিনী রাতি বহিছে দখিনা বায়
পিয়া-পিউ-পিউ-পিউ পাপিয়া ডাকিয়া যায় ।
খুলি আকাশ-ঝরোকার ঝিলিমিলি
হাসে তারারা নীরবে নিরিবিলি
যেন কি কথা গোপনে কহিতে চায় ।।

ওড়ে কানন-রাণীর আঁচলখানি
শুনি বনে বনে তারি কানাকানি
দোলে ফুলপরীরা আজি ফুল-দোলনায় ।।

আধো-জাগরণে আধো স্বপন মিশা
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, মধুর নিশা
আজ পরাণে জাগিছে রূপের তৃষা
মন ভেসে যায় দূরে ওই নীলিমায় ।।

১৩

প্রভু সেইতো তোমার জয়।
দুখের দিনে ডাকি তোমায়
সুখের দিনে নয়।
—সেই তো তোমার জয়।।

দিনের আলোয় ভুলে থাকি
যদি তোমায় নাইবা ডাকি
ঝড়ের রাতে ডাকি তোমায়
জাগলে প্রাণে ভয়
—সেই তো তোমার জয়।।

সূর্য আসে রোজ আকাশে
ভুলে থাকি তারে
বাদল দিনে তারই কথা
ভাবি বারে বারে।

চিরদিনের আপন যে-জন
সহজ হয়ে রয় সে গোপন
তারে কভু হয় না দিতে
নিত্য পরিচয়
—সেই তো তোমার জয়।।

১৪

তুফানের দোলা লেগে ভেসে যায় ধরণী ওই
কাঁদে কোটি নর-নারী করুণ কাঁদনে।
আকাশে বাতাসে আজি উঠিছে হাহাকার
ঝরে, অশ্রু-সলিল নিখিলের নয়নে।

ওগো পুরবাসী, সাড়া দাও, কও কথা
দুয়ারে দাড়ায়ে তব ভিখারী মানবতা!
দাও ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও ফিরে চাও
করো করুণা ব্যথিত ও দুস্থ জনে।।

যে বিপুল বন্যা স্রোতে গিরিদরী গেল ভেসে
ভাসিল পশু পাখী—
ভাসিল তরুলতা
তব প্রাণ কি ভাসিবে না সেই প্লাবনে ॥

ওগো জননীরা, ওগো ভগিনীরা
ওগো ভাই, ওগো বন্ধু, ওগো দরদীরা
মানুষের বেদনাতে
আসু আনো আঁখি-পাতে
লও ভাগ করে সে বেদনা সবার সনে।

১৫

ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো
দাও সাড়া দাও কও কথা।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তব
ব্যথিত মানবতা ॥

প্রলয়েরি ধ্বংস-লীলায় লুপ্ত যে সকল ভূমি
কণ্ঠে সবার ধ্বনিছে আজ সেই বেদনার বারতা ॥

হাহাকার ও অশ্রুজলে সিক্ত যে আকাশ বাতাস
সেই কাঁদনে আকুল হয়ে কাঁদিছে তরুলতা।

ফিরায়ে দিও না আজি হে দরদী বন্ধু মোর
না যদি দাও ভিক্ষা মোদের,
দাও দু'ফোটা অশ্রুলোর ॥

হৃদয় দুয়ার খোলো আজি—ব্যথিতেরে লও বুকে
তার চোখের ওই অশ্রু মুছাও—
ভাগ করে নাও তার ব্যথা ॥

১৬

ওরে আমার নীল আকাশের পাখী।
আমি ভুল করেছি তোরে যে মোর
সোনার খাঁচায় রাখি॥
কণ্ঠে যে তোর বাজে বেদন বাঁশী
তুই মুক্তি-পাগল—উন্মনা তুই
দূরের পিয়াসী।
কোন্ অজানারে খুঁজে ফেরে
তোর ও চপল আঁখি।
আমার নীল আকাশের পাখী॥
স্বপন দেশের কাজল মায়াতে
নীল গগনের আলোছায়াতে
তোর চোখ-ইশারায় ডাক দিয়ে যায়
কোন্ সুর-সাকী।

তোর সাথে মোর এই যে ভালোবাসা
এই যে কাঁদা এই যে হাসা
সকলি নিরাশা।
তুই কোন্ ফাঁকে যে উড়ে যাবি
আমায় দিয়ে ফাঁকি।
আমার নীল আকাশের পাখী॥

১৭

কোন্ রূপসীর আসা-যাওয়া নিতুই হেরি গগনতলে
তার রূপের আভায় চমক লাগে আমার নয়ন শতদলে।
সন্ধ্যা-উষার রক্ত-রাগে
(তার) দুই কপোলের আলতা জাগে
দিনে রাতে সূর্য ও চাঁদ দুইটি নয়ন ঝলমলে॥

আকাশ-বুকে জাগে মুখে প্রশান্ত যেই শ্যামলিমা
ও যেন তার নয়ন-তারার স্নিগ্ধ-মধুর নীল-নীলিমা।
রাতের আঁধার এলো চুলে
হাজার তারার মানিক দুলে
রোজ বিহানে স্নান করে সে হিম-শিশিরের শীতল জলে।

১৮

আজি নিঁদ নাহি আসে আঁখি-পাতে
তোমার মধুর মুখখানি
জাগিছে হিয়াতলে আজরাতে ॥
ঝরিছে ঝরঝর বাদল ধারা
পূবালী বাতাস বহে দিশেহারা
পরাণ আমার কেঁদে যে ওঠে
তোমার বিরহ বেদনাতে ॥

আজি তোমারি পায়ের মঞ্জীর-ধ্বনি
অন্তরে মম বাজে রিনিঝিনি
ওই হাসি ওই চকিত চাহনি
চিরদিন আমি চিনি ওরে চিনি।

আকাশ-ভুবন আজি মেঘে ঢাকা
বেদনার কালো কাজল আঁকা
এ নিঝুম রাতে মোর ভীরু হিয়া
লুকাতে চাহে তব হিযাতে ॥

১৯

এসো এসো নব অতিথি।
তোমারি লাগিয়া সাজায়ে রেখেছি
মোদের কানন-বীথি ॥
তব পরশনে আজি
ফুটেছে কুসুমরাজি
কোয়েলা গাহিছে তব বরণ-গীতি ॥

তোমারে পেয়েছি মোরা
মোদের মাঝে
পুলকে হৃদয়-বীণা
তাই যে বাজে।
কি দিব কিছুই নাই
গেঁথেছি এ মালা তাই
ধরো লও আমাদের মনের-প্রীতি ॥

২০

করুণ নয়নে চাহ প্রভু
মোদের মুখ পানে।
কণ্ঠে কণ্ঠে দাও নব ভাষা
নব আশা প্রাণে প্রাণে ॥

মোরা চির চঞ্চল গতি
নয়নে ফুটাও তব জ্যোতি
করমে দাও চির অনুরতি
ধরমে দাও শুভমতি
বল দাও প্রাণে প্রাণে
জীবন অভিযানে ॥

মিথ্যারে পদতলে দলি
সত্যের বাণী যেন বলি
চির-সুন্দরে যেন বরি
মঙ্গল-পথে যেন চলি।

বিঘ্ন-বিপদে নাহি ডরি
চলি যেন শির উঁচু করি
বিশ্ব-সভায় যেন যশঃ লভি
কীর্তি-কীরিট শিরে ধরি।
মুখরি উঠুক ধরা
মোদের জয়-গানে ॥

২১

চল্ চল্ চল্ ওরে চল্
বুকে নিয়ে নব বল, চল্ ওরে চঞ্চল,
জীবন-সমরে যাই চল্ ॥

সত্যের তরবারি হাতে আমাদের
পুণ্য ও প্রীতি-প্রেম পাথেয় পথের
তরুণ পথিক মোরা নব প্রভাতের।

মোরা নির্ভীক বীর
চির উন্নত-শির
অগ্রপথিক মোরা নব প্রগতির
মোরা নিশান উড়ায়ে চলি
বুকে নিয়ে বল ।।
সম্মুখে দুস্তর বন্ধুর পথ
বন-গিরি-পর্বত-সাগর-নদ
নাহি ভয় নাহি ভয় করিব করিব জয়
সব বাধা বিঘ্ন-বিপদ ।

পৌঁছিব মোরা অবশেষে এসে
গৌরব-মহিমার শীর্ষদেশে
বিজয় নিশান হাতে বীরের বেশে
ধরণী কাঁপিবে টলমল ।

২২

নব প্রভাতের অরুণ-আলোকে জাগ্‌রে নওজোয়ান
এখনো কি তোর টুটে না তন্দ্রা—নিশি ঐ অবসান ।
বাহিরে চলিছে কুচকাওয়াজ
বাজিছে দামামা জোর আওয়াজ
ময়দানে দেখ্‌ চলে দলে দলে আযাদীর অভিযান ।।
নতুন সূর্য উঠিল ওই
তোরা এ প্রভাতে কইরে কই ?
তোরা কি রহিবি অলস শয়নে, হবি নাকো আগুয়ান
আয়রে তরুণ আয় তাজা
বাজা তোর ভেরী বাজা
চল্‌ চল্‌ চল্‌ বীরদল চল্‌, উড়ায়ে জয়নিশান ।।
তোরা যদি আজ রোস্‌ বসে
আগল আঁটিয়া দিস কসে
সবল তোদের পিষিয়া মারিবে, পাবিনে পরিত্রাণ ।।

তারানা-ই-পাকিস্তান

যোগ্য শুধুই বাঁচে—তা নয়
অযোগ্যরে সে করে যে ক্ষয়
অধিকার নাই তাদের বাঁচার—যারা দুর্বল প্রাণ ।।

রহি গৃহকোণে সুখ-ছায়ায়
যারা এ জীবনে বাঁচিতে চায়
মরার আগেই তারা মরে যায় সহিয়া অসম্মান ।।

বাঁচিবি যদি এই ভবে
মানুষের মতো বাঁচ তবে
বেঁচে না মরিয়া মরিয়া বাঁচ্‌রে—মহীয়ান গরীয়ান ।।

২৩

জাগো জাগো অবশ পরাণ।
আঁখি মেল, চেয়ে দেখ
নিশি অবসান ।।

অরুণ রবির রাগে
ধরণী পুলকে জাগে
ফুল ফোটে অনুরাগে
পাখী গাহে গান ।।

মনের দুয়ার খোলো
গ্লানি অবসাদ ভোলো
আঁখি-পিয়ালাতে করো
আলো-সুধা পান ।।

আলোর সাগর জলে
অবগাহ কুতূহলে
ধুয়ে ফেল মলিনতা
করো পুণ্য-স্নান ।।

২৪

আর কতোকাল রইবো বসে
তোমারি আসা পথ চেয়ে
ব্যর্থ আমার এই জীবনে
ব্যথার গান গেয়ে গেয়ে।

জ্বালিয়া চাঁদের বাতি
কুসুম শয়ন পাতি
পোহাই কতো রাতি আঁখি জলে নেয়ে নেয়ে ॥
কতো বসন্ত দুয়ারে এলো
কতো ফুল ঝরিয়া পলো
দখিনা পবন ফিরে গেল
এলো বাদল আকাশ ছেয়ে ॥

জীবনের যতো আশা
ক'রো না চির নিরাশা
এসো ওগো সুদূরিকা—এসো তোমার তরী বেয়ে ॥

২৫

আজি মধুরাতে কেন নিঁদ নাহি আসে নয়নে।
জেগে বসে আছি বিরহ-বিধুর শয়নে ॥
অতীত দিনের কথা
মনে আনে ব্যাকুলতা
কেন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে পরাণ গোপনে ॥
নীল আকাশে চাঁদ হাসে
দখিনা পবন আসে
তবু কেন আজি বাদল ঝরে মোর গগনে ॥
ভুলিতে চাহিগো যারে
ভুলিতে পারিনা তারে
তারি মুখ-ছবি কেন
মনে পড়ে বারে বারে।
কেন নিঝুম রাতে আসে সে গোপনে স্বপনে ॥

২৬

প্রেমের শরাব যদি দিলে দিল্-পিয়ালায়
দিলে নাকো কেন বলো সাকী,
মোর হৃদয় ভরা
এত প্রেম কোথা বলো রাখি ॥
গুল-বাগিচাতে
না যদি ফুটাও ফুল
মিছে কেন বুলবুল
গাহে মধুরাতে।
হায় বিফল সে গান
ফুল যদি না মেলিল আঁখি ॥

শুষ্ক সাহারা—
তার বুকে নির্ঝর
বহে কেন ঝরঝর
প্রেমে মাতোয়ারা
হায়, বিফল সে জল
পিয়াসীরে আনে না যে ডাকি ॥

২৭

(মোহাম্মদ মোহ্সীন স্মরণে)

হে মহামানুষ, এপারে দাঁড়ায়ে
তোমারে আমরা সালাম করি।
তোমার পুণ্য স্মৃতি-উৎসবে
গৌরবে আজি তোমারে স্মরি ॥

আঁধার রাতের তুমি দীপশিখা, তোমার নূরে
জ্বেলেছি আমরা ঘরে ঘরে দীপ প্রাণের পুরে,
সেই আলোকের পুলকে আজিকে
মোদের ভুবন গিয়াছে ভরি ॥

দেশের দশেরে হে দরদী তুমি বেসেছো ভালো
আলোর পরশে ঘুচালে তাদের মনের কালো।

নহ দূর—নহ পর—নহ অনাত্মীয়,
তুমি মানুষের চির দিবসের প্রাণের প্রিয়
ধরণী আজিকে ধন্য হয়েছে
তোমারে তাহার বক্ষে ধরি ॥

২৮

হে পরাণ পিয়া
তুমি যাবে কি আমার হৃদয় দলিয়া ॥
তাই যাও তুমি তাই যাও
আমি পেতে দিনু মোর হিয়া ॥
ঝরিবে শোণিত বুকে
কাঁদিব না সেই দুখে
হাসিব তোমার রাঙা চরণ দেখিয়া ॥

আমি তব তরুতলে
বারি ঢালি আঁখিজলে
ফুল হয়ে ফোটো তুমি বন উজলিয়া ॥
আঁধারে প্রদীপ সম
হাসো তুমি বুকে মম
ঢাকিব আমার ব্যথা সেই হাসি দিয়া ॥

২৯

আমায় তুমি ব্যথা দিলে অন্তরে।
নাইকো আমার সেই গরবের অন্ত রে ॥

দানের দিনে সবাই আসি
নিয়ে গেল হাসি রাশি
সুখ-সায়রে চিত্ত সবার সন্তরে
নাইকো আমার সেই গরবের অন্ত রে ॥

বিতরণের ভার দিলে মোর মস্তকে
দিলে নাকো চাইতে আমার হস্তকে।

সবার শেষে আপন জেনে
ত্যক্ত ব্যথা দিলে এনে
স্নেহের পরশ করলে প্রেমের মন্তরে।
নাইকো আমার সেই গরবের অন্ত রে॥

৩০

জাগো জাগো জাগো পিয়া
নিশি পোহাইয়া যায়—ডাকে পাপিয়া॥

হের ওই পূবাকাশে
প্রভাত শিকারী আসে
আলোকের তীর-বেঁধা রাতের হরিণ—
যায় দূরে পলাইয়া॥

তারি চঞ্চল শিহরণে
দোলা লাগে বনে বনে
ফুলকলি মেলে আঁখি
পাখী ওঠে গান গাহিয়া।

দিক্‌বধু দিকে দিকে
চেয়ে রয় অনিমিখে—
ভুবনে ভুবনে জাগে আলোকের গান
ধরণী ওঠে হাসিয়া॥

বনি-আদম

এ কাব্য তোমার নামে শুরু করিলাম।
হে আল্লাহ্, হে পরম করুণাময় প্রভু,
তুমি মোরে বল দাও, কণ্ঠে দাও ভাষা,
চোক্ষে দাও দিব্যদৃষ্টি, আমি লিখে যাই
মানুষ ও শয়তানের চিরন্তন এই
সংগ্রাম-কাহিনী। কেমনে পয়দা হলো
'আদম', আর তার অর্ধাঙ্গিনী 'হাওয়া',
কেমনে আদম পেল মহিমামণ্ডিত
তোমার 'খলিফা' পদ; অন্ধ অহঙ্কারে
কিরূপে ইবলিস্ তারে না দিয়া স্বীকৃতি
হয়ে গেল বিদ্রোহী 'শয়তান'; ঈর্ষাভরে
দিল তারে সংগ্রামী আহ্বান; কিরূপে সে
মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়া আদম-হাওয়ারে
খাওয়াইল নিষিদ্ধ গন্দম—যার ফলে
বেহেশ্‌তের অধিকার হারাইয়া তারা
নেমে এলো দুনিয়ায়; নূতন করিয়া
শুরু হলো এইখানে সেই পুরাতন
প্রতিযোগী সংগ্রাম; যুগে যুগে কেমনে
কোথায় কোন্ মায়াজাল পাতি' রেখেছে
সে আদমের বংশ-ধ্বংস তরে, কি ভাবে
সত্য, ন্যায়, সুন্দরের আদর্শ হইতে
মানুষেরে ভুলাইয়া বিপথে আনিয়া
ঘটাইছে তার মৃত্যু—নৈতিক পতন,
রোজ-কিয়ামৎ তক্ আরো কোন্ খেলা
খেলিবে সে, আনিবে সে কোন্ অভিশাপ,
সে কথা লিখিতে হবে মোরে।

পক্ষান্তরে
আদমের আওলাদ—মানব-সমাজ
হারানো বেহেশ্‌ত্ তার পুনরধিকার
করিবার কতোটুকু করেছে প্রয়াস;
শয়তানের কারসাজি—চক্রান্ত-কৌশল

ব্যর্থ করি কোন্ খানে কোন্ মহাবীর
হয়েছে বিজয়ী ; ভবিষ্যৎ রণসজ্জা ,
অস্ত্রবল, মনোবল, রসদ-সম্ভার,
শক্তি আর সম্ভাবনা—কী আছে তাহার,
কেমনে সে চালাইবে তার অভিযান,
কোথা তার সেনাপতি,—কোন্ অস্ত্র আজো
সঞ্চিত রয়েছে তার তূণে, কিবা তার-
রণনীতি—বলিতে হইবে তাও মোরে।
তারপর হাশরের সুকঠিন দিনে
এ-মহাযুদ্ধের যবে হইবে বিচার,
আল্লাহ্ যবে করিবেন তাঁর রায়দান,
এই মহাদ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায়
কে হেরেছে, কে জিতেছে—মানুষ, না
শয়তান ; তার পূর্ণ বিবরণ—তাও
দিতে হবে মোরে।

কিন্তু হায়, আমি মূঢ়,
সীমিত আমার জ্ঞান ; আমি তা কেমনে
পারিব ? যদি তুমি না করো মোরে কৃপা ?
না দাও নয়নে মোর আলো ? হে আমার
ধ্রুবজ্যোতিঃ, হে আমার পথের দিশারী,
তুমি মোরে তুলে লও কাব্যের মি'রাজে
স্থান-কাল-সীমানার ঊর্ধ্বলোকে—যেথা
ভূত আর ভবিষ্যৎ নিত্য-বর্তমানে
একদেহে লীন হয়ে আছে। সেইখানে
নিয়ে যাও মোরে ; সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার
খুলে দাও, আমি যেন এক দেখাতেই
দেখে নিতে পারি সব-দেখা ; বিশ্বসৃষ্টি
পূর্ণরূপে ভেসে ওঠে যেন মোর চোখে।
দেখাও দোজখ, দেখাও বেহেশ্‌ত্‌, আর
ফিরিশ্‌তা ও হুর-গিলমান্ ; আর সেই
নিষিদ্ধ গন্দম গাছ। আমারে দেখাও
কিয়ামৎ-দিবসের মহাধ্বংসলীলা।
সেথা হতে নিয়ে চলো হাশরের মাঠে
দেখাও বিচার-দৃশ্য—বলো কানে কানে
কোন্ পক্ষ হেরে যাবে ; কার হবে জয়।
কতো গুণীজ্ঞানী—কতো গওস-কুতুব,
কতো কবি, কতো নবী, কতো রসুলের

করিয়াছো তুমি প্রভু বক্ষপ্রসারণ,
অন্তরের মলিনতা নূরের আলোকে
ধৌত করি করিয়াছো পবিত্র সুন্দর।
হোমার, ভার্জিল, রুমী, দান্তে, মিলটন,
বাল্মীকি, মাইকেল, রবি, আর ইকবাল—
সবারি অন্তরে দেছো আলোর-পরশ;
সেইমতো আমারেও করো কৃপাদান।
হৃদয় উন্মুক্ত করো, পড়ুক ঝরিয়া
সেথা তব পুণ্যনূর, সে পবিত্র নূরে
দূর হয়ে যাক্ মোর সব মলিনতা,
সকল দীনতা; সে আলোয় স্নাত হয়ে
আমি রচি এই কাব্য—যার সুধাপান
করুক আনন্দে নিত্য আদম-সন্তান।

"যাও তবে, হুঁশিয়ার হয়ে থেকো সদা।
আজি হতে শুরু হলো অভিযান তব
দেশে দেশে যুগে যুগে নিত্য নব নব।
তুমি যে সৃষ্টির সেরা—শ্রেষ্ঠ গরীয়ান
এ-সত্যের যেন নাহি করো অপমান।"

—(মানুষ)

অসীম দিগন্তহীন নভোনীলিমার
অন্তরালে, বসি শুভ্র জ্যোতির আসনে,
আল্লাহ্ যবে কহিলেন ফিরিশ্‌তাদিগেরে
ডাকি' : "শোনো ফিরিশ্‌তারা, দুনিয়াতে আমি
পাঠাইব আমার খলিফা", কে জানিত
সেই ক্ষুদ্র শান্তিপূর্ণ নিরীহ ঘোষণা
একদিন আণবিক শক্তির মতন
সৃষ্টির প্রশান্ত বুকে দিবে ছড়াইয়া
দারুণ বিপ্লব-বহ্নি—অনন্ত সংগ্রাম।

মনজিল : ১

নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি। মহাশূন্যমাঝে
কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য গ্রহতারাদল
জেগে আছে অতন্দ্র নয়নে। মনে হয়
স্বচ্ছ নীলিমার এক সমুদ্র-প্লাবন
ডুবাইয়া অন্তরীক্ষ—বিশ্বচরাচর
অনন্তকালের বুকে পাতিয়াছে তার
চিরন্তন অধিকার। সে নীল-সমুদ্রে
কবে কোন্ অতীতের অন্ধকার রাতে
প্রকাণ্ড জাহাজডুবি হয়েছিল যেন,
ছিন্নভিন্ন দিশেহারা যাত্রীরা তাহার
রক্ষাচক্র আঁকড়িয়া শির উঁচু করি
তাই যেন চলিয়াছে ভাসিয়া ভাসিয়া
অজানা দিগন্তপানে আশ্রয় সন্ধানে
কতো যুগ হতে তাহা কেহ নাহি জানে।

অতি দূরে—অসীমের ওপার হইতে
ঝরিয়া পড়িছে শুভ্র জ্যোতির নির্ঝর
ভাসমান গ্রহপুঞ্জপরে। মনে হয়:
সীমান্তের অন্তরালে আলোস্তম্ভ হতে
কোন্ এক নিদ্রাহারা রাতের প্রহরী
অবিশ্রান্ত ফেলিতেছে আলোক-প্রপাত
মুহ্যমান যাত্রীদের শিরে; যাতে তারা
আলোর ইঙ্গিত পেয়ে ভেসে ভেসে ধীরে
পৌঁছে যায় নিরাপদ বন্দরের তীরে।
নিম্নে দূরে দেখা যায় মাটির পৃথিবী
সদ্য-জাগা একখানি দ্বীপের মতন।

বাস্তুহারা কোন্ যেন মুহাজিরিনের
পুনর্বাসনের তরে এ বিশাল ভুমি
চিহ্নিত হইয়া আছে। এখনো সেখানে
হয় নাই কুটীর নির্মাণ ; বসে নাই
লোকালয় ; শুধু তার পরিকল্পনার
রেখাচিত্র আঁকা আছে বিশ্বনিয়ন্তার
গোপন মানস-পটে। তবু যেন সেই
গুপ্ত কল্পনার কথা আভাসে ইঙ্গিতে
প্রকাশ পেয়েছে কিছু বাহির-ভুবনে।
দুঃসাহসী কতো শিল্পী কতো রূপকার
আত্মপ্রতিষ্ঠার লাগি আগেই আসিয়া
তাই যেন এইখানে জমাইছে ভিড়।
রূপশিল্পী সূর্য আসে ভোরের আকাশে
পৃথিবীরে জানায় তস্‌লিম্ ; রঙে রঙে
করে তারে বিচিত্রিত। ফুলে ফুলে তার
ভরে দেয় শ্যামাঞ্চল ; আলোকে-পুলকে
ছন্দে-ছন্দে গানে-গানে কাননে-কাননে
বসায় সে রূপমেলা। রাতের আকাশে
সূর্যের সুন্দরী বধূ চর্তুদশী চাঁদ
হাসি মুখে দাঁড়ায় আসিয়া আকাশের
আঙিনায় ; নানা ছলে নানা ভঙ্গিমায়
সে যেন করিতে চায় পৃথিবীর সাথে
মিতালী। তাকাইয়া দেখে তাই দুজনে
দুজনারে। দুই বোন দুই ছাদ থেকে
কর্মক্লান্ত দিবসের অবসান শেষে
কথা কয় যেন নিরালায়। লক্ষ লক্ষ
তারা—তারাও কৌতুকভরে চেয়ে রয়
পৃথিবীর পানে ; মিটি-মিটি আঁখিঠারে
কি-যেন বলিতে চায় তারে। কোথা হতে
ভেসে আসে মেঘ ; পৃথিবীরে ছায়া দেয়,
আলো দেয়, বৃষ্টি দেয় ; সকাল-সন্ধ্যায়
খেলে কতো লুকোচুরি খেলা। সমীরণ

বনি-আদম

কোথা হতে আসে ধীরে ; দোদুল দোলায়
তরুশাখা দুলাইয়া যায় ; কতো পাখী
বাসা বাঁধে, গান গায় শাখায় শাখায়।
পৃথিবীরে কেন্দ্র করি দিকে দিকে তাই
উল্লাসের অন্ত নাই। তারে নিয়ে যেন
গোপন কথার নিত্য চলে কানাকানি
আকাশে বাতাসে গ্রহে তারায়-তারায়।
সারা সৃষ্টি কৌতূহলে বসে আছে যেন
কার আশাপথপ্রতীক্ষায়।

দোলা লাগে
পৃথিবীর মনে। সে যেন বুঝিতে পারে
আকাশের মৌনবাণী। সূর্যের উদয়,
চাঁদ-তারা আলো-ছায়া মেঘের মিতালি,
সব যেন অর্থভরা। অনাগত কোন্
পথিকের পদধ্বনি ভেসে আসে যেন
তার কানে ; বাঁশি তার বাজে যেন দূরে!
সেই সুরে কেঁদে ওঠে অন্তর তাহার
কোন্ মৌন বেদনায়। অশান্ত আবেগে
পৃথিবী মায়ের মতো স্নিগ্ধ মমতায়
বিনিদ্র রজনী জাগে।

নিস্তব্ধ নির্জন
প্রকৃতি ; অপরূপ মহিমার গৌরবে
গম্ভীর।

অকস্মাৎ সে নিস্তব্ধতা ভেদি
আসিল আল্লার সেই প্রদীপ্ত ঘোষণা
ফিরিশ্‌তাদিগের কাছে। শুনি সে ঘোষণা
ফিরিশ্‌তারা মানিল বিস্ময়। মনে মনে
কহিল তাহারা : আল্লার কথার মাঝে
নিশ্চয় রয়েছে কোনো গোপন ইঙ্গিত।

আল্লাহ্ পাঠাবেন তার খলিফা ? কে সেই
খলিফা ? সে কি জীন্ ? নাকি ফিরিশ্তা সে ? নাঃ!
আমাদের কেউ নই সেই ভাগ্যবান।
কেউ যদি হইতাম, তা হলে তো তিনি
প্রথমেই করিতেন আমাদের নাম।
নিশ্চয় আল্লার মনে জাগিয়াছে সাধ
নূতন সৃষ্টির।

—এতেক ভাবিয়া তারা
কহিল বিনীত সুরে : "হে আল্লাহ্, তুমি কি
সৃজন করিতে চাও অন্য কোনো জীব ?
কেন ? কিবা প্রয়োজন তার ? তারা গিয়ে
দেখো কী কলঙ্ক-কীর্তি করে দুনিয়ায়।
মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি করি
ঘটাইবে তারা সেথা দারুণ বিভ্রাট।
তার চেয়ে মোরাই তো করিতেছি বেশ
তোমার গৌরবগুণগান।"

আল্লাহ্ কন :
"চুপ করো ফিরিশ্তারা, কথা কহিও না ;
আমি যাহা জানি, তাহা তোমরা জানো না।"

বনি-আদম

মনজিল ঃ ২

এক মুঠা মাটি দিয়া সুন্দর করিয়া
রচিলেন আল্লাহ্ এক মানব-মূরতি।
হস্তপদ নাকচোখ মস্তক ও মুখ
ফুসফুস হৃৎপিণ্ড ধমনী ও শিরা
যেখানে যা সাজে তাই সাজাইয়া দিয়া
রাখিলেন সে-মূর্তিরে দাঁড় করাইয়া
বেহেশ্‌তের এক কোণে।

খবর পাইয়া
ফিরিশ্‌তারা দলে দলে আসিল ছুটিয়া
পরম কৌতুক ভরে। তারা তো কখনো
এমন অদ্ভুত জীব দেখেনি জীবনে!
অবাক হইল সবে। এলো ইব্‌লিস্‌
ফিরিশ্‌তাদিগের নেতা, হেরি সে-মূরতি
হাসিল সে বিদ্রূপের হাসি। ঘুরে ফিরে
বারে বারে টেনে-টুনে ঝাঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে
ভালো করে দেখিল তাহারে। তারপর
কহিল সে ডাকিয়া সবারে: "তুচ্ছ এই
মাটির মানুষ। কতোটুকু মূল্য এর!
আল্লার গৌরবময় খলিফার পদ
অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতা কি আছে
মানুষের? কখনোই নয়। ফিরিশ্‌তারা,
তোমরা কী বলো?"

ফিরিশতারা সায় দিল।
মানুষ যে যোগ্য নয় খলিফা হবার
এ ধারণা সঞ্চারিল তাহাদের মনে।

ফুঁকিয়া দিলেন আল্লাহ্ সে-মূর্তির মাঝে
আপনার রুহ্। সেই শুভ্র জ্যোতিস্পর্শে
আলোকিত হলো তার ভিতর-বাহির,
অঙ্গে অঙ্গে জীবনের জাগিল কম্পন।
সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক আলোক-প্রদীপে
এলো যেন প্রথম প্রবাহ। কিংবা যেন
নবগৃহভবনের দুয়ার খুলিয়া
এলো গৃহস্বামী : জ্বালিল সোনার দীপ,
খুলে দিল বাতায়ন ; আলোকে-পুলকে
সারা গৃহখানি হলো উজ্জ্বল মধুর।
যৌবনের উচ্ছ্বসিত দৃপ্ত ভঙ্গিমায়
সে-মূর্তি উঠিল হেসে। আঁখি মেলিতেই
সৃষ্টির অপূর্ব শোভা বিচিত্র-সুন্দর
হেরিল সে ; মুগ্ধ হলো অন্তর তাহার।
দীর্ঘ ঘুমঘোরশেষে স্বপ্নলোক হতে
যদি কেউ আচম্বিতে জেগে ওঠে ভোরে,
তখন তাহার সেই তন্দ্রাতুর চোখে
জাগে যেই রূপবিহ্বলতা, সেইরূপ
আলোঝিলিমিলি লাগিল তাহার চোখে।
বিমুগ্ধ স্পন্দনহীন নির্বাক নয়নে
চেয়ে রলো আদিম মানব। যেন এক
ঝর্ণাধারা অন্ধকার পাতাল ফুঁড়িয়া
এলো বনগিরিশীর্ষপরে ; হেরিল সে
বিশ্বরূপ ; শুনিল সে আকাশের গান,
প্রাণে তার খেলে গেল আনন্দ-হিল্লোল।
আত্মনিবেদিতচিত সদ্যবিকশিত
প্রভাতের শতদল যেমন করিয়া
সূর্যপানে মেলে তার মুদিত নয়ন,
সেইমতো চিত্ত তার উঠিল ফুটিয়া
আপন প্রভুর পানে। তুলিল সে আঁখি,
পড়িল আসিয়া শুভ্র নূরের ঝলক
পেশানিতে তার। সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিস্রোতে

বনি-আদম

আল্লার আরশ-কুর্সি উঠিল ভাসিয়া।
হেরিল সে অপরূপ লেখন সেথায়
গভীর রহস্যপূর্ণ—শুভ্র-সমুজ্জ্বল।
বিস্ময় ও পুলকের গভীর আবেগে
কণ্ঠে তার ভাষা এলো, কহিল সে কথা:
"হে রাব্বি আমার, লহ মোর অন্তরের
লাখো শুক্‌রিয়া। আমার জীবন আর
আমার মরণ—তোমারি হাতের দান।
এ-দানের বিনিময়ে কোন্ প্রতিদান
দিব আমি? কী আছে আমার? কিছু নাই।
আমারেই তাই আমি তোমার সেবায়
করিলাম পূর্ণসমর্পণ। লও মোরে,
তব প্রয়োজনে, প্রভু, লাগাও আমারে!"—
এতেক বলিয়া বিশ্বনিয়ন্তার পানে
প্রথম সিজ্‌দা দিল প্রথম মানব
জীবনের প্রথম প্রভাতে।

আল্লাহ্‌তা'লা
মানুষেরে করিলেন দিব্যজ্ঞান দান।
বিশ্বনিখিলের মাঝে যতো কিছু ধ্যান
যতো হিকমত যতো রহস্য-বিজ্ঞান
দিলেন সবারি পরিচয়। জ্ঞানে-গুণে,
প্রতিভায়, অন্তরের ঐশ্বর্য-সম্ভারে,
এইরূপে মানুষেরে সাজাইয়া দিয়া
ডাকিলেন তিনি ফের ফিরিশ্‌তাদিগেরে।
অগণিত কতো জীন্-ফিরিশ্‌তার দল
শুভ্র ডানা মেলি সবে দাঁড়াইল এসে
লাখে-লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে কাতারে-কাতারে।
কূটবুদ্ধি ইবলিস্—ফিরিশ্‌তার নেতা
রলো দূরে দাঁড়াইয়া।

তখন আল্লাহ্
মানুষেরে সকলের সম্মুখে আনিয়া
কহিলেন :"এই সেই খলিফা আমার,
'আদম' ইহার নাম।"

সে কথা শুনিয়া
ফিরিশ্‌তারা খুশি হইল না ; মনে মনে
কহিল সবাই : "বুঝিনা আল্লার লীলা!
ঘৃণিত মাটির-তৈরী তুচ্ছ এ-আদম!
সেই হলো কিনা আল্লার খলিফা ? না, না।
কিছুতেই হতে পারে না তা।" ক্ষুণ্ণ মনে
তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি নিয়ে চাহিল তাহারা
আদমের মুখপানে।

অন্তর্যামী খোদা
ফিরিশ্‌তাদিগের সেই মনের ভঙ্গিমা
বুঝিলেন। কহিলেন : "শোনো ফিরিশ্‌তারা,
তোমরা তো মনে করো তুচ্ছ এ মানুষ
কেমন করিয়া হবে খলিফা আমার!
তোমাদের মনে আছে মস্ত অভিমান—
জ্ঞানে-গুণে তোমরাই আদমের চেয়ে
শ্রেয়ঃ। বেশ, ভালো কথা। তা হলে বলো তো
যতো কিছু দেখিতেছো সৃষ্টিতে আমার
তাহাদের কার কিবা নাম ? কার কিবা
পরিচয় ?"

ফিরিশ্‌তারা হইল নির্বাক।
বুঝিল তাহারা, সুদূর-প্রসারী নয়
তাহাদের জ্ঞানের সীমানা। তাই তারা
কহিল :"হে প্রভু, তুমি মোদেরে যে-টুকু
শিখায়েছো, তার বেশি জানিনা কিছুই।
মাফ করো আমাদের এই প্রগল্‌ভতা।"

বনি-আদম

আদমের পানে চাহি কহিলেন খোদা :
"হে আদম, তুমি দাও ইহাদের নাম-
পরিচয়।"

একে একে দিলেন আদম
সকলের পরিচয়। কেমন করিয়া
সৃষ্টিচক্র ঘুরিতেছে স্রষ্টার ইঙ্গিতে
কোন্ গ্রহ কোন্ তারা কোথা হতে আসে
কোথা হয় হারা, ব্যাখ্যা করিলেন তাহা।
মনে হলো নিখিলের গোপন রহস্য
সব তার হয়ে গেছে জানা।

ফিরিশ্‌তারা
হলো নতমুখ। বুঝিল তাহারা মনে :
বৃহত্তর শক্তি আর সম্ভাবনা আছে
আদমের মাঝে।

কহিলেন আল্লা'তালা :
"পেয়েছো তো আদমের শক্তির প্রমাণ ?
তাহলে এবার তারে 'খলিফা' বলিয়া
মেনে নাও ? সিজ্‌দা দাও তারে একবার ?"

তামাম ফিরিশ্‌তা-জীন শির নোয়াইয়া
সিজ্‌দা দিল আদমেরে। শুধু ইবলিস্
নোয়ালো না শির তার। উন্নত মস্তকে
দুর্বিনীত স্পর্দ্ধাভরে রলো সে দাঁড়ায়ে।
ঈদের জামাতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক
এক সাথে গেল সবে রুকু-সিজ্‌দায়
শুধু এক উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী যুবক
বিপ্লবের ভঙ্গিমায় শির উঁচু করি
কুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচে রলো দাঁড়াইয়া।
অথবা, দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝারে

লক্ষ-কোটি ধান গাছ স্বর্ণশীর্ষভারে
নম্রশিরে শ্রদ্ধাভরে স্রষ্টার সম্মুখে
রাখিয়াছে সম্মিলিত একটি প্রণতি,
তার মাঝে মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো
দাঁড়াইয়া আছে যেন শির উঁচু করি
দুর্বিনীত কণ্টকিত সমাজ-বিচ্যুত
একটি খেজুর গাছ!

তা দেখি তখন
ইবলিসেরে ডাকি আল্লাহ্ কহিলেন ধীরে:
"তুমি যে দিলে না সিজ্‌দা? আমার হুকুম
তুমি অমান্য করিলে?"

কহে ইবলিস্:
"আমি কেন সিজ্‌দা দিব আদমের পায়?
ঘৃণ্য মাটি দিয়ে তুমি গড়িয়াছো তারে,
আর আমি? আমি তৈরী আগুনের। আমি
অগ্নিশিখা। কতো তেজ কতো শক্তি মোর।
সে কথা কি জানো নাকো তুমি? জানো না কি
ফিরিশ্‌তাকুলের আমি দলপতি? আমি
মু'আল্লিমুল্-মালায়েক্? হাজার হাজার
ফিরিশ্‌তা আমার আছে ভক্ত মুরিদান।
সেই শ্রেষ্ঠ সম্মানিত আসন ছাড়িয়া
আমি কেন হতে যাবো আদমের দাস?
মণি ফেলে কাচ কেবা মাগে? ভেবে দেখ
তুচ্ছরে দিতেছো তুমি অতি উচ্চ মান
উচ্চরে করিছো হতমান। অঙ্গার কি
পেল আজ হীরকের সমমূল্যমান?
অর্বাচীন লভিল কি বিজ্ঞের সম্মান?
হতেই পারে না। আদমেরে সিজ্‌দা দিতে
রাজী নই আমি।"

বনি-আদম

আল্লাহ্ কন: "এ তোমার
মনের বিকার। খামাখাই আদমেরে
তুচ্ছ বলে ভাবিতেছো তুমি। কোথা তুচ্ছ?
কে বলে সে হীনতর তোমাদের চেয়ে?
যার মাঝে আছে মোর নূর আর স্বুর,
দিনু যারে জ্ঞান আর হিক্‌মৎ প্রচুর,
করিলাম যারে আমি 'খলিফা' আমার—
আমার নীচেই হলো আসন যাহার,
সেকি কভু তুচ্ছ হতে পারে? যোগ্যতায়
নহে কি সে শ্রেষ্ঠতর তোমাদের চেয়ে?
পাওনি কি তার পরিচয়? কেন তবে
তুচ্ছ ভাবো তারে? তোমারি এ মতিভ্রম।
আমি যারে দিনু উচ্চ মর্যাদা ও মান
তুমি তারে করিতেছো হেয় তুচ্ছজ্ঞান।
তোমার চিন্তার ধারা ঘুরাইয়া লও,
ভাবো: আল্লাহ্ দিয়াছেন যারে এত জ্ঞান,
'খলিফার' পদ যারে করেছেন দান
আর যারে দিয়াছেন সিজ্‌দার সম্মান,
না জানি সে কতো উচ্চ—কতো গরীয়ান!"

ইবলিস্ কয়: "হোক্‌না সে মহাজ্ঞানী,
তবু সে তো মাটির মানুষ! তারে কেন
সিজ্‌দা দিব? সিজ্‌দা শুধু তুমি পেতে পারো।
তুমিই কি বলোনি মোদেরে: তুমি এক,
তুমি লা-শরীক, তুমি ছাড়া কেউ নাই
মা'বুদ মোদের? তবে কেন আজ ফের
সে-কথার করিছো খেলাফ? স্ব-বিরোধী
তুমি। তোমার হুকুম—কেমনে মানিব
বলো?"

"স্ব-বিরোধী আমি নই"—কহিলেন
আল্লাহ্‌তা'লা, "স্ব-বিরোধী তুমি। আমি পর্ণ।

দ্বন্দ্বাতীত। সর্বশক্তিমান। মোর মাঝে
সব দ্বন্দ্বকোলাহল শান্ত হয়ে যায়।
মহাশূন্য আকাশের পটভূমিকায়
কোটী কোটী গ্রহতারা যেমন করিয়া
ভিন্ন গতিপথে সবে ঘুরিয়া বেড়ায়,
দিন-রজনীর এই আলো ও আঁধার
মেঘ-রৌদ্র ঝঞ্ঝা-বায়ু বর্ষণ-বিদ্যুৎ
যেমন তাহার মাঝে আনন্দে মিলায়,
সেই মতো মোর মাঝে বিরহ-মিলন
সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না জীবন-মরণ
এক দেহে লীন হয়। আমার বীণায়
বেসুরা বাজেনা কিছু; সব সুর এর
এক সাথে বেজে উঠে মহামূর্চ্ছনায়।
তোমার মাঝেই আছে আত্ম-অস্বীকার।
'হাঁ'-তেও রয়েছো তুমি, 'না'-তেও রয়েছো।
যে-তুমি বলিছো: এক-আল্লাহ্ ছাড়া আর
নাই কেউ প্রভু তব, সে-তুমিই ফের
সে-আল্লারে করিতেছো ঘোর অস্বীকার।
অঙ্গীকার অস্বীকার এক সাথে বেশ
চলিছে তোমার! অদ্ভুত প্রকৃতি তব।
প্রভুরে বেজায় মানো, কিন্তু মানো নাকো
তার নির্দেশ! চমৎকার মানা বটে!
এ-মানার মানে হলো মোটেই মানো না।
জানো নাকি 'হাঁ'-র সাথে 'না' এসে জুটিলে
'না'-ই শেষে হয়ে যায়?"

কহে ইব্‌লিস্:
"বুদ্ধিমান নওকর বিচার-প্রবণ।
প্রভুর আদেশ—সঙ্গত কি অসঙ্গত
এই প্রশ্ন জাগে তার মনে।"

বনি-আদম

আল্লাহ্ কন:
"সে প্রশ্ন তাহার নহে। প্রভুর আদেশ
সঙ্গত কি অসঙ্গত সেই বিচারের
নাই তার কোনো অধিকার। সে শুধুই
করিবে প্রভুর যতো আদেশ পালন।
প্রভুর যে-বাণী, তাহা সর্ব অবস্থায়
মানিতে প্রস্তুত আছে কিনা, তাই দেখে
হবে তার যোগ্যতা বিচার। প্রভু যবে
করেন আদেশ দান, তার মধ্য থেকে
কোন্‌টি মানিতে হবে, কোন্‌টি হবে না,
এ বিচার ক'রে তবে আপন প্রভুরে
খিদমৎ করে যেই জন, সেকি কভু
হতে পারে আদর্শ নওকর? অসম্ভব!
প্রভুর মনের যতো গোপন বিলাস
তার হাতে ব্যর্থ হয়ে যায়। স্রষ্টা আমি
সৃজন করেছি বিশ্ব-নিখিল-জাহান
গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে। পশ্চাতে ইহার
জেগে আছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান।
কার দ্বারা কখন্ কি কাজ করাইব
সে-ভেদ আমিই শুধু জানি। তুমি তার
কতোটুকু জানো? সে গোপন মর্মকথা
না জানিয়া করো যদি আমার কার্যের
বিচার, তাহলে কি তার নাম নহেকো
বিদ্রোহ?"

"এ নহে বিদ্রোহ।" কহে ইব্‌লিস্,
"এ আমার অভিমান। রঞ্জিদা দীলের
বঞ্চনার বেদনা এ। এর মাঝে তুমি
দেখেছো কি শুধুই বিদ্রোহ? দেখনি কি
আমার প্রেম? আমার বিরহ? আমার
অশ্রু? হায়! কাঁদি আমি কোন্ বেদনায়

তাও কি বোঝোনি তুমি? যুগযুগ ধরি
যারে এত ভজিলাম, তামাম জিন্দিগী
যার পায়ে লুটাইলাম, সেই কিনা আজ
আমার আঙিনা দিয়া পরঘরে যায়
প্রেম করে অন্য জনে! সহি তা কেমনে?
বে-ওফা মাশুক তুমি! নিঠুর! বেদীল্!
পায়ে ঠেলি আশিকের পরীক্ষিত প্রেম
নূতনের মোহে আজ তুমি মশ্‌গুল্!
তোমার কি নাই কোনো মর্যাদা-বিচার?
খাক্ ও আতশ্ সব এক সমতুল?
ভেবে দেখ, কতো বড় নিষ্ঠুর আঘাত
দেছো তুমি মোর প্রাণে! শুধু কি আঘাত?
আঘাতের সাথে আছে আরও অপমান।
একেই তো ভেঙেছো বিশ্বাস, তারপর
আরও চাও—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের পায়ে
লুটাইয়া দেই মোর শির?"

আল্লাহ্ কন:
"এ নহে প্রেমের রীতি। প্রেম সে উদার।
সত্যিকার প্রেমে নাই ঈর্ষাকাতরতা।
প্রেমের চরম রূপ আত্মসমর্পণে।
যে-প্রেম মরিয়া যায় মাশুকের পায়
সেই প্রেমই আদর্শ-সুন্দর। প্রেমের সে-
মহাপরীক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছো তুমি।
তোমার এ-প্রেম নয় নিঃস্বার্থ-নিকাম,
এ-প্রেম চটুল। কামনার রঙে রাঙা
এর বৃন্তমূল। সত্যিকার প্রেমিক যে,
সে হবে আবেদ, তার কাছে নাই কোনো
তুমি-আমি ভেদ।"

ইব্‌লিস্ ক্ষণকাল
রহিল নীরব। তারপর কহিল সে:

"আচ্ছা, বলো দেখি, 'খলিফা' সৃষ্টির তরে
এত তুমি কেন অনুরাগী? খলিফা কি
অনিবার্য প্রয়োজন তব? তা হলে কি
নহ তুমি এক? নহ সর্বশক্তিমান?

আল্লাহ্ কন: "আমি এক। সর্বশক্তিমান।
তবু মোর খলিফার আছে প্রয়োজন।
পরম নির্গুণ রূপে চিরগুপ্ত হয়ে
থাকিতে চাহিনা আমি আমার মাঝারে।
আমি চাই আপনারে করিতে প্রকাশ
বাহির-ভুবনে। উপযুক্ত বাহনের
তাই মোর আছে প্রয়োজন। 'খলিফা'—সে
তারি নাম। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝারে
সে হবে কাণ্ডারী; তারি স্বর্ণতরী বেয়ে
অসীম নামিয়া যাবে সীমার মাঝারে,
সীমা সে মিশিবে এসে অসীমের ধারে।
প্রতিধ্বনি দূরান্তরে ধ্বনিরে যেমন
করে পূর্ণরূপদান, তেমনি করিয়া
খলিফা পোঁছায়ে দেবে সম্রাটের বাণী
কুল-মাখ্লুকের কাছে। সৃষ্টির অন্তরে
যে ব্যথা-বেদনা জাগে, তাও সে জানাবে
মোরে। তারি প্রেম-প্রীতির বন্ধনে, বাঁধা
আমি, বাঁধা মোর মাখ্লুকাৎ। তাই আমি
দুইটি সিজ্দার তরে দিয়াছি বিধান:
প্রথমটি সে আমার; দ্বিতীয়টি মোর
খলিফার। প্রথমটি: স্রষ্টার সম্মুখে
সৃষ্টির সে স্বতস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ;
দ্বিতীয়টি: মোর প্রিয় খলিফার প্রতি
সৃষ্টির সে শ্রদ্ধানিবেদন। সৃষ্টি তাই
সিজ্দা দিবে প্রথমে আমারে, তারপর
খলিফারে। এই মোর চিরন্তন নীতি।
অগ্রপশ্চাতের এই ক্ষুদ্র ব্যবধানে

ঘটে যায় পার্থক্য প্রচুর। শাহী তখ্‌তে
বাদশা বসিয়া থাকে, পাশে বসে তার
উজিরে-আজম; (সেও তো নহেকো কম!)
হেনকালে আসে যদি নাগরিক কেউ,
তখন সে প্রথমেই বাদশার হুজুরে
জানায় কুর্ণিশ; তারপর উজিরেরে।
রাজ-আনুগত্য আর রাষ্ট্র-সংহতির
এতে কোনো হয় নাকো ক্ষতি। উজির যে-
শ্রদ্ধা পায়, তাও শেষে মিশে যায় এসে
বাদশার শ্রদ্ধায়। কিন্তু যদি দু'জনারে
স্বাধীন স্বতন্ত্র রূপে কুর্ণিশ জানাও,
কিংবা যদি উজিরেরে অস্বীকার করি
শুধু তুমি বাদশার চরণে লুটাও,
কিংবা যদি বাদশারে স্বীকৃতি না দিয়া
শুধু তার উজিরেরে প্রভু মেনে নাও,
তা হলেই কেটে যায় নিয়ম-শৃঙ্খল;
সৃষ্টির প্রগতি-পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।
ভালো নয় তাই কোনো একপ্রান্তিকতা।
সৃষ্টি-ভোলা স্রষ্টা-প্রেম পূজারীরে যথা
নিরাসক্ত উদাসীন সন্ন্যাসী বানায়
স্রষ্টা-ভোলা প্রেম—তাহাও তেমনি
নেমে যায় জড়ধর্মী নিরীশ্বরতায়।
সন্ন্যাস ও জড়প্রেম দুই-ই অভিশাপ।
উভয়ের মাঝে চাই সুষ্ঠু সমন্বয়।
'ফানা-ফিল্লার' আমি নহি অনুরাগী,
আমি চাই 'বাকা-বিল্লায়'। সৃষ্টি এসে
থেমে যাক্ আমার মাঝারে—এ আমার
কাম্য নয়; আমি চাই প্রসারণ তার,
নহে সঙ্কোচন। সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য থাক,
থাক স্বাধীনতা; তারি সাথে সাথে থাক
আমার উপরে তার চিরনির্ভরতা,—
এই মোর গোপন ইরাদা।"

বনি-আদম

ইবলিস্ কয়:

"তা হলে একথা কেন কহ বারবার:
উপাস্য নাহিকো কেহ আল্লাহ্ ছাড়া আর?
আল্লাহ্-ছাড়া মানি যদি দুসরা কারেও
কোথা থাকে তৌহীদ তোমার?"

আল্লাহ্ কন:

"ভ্রান্ত তুমি। তৌহীদের বিকৃত ধারণা
জেগেছে তোমার মনে। তৌহীদ মানিলে
আর কারো হয় না মানিতে—এই কথা
কোথা পেলে? এ কথা তো বলি নাই আমি!
একথা তোমার। তৌহীদের অর্থ হলো:
আমার একত্ব মানা; আল্লাহ্ লা-শরীক,
স্রষ্টা তিনি বিশ্ব-নিখিলের—এই সত্যে
বাস্তব ঈমান আনা। ঐক্য-শৃঙ্খলার
ভিত্তিমূল এ তৌহীদ। বৈষম্যের মাঝে
সে আনে সাম্যের সুর। নানা-ফুলে-গাঁথা
মালিকার মর্মমূলে দৃষ্টির আড়ালে
স্বর্ণসূত্র যথা জেগে রয়, সেই মতো
নানাছন্দে লীলায়িত সৃষ্টির অন্তরে
সূত্রসম জেগে রয় আমার তৌহীদ।
নব নব ছন্দে-গানে অঙ্গ-সঞ্চালনে
হয় যথা আত্মার প্রকাশ, সেইমতো
কর্মে রূপায়িত করো আমার তৌহীদ,
মানো মোর নীতি ও নির্দেশ। আফসোস্!
তুমি তাহা না মানিয়া আমারে শুধুই
মানিতে চাও! কী ফল এ মিথ্যা-মানায়?
এ-মানার কোনো মানে নাই। এ-তৌহীদ
বিদ্রোহের নামান্তর। প্রকৃতির মূলে
যে তৌহীদ জেগে আছে, সেই তৌহীদেরে
মানো। চেয়ে দেখ সৌর-জগতের পানে।
সূর্যের নেতৃত্বে কোটী গ্রহতারাদল

ঘুরিতেছে নিশিদিন ; এত আলো তার
কে দিল ? কোথা সে পেল এত দীপ্ত তেজ ?
আমি তার উৎস-মূল। সে আলো আমার।
সে আবার সেই আলো করিতেছে দান
গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে। কতো গ্রহ তারে
করিতেছে পরিক্রম। এমনি করিয়া
চলিতেছে সৃষ্টি মোর নিশিদিন ধরি
একত্বের গান গাহি। এই তো তৌহীদ।
তৌহীদ সে সহজ সুন্দর। তারে নিয়ে
করিও না বাড়াবাড়ি। সে আমি চাই না।
নব নব সৃষ্টি আর বৈচিত্র্যের মাঝে
আমারে প্রকাশ করো ; সৃষ্টি-প্রসারণে
মোর সাথে যোগ দাও ; তাহলেই ঠিক
মানা হবে আমার তৌহীদ। তা না করে
শুধু মোর পানে কেন চেয়ে থাকো তুমি ?
ফিরাও তোমার মুখ বাহিরের পানে
মোর মাঝে চেয়ো নাকো পরম নির্বাণ।"

নিরাশার সুরে দিল ইব্‌লিস্ জবাব :
"তা হলে যে এতকাল তোমার বন্দেগী
করিলাম নিশিদিন একাগ্র অন্তরে,
সে কি সব মিথ্যা হয়ে গেল ?"

আল্লাহ্ কন :
"হাঁ। ব্যর্থ হইয়াছে তব সে-আরাধনা।
কোনো গুণ নাই তার। সৃষ্টি-সংরক্ষণে
তোমার সে ইবাদাৎ নহে অনুকূল।
সবাই তোমার মতো বসে বসে যদি
আমার বন্দেগী করে, মাকড়সার মতো
বাহিরের বিশ্ব হতে ফিরায়ে নয়ন
আপন গণ্ডীর মাঝে নিজেরে আনিয়া
বাস করে নিভৃত নির্জনে, তাহলে তো

দুদিনেই সৃষ্টি মোর ধ্বংস হয়ে যাবে।
আল্লা-মানা অতিভক্ত বিদ্রোহীর দলে
ছেয়ে যাবে জগৎ-সংসার! কেউ আর
শুনিবে না কারো কথা, মানিবে না কেউ
নেতার আদেশ; স্বাধীন স্বতন্ত্র হয়ে
গড়িয়া তুলিবে নানা দল। খণ্ডতার
স্বপ্নে, আর ব্যক্তিত্বের বিকৃত বিকাশে,
অভিশপ্ত ব্যর্থ হবে সারা সৃষ্টি মোর।
'আল্লা ছাড়া কারো কাছে নোয়াই না শির'
একথা অন্তর-তলে জাগিলেই, বস্,
প্রত্যেকেই ভিন্ন গোঠ করিবে রচনা,
মিল্লাতের ঐক্যশক্তি হবে বরবাদ।
'আল্লাহু-আকবর' বলি—লাফাইয়া সবে
লাঠি-হাতে হইবে বাহির। ভায়ে-ভায়ে
করিবে লড়াই। সহযোগ, সমন্বয়
কিছুই রবে না আর। এই তৌহীদের
পরিণতি অতি ভয়ঙ্কর। তুমি সেই
বিকৃত তৌহীদবাদী। তোমার বন্দেগী,
তোমার ধ্যান, তোমার ধারণা, সকলি
আমার লক্ষ্যের প্রতিকূল। জানি আমি
যুগ যুগ ধরি তুমি অন্ধ অনুরাগে
করিতেছো আমার বন্দেগী। কোনোখানে
হেন ঠাঁই নাই—যেথা দাঁড়াইয়া তুমি
বন্দেগী করোনি মোরে। প্রতি সিজ্‌দায়
কাটায়েছো সহস্র বৎসর। কী হয়েছে
তার ফল? সৃষ্টি আজ স্তব্ধ অচঞ্চল।
কোটী কোটী ফিরিশ্‌তারে বানায়েছো তুমি
নিষ্ক্রিয় অলস। কারো মনে নাই কোনো
সৃষ্টির উল্লাস। বাণীদূত জিব্রাইল
নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে; আমার বারতা
কার কাছে পাঠাবে সে? মেঘদূত
মিকাইল বসে বসে গণিছে প্রহর।

নির্জন ধরণী-বুকে বৃষ্টি-বরিষণে
কিবা তার প্রয়োজন? কী ফল তাহাতে?
মৃত্যুদূত আযরাইল শুন্য খাতা-হাতে
বসে আছে ক্ষুণ্ন মনে। সারা সৃষ্টি আজ
বিরস বৈচিত্র্যহীন—প্রগতি-বিমুখ।
প্রয়োজন হইয়াছে তাই তো আমার
একজন সৃষ্টিধর্মী খলিফার—যার
মনে আছে দুঃসাহস সম্মুখের পানে
এগিয়ে চলার। সেই খলিফাই হলো
এই সে আদম—এই মাটির মানুষ।
ইহারে সিজ্‌দা দাও, জানাও তস্‌লিম্‌!"

ইবলিস্‌ ক্ষণকাল রহিল দাঁড়ায়ে।
তারপর কহিল সে: "আচ্ছা, বলো দেখি,
খলিফা হবার যোগ্যতা কাহার বেশি?
আমার? না আদমের? আমি হনু জীন্‌—
আদম ইন্‌সান্‌। আমি আগুনের, আর
আদম মাটির। ফিরিশ্‌তাকুলের আমি
নেতা, আমি গুরু—মু'আল্লিমুল্‌-মালায়েক।
আমার প্রতিভা আর জ্ঞান-অভিজ্ঞতা
ঢের বেশি আদমের চেয়ে। কেন তবে
আদমেরে দেবে তুমি এই উচ্চ পদ?
ও-পদের একমাত্র যোগ্যজন আমি।"

আল্লাহ্‌ কন: "এইবার নিজেই আসিয়া
ধরা দিলে মোর হাতে। তোমার স্বরূপ
নিজেই খুলিয়া দিলে। এখন আমার
প্রয়োজন নাই আর কিছু বলিবার।
জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতার বলে
তুমি চাও খলিফার পদ? কিন্তু জেনো,
যোগ্যতা নহেকো শুধু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা।
প্রভুর আদর্শ আর লক্ষ্যের সহিত

কর্মীর জ্ঞানের কোনো যোগ আছে কিনা
তাই দেখে হয় তার যোগ্যতা-বিচার।
দুষ্টবুদ্ধি প্রতিভা—সে অতি ভয়ঙ্কর।
জ্ঞানের সহিত চাই প্রেমের মিশ্রণ।
উচ্ছৃঙ্খল প্রেমহীন ভক্তিহীন জ্ঞান
আনে শুধু অকল্যাণ, বিরোধ, বিপ্লব,
সে-জ্ঞান দেয় না কোনো সুন্দরের দান।
তোমার ও-যোগ্যতাই মস্ত অযোগ্যতা,
এরি মাঝে আছে তব চরম ব্যর্থতা।
'খলিফা' হইতে চাও? মানে বোঝো তার?
খলিফা হইতে হলে বাদশার সহিত
চাই তার পূর্ণ সহযোগ; আর চাই
গভীর একাত্মবোধ। তোমার মাঝারে
কতোটুকু আছে তার? তুমি দুর্বিনীত,
অশান্ত-চঞ্চল; মানো না আমার বাণী।
কেমনে হইবে তুমি খলিফা আমার?
কোথা আনুগত্য তব? কোথা তব প্রেম?
কোথায় আমার সঙ্গে তোমার সংযোগ?
মহাসমুদ্রের সাথে যোগ রাখিলেই
নদনদী পায় গতিবেগ। যে-নদীর
নাই সেই সমুদ্র-সংযোগ, সে তো স্তব্ধ,
ছন্দহীন জলরাশি! অহমিকা তারে
রেখেছে বিচ্ছিন্ন করি। শুষ্ক বালুচর
নদীবুকে রচে যথা মরু-উপদ্বীপ,
অহঙ্কার সেইমতো দানা বাঁধিতেছে
তোমার অন্তর-তলে। হুঁশিয়ার হও।
মাফ চাও, সিজ্‌দা দাও আদমের পায়।"

দুর্বিনীত ইবলিস্‌ রহিল দাঁড়ায়ে
আদমেরে সিজ্‌দা দিতে হলো না সে রাজী।

আল্লাহ্‌ কহিলেন তারে: "প্রশান্ত মুহূর্তে
ভেবে দেখ একবার কর্তব্য তোমার
তারপর দিও তুমি তোমার জবাব।"

মনজিল : ৩

আর একদিন।

ডাকিলেন খোদাতালা

ফিরিশ্‌তাদিগেরে। ইবলিসেরে লক্ষ্য করি

কহিলেন : "কী জবাব দিবে তুমি, দাও?"

ইবলিস্‌ জবাব দিল : "না। কিছুতেই না।

আদমেরে সিজ্‌দা দিতে রাজী নই আমি।"

কহিলেন আল্লাহ্‌তালা : "রাজী নও তুমি :

ভেবে দেখ একবার অপরাধ তব

হইতেছে কতো গুরুতর। বন্যাবেগে

উচ্ছ্বসিত কূলভাঙা নদীর মতন

তোমার বিদ্রোহ এবে লঙ্ঘি আদমেরে

পোঁছিয়াছে মোর সীমানায়। তুমি আর

তুচ্ছ নহ, নহ মোর লক্ষ্যের বাহিরে।

আমারি আদেশ তুমি করিছো লঙ্ঘন

এ কথাই বড় হয়ে জাগিছে এখন।

আমার হুকুম তুমি অমান্য করিয়া

আনিতেছো অকল্যাণ। 'হাঁ'-এর মাঝারে

করিতেছো তুমি আজ 'না'-এর সঞ্চার।

অনিয়ম অবাধ্যতা বিরোধ বিপ্লব

তুমিই আনিছো ডাকি সৃষ্টিতে আমার।

এতদিন সৃষ্টি জুড়ি ছিল এক-ধ্যান

এক-লক্ষ্য এক-চিন্তা এক-অভিজ্ঞান,

এখন সেখানে তুমি শুনাইলে আসি

নূতন বিপ্লবী সুর। সৃষ্টির অন্তরে

জাগাইয়া দিলে তুমি বিদ্রোহের বাণী :

যতো পাপ যতো মিথ্যা যতো অসুন্দর
তাহারি ইঙ্গিত দিলে আনি। এরপর
আদম অথবা তার আল্-আওলাদ
চলে যদি ভুল পথে, করে যদি পাপ
কে তখন হবে দায়ী? দায়ী হবে তুমি।"

"দায়ী হবো আমি? কেন? আমার কী দোষ?
দায়ী যদি হয় কেউ সে হইবে তুমি।
তুমিই উৎস-মূল সকল পাপের।
কে দিল আমার মনে বিপ্লবী এ জ্ঞান?
সে কি তুমি নও? তোমার আইন মেনে
চলি মোরা সৎপথে—এ তুমি চাওনা।
আইন করেই, বস্, সাথে সাথে তার
ইঙ্গিত জাগায়ে দাও অন্তরে সবার
আইন ভাঙার। অদ্ভুত তোমার নীতি!
প্রদীপের পাশে যথা রয় অন্ধকার
সেই মতো আইনের আড়ালেই রয়
আইন-না-মানার আইন। সত্য কিনা
বলো? আইন ভাঙার পূর্বস্বীকৃতিই
আইনের ভিত্তিমূল। তুমি 'রহমান',
তুমি 'দয়াময়' তুমি 'গফুরুর্-রহীম'
এই সব গুণের মাঝেই ধরা পড়ে
তোমার সে সত্য-রূপ। তুমি অপরূপ!
মুখে একরূপ আর কাজে অন্যরূপ!
বঞ্চিত করিয়া হও দয়ালু অসীম
পাপ করাইয়া সাজো গফুরুর্-রহীম!
কেন তুমি বেহেশ্‌তের সাথে সাথে, বলো,
রেখেছো আগেই গড়ে সাতটি দোজখ?
'সিরাতাল্-মুস্তাকিমে' চলিতে বলিয়া
কেন তার দুই পাশে রেখে দেছো ফের
অভিশপ্ত আরো দুটি পথ? যদি কেউ

কোনোদিন চলে এই ভুলপথ দিয়া
সে দোষ কি শুধু পথিকের? মালিকের
নয়? অথচ যে পথিক, তারেই তুমি
করো অপরাধী! ধরো তারে! দাও সাজা!
এই কি বিচার তব? এই তব প্রেম?
সত্যি যদি ভালোবাসো সৃষ্টিরে তোমার
তা হলে যে-পথ আছে বিপথে যাবার,
খুলে কেন রাখো বলো তাহার দুয়ার?
পাপের উৎসমূল করো না নির্মূল?
তা হলেই কেহ আর করিবে না ভুল!"

আল্লাহ্ কন: "থামাও তোমার যুক্তিজ্ঞান।
সহজ সত্যেরে যারা অস্বীকার করে
তারাই তোমার মতো পথ হারাইয়া
অন্ধকারে ঘুরে মরে। সত্যের প্রবাল
সুপ্ত রয় শুক্তির শয়নে। তারে কভু
ধরা নাহি যায় কোনো যুক্তি-জাল দিয়ে।
তারে যদি পেতে চাও, ছাড়ো যুক্তি-জাল,
ডুব দাও সমুদ্রের অতল-গহনে।
স্রষ্টার গোপন ভেদ বুঝেছে যেজন
তার কোনো প্রশ্ন নাই; মৌনতার মাঝে
মন তার ডুবে যায়, জাগে না সংশয়।
বাহিরের দ্বন্দ্ব আর বৈষম্যের মাঝে
শোনে সে সাম্যের সুর। দ্বন্দ্ব মিথ্যা নয়।
দ্বন্দ্বই সৃষ্টির মূল। আমার সৃষ্টিতে
জন্মমৃত্যু হাসিকান্না আলো ও আঁধার
সত্যমিথ্যা পাপপুণ্য জোড়াবাঁধা তাই
এক সাথে। দিবসের আলোর মাঝারে
লুকাইয়া দেই আমি রাতের আঁধার,
রাতের আঁধার-তলে আলোরে আনিয়া
লুকাই আবার। সান্তের মাঝারে বাজে

অনন্তের সুর ; সীমা করে অসীমের
প্রকাশ মধুর। দুই বিপরীত ছাড়া
'সিরাতাল্-মুস্তাকিম' চেনা নাহি যায়।
সৃষ্টির অন্তরে তাই বৈষম্য-বিরোধ
জেগে রবে ; তার কভু হবেনা নিরোধ।
বৈষম্যের মাঝে তুমি শুধু কি দেখেছো
দ্বন্দ্ব ? পাওনি কি মিলনের পরিচয় ?"

ইবলিস্ রহিল নীরব ; দিল না সে
কোনোই জবাব।

কহিলেন আল্লাহ্ ফের :
"ইবলিস্, ভেবে দেখ কোথায় এসেছো।
দাঁড়ায়েছো তুমি এসে ধ্বংসের কিনারে!
এক-পা বাড়াও যদি আর, তা হলেই
ডুবে যাবে তুমি অন্ধকারে ; চিরমৃত্যু
তোমারে করিবে গ্রাস। প্রশান্ত মুহূর্তে
ভেবে দেখ শেষবার আদমেরে তুমি
সিজ্‌দা দিবে, কি দিবে না।"

ইবলিস্ নীরব।
চরম মুহূর্ত এক ঘনাইয়া এলো
তার মনে। বহুক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া
কহিল সে : "না। কিছুতেই না। আদমেরে
সিজ্‌দা দিতে রাজী নই আমি।"

"রাজী নও ?
এত বড় স্পর্দ্ধা তব ? এত অহঙ্কার ?
আমার হুকুম তুমি অমান্য করিলে ?

তা হলে বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তেই
আমার দরবার হতে। এখানে তোমার
নাই কোনো অধিকার থাকিবার আর।
আজ থেকে নাম তব দিলাম 'শয়তান'।
বিদ্রোহী বিবাগী তুমি, তুমি মালাউন,
চির-অভিশপ্ত তুমি! দূর হয়ে যাও
আমার সম্মুখ হতে।"

—দেখিতে দেখিতে
ইবলিসের দেহ হ'তে সব জ্যোতিভার
একে একে পড়িল খসিয়া। কদাকার
কৃষ্ণমূর্তি হইল বাহির। মনে হলো:
নন্দন-পাখীর দলে এসেছিল যেন
কুশ্রী এক কালো কাক; সোনার পালকে
ঢাকি তার নিজরূপ। সেই ছদ্মবেশ
আজ যেই খুলে গেল, অমনি তখন
প্রকাশ পাইল তার আপন স্বরূপ।
নেমে এলো কণ্ঠে তার লানতের হার
গলবন্ধ যেন লাঞ্ছনার! হেরি সেই
কুশ্রী রূপ, ঘৃণা আর অবজ্ঞার সুরে
তামাম ফিরিশ্‌তা-জীন-আসমান-যমীন্‌
এক সাথে দিল তারে সহস্র ধিক্কার।
'মরদুদ্‌', 'শয়তান' রব উঠিল ধ্বনিয়া
দিক হতে দিগন্তরে। উল্কা, ধূমকেতু,
ঝঞ্ঝা, বজ্র, ভুকম্পন, অগ্নিগিরিস্রাব
উঠিল উন্মুখ হয়ে। নীহারিকা-লোকে
পরমাণুপুঞ্জে এলো তীব্র আলোড়ন।
সপ্ত-সাগরের বুকে উঠিল জাগিয়া
প্রচণ্ড গর্জন। রোষকষাইত নেত্রে
সারা সৃষ্টি চেয়ে রোলো শয়তানের পানে।

লাঞ্ছনার গুরু-বেদনায় নত হলো
শয়তানের শির। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে
কহিল সে: "ইয়া আল্লাহ্, মাথা পেতে নিনু
তোমার এ-আদেশ। কিন্তু আমি বুঝি না
তোমার এ কেমন বিচার! তুমি রব্,
তুমি মহাবিচারক। তোমার বিচার
আদর্শ সুন্দর হবে—এই মোরা চাই।
কিন্তু আজ এ কী দেখিতেছি? এ নহে কি
একতর্ফা রায়? আদম যে শ্রেষ্ঠ, তার
প্রমাণ কোথায়? তোমার মুখেই শুধু
শুনিলাম তার গুণগান। আজো তার
হয়নি পরীক্ষা, সে-সত্য নিশ্চিত নয়;
পরীক্ষিত সত্যই মেনে নেওয়া যায়।
আদম ও তার যতো আল্-আওলাদ
তোমারে কিভাবে মানে, দেখ একবার!
তারপর ক'রো তুমি আমার বিচার।
আমি তো দেইনি সিজদা আদমের পায়
সে শুধু তোমার লাগি! বিশুদ্ধ তৌহীদ
রাখিতে গিয়াই আমি হয়েছি 'শয়তান'।
কিন্তু সেই আদমেই যদি নাহি মানে
তোমারে? তখন কেমন হবে? বলো তো?
ভেবেছো কি তাহা তুমি? দেখো, বলে দিনু:
এত মান দিলে তুমি যেই-মানুষেরে
সেই মানুষেরি হাতে তোমার লাঞ্ছনা
সঞ্চিত হইয়া আছে। তুমি এক, তুমি
লা-শরীক; কিন্তু দেখো, মানুষ তোমারে
কি ভাবে চিত্রিত করে। কেউবা তোমারে
হাসিয়াই তুড়ি মেরে উড়াইয়া দিবে,
'আল্লাহ্ নাই'—এই কথা করিবে জাহির।
কেউ কবে: আল্লাহ্ দুই। কেউ কবে: তিন।
কেউ কবে: তিনি বহু। কেউবা আবার
নিজেরেই আল্লাহ্ বলে করিবে প্রচার।

নাজেহাল হবে তুমি মানুষের হাতে।
চিরকাল দাগা দিবে তোমারে ইন্‌সান।
লক্ষ লক্ষ গীর্জা মঠ মন্দির গড়িয়া
ধূপধূনা আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া
বহু দেবদেবী বহু উপদেবতারে
নিশিদিন পূজিবে তাহারা। যুগে যুগে
হয়তো পাঠাবে তুমি বহু পয়গম্বর
তাহাদের হিদায়েৎ লাগি, সাথে দিয়ে
তোমার বাণী, তোমার নূর ; কিন্তু সব
ব্যর্থ হবে ; ফিরে যাবে তারা অন্ধকারে।
আদমেরে এই ভাবে সিজ্‌দা দেওয়াইয়া
কী ভুল করেছো তুমি, পরে তা' বুঝিবে
নরপূজা, মূর্তিপূজা, অবতারবাদ,
নাস্তিকতা—সবকিছু হইবে বাহির
এই এক আদমের সিজ্‌দার কল্যাণে!
মানুষ যে তুচ্ছ নয়, শক্তি রাখে সে যে
তোমার মতোই,—এই ভ্রান্ত অনুভূতি
রক্তে তার চিরদিন রহিবে জাগিয়া।
বিদ্রোহের যেই বীজ পুঁতিলে আজিকে,
তার তিক্ত ফল—তোমারো ভুগিতে হবে :
আজি আমি দেখিতেছি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে :
মোর চেয়ে বড় বড় অসংখ্য শয়তান
ঘুমাইয়া আছে এই মানুষের মাঝে।
তাদের মাঝারে কেউ হইবে নাস্তিক
কেউ বা কাফির হবে, কেউ মুনাফিক ;
সর্বহারাদের পরে কেউ বা আবার
করিবে যুলুম ; দস্যুর মতন তারা
কেড়ে নেবে তাহাদের সকল সঞ্চয়।
পিতৃগৃহে থাকে যদি অতুল বিভব,
ভায়ে-ভায়ে ভাগ করে নিতে হয় তাহা
স্নেহপ্রীতিমমতায়। তারা তা নিবেনা!
তারা নিবে লুট করে যেখানে যা পায়।

বনি-আদম

দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি অনাচার আর
ব্যভিচারে ছেয়ে দেবে জগত-সংসার।
মানুষের কোথা শক্তি 'খলিফা' হবার?
প্রলোভন, ভয়ভীতি, স্বার্থের সংঘাত
এলেই তাহারা দেখো অতি সহজেই
ভুলে যাবে তাহাদের কর্তব্যের পথ,
ভুলে যাবে সকল শপথ। তুমি নিজে
যতোই করোনা কেন তারীফ তাদের,
তারা তার যোগ্য নয়; বাস্তব জীবনে
দেখো তারা কতো ঘৃণ্য—কতো অসুন্দর।
মানুষেরে নিয়ে তাই বড়াই ক'রো না,
তোমারো বিপদ আছে তাতে! তারা যদি
বাস্তব জগতে ব্যর্থ হয়, তবে দেখো,
তোমারেও ছুঁয়ে যাবে সেই পরাজয়!
আজি আমি মুক্ত কণ্ঠে সবার সম্মুখে
দিতেছি এ সংগ্রামী আহ্বান: গুণে-জ্ঞানে
যোগ্যতায়, আদম ও আমার মাঝারে
শক্তির পরীক্ষা হোক; দেখা যাক্ তাতে
কে হারে কে জিতে। দিবে কি এ অধিকার
মোরে?"

"দিব। পাবে তুমি সেই অধিকার।
কোন্ প্রতিযোগিতায় আদমেরে তুমি
দিতে চাও আহ্বান? কোন্ সর্তে, কোথায়
কিভাবে হবে এ দ্বৈত-সংগ্রাম? সে কথা
সুস্পষ্ট করিয়া বলো?"

শয়তান কয়:
"আদম অথবা তার আল্-আওলাদ্
তোমার খলিফারূপে সৃষ্টির মাঝারে

শ্রেষ্ঠত্বের করিবে বড়াই, আমি হবো তার
অন্তরায়। পদে পদে তার গতিপথে
আমি দিব বাধা। সত্য পথ হতে তারে
বিপথে লইয়া যাবো। মিথ্যা অসুন্দর
অন্যায় দুর্নীতি পাপ—শত প্রকারের
গ্লানি আর কলঙ্কের কালিমায় তার
মলিন করিব মুখ; যাতে তুমি আর
উঁচু মুখে নাহি দাও তার পরিচয়
তোমার খলিফা বলে। খলিফার কাজ:
বাদ্‌শার ফরমান্‌ আর হুকুম-তামিল।
মোর লক্ষ্য হবে: তোমারেই যাতে তারা
না মানে, যাতে তারা হয় বিদ্রোহী; যাতে
করে তোমার নিষিদ্ধ কাজ। এই হবে
লক্ষ্য মোর। এই হবে দ্বন্দ্বের বিষয়।"

আল্লাহ্‌ কহিলেন: "ব্যাপার তো মন্দ নয়।
আদমের নাম করে আমারেই তুমি
দিতেছো আহ্বান! আমারি বিধান তুমি
দিতে চাও পণ্ড করে! সুদূর-প্রসারী
তোমার এ কল্পনা! বেশ তো! ভালো কথা।
কতোদিন এ-সংগ্রাম জারী রবে, বলো?
দ্বন্দ্বে চাই সময়ের সীমা-নির্দ্ধারণ।
নির্দিষ্ট সময়-রেখা দাও?"

"আজ হতে
রোজ-কিয়ামৎ তক্‌ এ-মহাসংগ্রাম
জারী রবে। এই দীর্ঘ মেয়াদের মাঝে
ঘটাইব আমি ঠিক মানব-জাতির
সম্পূর্ণ পতন।"

"বেশ, তাই হবে তবে।
তোমার আরজী আমি করিনু মঞ্জুর।"

বনি-আদম

শয়তান অপ্রস্তুত। কহিল সে ধীরে:
"আমারে দিলেই যদি এই অধিকার
শোনো তবে আরও কিছু আরজ আমার।"

"বলো?"

"প্রথম আরজ: কিয়ামৎ তক্
আমারে বাঁচতে হবে। মুলতবী রাখো
মোর দণ্ডের আদেশ। কিয়ামৎ শেষে
বিচার করিয়া তবে দিও মোরে সাজা।"

"মঞ্জুর!"

"দুস্‌রা আরজ মোর: আমারে
যে-জ্ঞান-বিজ্ঞান তুমি করিয়াছো দান
দয়া করে নিওনা কাড়িয়া।"

"তারপর?"

"তিস্‌রা আরজ: যে-কোনো জীবের মূর্তি
ধরিতে পারিব, কিংবা সূক্ষ্ম বেশ ধরি
অলক্ষ্যে বাঁধিব বাসা অতি সুকৌশলে
মানুষের মনোলোকে—এই শক্তি দাও
মোরে।"

"সর্বশক্তি দিলাম তোমারে। তবু দেখি
কেমন করিয়া তুমি পারো ঘটাইতে
মানুষের পরাজয়। যাও। আজ হতে
শুরু করো তোমার সংগ্রাম-অভিযান।
ইস্রাফিল্ লবে বাঁশি; ফুকারিবে শিঙা
নির্দিষ্ট সময় শেষে। ক্ষান্ত হবে রণ।
তারপর হাশরের দিনে, তোমাদেরে
জাগাইব নূতন জীবনে। সেইদিন

কে জিতেছে এ-মহাসংগ্রামে : মানুষ, না
শয়তান, হবে তার চূড়ান্ত বিচার।”

শয়তান দিল এ জবাব : “এ-সংগ্রামে
আদম কি রাজী আছে ? তাহার স্বীকৃতি
প্রয়োজন।”

আল্লাহ্ কহিলেন : “হে আদম,
শয়তানের এ-আহ্বানে রাজী আছো তুমি ?’

“আছি প্রভু।” দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল আদম,
“প্রস্তুত রয়েছি আমি এ-সংগ্রাম লাগি।
তুমি যদি মোর পরে রাখো স্নেহ-আঁখি
বুকে যদি দাও বল, আর যদি দাও
পথের নির্দেশ, কী ভয় তা হলে মোর ?
শয়তানেরে নাহি ডরি আমি।”

আড় চোখে
শয়তান চাহিয়া রোলো আদমের পানে।
জ্বলিয়া উঠিল তার ঈর্ষার আগুন।
কহিল সে বিদ্রূপের সুরে : “তুচ্ছ এই
নিগৃহীত মাটির পুতুল ! তারি এত
আস্ফালন ! সেই হবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ? আর
সেই হবে আল্লার খলিফা ? অসম্ভব !
কী যোগ্যতা আছে তব খলিফা হবার
বলো দেখি, শুনি ?”

কহিল আদম : “দেখ,
ধৃষ্টতারও সীমা থাকা চাই। কে হইবে
আল্লার খলিফা, ঠিক করে দিবে তাকি
তুমি ? আল্লাই কি জানেন না বেহ্তের
কার মূল্য কার চেয়ে বেশি ? তাঁর পূর্ণ

জ্ঞানের উপরে এ তোমার অবিশ্বাস!
এ তোমার চরম ধৃষ্টতা! মাফ চাও তুমি
এ অপরাধের।"

শয়তান কয়: "থামো!
তুমি মোর জানী দুষ্‌মন্‌! তুমিই তো
ডাকিয়া এনেছো মোর এই সর্বনাশ!
তুমিই তো ঘটায়েছো আমার পতন!
আমি ছিনু ফিরিশ্‌তাকুলের সরদার।
তুমি মোরে সেই উচ্চ আসন হইতে
দিয়েছো নামিয়ে। তুমি যদি না আসিতে, তবে
রহিতাম আমি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীহীন
অজেয় অম্লান। তুমি সাজিয়াছো আজ
বিশ্বনিখিলের মাঝে আল্লার খলিফা!
ওই পদগৌরবের পূর্ণ অধিকার
ছিল আমার! তুমি দিয়েছো ভেঙে সেই
স্বপ্ন মোর। আজ তাই প্রতিজ্ঞা আমার:
তোমারো সকল সাধ আশা-আকাঙক্ষার
সমাধি রচিব আমি! খান্‌ খান্‌ করি
ভেঙে দিব তোমার স্বপন-রাঙা ওই
খলিফার স্বর্ণ-সিংহাসন।"

"চুপ রহ!
বেআদব! বেতমীজ! এত অহঙ্কার!
এত আস্ফালন! দেখে নিব, কতো বড়
ধুরন্ধর তুমি। আমারও দুর্জয় পণ:
তোমার এ ধৃষ্টতার যোগ্য পুরস্কার
দিব আমি। হাতে নিয়ে নাংগা তলোয়ার
চালাবো তোমার সাথে অনন্ত সংগ্রাম।
আল্লার পবিত্র-পাক মহিমার প্রতি

যে ধৃষ্টতা দেখায়েছো তুমি, আমি তার
দাদ নিব। আমি তাঁর ইজ্জৎ ও শান্
রাখিব অম্লান—এই শপথ নিলাম।"

"আচ্ছা, বেশ, দেখে নিব।" বলিতে বলিতে
শয়তান দ্রুতবেগে করিল প্রস্থান।

মনজিল : ৪

ক্ষোভে দুঃখে নিরাশায় লাজে অপমানে
বিতাড়িত শয়তান বিষণ্ণ অন্তরে
অলস পাখ্‌না মেলি মন্থর গতিতে
এক আস্‌মান হ'তে অন্য আস্‌মানে
চলিল উড়িয়া। কোথা যাবে? কোথা তার
ঠাঁই? বিশ্বভূমণ্ডলে হেন ঠাঁই নাই—
যেখানে সে নিতে পারে ক্ষণিক বিশ্রাম।
যেথা যায়, সেখানেই অবজ্ঞার সুরে
'মরদুদ' 'শয়তান' রবে উঠে চীৎকার।
বাজপাখী দেখিলেই ফিঙারা যেমন
ক্ষিপ্ত কলরব তুলি ধায় তার পিছে,
সেই মতো শয়তানের পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রতি সৃষ্ট জীব, প্রতি অণুপরমাণু
'শয়তান' 'শয়তান' রবে তুলিয়া আওয়াজ
তাহারে করিল তাড়া। তড়িৎ-তরঙ্গে
বৃহস্পতি, মঙ্গল ও চন্দ্রলোক হতে
বাজিল সঙ্কেত: হুঁশিয়ার হও সবে!
বিদ্রোহী শয়তান পথে হয়েছে বাহির।
কোটি কোটি গ্রহতারা সজাগ নয়নে
শয়তানের গতিপথে সতর্ক প্রহরা
পাতিয়া রহিল বসি।

নিরানন্দ মনে
শয়তান থামিল এসে দোজখের তীরে।
সমস্ত প্রকৃতি যেন ধাক্কা দিয়া দিয়া
এইখানে নিয়ে এলো তারে। প্রকৃতির
মর্মমূলে বাজিতেছে মিলনের সুর।
অতৃপ্ত বিরহ নিয়ে নিখিল জগৎ
কোন্‌ অজানারে যেন করিছে সন্ধান।
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়, নিত্য বাজে

২৩—

সেই সুর। এক মহা নীরব প্রণতি
সৃষ্টি জুড়ে জেগে আছে যেন! কোনোখানে
নাই কোনো বিরোধ—বিপ্লব; আছে শান্তি,
আছে প্রেম। এর মাঝে বিদ্রোহী শয়তান
কোথা পাবে ঠাঁই? জাহান্নামই তাই তার
সুযোগ্য আশ্রয়-ভূমি। এখানে আসিয়া
তাই সে ফেলিল মহা স্বস্তির নিশ্বাস।
নগর হইতে যেন তাড়া খেয়ে চোর
এলো নিজগৃহে! দোজখের অগ্নিবীণা
যে-সুরে ঝঙ্কৃত হয়, সে সুরের সাথে
মিলে গেল তার সুর। প্রবাসী যেমন
শান্তি পায় স্বদেশের সীমানায় এলে,
তেমনি সে দোজখের তীরে এসে পেল
গৃহের আনন্দ-অনুভূতি।

আনমনে

অগ্নিদগ্ধ এক মৃত পর্বত চূড়ায়
শয়তান বসিল আসি নিঃসঙ্গ নির্জন।
দোজখের অগ্নিপুরী সম্মুখে তাহার;
কালো নীল লাল অগ্নি দাউ-দাউ করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড তেজে। লক্ষ আজদাহা
ফণা তুলি এক সাথে করিছে গর্জন;
দূরে দূরে জ্বলিতেছে সাতটি দোজখ:
'হুতামা' 'সকর' 'নাজা' 'জাহিম' 'সকীর'
'হাবিয়া' ও 'জাহান্নাম'। সাত দোজখের
আছে সাতটি দুয়ার। প্রত্যেক দুয়ারে
আগুনের নেজা আর বল্লম লইয়া
ফিরিশ্‌তারা আছে মোতায়েন। আগুনের
শাপ-বিচ্ছু-ক্রীমিকীট কিল্‌বিল করি
ফিরিতেছে চারিদিক। দূরে বহিতেছে
খরস্রোতা অগ্নিনদী; দুই তীরে তার

বনি-আদম

সারি সারি আগুনের গাছ; সেই গাছে
ডালে ডালে ফুটে আছে আগুনের ফুল।
আহাজারি হা-হুতাশ দারুণ পিয়াস
মূর্তি ধরে জেগে আছে যেন। মনে হয়
এইখানে হবে এক মহামহোৎসব
তারি আয়োজনে এই প্রশস্ত পুরীতে
লক্ষ লক্ষ চুল্লি যেন হতেছে প্রস্তুত।
বুঝিল শয়তান: তার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ
রোজকিয়ামৎ শেষে এই মহোৎসবে
লভিবে সে নিমন্ত্রণ। খানাপিনা শেষে
এখানেই হবে তার শেষের শয়ন।
মনে পড়ে গেল তার অতীতের কথা
কহিল সে মনে মনে অনুতপ্ত সুরে:
"হায়! কী ছিলাম, আর কী হয়ে গেলাম।
মুহূর্তের এপারে-ওপারে, ঘটে গেল
এ কী বিপর্যয়। আমি ছিনু জীন জাতি;
জীনদের আদি পিতা ছিল 'তারানুস্'।
'খবীস্' আমার পিতা, মাতা 'নীল্‌বীস্',
মোর নাম ছিল 'ইবলিস্'। ছোটো বেলা
ছিনু আমি খুবসুরৎ—ফিরিশ্‌তার মতো।
ফিরিশ্‌তারা খুশি হয়ে নিয়ে এলো তাই
তাহাদের দলে; দিনে দিনে হলো মোর
রূপ-বিবর্তন; তাহাদের সহ্‌বতে
নেক হলো খাস্‌লাৎ আমার; ধীরে ধীরে
আমি হইলাম ফিরিশ্‌তাদিগের নেতা—
মু'আল্লিমুল্-মালাকুৎ। নিশিদিন
ইবাদৎ-বন্দিগীতে রহিলাম লীন।
আস্‌মান-যমীন্ বীচে হেন ঠাঁই নাই
যেখানে দাঁড়ায়ে আমি পরম নিষ্ঠায়
আল্লার বন্দিগী করি নাই। মনে পড়ে
সুব্‌হে-সাদিকের নব রক্তিম-আভায়
হিমালিয়া পর্বতের তুহিন-শিখরে

বিচিত্র বর্ণের ছটা ফুটে উঠে যবে,
তখন সে স্বর্ণগিরিশীর্ষে দাঁড়াইয়া
অনন্ত আকাশে আমি দিয়াছি আজান।
শুনি সে মধুর স্বর ঘুমন্ত প্রকৃতি
জাগিয়া উঠেছে ধীরে; পাখীরা গেয়েছে
গান; ফুলেরা মেলেছে নয়ন। পুলকে-
আলোকে, ভরে গেছে নিখিলের অন্তর!
কখনো বা ঊর্ধ্বে নীল শামিয়ানা তলে
জ্বালিয়া চাঁদের বাতি, আর তারি সাথে
কোটি কোটি তারকার লোবান-শলাকা.
প্রশান্ত-সাগর বুকে বিছায়ে ফরাশ
সারারাত করিয়াছি আল্লার জিকির
ফিরিশ্‌তাদিগের সাথে। সাগর-কল্লোলে
দুলিয়াছি মোরা সবে হিল্লোলে-হিল্লোলে।
সেই আমি! আজ তার এই পরিণাম!
আজ যেন মনে হয়: চাঁদ তারা সব
নিভে গেছে; গুটাইয়া নেছে যেন কেউ
পদনিম্ন হতে সেই সুনীল-ফরাশ
আমি যেন ভাসিতেছি মাঝ-দরিয়ায়
কূল নাই সীমা নাই তার। কালো মেঘে
ছেয়েছে আকাশ, কান পেতে শুনিতেছি
বিদ্যুৎ ও বজ্রের গর্জন। চারিদিকে
ঘন-অন্ধকার; হাত বাড়াইলে হাত
দেখা নাহি যায়! উত্তাল তরঙ্গমালা
গর্জিছে ভীষণ; তারা যেন দল বেঁধে
আসিছে ধাইয়া, আমারে করিতে গ্রাস।
নিরাশার অতল আঁধারে, ডুবিয়া যেতেছি
আমি। আজ আর আল্লামুখী নহে মোর
মন। আমি আজ সে-পথের উল্টা দিকে
চলেছি ছুটিয়া। বিপ্লব-চিন্তায় আজি
অশান্ত অন্তর মোর। সব হাসি-গান
সত্য ন্যায় সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যান

বনি-আদম

চিরতরে মোর তরে হয়েছে হারাম।
ইবাদাৎ-বন্দিগীর দুয়ার আমার
চির-দিবসের তরে বন্ধ করিলাম।
ভাগ্যহত অভিশপ্ত আমি! মোর মনে
জ্বলিতেছে প্রচণ্ড আগুন। তার কাছে
সম্মুখের প্রজ্বলন্ত হাবিয়া দোজখ
নিষ্প্রভ লাগিছে যেন। আজ বুঝিলাম
কোনো শক্তি নাই মোর, আমি নিঃস্ব দীন।
যে-আল্লার প্রতিকূলে বিদ্রোহ আমার
সে-ই দেখি উৎস-মূল সকল শক্তির!
যন্ত্রপাতি হাতিয়ার রসদ-সম্ভার
সকলি শত্রুর হাতে। আমি বাঁধা তার
শৃঙ্খলে। অথচ তাহারি সাথে বিদ্রোহ
আমার! কী মূল্য এ বিদ্রোহের? কিছু না।
বিদ্রোহ করিতে হ'লে দাঁড়াইতে হয়
আপনার পায়ে; ফিরাইয়া দিতে হয়
আমার অস্তিত্ব আর তাঁর যতো দান;
প্রতিদ্বন্দ্বী খোদারূপে নিতে হয় মোর
আত্মজন্ম স্বতন্ত্র স্বাধীন। তাঁর এই
এলাকা ছাড়িয়া, দাঁড়াইতে হয় মোরে
নিজ এলাকায়। কোথা সেই শক্তি মোর?
কোথায় সে সম্ভাবনা? খোদারে ডিঙিয়ে
কেউ কভু খোদা হতে পারে? অসম্ভব।
কিসের এ গর্ব তবে?...যাই...ফিরে যাই।
মাফ চাই আল্লার হুজুরে...

মাফ?...না! না!
কেমনে চাহিব মাফ? মাফ-চাওয়া মানে
আদমেরে মেনে নেওয়া। মাফ-চাহিলেই
আল্লাহ্ বলিবেন: বেশ, ভালো কথা, এসো,
সিজ্‌দা দাও আদমেরে। মানো তবে তারে

আমার খলিফা বলে! তখন কোথায়
এ মুখ রাখিব? তামাম ফিরিশ্‌তা-জীন্
চন্দ্র-সূর্য গ্রহতারা আস্‌মান-যমীন্
খিল্‌খিল্ উঠিবে হাসিয়া! সে বিদ্রূপ
কেমনে সহিব আমি? হবে না তা কভু!
মাফ আমি চাহিব না—চাহিতে পারি না।
মুহূর্তেই বিদ্রোহ-ঘোষণা, মুহূর্তেই
শান্তির কামনা? ছি! ছি! কী লজ্জার কথা!
আজ যদি আদমেরে সিজ্‌দা দেই আমি
তা হলেই মিটে যায় সব গণ্ডগোল;
কিন্তু তার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর!
এ স্বীকৃতি পাইলেই আদম-সন্তান
মোর শিরে চিরদিন দিবে অভিশাপ,
এঁকে দিবে মোর মুখে কলঙ্কের ছাপ।
বিদ্রূপ ও গালাগালি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা
নিয়ত সহিতে হবে মোরে! তার চেয়ে
আল্লার হাতের-দেওয়া শাস্তি—সে উত্তম!
জান যায়, তবু তাতে র'য়ে যায় মান!
সন্ধি করা তাই আর সাজেনা আমার।
যে দুর্গম পথে আজি হয়েছি বাহির
শেষ প্রান্তে যেতে হবে তার; মাঝপথে
থামা, কিংবা ফিরে যাওয়া, চলিবেনা আর।
বেহেশ্‌তে থাকিতে গেলে দাস হতে হবে
আদমের; তার চেয়ে ঢের ভালো হবে
বাদশাহী করা দোজখের। কেন আমি
হাত মিলাইব তবে আদমের হাতে?
সে-ই তো আমার এই ধ্বংসের কারণ!
তারে ধ্বংস না করিলে এ জিন্দিগী
ব্যর্থ মোর! শুধু কি আদম? আল্লাই বা
কোন্ বন্ধু মোর? নিষ্ঠুর বেদীল্ খোদা!
হাত মিলায়েছে সেও আদমের হাতে।
একদিকে আল্লাহ্ আর অন্যদিকে তার

খলিফা! দুই-ই-সমান! দুয়ে মিলে তারা
আমারে করেছে তাড়া। কোথা যাই আমি?
কোথায় দাঁড়াই? নিরুপায় হয়ে তাই
যুদ্ধ দিতে হবে মোর দুজনার সাথে।
পারিব, কি পারিব না, সে প্রশ্ন এখন
অবান্তর। বাঁচিবার একান্ত তাকীদে—
যুদ্ধ দিব আল্লাহ্ আর আদমের সাথে।

* * * হে বিদ্রোহী বীর!
এবার তা হলে জাগো!
তোলো তব বলদৃপ্ত শির।
শুরু করো তব অভিযান
কাঁপাইয়া জলস্থল যমীন্ আসমান
বুলন্দ্ আওয়াজে বলো:
"আমি শয়তান।
আমি আল্লা-না-মানা বিদ্রোহী
মহাশক্তি মূর্তিমান।
আমি ঘুমাইয়া ছিনু আল্লার ধ্যানে
কতো যুগ হতে কেহ নাহি জানে
আঘাতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিনু
আমি সে অগ্নিশিখা,
মোর পেশানিতে জ্বলে বিদ্রোহ-ললাটিকা।
কে বলে আল্লাহ্ লা-শরীক? তার
নাহিকো অংশীদার?
আমি তার শাহী-তখ্তের দাবীদার।
আমি কেড়ে নিব মোর সঞ্চিত যতো বঞ্চিত অধিকার।
এই আঠারো হাজার আলম
এই কোটি কোটি গ্রহতারা
আমার ঘোড়ার খুরের দাপটে
কোথা হবে সব হারা!

আমি রাহু হয়ে কভু বাড়াইব বাহু
চন্দ্রসূর্য করিব গ্রাস,
টপাটপ ক'রে গিলে খাবো ধ'রে—
সৃষ্টি জুড়িয়া আনিব ত্রাস।

কতো ধূমকেতু কতো উল্কা ছুটিয়া পালাবে আমার ভয়ে
নিবিড় অন্ধকারে।
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িবে সৃষ্টি আমার হুহুঙ্কারে!
আমি নূহের প্লাবন—ডুবাইয়া দিব বিশ্ব
আমি সাহারা-গোবীর হাহাকার
ওই শ্যাম-কুন্তলা ধরণীরে আমি করিব রিক্ত নিঃস্ব।
আমি আনিব বন্যা তুফান ঝঞ্ঝা
করিব যখন চাহে এ-মন যা
লণ্ড ভণ্ড করে দিব আমি সৃষ্টির যতো শোভা
আমি রাখিব না কিছু সুন্দর মনোলোভা!

আমি এক খাব্‌লা কালো কলংক
ছুঁড়ে দিব ওই চাঁদের বুকে
বদ্‌খৎ হবে চেহারা তাহার
দাগ পড়ে যাবে তাহার মুখে।

আমি চির-দুরন্ত দুর্বার

আমি সুন্দর কিছু রাখিব না আর
করে দিব সব চুরমার!

আমি আহ্‌রিমান, আমি অমঙ্গলের ঈশ্বর
আমি চিত্রশিল্পী যতো বীভৎস দৃশ্য'র!
আমি মরদুদ, আমি মালাউন,
আমি ভবিষ্যতের নমরুদ, আমি ফেরাউন।
আমি সৃষ্টিবিজয়ী মহাবীর জুলকারনাইন্
আমি পারাইয়া যাবো মহাসমুদ্র—
হিমালয় গিরি আল্‌পাইন।

আমি নিষ্ঠুর আমি ধ্বংস
আমি খতম করিব আদমের যতো বংশ!

বনি-আদম

আমি জল্‌জলা—আমি ভূকম্পন
আমি বিসুবিয়াসের সুপ্ত-অগ্নি-উদ্‌গীরণ।
আমি এজিদ, আমি শিমার,
আমি চেঙ্গিজ, আমি কালাপাহাড়,
আমি মানুষেরে ধরে চিবাইয়া খাবো—
গুঁড়া করে দিব তার হাড়।
আমি হারুত-মারুত—পেতে রেখে দিব মায়াজাল।
আমি শেষ-জামানার য়্যাজুজ-মাজুজ দজ্জাল।
আমি আল্লার সাথে টক্কর-দেওয়া প্রথম বিবাগী নির্ভীক,
আমি না-চলা-পথের অগ্রপথিক
খোলা আছে মোর সবদিক।
আমি ব্যর্থ করিব আল্লার যতো খেয়াল-খুশির উম্মিদ্‌
আমি মিটাইয়া দিব একত্ববাদ তৌহীদ!
আমি মনসুর, আমি 'আনাল-হকের' উদগাতা
আমি সোহহং-মন্ত্রে উঁচু করে রাখি মোর মাথা!
আমি মূর্তি গড়িব মেকী আল্লার
বহু দেবদেবী উপদেবতার!
ফেরি করে করে ফিরিব তাদেরে
হাট-বাজার।

কতো শিব কতো মহাদেবের
কতো প্লুটো কতো নেপচুনের
বন্দনা-গানে ঝঙ্কৃত হবে বিশ্বব্যোম
চলিবে যজ্ঞ-আরতি-হোম।
খোদ 'খোদার ঘরেই' খোদারে রাখিব দূর তফাৎ
বসাইব সেথা 'ওজ্জা' 'হবল' 'লাৎ' 'মনাৎ'।
আমি বোৎপোরোস্তি জড়পূজা আর নাস্তিকতায় ছাইব দেশ
শত অশান্তি-আগুন জ্বালিব
ধরিয়া সৌম্য সাম্যবেশ।

কে বলে আমার নাই সাথী?
মানুষের মাঝে লক্ষ লক্ষ সাথী আছে মোর
আছে জ্ঞাতি।

আমি ভিড়াইয়া নিব তাদের সবারে মোর দলে
কতো প্রলোভনে কতো ছলে-বলে,
মানুষ পারে কি আমার সঙ্গে কৌশলে!

ঘরে ঘরে আমি আনিব কলহ
বিয়োগ-বেদনা-কান্না-বিরহ
খুনখারাবি ও দাঙ্গা-ফাসাদ চলিবে জোর,
শারাবখানায় কাটিবেনা কারো নেশার ঘোর!
ব্যভিচার আর নারী-নিগ্রহ
চলিবে সেথায় কতো অহরহ
বন্দিনী হবে নিপীড়িতা হবে
কতো 'হেলেনা' ও 'সীতা'
আমি 'প্যারিসের' মন্ত্রণা-দাতা
আমি 'রাবণের' মিতা!

আমি যুদ্ধ বাধাবো জাতিতে-জাতিতে
আনিব বিরোধ জ্ঞাতিতে-জ্ঞাতিতে
ছারখার করে দিব কতো দেশ
নিভাইব কতো জ্ঞানের বাতি,
গারৎ হইবে কতো ব্যাবিলন
কতো 'আদ' কতো 'সমুদ' জাতি!

আমি শিখাইব সবে চুরি ও ডাকাতি
কালোবাজারি ও ঘুষের বেসাতি
গরীবের পরে ধনীরা চালাবে
জুলুম জোর,
মজলুমদের ক্রন্দনে ধরা হবে মুখর।

আমি নষ্ট করিব ঈমান সবার
বানাইব সবে মুনাফিক,
কারেও করিব নাস্তিক।

আমি দক্ষিণে বামে সম্মুখে পিছে
. ফাঁদ পেতে রবো উর্ধ্বে ও নীচে
বন্ধু সাজিয়া মানুষেরে আমি
জানাইব তস্‌লিম,
নামাজ পড়াবো, রোজাও রাখাবো,
আল্‌খিল্লায় আতর মাখাবো
তারি সাথে সাথে গোপনে গোপনে
ইন্‌কিলাবের দিব তালিম,
মানুষ পাবেনা খুঁজে কোনোদিন 'সিরাতে-মুস্তাকিম'।
এমনি করিয়া ঘটাইব আমি মানুষের পরাজয়
সেই পরাজয় মানুষের নয়—আল্লারও নিশ্চয়!

আবার শয়তান উড়িল আকাশ পথে,
তারপর ধীরে ধীরে মন্থর পাখায়
মিলাইয়া গেল দূর নভোনীলিমায়!

মনজিল : ৫

বেহেশতের কুঞ্জবনে নিঃসঙ্গ নির্জনে
দিনে কাটে আদমের। এত হাসিগান,
এত পাখী, এত ফুল—হুর-গিল্‌মান,
কিছুই লাগে না ভালো তার। সব যেন
ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়! কোনো আকর্ষণ
কারো মাঝে পায় না সে খুঁজে। প্রাণে তার
সাধ আছে, স্বপ্ন আছে, আছে ভালোবাসা,
নাই শুধু মনের মানুষ! অন্তরের
নিরুদ্ধ আবেগ চায় মুখর হইতে,
কিন্তু হায়, পারে না সে বাহিরে আসিতে।
অতৃপ্তির কী-এক বেদনা যেন তারে
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সদা ; মনে হয় :
কে যেন লুকায়ে আছে তাহার মাঝারে!
পেলব পরশ তার পায় সে অন্তরে,
কিন্তু, হায়, পায় না সে বাহিরে তাহারে।
হাস্‌নুহানার মতো রাতের আঁধারে
চুপে চুপে ওঠে সে ফুটিয়া, সারারাত
তার প্রাণে খুশ্‌বু ছড়ায় ; তারপর
ভোরের আলোয় কোন্ নভোনীলিমায়
লুকাইয়া যায়! রাতের স্বপনে ফের
অভিসারিকার মতো নীরব চরণে
আসে সে তাহার পাশে ; একটি চুম্বন
রাখে সে নয়ন-পাতে তার। কিন্তু, হায়,
আঁখি মেলিতেই, খিল্‌খিল্ হাসি হেসে
পালায় সে দূরে! নির্ঝরের গতিচ্ছন্দে
ফুলের হাসিতে আর বিহঙ্গের গীতে
সে তাহার স্পর্শ রেখে যায় ; রুমঝুম্
বাজে সেই ছন্দ তার মনের বীণায়।
প্রশ্ন জাগে থেকে থেকে আদমের মনে :
কে তুমি মানসী মোর স্বপন-কুমারী!

বনি-আদম

কে তুমি রহস্যময়ী? কও, কথা কও,
জেগে ওঠ রূপ ধ'রে আমার নয়নে।"

আদমের মনে জাগে অশান্ত ক্রন্দন।
চিরশান্তিনিকেতনে আদিম মানব
শান্তি নাহি খুঁজে পায়! বেহেশ্‌তে কি আছে
পূর্ণ সুখ? সব চাওয়া, সব পাওয়া তার
নিঃশেষ কি হয়েছে হেথায়! কোনো-কিছু
নাহি কি চাওয়ার আর? ...

আদমের পানে
চাহিলেন খোদাতা'লা করুণ নয়নে।
ফিরিশ্‌তাদিগেরে ডাকি কহিলেন তিনি:
আদমের চোখে আনো গাঢ় ঘুমঘোর,
আমি তার অন্তরের স্বপন-সাথীরে
রূপ দিব; আনিব বাহিরে; সে হইবে
আদমের অর্ধাঙ্গিনী—জীবন-সঙ্গিনী,
ছায়ার মতন নিত্য র'বে তার পাশে।

ফিরিশ্‌তারা মনে মনে বুঝিল সবাই
নবতর আর এক সৃষ্টি-রহস্যের
মুহূর্ত ঘনায়ে এলো।

দেখিতে দেখিতে
একটি রমণী-মূর্তি অপূর্ব সুন্দর
আদমের পার্শ্ব ভেদি উঠিল জাগিয়া।
জ্যোতির্দীপ্ত দেহ তার স্নিগ্ধ সুমধুর
কোমল কমল-কান্তি। সৃষ্টির প্রথমা
নারী! ভুবন-ভুলানো তার রূপ! যেন
স্বপ্নের আকাশ হ'তে একটি তারকা
অকস্মাৎ পড়িল খসিয়া। ধীরে ধীরে
তার মাঝে হলো পূর্ণ প্রাণের সঞ্চার।

যৌবনে যাদুমন্ত্রে সোনার ছোঁয়ায়
কোমল পুষ্পল হলো সারা অঙ্গ তার।
অপরূপ ভঙ্গিমায় স্নিগ্ধ হাসি হেসে
তরুণী মেলিল আঁখি। সে দৃষ্টি-পরশে
আর তার সুধামাখা হাসির হরষে
মুগ্ধ হলো নিখিল ভুবন। কী অপূর্ব
রূপচ্ছবি! কিবা তার তনুর তনিমা!
আকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নেমেছে গ্রীবায়
নেমেছে পৃষ্ঠের পরে স্তনাগ্র-চূড়ায়!
সেই পটভূমিকায় মুখখানি তার
শোভিছে সুন্দর—সবুজ-পাতায়-ঢাকা
একটি সে গোলাপের মতো। কিংবা যেন
শান্ত আকাশের তলে প্রথম-সন্ধ্যায়
প্রথম-সাঁঝের-তারা উঠিল ফুটিয়া
স্নিগ্ধলাজনত। কী সুন্দর দুটি চোখ।
কী সুন্দর চোখের পলক। মনে হয়:
কোন্ যেন সীমাহীন সমুদ্রের তীরে
দাঁড়াইয়া আছে দুটি চপলা খঞ্জন
উড়ু উড়ু ভঙ্গিমায়। অথবা, আকাশে
চাঁদের সুধার লোভে দুইটি চকোর
ঘনঘন ডানা মেলি উড়িতেছে যেন
ভুরুর দিগন্ত-টানা নীল-নীলিমায়!
অথবা, দুইটি ছোট কাজল-ভ্রমর
সুধার ভাণ্ডারে যেন গিয়াছে পড়িয়া,
বদ্ধপাত্র হতে তাই মুক্তির আশায়
এদিক-ওদিক পানে কাটিছে সাঁতার।
তুল্‌তুলে বাঁকা-বাঁকা রাঙা দুটি ঠোঁট
কখনো কুঞ্চিত হয়, কখনো আবার
প্রসারিত হয়ে যায় হাসির আভায়
দুটি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখায়। মনে হয়:
বিদ্যুতের দুটি ছোট রেখা—লীলাভরে

চকিতে হাসিয়া ফের চকিতে পালায়,
রেখে যায় ওপারের সাংকেতিক লেখা
এপারের দিক-সীমানায়। বক্ষস্থল
রূপের আলোয় ঝলমল। আছে সেথা
একটি সে স্বপ্ন-সরোবর; তার মাঝে
ফুটে আছে আধো-জাগা দুইটি কমল।
ক্ষীণ কটিদেশ। তারি সাথে নেমে গেছে
দুইটি নিতম্ব অপরূপ ব্যঞ্জনায়।
সম্মুখে লাবণ্য-ভরা নয়ন-লোভন
দুটি উরু—আলোছায়াদোলা অণুক্ষণ।
এ এক রহস্য-লোক চির-জিজ্ঞাসার!
সীমা যেন এই খানে অসীমের মাঝে
হারায়েছে পথ। রূপ এসে যেন
অরূপ-সাগরে হেথা করেছি গাহন—
কূল যথা নামে নীল-সমুদ্রের জলে।
এখানে কিছুটা তাই বাস্তব, কিছুটা
স্বপ্ন। সৃষ্টি-রহস্যের যেন লীলাভূমি
এই দেশ—সুরক্ষিত—পবিত্র-সুন্দর।

হুরীরা খবর পেয়ে ছুটে এলো সবে
দলে দলে। হেরি সেই মানবীর রূপ
অবাক হইল তারা। নারীর সৃজনে
গৌরব ও আনন্দের ঘন অনুভূতি
জাগিল তাদের মনে। হুরী আর নারী
দুজনাই সমজাতি—এই অনুভূতি
এনে দিল তাহাদের উভয়ের মাঝে
অনবদ্য প্রীতির বন্ধন। তারা যেন
দুটি বোন। দুজনাই অপূর্ব সুন্দর!
চিরদিবসের মৌন ধ্যানের আকাশে
তারা যেন দুটি তারা স্নিগ্ধ মনোহর।

হুরীদেরে কহিলেন খোদা: "এই নারী
তোমাদের নূতন সঙ্গিনী। নিয়ে যাও

এরে। রাখো তোমাদের সাথে। লও এর
পরিচর্যাভার।”

হুরীরা আদর করে
নিয়ে গেল তারে। বিদেশিনী কোনো
সুন্দরী তরুণী যদি অতিথির বেশে
আসে কারো দ্বারদেশে, তখন যেমন
ঘরের মেয়েরা এসে ভালোবেসে তারে
নিয়ে যায় নিজেদের অন্দর-মহলে,
সেই মতো হুরীরাও কাছে এসে হেসে
নিয়ে গেল নবাগতা এই তরুণীরে
তাহাদের অন্দরের খাস্-মহলায়।
নারীর আর্শিতে যেন হুরীরা এবার
নিজেদের মুখ দেখে নিল! তার মাঝে
যেন তারা নিজেদের অর্থ খুঁজে পেল।
সৌন্দর্যের চরম বিকাশে রয়েছে যে
নারীত্বের ছাপ, এ চেতনা তাহাদের
তীক্ষ্ণতর হলো। স্বজাতির জয়গর্বে
যেই মতো নেচে ওঠে স্বজাতির বুক,
সেই মতো দীপ্ত হলো নারীর গৌরবে
হুরীদের মুখ।

৮

সারা বিশ্বে পলো সাড়া।
স্থলে-জলে অন্তরীক্ষে আস্মান্-যমীনে
জাগিল বিস্ময়। বেহেশ্‌ত্ আজিকে কেন
লাগে এত চমৎকার! এত আকর্ষণ
ছিল না তো আগে তার। ফুলের হাসিতে
কেন এত মধু ঝরে আজ? কোথা হতে
আসে এত সৌরভ-সুষমা? পাখীদের
গান আজি এত কেন মিষ্টি লাগে? কেন
আজি লাতায়-পাতায় এত কোমলতা?
চাঁদের হাসিতে কেন মন ভুলে যায়

আজ? তারাদল কেন এত নাচে? কেন
আজ নিখিলের অন্তর-বীণায় বাজে
নবছন্দ, নবসুর? নির্ঝরিণী কেন
চপল গতিতে আজ গান গেয়ে যায়!
কোথা হতে এলো এত প্রাণের স্পন্দন?
এত উল্লাস? এত আনন্দ? কে দিল এ
যাদুস্পর্শ? কে আনিল এই রূপান্তর?
সারা সৃষ্টি উচচকিত। নীরব ভাষায়
প্রকৃতি পাঠালো এই কৌতুক-জিজ্ঞাসা
স্রষ্টার সকাশে।

তখন নিজেই আল্লাহ্
ফিরিশ্‌তাদিগেরে ডাকি কহিলেন: এই
নারী আমার নূতন সৃষ্টি। এর সাথে
পরিচয় করে দাও কুল্-মাখ্‌লুকের।

নারী-সম্বর্দ্ধনা আজ! মহা সমারোহ!
দিকে দিকে ফিরিশ্‌তা ও হুর-গিল্‌মান
ব্যস্ত আজি আয়োজনে। জিন্নাত-মহলে
বসিল উৎসব-মেলা। নবতৃণদলে
ছাওয়া হলো বনতল। দূরে দূরে তার
বিচিত্র বর্ণের ফুল লতা ও পাতার
গুচ্ছ। কোথাও বা নানা রঙের ফোয়ারা।
ফিরিশ্‌তারা গ্রহে গ্রহে পাঠালো দাওয়াৎ।
কোটি কোটি যোজনের পরিধি ব্যাপিয়া
চক্রাকারে করা হলো আসন-রচনা
সম্মানিত অতিথিবৃন্দের। অগণিত
দর্শকের ভিড়! চন্দ্রসূর্য গ্রহপুঞ্জ
পর্বত সাগর নদী আলো ছায়া মেঘ
ফুল পাখী তরুলতা—এত দর্শকের
কে করিবে স্থান-সংকুলান? ঠাসাঠাসি
করি, দাঁড়ালো সবাই—যে যেখানে পেল

সুযোগ। আগ্রহ-ভরা ব্যাকুল নয়নে
চেয়ে রলো সারা সৃষ্টি বেহেশ্‌তের পানে।

নারী এসে দাঁড়াইল নীরব চরণে
বিশ্বনিখিলের দৃষ্টিপথে! লক্ষ কণ্ঠে
ধ্বনিয়া উঠিল দিগ্‌দিগন্তর হতে
খুশ্‌-আমদিদ্‌! গ্রহপুঞ্জ দিল তারে
সহস্র সালাম। আজিকে নারীর আর
অন্য কোনো পরিচয় নাই; এক পরিচয়:
সে শুধুই নারী। নহে সে জননী, জায়া,
ভগিনী, দুহিতা; নহে কোনো বাহিরের
বন্ধনেতে বাঁধা। আপন গৌরবে তার
আজ পরিচয়। স্রষ্টার প্রথম-সৃষ্টি
নূর্; সে-নূরের দুই রূপ: এক রূপ
নর, অন্য রূপ নারী। নর-নারী মিলে
সৃষ্ট এই নিখিল জগৎ। নারী তাই
অর্দ্ধশক্তি সৃষ্টি-বিবর্তনে; সে শুধুই
সৃষ্টি নহে,—স্রষ্টাও সে নিজে। রূপে রসে
বর্ণে গন্ধে সৃষ্টিরে সে করেছে মধুর।
সৃষ্টির লালন আর প্রসাধন-ভার
রয়েছে নারীর হাতে। সৃষ্টি-বিচিত্রার
নারী যেন একখানি স্বচ্ছ বাতায়ন,
তার মাঝে পড়ে যেন অসীমের আলো,
শোনা যায় কিছু যেন অনন্তের সুর—
সে যেন কাছের নয়—সে যেন সুদূর!...
নারীর মুখের পানে পরম বিস্ময়ে
সারা সৃষ্টি চেয়ে রোলো নির্বাক নয়নে।
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া পূর্ব-পরিচয়
মনে যেন পলো ফের! সূর্য—সে দেখিল:
যে-প্রভাতী অরুণিমা আছে তার বুকে
সে-লালিমা জেগে আছে নারীর অধরে।
যে-স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তি আছে চাঁদিমায়,

আছে তাহা তার তনিমায়। যে-ইঙ্গিত
জেগে আছে তারায়-তারায়, তার মূল
রয়েছে নারীর চোখে। যে আলো-পরশে
হেসে ওঠে নিখিল ভুবন, সে-আলোক
পুঞ্জীভূত হয়ে আছে নারীর হাসিতে।
যে-কালো আঁধার নামে ভুবনে ভুবনে
সে-আঁধার বাস করে এই সে নারীর
নিবিড় কাজল-কেশে। যে-বিদ্যুৎরেখা
চমকায় মেঘে-মেঘে, তা রয়েছে তার
আঁখির পলকে। তারি নয়নের নীলে
নীল হলো আকাশ—সাগর। তারি কণ্ঠে
নির্ঝরিণী পেল সুর; কপোল-পরশে
ফুলের পাপ্‌ড়ি হলো কোমল মধুর।
চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা, আকাশ-বাতাস,
ফুল, পাখী, তরুলতা—সবাই বুঝিল
তাহাদের যতো রূপ—যতো হাসিগান
সব এই নারী হতে আসা।

সেই নারী
ভুবনমোহিনী রূপে দেখা দিল আজ।
দিকে দিকে জাগিল উল্লাস। গ্রহে গ্রহে
সমকণ্ঠে উঠিল এ প্রশস্তির গান:

(গান)

কে এলে গো রূপের রাণী,
বিশ্বধরার গুল্‌-বাগিচায়।
নিখিল মনে লাগলো দোলা
তোমার কালো চোখ-ইশারায়।
ছিলে তুমি কোন্ সুদূরে
কোন্ অসীমের স্বপন-পুরে
কোন্ বিরহীর বাঁশির সুরে
ধরা দিলে রূপ-সীমানায়।।

কোন্ শিল্পী কোন্ নিরালায়
আঁক্‌লো বসে তোমার ছবি
তোমার রূপের কাব্যলেখা
লিখ্‌ল বলো সে কোন্ কবি।
সৃষ্টি-সুখের কোন্ সে মায়া
তোমার মুখে ফেললো ছায়া
লক্ষ যুগের স্বপ্ন ও সাধ
ঘুমিয়ে আছে তোমার হিয়ায়।
কে এলে গো রূপের রাণী
বিশ্বধরার গুল্-বাগিচায়॥

মনজিল : ৬

আদম ঘুমের ঘোরে দেখিছে স্বপন :
যেন তার দিল্‌পিয়া রূপময়ী হয়ে
এসেছে তাহার পাশে। স্নিগ্ধ সুরে যেন
ডাকিয়া কহিছে তারে : "প্রিয়তম, জাগো,
আঁখি মেল, চেয়ে দেখ আমি আসিয়াছি,
তোমার মনের কান্না আমি শুনিয়াছি।
সৃষ্টির অতীতে কোন্ স্বপ্নমায়ালোকে
ছিনু মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল সম
এক সাথে ঘুমাইয়া ; হঠাৎ কখন্
জাগিয়া উঠিলে তুমি নূতন প্রভাতে ;
আমি রহিলাম মোর নিঁদ্-মহলায়
ঘুমভরা চোখে। আমি যবে জাগিলাম,
দেখিলাম তুমি কাছে নাই! প্রাণ মোর
উঠিল কাঁদিয়া তোমার বিরহে! তাই
পদচিহ্ন লক্ষ্য করি আমি ছুটিলাম
তোমার সন্ধানে। পারাইয়া কতো নদী
কতো মরু, কতো প্রান্তর, কতো পর্বত,
আজি এইখানে তব সঙ্গ লভিলাম।
ওঠ, জাগো, আঁখি মেল ; দৃষ্টি রাখো তুমি
আমার নয়নে! পরিচয় হোক্ ফের
উভয়ের সাথে আজ নূতন জীবনে।"

আদমের ঘুম টুটে যায়। পুলকিত
শিহরিত চমকিত চোখে, তাকায় সে
চারিদিক। কহে সে ব্যাকুল সুরে : "কই ?
কেউ তো আসেনি! কোথা তুমি, প্রিয়তমা!
কও, কথা কও! দেখা দাও তুমি মোর
নয়নে! এ কী অভিশাপ মোর জীবনে!
পেয়েও হারানু তারে! অন্তরে আমার
স্পর্শ তার অনুভব করি ; শুনি তার

পায়েলার ধ্বনি ; দেখি তার অধরের
হাসি ; বুঝি তার চোখের ইঙ্গিত ; কিন্তু
হায়, ধরিতে পারিনা তারে ! এসেছে সে !
নিশ্চয় এসেছে ! আকাশে-বাতাসে তার
শুনিতেছি আগমনী-সুর। তার নগ্ন
দেহের সুরভি—উদাস করিছে মোর
প্রাণ ! বলো ফুল, বলো লতা, বলো যতো
বনের পাখীরা, রাতের স্বপনে কেউ
আসেনি কি মোর দ্বারে ? বসেনি কি কেউ
শিয়রে ? ডাকেনি কি কেউ আমারে ? বলো ?

কেউ কোনো কথা বলে নাকো ! দেয় নাকো
সাড়া ! অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি ভেসে আসে
শুধু বাতাসে। উতলা হয় আদমের
প্রাণ ! কোনো শান্তি পায় না সে ! মনে হয় :
তার যেন অন্তরের কোথাও খানিক
শূন্য হয়ে রয়ে গেছে ! কি-যেন-কোথায়
তার নাই ! তারে না পাইলে যেন তার
জীবনের সবটুকু শুধু ব্যর্থতাই !

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল : দূরে কোন্
বনচ্ছায়াতলে, কে যেন গাহিছে গান :

কোথা তুমি প্রিয়তম !
রয়েছো গোপন
আমার নয়নে তুমি
বুনেছো স্বপন ।।

আদম বিস্মিত হয়। এ কণ্ঠ কাহার ?
এ কি হুরীদের ? না তো ! হুরীদের নয়।
এ কণ্ঠ, এই ভাষা—এ তো মানুষের !
অধীর চঞ্চল হয় আদমের প্রাণ।
কোন্ বনে কোথা কোন্ গোপন গহনে

বনি-আদম

কে গাহিল গান? প্রশ্ন জাগে মনে তার।
চলে সে সুরের পথ বেয়ে। পারাইয়া
বহু পথ, দেখিল সে সম্মুখে তাহার
সজ্জিত কানন-ভূমি। ছায়াতলে তার
বসেছে আনন্দ-মেলা। ফুলশাখে বাঁধা
দোলনা; সেই দোলনায় এক তরুণী
দুলিছে দোদুল দোলে। অঙ্গে অঙ্গে তার
নানা পুষ্প-আভরণ। অলকে জড়ানো
রক্তকমল; কর্ণে অতসী দুল; বুকে
গোলাপ-যুঁথির মালা; কটিতলে নীল
পদ্মের মেখলা। সেই ফুলরাণী বেশে
দুলিছে সে ফুলদোলনায়। মুখে হাসি,
চোখে স্নিগ্ধ জ্যোতিভার। হুরীরা হাসিয়া
দিতেছে তারে দোলা; হাসি-কল্লোল-গীতে
মুখর সে বনভূমি।

আদমেরে হেরি
পাখীরা তুলিল কলরব। ফুলদল
উঠিল হাসিয়া; তরুণীর গান গেল
থেমে। আঁখি তুলিতেই, দেখিল সে দূরে
অপরূপ মূর্তি এক সুন্দর সুঠাম
রূপবান। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। সুশ্রী
যুবামূর্তি। প্রশস্ত ললাট আর গ্রীবা।
আলোকে উজ্জ্বল দুটি চোখ। বাহুদ্বয়
মাংসল নিটোল। স্থূলকায় জংঘাদেশ।
কঠিন চরণ। মুগ্ধ হলো তরুণীর
মন। দেহের পার্থক্য হেরি বুঝিল সে
এক জন নর, আর একজন নারী।
লৌহ আর চুম্বকের আকর্ষণ সম
তারা যেন অনুভব করিল দুজন
পরস্পর মিলনের মৌন আবেদন।

আদম চাহিয়া রলো তরুণীর পানে।
তরুণীর হাসি আর চোখের চাহনি
প্রতি অঙ্গভঙ্গি আর দেহের লাবনি
আর তার সুধামাখা মিঠিমিঠি বোল
পাগল করিল তার প্রাণ। কহিল সে
মনে মনে: অপূর্ব! এইতো সে মানসী
আমার। এই তো সে মূর্তিমতী আমার
স্বপ্ন! আমার কবিতা! এরেই তো আমি
খুঁজিতেছি ভুবনে ভুবনে। মরি! মরি!
কী সুন্দর রূপ! কী মধুর মুখখানি!
যতোবার যতোভাবে হেরি ওই মুখ
ততোবারই ভালো লাগে। ততোবারই বুক
ভরে ওঠে অতৃপ্তির বেদনায়। স্বপ্ন আর
সুষমায় গড়া যেন এর সারা তনু।
দুচোখের আলো দিয়ে তাই যেন এর
সবটুকু যায় নাকো' ধরা। কিছু দেখি,
কিছু এর র'য়ে যায় বাকী। আরো যেন
চোখ চাহে প্রাণ! সাধ যায় তাই
যুগযুগান্তর ধরি এর পানে শুধু
চেয়ে থাকি! চাঁদ তারা ফুল পাখী—সব
এর কাছে হার মেনে যায়! এর ছাড়া
সৃষ্টি যেন মাধুরী হারায়! এ আমার
মনের মুকুর। এর মাঝে দেখি আমি
মোর প্রতিচ্ছবি; খুঁজে পাই মোর সুর।
মনে হয়: মোর দুই রূপ! এক রূপে
আমি, অন্য রূপে নারী। দুই রূপ
মিলিলেই আমি যেন পূর্ণ হতে পারি।

ধীরে ধীরে তরুণীর সম্মুখে আসিয়া
দাঁড়ালো আদম। কী নামে ডাকিবে তারে?
করিবে সে কোন্ সম্ভাষণ? কিছুই সে
বুঝিতে নারিল। এ কী হলো আজ তার!

হৃদয় ভরিয়া ওঠে অজস্র কথায়,
অথচ সে-কথা আজ ভাষার বন্ধনে
ধরা নাহি দিতে চায়! সৃষ্টির জীবনে
এই সে প্রথম নরনারী—দাঁড়াইল
এ-উহার মুখোমুখি এসে। কেউ কারো
চিনে না কো, কেউ কারো পরিচিত নয়,
তবু যেন মনে হয়, আদিকাল হতে
দুজনার মাঝে আছে চির-পরিচয়।

অপলক চোখে, দুজন চাহিয়া রোলো
দুজনার মুখে। আজ কোনো কথা নাই,
নাই কোনো শোনা; নয়নে নয়ন দিয়ে
আজ শুধু স্বপ্নজাল বোনা। আজ আর
দর্শনের দ্বার শুধু নহেক নয়ন;
দর্শনের সাথে সাথে শ্রবণ, বচন,
এরাও মিলিল এসে! আঁখিতেই আজ
দেখে, শোনে, কথা কয়, নীরব ভাষায়!
নারীর অপূর্ব রূপ কাজ ভুলায়েছে
যেন সব ইন্দ্রিয়ের! শ্রবণ, বচন,
তালা দিয়ে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বার,
আঁখি-বাতায়নে এসে দাঁড়ায়েছে আজ
দেখিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টি এই
নারীরে! নয়ন-ভুলানো কোনো মিছিল
চলে যবে রাজপথে, তখন যেমন
পার্শ্ববর্তী অন্দরের পুরমহিলারা
প্রতিবেশী বন্ধুগৃহে ছুটিয়া আসিয়া
স্থান লয় দ্বিতলের মুক্ত বাতায়নে,
সেইরূপ, রসনা ও শ্রবণ আসিয়া,
দাঁড়াইল আদমের নয়নের দ্বারে!

আদম শুধাইল সেই তরুণীরে ধীরে :
"কে তুমি? কী নাম তোমার?"

"আমার নাম?
জানি না তো আমি! হয়তো হুরীরা জানে।
শুধাও তাদেরে!" তরুণী জবাব দিল।
হুরীরা কহিল: "না তো! জানি না তো মোরা!"
ফুলদেরে শুধালো আদম। কহে তারা:
"না তো! আমরা শুনিনি তার নাম!" "চাঁদ,
তুমি জানো?"—"না!" "তারারা, তোমরা জানো?"—"না!"
কেউ জানে নাকো তার নাম। শুধু জানে—
মানবী সে, আল্লার হাতের গড়া—নারী।

তরুণী কহিল আদমেরে: "পুঁছ তবে
আল্লারে এবার।"

এ-মহাসঙ্কটক্ষণে
এলো বাণী আল্লার আরশ হতে নেমে:
"হে আদম, চেন নাই এই তরুণীরে?
এ তোমার জীবন-সঙ্গিনী; এর নাম
'হাওয়া'। এ তোমার প্রতিচ্ছবি। এ ছিল
লুকানো তোমার মনে। আমিই ইহারে
করিয়াছি রূপময়ী—এনেছি বাহিরে,
যাতে তুমি সুখী হও এরে ভালোবেসে।
এ তোমার চিরসাথী—জীবন-সঙ্গিনী।"

স্তব্ধ হলো সেই বাণী। নিখিলে নিখিলে
এ নাম ধ্বনিত হলো: 'হাওয়া'। বেশ তো
সুন্দর নাম! সহজ, সরল, মধুর!
নব পরিচয় হলো দুজনের মাঝে।
নয়নে-বচনে-শ্রবনে-মননে আজ
দুজন চিনিল দুজনারে। কেবা তারা,
কোথা ছিল, কোথা হতে এলো—এ জিজ্ঞাসা
জাগিল না কারো মনে; ভিতর হইতে
কোন্ যাদুকর যেন সোনার কাঠির
স্পর্শ দিয়ে, জাগাইল দুইটি হৃদয়।

বনি-আদম

এরি নাম মুহাব্বৎ! এরি নাম প্রেম।
নর ও নারীর এই যৌন আকর্ষণ
এই তো স্থষ্টির মূল! এক—সে নিজেরে
খণ্ডিত করে; বিচ্ছিন্ন হয় পরস্পরে,
তারপর আবার দুজনে, এ-উহারে
আকর্ষণ করে—সুগভীর অনুরাগে।
এই বিকর্ষণ আর এই আকর্ষণ—
এরাই স্থষ্টিরে রাখে চিরক্রিয়াশীল।
স্থষ্টি লভে বিচিত্র বিকাশ। জাগে আশা,
জাগে ভয়, জাগে তীব্র সংগ্রাম-সংঘাত!
কতো লায়লা, কতো মজনু, কতো বীর-
মুজাহিদ, এপথে শহীদ হয়! কতো
কবি, কতো শিল্পী, লিখে যায় কতো কাব্য!
জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ,
ভাঙা-গড়া, আসা-যাওয়া—সব কিছু চলে
প্রেমের এ কেন্দ্রবিন্দু ঘিরে।

*　　　*　　　*

দূর হতে
আল্লাহ যবে দেখিলেন নর ও নারীর
অন্তরে জেগেছে প্রেম, খুশি হইলেন
তিনি। সুদূর-প্রসারী তার ধ্যানলোকে
ভাসিয়া উঠিল এক বিচিত্র বিশাল
অনাগত পৃথিবীর জ্যোতির্দীপ্ত রূপ।

মন্‌জিল : ৭

শান্ত হলো আদমের প্রাণ। এতদিনে
মিলিল তাহার সাথী। আল্লাহ্ যেন তারে
দিল এই প্রীতি-উপহার। কহিল সে
আপনার মনে: "কোথা ছিল এ সম্পদ?
এ ছিল আমার ধ্যানে, আমার স্বপনে!
আমারি মানস-লোকে অশ্রুর সায়রে
ফুটেছে এ সোনার কমল! যতো স্বপ্ন
যতো সাধ, পূর্ণ হলো আজি মের! ধন্য
হলো মোর জীবন! সার্থক হলো মোর
জনম!"

আদম মনে মনে ব'সে ভাবে।
আর দেয় অন্তরের লাখোঁ শুক্‌রিয়া
আল্লারে! এত সুন্দর আল্লাহ্! যে পারে
সৃজিতে এই সৌন্দর্য-সুষমা নারী, সে
নিজে কতো সুন্দর! মধুর!

দিন যায়।
বেহেশ্‌তের কুঞ্জবনে আদম ও হাওয়া
বাস করে দুজনায়। কতো কথা, গান,
জাগে তাহাদের মনে; চাঁদ তারা মেঘ
ফুল পাখী তরুলতা—সবারেই তারা
ডেকে ডেকে কথা কয়, হাসে, খেলা করে,
গান গায়; আনে নব বৈচিত্র্য-বিলাস
বেহেশ্‌তের একটানা সুরে।

তবু কেন
পূর্ণশান্তি পায় না আদম? পরিপূর্ণ
পাওয়া যেন পায়নি সে আজো। কিছু যেন
রয়ে গেছে আজো তার বাকী। দুইজনে
একসাথে থাকে নিশিদিন; একসাথে

খায় দায়, কথা কয়, হাসে খেলে, তবু
ভরেনা পরাণ! সূক্ষ্ম যবনিকা যেন
রেখেছে আড়াল করে দুজনার মন।
একটা সংশয় দ্বিধা—কোথা যেন আছে
জেগে!

আদম পায় না ভেবে—কোন্‌খানে
কোন্ ত্রুটি রয়ে গেছে। কাঁদে তার প্রাণ
নীরবে নীরবে।

অন্তর্যামী খোদাতা'লা
বুঝিলেন আদমের মনের বেদনা।
আদম-হাওয়ারে ডাকি কহিলেন তিনি:
"শোনো আদম, শোনো হাওয়া, আজি আমি
বেঁধে দিব তোমাদের দুইটি হৃদয়
পবিত্র বন্ধনে। তোমাদের হবে আজি
শাদী-মুবারক। ... ফিরিশ্‌তারা, করো তার
ইন্তিজাম।"

শাদী? বিস্ময়-জিজ্ঞাসা জাগে
সকলের মনে। মুহূর্তেই গ্রহে গ্রহে
র'টে গেল সে অপূর্ব শাদীর বারতা।
বেহেশ্‌তের সুসজ্জিত কুঞ্জবাটিকায়
বসিল সে-বিবাহের মিলন-মহফিল্।
দিগন্ত-বিস্তৃত নীল শামিয়ানা তলে
জ্বালা হলো লক্ষ লক্ষ গ্রহতারকার
প্রদীপ। মেঘে মেঘে তূর্যধ্বনি উঠিল
বাজিয়া; দিগন্তের নহ্‌বৎ-খানায়
মধুর সাহানা সুরে বাজিল সানাই।
কোথাও বা ব্যোমপথে উল্কা ছুটাইয়া
আতশবাজির নানা বিচিত্র কৌশল
দেখাইল ফিরিশ্‌তারা। বরযাত্রীসম

কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য গ্রহতারাদল
অতন্দ্র জাগিয়া রোলো আনন্দ-চঞ্চল
দৃষ্টি রাখি বেহেশ্‌তের পানে। অপূর্ব-সে
বিবাহ-মজ্‌লিস্! রঙিন্ ফোয়ারা কত
ঝরিতেছে ঝির্‌ঝির্ করি; দলে দলে
পরীরা নাচিছে সেই ফোয়ারার পাশে
ঘুরে ঘুরে; দূর হ'তে পড়িতেছে ঝ'রে
বিচিত্র বর্ণের আলো অজস্র ধারায়
তাহাদের মুখে। চারিপাশে ফুটে আছে
রাশি রাশি ফুল, রূপে-রসে-বর্ণে গন্ধে
অপরূপ! লাল নীল কত বুল্‌বুল্,
কত টিয়া, কত শামা, কত কোয়েলিয়া,
উড়িতেছে বসিতেছে গাহিতেছে গান।
মিলনের ছন্দসুরে রাঙা অনুরাগে
রাঙিয়া গিয়াছে আজ সকলেরি প্রাণ।

আদমেরে সাজাইল ফিরিশতারা সবে
সুন্দর নওশা-বেশে। নূরানি চেহারা!
বলিষ্ঠ যৌবনদৃপ্ত সু-উন্নত দেহ,
শিরে বাঁধা জরির আমামা। কটিতটে
সুন্দর কোমরবন্দ্; যেন কোন্ দুঃসাহসী
শাহ্‌জাদা বীর—চলিয়াছে দিগ্বিজয়ে,
স্বপনপুরীর কোন্ রূপকুমারীর
পেয়েছে সে গোপন সন্ধান; তাই যেন
রণসাজে আজি তার এই অভিযান।
হুরীরা হাওয়ারে নিয়ে সাজাইল সবে
নয়ী দুল্‌হান্ বেশে। দিশিদিশি হতে
এল উপহার। নীহারিকালোক হ'তে
শিল্পীরা পাঠায়ে দিল ফিরোজা-রঙের
একখানি স্বপনের শাড়ী। দূরান্তরে
পরীর মুলুক হতে পরীরা পাঠালো
একখানি রঙিন্ ওড়্‌না। তারাদল

বনি-আদম

ছোট-ছোট তারকার কুঁড়ি-দিয়ে-গাঁথা
পাঠাল একটি হার; মাঝখানে তার
ঝলমল একটি সে লাল-ইয়াকুৎ
শোভিল কী চমৎকার! চন্দ্রলোক হ'তে
তুষারিত চাঁদিমার রূপপ্রসাধন
এল ভারে ভারে; বেহেশ্‌তের গুলিস্তান
রাশি রাশি দিল ফুল!

সে-রূপসজ্জায়
হাওয়া যবে দাঁড়াইল সভাস্থলে এসে,
সারাসৃষ্টি চেয়ে র'ল অবাক বিস্ময়ে
তার মুখপানে। বেহেশ্‌তের এত শোভা
এত রূপ—সব যেন ম্লান হ'য়ে গেল
নারীর রূপের কাছে। বুঝিল সবাই
বেহেশ্‌তের রূপরাণী 'হুরী' নহে—'নারী'
'খাতুনে-জান্নাত'—এই মাটির দুলারী।

আল্লাহ্ কহিলেন ডাকি আদমে তখন:
"হে আদম, হাওয়ারে তোমার সাথে আজ
শাদী দিব আমি; এরে আমি তব হস্তে
করিব অর্পণ। রাজী আছ এ-প্রস্তাবে?"

ধীর স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল আদম:
"আছি প্রভু!"

শুধালেন হাওয়ারে ডাকিয়া:
"তুমি রাজী আছ?"

লাজনম্র ইশারাতে
হাওয়া দিল তাহার সম্মতি।

"ধর তবে
এ-উহার হাত।"—কহিলেন খোদাতা'লা।

আদম আসিয়া পাশে দাঁড়াল হাওয়ার,
তলে নিল হাতখানি তার। সুকোমল
নারীর হাতের সেই প্রণয়-পরশ
আদমের প্রাণে দিল অপূর্ব হরষ।
সে-মধুর করস্পর্শে দুজনের বুকে
বেতার-যন্ত্রের মত লাগিল কম্পন,
দুলিয়া উঠিল যেন তারি সাথে সাথে
সকল ভুবন। নিমেষের তরে যেন
হারাইয়া গেল তারা অসীমের মাঝে!
সৃষ্টি হ'তে বহু দূরে—অনন্তের পারে
দুটি আত্মা তাহাদের মিলিল আসিয়া
এ-উহার সাথে।

বিবাহ হইয়া গেল।
উঠিল আনন্দ-ধ্বনি; চারিদিক হ'তে
দিল সবে মুবারকবাদ। ক্ষুদ্র দুটি
শপথের পবিত্রতা দিয়ে, বাঁধা হ'ল,
দুইটি হৃদয়। প্রেমের কল্যাণ-রূপ
এরি মাঝে উঠিল ফুটিয়া! স্বপ্নমুখী
প্রেম আজ হ'ল গৃহমুখী; দায়িত্ব ও
মর্যাদায় সুন্দর—মধুর! দিক্‌হারা
দিগন্তের দুটি পাখী যেন নেমে এল
বাস্তব জগতে; সু-উচ্চ বিটপী-শাখে
দুজনে মিলিয়া যেন বাঁধিল প্রেমের
নীড়!

কহিলেন আল্লাহ্‌তা'লা: "আজ হ'তে
বাঁধা প'ল তোমাদের দুইটি হৃদয়
পবিত্র বন্ধনে। তোমরা মিলিলে আজ
স্বামী-স্ত্রীর বেশে। আমারে সম্মুখে রাখি
এই যে মিলন—ইহারে পবিত্র জেনো।
সুখে-দুঃখে পরস্পর চিরসাথী হয়ে

থেকো দুজনায়; পুণ্যে প্রেমে মমতায়
রচিও জীবন-শিল্প সুন্দর করিয়া।
বিবাহ-বন্ধন নহে অলীক অসার;
এই পুণ্য বন্ধনেই নর ও নারীর
জীবন সম্পূর্ণ হয়। বিবাহ না হ'লে
মানুষের রুহানি জিন্দিগী হয় না'ক
পূর্ণপরিস্ফুট। বিবাহই মানুষের
অর্দ্ধেক ঈমান। বিবাহ জীবনে আনে
অশেষ কল্যাণ। জেনে রাখো, আজ হ'তে
শুরু হ'ল তোমাদের নূতন জীবন।
লক্ষ্য স্থির রাখি—পথ চল দুজনায়,
সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে—এক হ'য়ে
থেকো সদা; পরস্পর পরস্পর পরে
চিরদিন রাখিও নির্ভর; মনে রেখো
দুজনেরই আছে অধিকার দুজনের
'পরে। তোমরা দু'জন এ-ওর ভূষণ;
তুমি তার, সে তোমার। থাকো দুজনায়
এই রম্য ফিরদৌস-মহলে। যত আছে
ফলমূল, যখন যেমন-খুশি খাও;
জীবনেরে ভোগ কর পরিপূর্ণ রূপে।
শুধু ওই গাছটির কাছে যেওনাক',
'গন্দম' উহার নাম। নিষিদ্ধ ও-ফল
তোমাদের তরে। খেওনা ও-ফল কভু!
যদি ভুলে যাও মোর-মানা, খাও যদি
ওই ফল, তা হলে দেখিবে, মহাদুঃখ
ঘনাইবে তোমাদের শিরে। সাবধান!
মনে আছে শয়তানের কথা? ভুলো নাক'
সে-ই তোমাদের চিরশত্রু। নানা ছলে
নানা প্রলোভনে, সে চাহিবে ভুলাইতে
তোমাদের মন; সে চাহিবে তোমাদের
পতন; সে আনিবে তোমাদের জীবনে

নানা সংশয়, বিভ্রান্তি, নানা বাধা।
ছলনার ফাঁদ পাতি রহিবে সে বসে
মোড়ে মোড়ে; 'সিরাতাল্-মুস্তাকিম্' চিনে
তোমাদের পথচলা হইবে কঠিন।
সে কঠিন ক্ষণে, আমারে স্মরণ করো।
মোর পরে থাকে যেন গভীর ঈমান,
তা হ'লেই সব পরীক্ষায়—জয়ী হবে
তোমরা দুজনে; মেনে নেবে শয়তান
তোমাদের কাছে পরাজয়।"

নতশিরে
নবীন দম্পতি নিল মাথায় তুলিয়া
আল্লার সে-পবিত্র নির্দেশ। তারপর
হাত ধরাধরি করি মিলাইয়া গেল
বেহেশ্‌তের ছায়াস্নিগ্ধ কুঞ্জবীথিকায়।

মনজিল ঃ ৮

ফিরদৌস-মহল। চিরশান্তিনিকেতন।
অভাবের নাই অনুভূতি। শুধু এক
নিবিড় প্রশান্তি জেগে আছে সেইখানে।
ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় সুশোভিত
চারিধার। নার্গিস, গুলাব, হাস্নুহানা,
জয়তুন, জাফ্রান্, আরো নানান রঙের
কত ফুল ফুটে আছে সেথা। কোনো গাছে
পাতা নাই, শুধু আছে ফুল; সাদা নীল
জরদা লাল, আর'ও কত রঙের মিশ্রণ।
নিম্নে বহিতেছে ধীরে 'আবে-ক'ওসার'
শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুমধুর! দুই পাশে
সু-উন্নত তরুশ্রেণী গম্ভীর সুন্দর
দাঁড়াইয়া আছে। শুভ্রশ্বেতমর্মরের
পাহাড় হইতে, ঝরঝর ঝরিতেছে
নির্ঝর। কোথা'ও বা বহিতেছে নহর
'শারাবন-তহুরার'। প্রজাপতিদল
ফুলকুঁড়িদের সাথে করিতেছে খেলা।
মাঝখানে শোভিতেছে অপূর্ব সুন্দর
লতাপুষ্প-সুশোভিত হীরক-খচিত
মোতির মহল। হুরকমারীরা তাহে
চেয়ে আছে—ডাগর কাজল-কালো চোখ।
সে-চোখ হইতে স্নিগ্ধ সুধাবৃষ্টি যেন
পড়িছে ঝরিয়া। প্রেমের আনন্দ-মূর্তি
হা'ওয়া, আপন মাধুরী দিয়ে হুরীদেরে
বশ ক'রে নেছে; তারা তার নর্মসখী!
ছায়ার মতন তারা চারিপাশে তার
ঘুরিয়া বেড়ায়। হলুদ, ফিরোজা, লাল
ছোট-ছোট কত পাখী কিচিমিচি করি
কখনো বা উড়ে আসে লীলা-ভংগিমায়,
বসে তার কেশপাশে; তাদেরে ধরিয়া

চুমু দিয়ে দিয়ে হাওয়া কত ভালোবাসে।
পথে যেতে যেতে ফুলের মেয়েরা এসে
লুটাইয়া পড়ে তার পায়; মাগে তার
স্নেহের পরশ! এতটুকু ছোঁওয়া পেলে
তারা যেন ধন্য হ'য়ে যায়! হাত ধ'রে
হাওয়ারে ডাকিয়া আনে নিজেদের পাশে,
বসায় তাহারে শুভ্র ফল-বিছানায়,
তারপর পাপড়ির পিয়ালা ভরিয়া
দেয় তারে কোরকের মিষ্ট মধুরস।
হাওয়া তার নধর অধরে, পান করে
সে-অমৃত। কখনো সে মৃদুমৃদু সুরে
গান গায় আপনার মনে; নামহারা
কত পাখী ডালে ডালে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে
সেই গান; কিছুটা শিখিয়া লয় তার,
কিছু রাখে মনে; কিছুটা ভুলিয়া যায়!
থাকে না স্মরণে। আজো তারা প্রতিদিন
সুর সাধে তাই বনে বনে! কখনো বা
সুনীল সরসী-নীরে নামি কৌতূহলে
জলপরীদের সাথে কাটে সে সাঁতার,
স্ফটিক পানিতে তার সঞ্চালিত দেহ
দোলে কী অপূর্ব ব্যঞ্জনায়! সেই দৃশ্য
তীরে দাঁড়াইয়া দেখে বিমুগ্ধ আদম।
চন্দ্রারাতে কখনো বা ফুলশয্যাপরে
দুজনে ঘুমায়ে পড়ে; প্রভাত-বেলায়
পূর্বাচল পানে তারা অপলক চোখে
চেয়ে রয়; দেখে দূরে নবসূর্যোদয়।
বিচিত্র রঙের স্পর্শে দুলে দুলে উঠে
তাদের হৃদয়। স্রষ্টারে জানায় তারা
ভক্তি ভরা পরম বিস্ময়।

বনি-আদম

দিন যায়।
'গন্দম' গাছের পানে ভুলেও তাহারা
ফিরে নাহি চায়।

একদিন আনমনে
ভ্রমণ করিছে হাওয়া বনবীথিকায়,
এমন সময় দুটি ময়ূর-ময়ূরী
কোথা হ'তে উড়ে এল সেই বাগিচায়।
বসিল তাহারা এসে গন্দমের ডালে
অপরূপ ভংগিমায়। অনুরাগভরে
বিচিত্র পেখম মেলি নাচিতে নাচিতে
ঘনচঞ্চুচুম্বনের অশ্রান্ত গুঞ্জনে
মাতিয়া উঠিল তারা। একটি গন্দম
দুজনে ঠোকর দিয়া লাগিল খাইতে
পরম কৌতুক ভরে; খাইতে খাইতে
উচচকিত কেকা-রবে হাওয়ারে ডাকিয়া
কহিল ময়ূরী: "মরি! মরি! কী সুন্দর
ফল! বেহেশ্‌তের শ্রেষ্ঠ নিয়ামৎ! তোফা!
হাওয়া বিবি! খাবে এই ফল তুমি?"

"তৌবা!
ও-ফল খাইব কেন! নিষিদ্ধ ও-ফল
আমাদের তরে। আল্লাহ্‌ মানা করেছেন
আমাদেরে ও-ফল খাইতে। সেই ফল
খেতে বল তুমি?"

"তাতে কী হ'য়েছে?"
কহিল ময়ূরী, "না'র মানে বোঝ নাই?
'না'র মানে মানা-করা নয়; 'হাঁ'-এরই সে
গোপন সংকেত—পরোক্ষ সম্মতিদান।
কৌতূহল-উদ্দীপক 'না'-এর নির্দেশ।
'খেওনা' মানেই হ'ল 'চুপি চুপি খাও'!

এতই কুফল যদি হ'ত এই ফল
তবে কেন আল্লাহ্ এরে বেহেশ্‌তের বাগে
রেখেছেন জিয়াইয়া ? কেন এতদিন
উৎপাটিত করেননি এরে ?''

হাওয়া কয় ঃ
''বেয়াড়া-বেয়াড়া কথা কহিছ যখন,
তখন নিশ্চয় তুমি হবে শয়তান।
দূর হও এখান হইতে!''

তাড়া খেয়ে
উড়ে গেল ময়ূর-ময়ূরী অন্য বনে।

আর একদিন। ছায়াস্নিগ্ধ বনতলে
আদম বসিয়া আছে সরসীর তীরে,
হাওয়া তার অংকোপরি রাখিয়া মস্তক
এলাইয়া দেছে তনুখানি; মেলে দেছে
একটি চরণ; অন্যটিরে বাঁকাইয়া
রেখেছে ত্রিভুজসম দাঁড় করাইয়া।
অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে এসে
মুখে চোখে বক্ষদেশে তার; ঠিক যেন
একখানি ছায়াচিত্র জীবন্ত সুন্দর!
আদম দক্ষিণ হস্তে করিছে বিন্যাস
তার সেই এলো চুল ভালোবেসেবেসে।
পীনোন্নত, বক্ষের উপরে, কটিতটে,
স্থূলকায় উরুর সান্নিধ্যে, আছে যেই
রূপমায়া, আর যেই রৈখিক ইংগিত,
অধরের কোণে আর বাঁকা চাহনিতে
জড়াইয়া আছে যেই ছন্দের সংগীত,
অনির্বচনীয় তাহা। দেখে মনে হয় ঃ
হাওয়া যেন একখানি প্রেমের কবিতা,
ছন্দে-গানে-হিল্লোলিত! সে যেন নিজেই
সংক্ষেপিত একটি বেহেশ্‌ত্। সব সুখ

বনি-আদম

সব শান্তি, সব গান, সব নিয়ামৎ
সঞ্চিত হইয়া আছে তাহার মাঝারে।
ইন্দ্রিয়ের আয়ত্বের মাঝে, তারে যেন
ছোঁওয়া যায়, ধরা যায় বাহুর বন্ধনে।
অসীমের কোন্ যেন পথভোলা মেয়ে
বন্দিনী হইয়া আছে এই কুঞ্জবনে।
আদম চাহিয়া আছে অনিমেষ চোখে
হাওয়ার মুখের পানে।

এমন সময়
কোথা হ'তে এল এক বৃদ্ধ দরবেশ
মুখে সাদা চাপদাড়ি, মাথায় পাগ্‌ড়ি,
হাতে তশ্‌বীর মালা। মুহুর্মুহু মুখে
জপিছে সে আল্লার কালাম। দেখিলেই
মনে হয়ঃ খোদা-প্রেমে মাতোয়ারা এক
জ্ঞানবৃদ্ধ ফিরিশ্‌তা সে! ধীর পদক্ষেপে
কাছে এসে সেই বৃদ্ধ আদম-হাওয়ারে
সসম্ভ্রমে দিল এক সালাম।

"কে তুমি?"
শুধাইল আদম তাহারে।

"আমি এক
ফিরিশ্‌তা খোদার। বাসিন্দা এ বেহেশ্‌তের।
দীর্ঘদিন করিতেছি এইখানে বাস।
এ পাক-যমীন্ চির-পরিচিত মোর।
বেহেশ্‌তের হাল-হকিকৎ—সব মোর
আছে জানা। বল দেখি, কেমন লাগিছে
তোমাদের কাছে এই জান্নাত-মহল?
অপরূপ নহে কি এ স্থান?"

"আল্‌বৎ!
লাখোঁ শুক্‌রিয়া দেই আল্লাহ্‌-তালার।

দয়া করে দিয়াছেন আমাদেরে তিনি
এইখানে ঠাঁই।”

কহে দরবেশ: “সত্যি।
অপূর্ব সুন্দর এই জান্নাত-বাগিচা।
সকল তারীফ্ সেই আল্লাহ্-তালার
যিনি এর সৃষ্টিকর্তা। কত মেহেরবান
তিনি তোমাদের পরে! না-চাহিতে তিনি
তোমাদেরে দিয়াছেন চির-সৌন্দর্যের
এই পুণ্য নিকেতন। কিন্তু হায়!---
বলিতে-না বলিতেই হঠাৎ কাঁদিয়া
হ'ল বুড়া জারেজার! তা দেখি তখন
আদম ও হাওয়া তারে ব্যথিত অন্তরে
শুধাইল: “কী হ'ল তোমার? কাঁদ কেন?
বল?”

কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিল বৃদ্ধ:
“তোমাদেরি কথা ভেবে কাঁদিতেছি আমি।
এই ফিরদৌস, এই এরেম-বাগিচা
তোমাদের নয়! তোমাদের ভাগ্যে নাই
এই সুখভোগ। তোমাদেরে অচিরেই
আল্লাহ্ পাঠাবেন দূরে—দুনিয়ার পরে
মৃত্যুশীল মানব করিয়া। সেইখানে
তোমাদের ভাগ্যে আছে চিরদুঃখভোগ!
কতভাবে কত পাপ করিবে তোমরা
সেখানে! সহিবে কত দুঃখ, মুসিবৎ,
অন্তহীন বেইজ্জতি! মৃত্যুশেষে ফের
আল্লাহ্ তোমাদেরে এনে চালিবে দোজখে,
জ্বলিবে অনন্ত কাল তোমরা সেখানে।”

কহিল আদম: “এতে কী বলার আছে?
তিনি ‘রব’, মোরা বান্দা; তাঁরি হাতে রয়
আমাদের জীবন-মরণ। তিনি যদি

চান, রাখিবেন বাঁচাইয়া; না চান ত
মারিবেন! কী আছে বলার এতে?"

"ঠিক!
তবে কিনা—বড় দুঃখ হয় তোমাদের
কথা ভেবে! একটুতে—শুধু একটুতে
অমর হয়েও কেউ অমর হ'লে না!"

"তার মানে?"

"তার মানে আর কিছু নয়।
সম্মুখেই দেখা যায় 'মুল্‌কে-লা-জাওয়াল্‌'—
অক্ষয় অব্যয় নিত্য অনন্ত জগৎ।
তারি কিনারায় এসে ফিরে চলে যাবে
মৃত্যুশীল মানব-জীবনে? এতে কার, বল,
আফ্‌সোস্‌ না হয়? মাঝখানে আছে
একটি সে সূক্ষ্ম শুধু পর্দার আড়াল।
এপারে মরণ জরা দুঃখ অভিশাপ,
ওপারে অনন্ত সুখ—অনন্ত জীবন।
পশিবে না তোমরা কি সে অমর-লোকে?
ফিরে যাবে এত কাছে এসে? আফ্‌সোস্‌!
মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসি পায়!
তোমাদের দশা ঠিক সে-ব্যক্তির মত
ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া যে অমৃত-পিয়ালা
পান করিল না ভয়ে! অথবা, যেজন
রত্নের খনিতে এসে গুহামুখ হ'তে
ফিরে গেল শূন্য-হাতে! প্রবেশের দ্বিধা
অতিক্রম করি যারা অজানার পথে
করে পদক্ষেপ, তারাই জীবন-যুদ্ধে
কামিয়াব হয়। যারা ভীরু কাপুরুষ,
তাদেরি জীবন হয় চিরবিড়ম্বিত
ব্যর্থতার অভিশাপে। হে আদম, বল,

আমি কি লইয়া যাব তোমাদেরে সেই
অমর-জগতে ?"

"কোথায় সে অমর-লোক ?
দেখাও ত একবার !"
"নিকটেই আছে।"
দেখিবে ?"
দেখাও না !" - - - -
কিছু পথ চলিল
তাহারা। কহিল বৃদ্ধ: "ওই যে দেখিছ
গাছটি, চেনো ওরে ? জানো কি ওর নাম !"

"জানি। গন্দম উহার নাম।"

"এই সেই
অমর-লোকের সীমানা। এর থেকেই
শুরু হ'ল সেই দেশ। এ গাছের ফল
খেলেই অমর হওয়া যায়। এ ফল কি
খেয়েছ তোমরা কখনো ? মনে হয় না !"

"নাউজবিল্লাহ্ !" সমস্বরে বাধা দিল
আদম ও হাওয়া; "ও-ফল খাইব কেন ?
ও-ফল নিষিদ্ধ ফল ! ও-ফল খাইতে
মানা করেছেন আল্লাহ্। তুমি কি-না কহ
তা-ই খেতে ? কখনই নয়। কিছুতেই নয়।
খাব না ও-ফল মোরা।"

বৃদ্ধ কহে: "হুঁ ! হুঁ !
একথা ত বলিবেই জানি ! বলেছি না,
আল্লাহ্ নাহি চান তোমাদেরে—চিরকাল
বেহেশতে রাখিতে ? তাই ত নিষেধ তিনি
করেছেন এ-ফল খাইতে ! এ-ফল যে
খেলেই তোমরা ফিরিশ্‌তা বনিয়া যাবে,

পেয়ে যাবে অন্তহীন অমর জীবন।
তা তিনি চাবেন কেন? কেহ কি তা চায়?
কখনোই না। বোকা তোমরা! একথা কি
বুঝিতে পার না? তোমরা মানব জাতি,
দুদিনের জীব। বেহেশ্‌তের হাল-হকিকৎ
তোমরা কী জানো? আমরা ফিরিশ্‌তা, তাই
সব কিছু জানি। গন্দমই ত বেহেশ্‌তের
শ্রেষ্ঠ নিয়ামৎ। এতদিন তাও বুঝি
জানিতে পারনি? এ-বনের যত পাখী
যত হুর, যত গিলমান্—সবাই খেয়েছে
এই ফল! তাই তারা লভিয়াছে সবে
মৃত্যুহীন অমর জীবন। সত্য-মিথ্যা
দেখনা পরখ করে! খাওনা এ-ফল?"

"কিছুতেই নয়! খাবো না এ-ফল মোরা।
কে তুমি এমন করে মিথ্যা ছলনায়
ভুলাতে এসেছ আমাদেরে? তুমি ঠিক
শয়তান! দূর হও এখান হইতে!"

বৃদ্ধ কয়: "আফসোস্‌! বন্ধুরে কহিছ
শত্রু? আল্লার কসম! শত্রু নহি আমি
তোমাদের; আমি মিত্র—পরম হিতৈষী।
আমারে বিশ্বাস কর।"

আদমের মন
সহসা দুর্বল হ'ল শুনি সে কসম।
হাওয়ারে ডাকিয়া কাছে কহিল সে চুপে
"কসম খেয়ে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে?
অসম্ভব। এতক্ষণ বৃদ্ধ যা বলেছে,
নিশ্চয় তা সত্য হবে।"

"কখনই নয়!
হাওয়া বাধা দিয়া কয়: "কখনই নয়!

ঝুটবাৎ সব! ছলনা! ফেরেববাজি!
আল্লাহ্ যাহা বলেছেন, এ-লোক তাহার
উল্টা বলে। আল্লাহ্ বলেছেন: 'খেওনা',
এ-লোক বলে 'খাও'! অজানা এই বৃদ্ধ!
তারে কভু চেন না ক তুমি, দেখ নাই
কোনদিন; শোন নাই তার নাম। সেই
সত্য হ'ল? আর মিথ্যা হ'ল আল্লাহ্? বাঃ রে!
বেশ ত মজার যুক্তি তোমার! মেনো না
এ বৃদ্ধের কথা! আল্লার কথাই মানো।"

সুস্থ হ'ল আদমের মন। কহিল সে
আগন্তুককে লক্ষ্য করি: "তুমি মিথ্যাবাদী!
যাও, দূর হও। মানিনা তোমার কথা।
আল্লার মহান ইচ্ছা অতিক্রম করি
আমরা চাই না অমরতা।"

বৃদ্ধ কয়:
"ঠিকই বলেছ। তবে কি না কথা এই:
আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে দিয়াছেন যেই
মুক্তবুদ্ধি আর যুক্তিজ্ঞান, তা কি সব
বৃথা যাবে? খাটাবে না তারে কভু কাজে?
বুঝে নিতে হবে: কোন্ পথে তোমাদের
পরম কল্যাণ। ধর, লও, রেখে গেনু
এ-অমৃত তোমাদের কাছে। ভেবে দেখ,
খাবে, কি খাবেনা এরে।"

এতেক বলিয়া
ছুঁড়ে দিল আগন্তুক একটি গন্দম
হাওয়ার কোলের কাছে অতি অন্তর্পণে।
তারপর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল
ছায়াঢাকা ঘনকৃষ্ণ বন-অন্তরালে।

মন্‌জিল্‌ঃ ৯

দুর্বলতা দেখা দিল আদমের মনে।
ব্যাকুল আগ্রহ ভরে তুলে নিল হাতে
সেই ফল। সুরভি-মদির গন্ধে তার
মুগ্ধ হ'ল মন। হাওয়ারে ডাকিয়া ধীরে
কহিল সে প্রেমপূর্ণ সুরেঃ "দেখ, দেখ,
কী সুন্দর ফল! কী মধুর গন্ধ এর!
আহ! মরি! মরি! জীবন জুড়িয়ে যায়!
দেখইনা, ধর!"

হাওয়া ছিল এতক্ষণ
ভীরু মনে আদমের স্কন্ধে ভর দিয়া।
কৌতুক ও কৌতূহলে ছেয়ে গেল তার
অন্তর! ধীরে ধীরে বাড়াইল সে হাত।
ছুঁব-কি-ছুঁব-না-ভাব নিয়ে, একবার
তুলে নিল সেই ফল! নিতে না নিতেই
নারী-হৃদয়ের নম্র মিনতি মাখিয়া
কহিল সেঃ "না বাবাঃ! চাইনা ছুঁইতে
আমি এই ফল! কী জানি কি হয় পাছে!"
এই বলি ছুঁড়ে দিল সেই ফল আদমের পানে।

আদম তুলিয়া নিল আবার সে ফল।
নূতন জিজ্ঞাসা এল অন্তরে তাহার,
কহিল সে মনে মনেঃ "এ-ফল খাইতে
আল্লাহ্‌ কেন মানা করেছেন? কী এমন
দোষ ঘটে এ-ফল খাইলে? সবাই ত
এ-ফলের করিছে তারীফ্‌! বৃদ্ধ কেন
মিথ্যা কবে? খেয়েছে সে আল্লার কসম্‌।
কসম খেয়ে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে?
কখনই নয়। পবিত্র বেহেশ্‌ত্‌ ভূমি,
এখানে কে করিবে ছলনা? অসম্ভব।"

হাওয়ার মুখের পানে চাহিল আদম।
আজ কেন লাগে তার এমন মধুর?
কী মিষ্টি চোখের চাওয়া তার! অধরের
বঙ্কিম রেখায়—কী সুধা জড়ানো আছে!
চোখের ইংগিতে আর অংগের ভংগিতে
আজ কেন খেলিতেছে লাবণ্যের ঢেউ?
প্রতি অংগ পানে, আজ কেন
আকর্ষণ আনে? উচ্ছ্বসিত অনুরাগে
বাঁধিল বাহুর পাশে হাওয়ারে আদম।
তারপর, একটি চুম্বন রাখি তার
অধরে, কহিল সে: "এস, খাই এ-ফল?"

হাওয়া কয়: "নাঃ! নাঃ! থাক্। খেয়ে কাজ নাই।
ঘটে যদি কোন অমংগল?"

আদমের
মন তবু মানা নাহি মানে। অজানারে
জানিবার দুর্জয় আনন্দ-আকর্ষণ
তাহারে পাগল করে। কে যেন গোপনে
তারে কয়: "খাও, খাও, মেনো নাক' মানা,
নির্দেশিত সীমারেখা পারাইয়া যাও,
আল্লার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশাইয়া
তাঁর মাঝে আপনারে ক'রো না বিলীন।
তাঁর কাছে ক'রো নাক' আত্মসমর্পণ।
তাঁর বুকে এঁকে দাও আপন স্বাক্ষর।
'আমি আছি' এই কথা জানাইয়া দাও
তাঁরে'! জানো নাকি তুমি, তোমার মাঝারে
অন্তহীন শক্তি আর সম্ভাবনা আছে?
আল্লার খলিফা তুমি—শ্রেষ্ঠসৃষ্টি তাঁর,
গুণে-জ্ঞানে কেউ নয় তোমার সমান।
কারে তবে কর ভয়? কিসের সংশয়?
হে নির্ভীক পথচারী, দূরের পথিক,

বনি-আদম

চল, আরো চল ; এখানেই থামায়ো না
তব গতিবেগ।”

আদম ভরসা পায়।
কিন্তু তার মনে জাগে নূতন জিজ্ঞাসা :
যে-অজানা পথে আজ যাত্রা শুরু তার,
সে-পথ নহেক শুধু একা পুরুষের,
সেখানে রয়েছে জেগে নর ও নারীর
অখণ্ড মিলিত রূপ। হাওয়া ছাড়া তাই
কেমনে সে খাবে এই ফল! নিতে হবে
তারে সাথে। দুজনে মিলিয়া তারা খাবে
এই ফল ; যা ফলে ফলুক তার ফল!

হাওয়ার চিবুক ধ'রে কহিল আদম :
“হাওয়া, প্রিয়তমা, তুমি কি আমার হাতে
হাত রাখিবে না? যে-অজানা পথে আজ
বাহির হ'লাম, সে-পথে তুমি কি এসে
দাঁড়াবে না পাশে? এ-ফল কি খাবো শুধু
আমি? তুমি কি খাবে না? প্রিয়তম, বল?”

কঠিন সমস্যা এল হাওয়ার সম্মুখে।
নারী সে, রয়েছে তার চির-অধিকার
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ; পুরুষের পাশে এসে
দাঁড়ায় সে যবে, তখন সে নারী ; কিন্তু
প্রশ্ন যেথা জেগে ওঠে চিরমানুষের,
সেখানে? সেখানে সে নারী নহে, নরও
নহে ; সেখানে সে শুধুই মানুষ। যদি
আজ ভুল করে নর ; আর যদি নারী
দাঁড়াইয়া রয় দূরে ; কী ফল তাহাতে?
মানুষের পরিচয়দানে—কী ক'রে সে
পাবে মুক্তি? সেও হবে সমদোষে দোষী।
সুখদুঃখ ভালমন্দ আলো ও আঁধারে

দুজন তাহারা এক। এক তরণীতে
ভেসেছে তাহারা; তরী যদি ডুবে যায়
যারি দোষে ডুবুক না কেন—ফল তার
হবে এক: দুজনেই মরিবে ডুবিয়া।

স্বামীর অদম্য তীব্র বাসনার কাছে
ধরা দিল নারী। কহিল সে: "আমি
নারী, আমি তব জীবন-সংগিনী; আমি
তব নিত্য সহচরী। শ্রবণে বচনে মনে,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, আমি চিরদিন
চলিব তোমার সাথে ছায়ার মতন।
তুমি যাহা বলিবে করিতে, তাই আমি
করিব; যে-পথে চলিবে তুমি আমিও
চলিব।"

দূর হ'ল আদমের সংশয়।
এক হ'ল দুটি প্রাণ। ভেসে গেল সব
বিধি-নিষেধের বাণী; কোথা হ'তে এল
দুরন্ত ঝড়ের বেগ; উড়াইয়া নিল
শাসনের বসন-অঞ্চল! কোন্ এক
দুর্বল মুহূর্তে তারা, দুজনে মিলিয়া,
এক সাথে ভাগ করে খেল সেই ফল। (১)

---

(১) এখানে ইসলাম ও খৃষ্টমতে দারুণ পার্থক্য আছে। বাইবেল বলিতেছে: হাওয়া-ই (Eve) শয়তানের দ্বারা প্রথম প্রলুব্ধ হয় এবং সে-ই প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে। পরে সে আদমকে দিয়া সেই ফল খাওয়ায়। কাজেই, ফল-খাওয়া ব্যাপারে আদম একেবারে নির্দোষ। খৃষ্টান-জগৎ তাই নারীকেই পাপের প্রথম-উৎস-মুখ বলিয়া মনে করে। নারীর জন্যই সমগ্র মানব-জাতির পতন ঘটিয়াছে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে বাইবেল বলিতেছে:

"And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make her wise, she took of the fruit there of and did eat and gave also unto her husband with her hand and he did it..."

(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

"খেয়েছে। খেয়েছে!! নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে!!
আদম ও হাওয়া খেয়েছে নিষিদ্ধ ফল।
হা-হা-হা-হা। হি-হি-হি-হি। খেয়েছে। খেয়েছে।

"And the man said : The woman whom thou gavest to to be with me, she gave me of the tree and I did eat......"
—Gen. III : 6—12

মিলটন তাঁহার 'Paradise Lost'-এ এই কথারই প্রতিধ্বনি-করিতেছেন :

"So saying, her rash hand in evil hour
Forthcoming to the fruit, she plucked, she ate..."
Thus Eve with countenance blithe her story told
But in her cheek distemper flushing glowed ;
On the other side, Adam, soon as he heard
The fatal trespass, done by Eve, amaged
Astonied stood,"—(Paradise Lost : Book IX)

নারীকে মিলটন এই ভাবে বহুস্থানে হেয় করিয়াছেন। এমন কি, আল্লাহ্ কেন জ্ঞানবান হইয়াও 'প্রকৃতির এই খুবসুরৎ ত্রুটি' সৃষ্টি করিলেন, শুধু পুরুষ দ্বারাই কেন দুনিয়া ভর্তি করিলেন না, এই অনুযোগ করিয়াছেন :—

"Oh, why did God
Creator wise that peopled highest heaven
With spirits masculine, create at last
This novelty on earth, this fair defect
Of Nature, and not fill the world at once
With men as angels without feminine
Or find some other way to generate
Mankind ?"—(Book X)

কিন্তু ইসলাম নারীজাতিকে এই কলংক ও অমর্যাদা হইতে রক্ষা করিয়াছে। কুরআন বলিতেছে :

"এবং শয়তান তাহার নিকট (আদমের নিকট) কু-প্রস্তাব করিল : "হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরতা-বৃক্ষের কাছে এবং অনন্তকালস্থায়ী রাজ্যে লইয়া যাইব ?"

"তখন তাহারা উভয়েই সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং তাহাদের কুপ্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং উভয়েই গাছের পাতা দিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। এইরূপে আদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং কাজেই তাহার জীবন দুঃখময় হইল।"—(২০ : ১২০—১২১)

(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

খিল্‌খিল্‌ হাসি হেসে উন্মত্ত উল্লাসে
পুলকিত শয়তান দিগদিগন্তরে
ঘোষণা করিল সেই বাণী।

সারা সৃষ্টি
আজিকে উঠিল কাঁপি শুনি শয়তানের
সেই মত্ত আনন্দ-উল্লাস! উচ্চ কণ্ঠে
কহিল সে: "কোথা আল্লাহ্? কোথা তুমি আজ?
দেখ, দেখ, কী সুন্দর তোমার আদেশ
মেনেছে তোমার 'খলিফা'! চমৎকার!
সে নাকি তোমার প্রতিনিধি? চিরভক্ত
অনুরক্ত দাস? সে নাকি সৃষ্টির সেরা?
এই বুঝি তার পরিচয়? আগেই কি
বলি নাই আমি—অবজ্ঞাত মূল্যহীন

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আদমই প্রথম প্রলুব্ধ হইয়াছিল এবং সে-ই আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করা ব্যাপারে প্রধানতঃ দায়ী ছিল। শয়তান যে হাওয়ার নিকটেই প্রথম কুপ্রস্তাব করিয়াছিল এবং হাওয়াই যে প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পরে আদমকে দিয়া খাওয়াইয়াছিল—এরূপ কথা কুরআন্ শরীফের কোথাও নাই। বড় জোর এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উভয়ে এক সংগেই এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিল, এবং কাজেই তাহারা উভয়েই ইহার জন্য দায়ী ছিল। কুরআনের অন্যান্য আয়াত হইতে এই সমদায়িত্বের কথাই প্রতিপন্ন হয়:

"শয়তান তাহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলি প্রকাশ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট কুপ্রস্তাব করিল এবং বলিল: তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই গাছের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, জান?—যাহাতে তোমরা দুজন ফিরিশ্‌তা বনিয়া না যাও বা অমর হইতে না পার। —(৭ : ২০)

"কিন্তু শয়তান উভয়েরই পতন ঘটাইল এবং যে অবস্থায় তাহারা ছিল, সেই অবস্থা হইতে নূতন অবস্থায় যাইতে বাধ্য করিল।" —(২ : ৩৬)

অতএব দেখা যাইতেছে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ব্যাপারে আদমই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় হাওয়া শুধু স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিল মাত্র। কুপ্রস্তাব করিবার বেলায় প্রথমে আদমের নাম এবং পরিণাম ফলের বেলায় 'এইরূপে আদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং তাহার জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিল"—বলায় এই অনুমানই অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, নারীই যে সমগ্র মানব জাতির পতনের মূল এবং পাপের প্রথম উৎস—একথা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। ইসলাম নারীকে দিয়াছে মহিমময়ীর রূপ।

মাটির মানুষ সে। কিবা তার তাকৎ।
সে কি কভু হ'তে পারে আল্লার খলিফা!
কখনই নয়। হাতে-নাতে আজ তার
পেলে ত প্রমাণ? এখন কী হবে, বল?
দিয়াছিনু আমি যেই সংগ্রামী আহ্বান
তাতে আমি পূর্ণজয়ী আজ! আদম—সে
নিঃসন্দেহে পরাজিত। কী শাস্তি তাহারে
দিবে, দাও!"

বলিতে না বলিতেই ফের
উন্মত্ত আনন্দ-রোলে মাতিল শয়তান:
"হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! কেয়া-বাৎ! কেয়া-বাৎ! তোফা!
জীন্-ফিরিশ্‌তারা শোন, শোন চন্দ্রসূর্যতারা,
সাক্ষী থাকো তোমরা সকলে: আদম সে
খেয়েছে গন্দম! মানেনি আল্লার মানা!"

ভীত হল আদম ও হাওয়া। নেমে এল
চারিদিকে আতংকের ঘনকালো ছায়া।

সহসা গম্ভীর স্বরে কহিলেন খোদা:
"হে আদম, আমি কি নিষেধ করি নাই
তোমাদেরে ও ফল খাইতে? কেন তবে
খেলে? বলিনি কি তোমাদেরে, শয়তান
প্রকাশ্য দুষ্‌মন্ তোমাদের? বলিনি কি,
তার থেকে রবে হুঁশিয়ার? তার কাছে
ধরা দিলে এত সহজেই? দেখ দেখি
ও কি দরবেশ? না শয়তান?"

এতক্ষণ
ভয়ে জড়সড় হয়ে আদম ও হাওয়া
নীরবে লুকায়ে ছিল গাছের আড়ালে;
এইবার চোখ খুলে চাহিল তাহারা।

দেখিল : দরবেশ কোথা ? ও যে শয়তান !
সেই কালো বিট্‌কেল চেহারা ! মুখে হাসি
নয়নে ইংগিত !

হঠাৎ বুঝিল তারা :
তারা নগ্ন উলংগ দুজনে। মনে হ'ল :
নিখিলের লক্ষ আঁখি চেয়ে আছে যেন
তাহাদের নগ্ন দেহপানে। যৌনবোধ
জাগিল অন্তরে ; শরম-সংকোচ-লজ্জা
ঘনাইয়া এল মনে। এই অনুভূতি
ছিল না ত আগে তাহাদের ! এই জ্ঞান
কোথা হ'তে এল ? এর চেয়ে ভাল ছিল
অজ্ঞানতা ! অন্ধকার যেথা আশীর্বাদ,
আলো সেথা অভিশাপ ! অমনি তাহারা
ঢাকিল তাহাদের অংগ গাছের পাতায়।
মহা অপরাধ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
নম্র শিরে কহিল আদম : "ইয়া আল্লাহ্,
মাফ কর মোরে। আমারি এ অপরাধ।
তওবা করিতেছি আমি। বুঝি নাই, প্রভু,
শয়তানের কারসাজি !" এতেক বলিয়া
অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে, নতজানু হয়ে,
আদম তুলিল দুই হাত ! তাই দেখে
ছুটে এল হাওয়া, আদমের পাশে ব'সে
সেও তার উঠাইল হাত ; দুইজনে,
একসাথে করিল মুনাজাত : "রব্বানা,
আমরা করেছি ভুল, করেছি যুলুম
নিজেরাই নিজেদের প্রতি। তুমি যদি
মাফ নাহি কর, তবে মোরা দুজনেই
বরবাদ হইয়া যাব !"

হঠাৎ তখন
ক্রুদ্ধকণ্ঠে বাধা দিল শয়তান : "থামো !

মায়াকান্না রাখো তোমাদের! কান্না দিয়ে
আল্লারে ভুলাতে চাও? লজ্জা করে নাক'?
জেনে-শুনে করেছ এ পাপ; মানোনিক'
আল্লার আদেশ! এখন ন্যাকামি ক'রে
কহিছ কাঁদিয়া: মাফ কর! বুঝি নাই
শয়তানের কারসাজি মোরা!---মিথ্যা কথা!
সংগ্রামী আহ্বান মোর গ্রহণ করিয়া
এ-ওযর চলে নাক' আর! আল্লাহ্ ত
বলেই দেছে সাফ্-সাফ্ কথা: হুঁশিয়ার!
খেও নাক' ওই ফল! কেন তবে খেলে?
তারপর, আমি যবে দিলাম আহ্বান,
কতই না আস্ফালন করিলে সেদিন!
সেদিন করিয়াছিলে অগ্নি-উদ্গীরণ,
আর আজ? আজ শুধু অশ্রু-বরিষণ!
আফ্সোস্! এমন দুর্বল শত্রুসাথে
আমারে লড়িতে হবে—ভাবিনি ত আগে!
এত সহজেই যার হয় পরাজয়,
এতটুকু কৌশলেই যার শপথের
দুর্গ টুটে যায়, তার কভু সাজে নাক'
যুদ্ধদান করা! খলিফার থাকা চাই
দৃঢ় মনোবল আর শালীনতা-বোধ।
তুমি কাপুরুষ! কোন্ বলে চাও তুমি
আল্লার খলিফা হ'তে?"

আল্লারে ডাকিয়া
উত্তেজিত শয়তান কহিল আবার:
"শোন আল্লাহ্, কথা ছিল তোমাতে-আমাতে—
আদম ও আমার মাঝারে, বুঝাপড়া
হবে শক্তির; সে পরীক্ষা হ'য়েছে; তাতে
নিশ্চিত রূপে লভেছি আমি বিজয়!
আদম যে মানিবে না তোমার হুকুম,
যোগ্যতা যে নাই তার খলিফা হবার,

দিয়াছি তাহার আমি অকাট্য প্রমাণ।
এখনো কি তুমি তারে আমার চাইতে
দিবে উচ্চ মান? তারে কি করিবে ক্ষমা?
করিবে না শাস্তি দান? তোমারে না মানি
আমি যদি হ'য়ে থাকি 'মরদুদ' 'শয়তান',
আদম হবে না কেন? সেও ত তোমারে
মানে নাই আমারি মতন? এখন ত
দুজনাই সমানে-সমান!''

আল্লাহ্ কন:
''তোমার এ অনুযোগ সত্য নহে—ভুল।
আদম আমার মানা মানেনি তা ঠিক।
তবু কিন্তু এক নহে দুই অপরাধ।''

''তার মানে?''

''উভয়ের নিয়ৎ পৃথক।
নিয়ৎ দেখিয়া হয় কার্যের বিচার।
তোমরা দুইজন দুই-পথের পথিক।
কাফির ও মুমিনের মাঝে, জেগে রয়
সূক্ষ্ম ব্যবধান। একটুতে ঘ'টে যায়
পার্থক্য প্রচুর। কাছে থাকিলেও তারা
থাকে বহুদূর। সে-গোপন ব্যবধান
তুমি বোঝ নাই, তাই এই মতিভ্রম।
তোমারে দিয়াছি আমি 'হাঁ'-এর আদেশ.
আদমেরে দিয়াছিনু 'না'-এর আদেশ।
'হাঁ'-এর আদেশে আর 'না'-এর আদেশে
রহিয়াছে ঘোর ব্যবধান। 'হাঁ'-র চেয়ে
দৃঢ় নয় 'না'-এর নির্দেশ। 'বিদ্রোহ' ও
'ভুল' নহে একসমতুল। নিজেই ত
তুমি বিদ্রোহী সেজেছ; জেনে শুনে তমি
মানো নি আমার হুকুম। আর আদম?

সে করেছে ভুল—বোঝেনি তোমার ছল।
তার মাঝে ছিল নাক' বিদ্রোহের ভাব।
তাই ত সে বারে বারে চাহিতেছে মাফ!
এই নম্র মনোভাব—এই অনুতাপ
কোথা আছে তোমার মাঝারে? সত্যিকার
অনুতাপ কল্যাণের অভিসারী; তার
লক্ষ্য আত্মসংশোধন—নহে সে ঘৃণার।
আমি আল্লাহ্ প্রেমময়—রহমান-রহিম,
বারে বারে করুণায় আবর্তনশীল;
ভালোবাসিনাক' আমি কারো সাজা-দেওয়া।
ভালবাসি বান্দাদের মাফ-চেয়ে-নেওয়া।
ভল যদি করে কেউ, করে অপরাধ,
আর যদি সত্যিকার মনোবেদনায়
মাফ চায় তার তরে; তবে আমি তারে
মাফ করে দেই। তুমি যদি মাফ চাও,
তুমিও পাইবে মাফ!''

শয়তান কয়:
''অত-শত বুঝি নাক' আমি। বিঘোষিত
দ্বন্দ্বযুদ্ধে শত্রুরে করেছি জয়; এই
মোর বড় দাবী।''

''শত্রুরে করেছ জয়!
তারই বা এত কী মূল্য? এত কী গৌরব?
ছদ্মবেশ, প্রলোভন, ছলনা, শপথ
এতগুলি মিথ্যা দিয়ে আদমেরে তুমি
বিভ্রান্ত করেছ; সরল অন্তরে তারা
তোমারে করেছে বিশ্বাস! তাইত তুমি
জয়ী! কী ভীষণ কাপুরুষ তুমি! তুমি
যারে কহিছ 'বিজয়', সে নহে বিজয়,
সে তোমার পরাজয়!''

"মোর পরাজয়?
কেন? কিসে আমি পরাজিত? চেয়ে দেখ
আদম-হাওয়ারে! অগৌরবে নতমুখ!
নিজেদের চেহারাই করিছে প্রকাশ
নিজেদের পরাজয়। দোষ না করিলে
কেউ কি কখনো মুখ লুকায় আড়ালে?
কেউ কি কখনো মাফ চায় কারো কাছে?
তৌবার মানেই হল অক্ষমতা আর
ব্যর্থতার হাহাকার!"

আল্লাহ্ কহিলেন:
"না। তা ঠিক নয়। ক্ষুদ্র এই দুটি কথা
এ তোমার মৃত্যুবাণ! এরে ছুঁড়িলেই
তুমি আর নাই! যতই নাও না কেন
দূরে টেনে মানুষেরে সত্যপথ হ'তে,
'তৌবা' বলিলেই, বস্, জ্বলে ওঠে তার
নূরের চেরাগ, আঁধারে পায় সে পথ।
ফিরে আসে সে আবার আপনার ঘরে।
কথা দুটি—দুর্দিনের বেতার-সংকেত।
ঝড়-তুফানের মাঝে ডুবুডুবু যার
তরী, সে যদি সংকেত দেয়, মুহূর্তেই
আমি পাঠাই মদদ তারে। আমি নিত্য
জেগে রই বিপন্নের তরে। অব্যর্থ এ
ইস্মে-আজম! নিজেই বারেক এরে
কর না পরখ? তৌবা বলিলেই দেখো
তোমার অন্তর-তলে আছে যে-শয়তান
হবে তার তিরোধান! মৃত আযাযিল্
ফিরিশতার বেশে ফের উঠিবে জাগিয়া!
নৈতিক জীবনে 'তৌবা' আবে-কওসর।
এরে তুমি করিছ বিদ্রূপ? সোজা নয়
মাফ-চাওয়া! কঠিন এ-কাজ। সবাই
পারে না মাফ চাইতে, কিংবা মাফ দিতে।

বনি-আদম

মাফ-চাওয়া মাফ-দেওয়া—দুই-ই মহৎ।
পুঞ্জীভূত মেঘে থাকে বজ্রের গর্জন,
শীতল হাওয়ার স্পর্শে সে-মেঘ আবার
অঝোরে ঝরিয়া পড়ে স্নেহ-করুণায়।
আমার উদ্যত রোষ তেমনি করিয়া
ঝ'রে পড়ে বৃষ্টিসম অজস্র ধারায়
অনুতপ্ত প্রার্থনার কোমল পরশে।"

শয়তান দিল এ-জবাবঃ "মাফ চাওয়া
ঘোর অপমান! মাফ চায় শুধু তারা
যারা দুর্বল—যারা অক্ষম—যারা ভীরু।
আমি কভু চাহিব না মাফ।"

আল্লাহ্ কনঃ
"মাফ তুমি চাহিবে না, জানি; মাফ তুমি
চাহিতে পার না। অন্তর যাহার নয়
প্রশস্ত উদার, যে দুর্বিনীত, নিষ্ঠুর,
সে কখনো পারে নাক' মাফ চাহিবারে।
মরুবুকে ফুটে নাক' ক্ষমার কুসুম!
তার তরে চাই—আল্লার করুণা-সিক্ত
উর্বর হৃদয়।"

"আমি চাই সুবিচার
বিচারে ক্ষমার স্থান নাই। ক্ষমা এলে
সব নীতিবোধ, সব আইন-কানুন
ভেসে চলে যায়। আমি চাই ইন্‌সাফ্।
আমি চাই আদমের কার্যের বিচার।"

"বিচার পাইবে। সে বিচার আজ নয়।
মহাবিচারের দিন করিব বিচার
তার। এ যুদ্ধ ত শেষযুদ্ধ নয়! এ ত
শুধু সূচনা! এ যুদ্ধ ত চলিবে—সেই

রোজ-কিয়ামৎ তক্‌! খণ্ডযুদ্ধ দেখে
মহাসংগ্রামের কোন হয় না বিচার।
বিচার হইবে সেই হাশরের দিনে।
এক দিকে র'বে শয়তান, অন্য দিকে
ইন্‌সান্‌। দুইপক্ষে হবে বুঝাবুঝি।
কে হেরেছে, কে জিতেছে,—তুমি, না মানুষ,
সেই দিন হবে তার চূড়ান্ত বিচার।"

মন্‌জিল : ১০

আল্লাহ্‌ যবে দেখিলেন আদম-হাওয়ার
বেদনাসুন্দর রূপ, খুশি হইলেন
তিনি। ডিঙাইয়া বিধি-নিষেধের সীমা,
তারা যে গন্দমফল খেয়েছে, এই ত
তাদের কৃতিত্ব। এই ত আল্লার ছিল
গোপন ইংগিত। তিনি চান নাই কভু
মানুষের জড়পিণ্ড রূপ—যন্ত্রসম
নিয়ন্ত্রিত। ঝুঁকি নিয়ে অজানার পথে
যাবে সে, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগিবে
তাহার মনে; সৃষ্টির গোপন রহস্য
দিনে দিনে উদ্‌ঘাটিত হবে তার হাতে,
এতেই ত আল্লার আনন্দ। সামান্য
চান তিনি। মানুষেরে দিয়াছেন তিনি
পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। একবিন্দু স্থান
আছে শুধু সংরক্ষিত। বাকী সবখানে
মানুষের প্রবেশের আছে অধিকার।
তিনি শুধু চান তাঁর আনুগত্য, আর
সহযোগ—এর বেশি নয়। তাও তারি
নিজ-প্রয়োজনে। আদম যে একদিন
খাবে এ নিষিদ্ধ ফল, জানিতেন তিনি।
শুধু তিনি দেখে নিতে চান: এইখানে
আসি, কোন্‌ পথে ধায় তার মন; সে কি
বিদ্রোহী হয়, না মাফ চায়,—এই ছিল
লক্ষ্যবিন্দু তাঁর। এই সূক্ষ্ম পরীক্ষায়
আদম হ'য়েছে জয়ী;' আল্লাহ্‌ দেখেছেন,
যে-শক্তি রয়েছে সুপ্ত মানুষের মাঝে
কার্যকরী হবে তাহা; সার্থক হইবে
তার হাতে খেলাফৎ। খলিফা যে হবে,
তার মাঝে থাকা চাই সৃষ্টির উল্লাস,
নব নব উদ্ভাবনী শক্তি, নব সাধ,

নব আশা, অবাধ কর্ম্মের অধিকার।
তারি সাথে থাকা চাই আল্লার উপরে
গভীর নির্ভর আর সহযোগিতার
সুস্থ মনোভাব। আদম দিয়াছে তার
প্রাথমিক পরিচয়। কিন্তু শয়তান
বোঝেনি ইহার কিছু! সে দেখেছে শুধু
আদমের অবাধ্যতা—সীমানা-লঙ্ঘন।
রহস্যের সাগর-বেলায়, সে শুধুই
গণিছে লহর; অতল গহনে তার
কী যে লীলা চলিয়াছে, রাখে না সে তার
কোনই খবর!

সদয় হইয়া তাই
আল্লাহ্ কহিলেন ডাকি আদম-হাওয়ারে:
"তোমাদেরে করিলাম মাফ। তবু কিন্তু
বেহেশ্‌তের বাগে নাই তোমাদের আর
থাকিবার অধিকার। নিষিদ্ধ গন্দম
খাইবার ফলে, তোমরা লভেছ এক
নূতন জীবন; এক-স্তর হ'তে এবে
আর-এক স্তরে লভিয়াছ রূপান্তর।
পূর্ব্বের জীবনে তাই ফিরে যাওয়া আর
চলিবে না তোমাদের। প্রতি ক্রিয়া আনে
প্রতিক্রিয়া; এই নীতি হয় না খণ্ডন।
নেমে যাও দুনিয়ায় তোমরা সবাই
এ-উহার শত্রুবেশে। সেই রণাংগনে
যুদ্ধ দাও শয়তানের সাথে। তোমাদের
দিয়াছিনু আমি এ বেহেশ্‌ত্; তোমরা তা
হারায়েছ নিজকর্ম্মদোষে; বেছে নেছ
কঠিন বন্ধুর পথ। ঘটনার গতি
তাই আর ফিরিবে না। অগ্রসর হও
সম্মুখে; শয়তান যে বেহেশ্‌ত্ হইতে
তোমাদেরে করেছে বাহির, এই সত্য

মেনে নাও। শয়তানেরে পরাজিত করি
আবার করিতে হবে এ-বেহেশ্‌ত্‌-ভূমি
তোমাদের পুনরধিকার। হ'য়ো নাক'
নিরাশ; অক্ষুণ্ণ রাখো দৃঢ় মনোবল।
নহ তুমি অক্ষম দুর্বল! অফুরন্ত শক্তি
আর সম্ভাবনা দিয়েছি তোমারে আমি।
সমগ্র সৃষ্টির মাঝে হেন শক্তি নাই
যে তোমার মুকাবিলা করে। চন্দ্রসূর্য
আস্‌মান-যমীন্‌—সবাই তোমার ভৃত্য—
তোমার সেবক। জাগাও তোমার সেই
সুপ্ত শক্তি। তোমার চলার পথে কভু
হয় ত আসিবে বাধা—জরামৃত্যুভয়;
শংকিত হ'য়োনা তাতে; মরণের মাঝে
ঘোষণা করিবে তুমি জীবনের জয়।
জীবনের চেয়ে কভু মৃত্যু বড় নয়।
উত্তাল তরংগমালা সমুদ্র-সৈকতে
সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ রঙিন বুদ্বুদ,
দুষ্ট বায়ু সে-সৃষ্টিরে মুছে দিয়ে যায়;
পরমুহূর্তেই ফের পিছে পিছে তার
আসে লক্ষ জীবনের ঢেউ, আবার সে
বেলাভূমি নবজীবনের গানে গানে
মুখরিত হ'য়ে ওঠে; অসংখ্য বুদ্বুদ
আবার নূতন ক'রে জন্ম লভি সেথা
মৃত্যুরে ঢাকিয়া দেয়।"

কহিলেন ফের:
"এ-সংগ্রাম তোমাদের ব্যক্তিগত নয়,
জাতিগত। শয়তানের লক্ষ্যবস্তু
নহ শুধু তুমি; সমগ্র মানবজাতি তার
লক্ষ্য; হুকুমাতে-এলাহিয়া প্রতিষ্ঠার
যে-সঙ্কল্প করিয়াছি আমি, শয়তান তা
ব্যর্থ করে দিতে চায়; সে চায় পতন

মানব-জাতির। মানুষ যে যোগ্য নয়
খলিফা হবার—এই তার প্রতিপাদ্য।
দায়িত্ব তোমার তাই সীমাহীন। তুমি
তুলে নেছ এই গুরুভার নিজে। দেখো,
নষ্ট করো নাক' যেন আমার বিশ্বাস।
আমার ইজ্জৎ, শান—শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব,
রাখিয়াছি তব হস্তে আমি আমানত,
তাহারে অক্ষুণ্ন রেখো। যাও দুনিয়ায়,
খিলাফতী ঝাণ্ডা সেথা উড়াইয়া দাও
আকাশে। বাজাও জিহাদী ডংকা। জানিও :
দুনিয়া নহেক স্থায়ী গৃহ তোমাদের,
দুনিয়া—সে যুদ্ধের ময়দান। সেখানে
ফউজী-জিন্দিগী শুধু করিবে বসর্।
সত্য-ন্যায় সুন্দরের প্রতিষ্ঠার তরে
রাজকীয় বাহিনী তোমরা। তোমাদের
পশ্চাতে রয়েছে আরো অগণিত ফৌজ ;
যাবে তারা দলে দলে ; চালনা করিবে
তোমাদেরে দক্ষ এক সিপাহ্সালার।"

আদম উল্লাসভরে শুধাল আল্লায় :
"কে সেই সিপাহ্সালার ? বল মোরে, প্রভু।"

"তার নাম ?" কহিলেন খোদাতালা, "থাক্,
আজ নয় ; পরে তাহা জানিতে পারিবে।"

বনি-আদম

মনজিল : ১১

আসন্ন হইয়া এল বিদায়ের বেলা।
আদম ও হাওয়া যাবে জান্নাত ছাড়িয়া
নূতন পৃথিবী পরে, এ খবর গেল
বিদ্যুৎ-গতিতে সারা বিশ্বভূমণ্ডলে।
বেহেশ্‌তের হুরপরী ফিরিশতা নিচয়,
ফলফুল, তরুলতা, আনন্দ-নিঝর,
সবাই মলিন হ'ল সে কথা ভাবিয়া।
বিচ্ছেদের কালো ছায়া ঘনাইয়া এল
সবারি অন্তর-তলে।

মাটির পৃথিবী
যখন জানিতে পেল : আদম ও হাওয়া
আসিতেছে তার বুকে করিতে বসত,
পুলকের ঘন-শিহরণ—দোলা দিল
তার মনে; জাগিল সে নবচেতনায়।
আদম ও হাওয়া—সে ত তাহারি সন্তান,
কিন্তু হায়, সে ত কোনদিন দেখেনিক
তাহাদের মুখ। ফিরিশতারা নিয়ে গেছে
কবে সেই একমুঠা মাটি, তারপর
কেটে গেল কত দিন, তবু কোন সাড়া
মিলে নাই তাহাদের আর! শুনেছে সে,
তারা আছে বেহেশ্‌তের বাগে। সেই আদি
পুত্রকন্যা দুনিয়াতে আসিতেছে নেমে,
কুটির বাঁধিতে তার বুকে, তাই জাগে
মনে তার অপূর্ব উল্লাস। স্বপ্ন নামে
তার নয়নে! কী খুশ্‌নসীব তাহার!
মাটির মানুষ হ'ল আল্লার খলিফা!
হ'ল সে স্থষ্টির সেরা! ফিরিশ্‌তা ও জীন্
কেউ নয় মানুষের চেয়ে বড়। পেল
সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন—মানুষ।

আব্, আতশ, হাওয়া—কোন উপাদান
যোগ্য নয় খলিফার। যোগ্য হ'ল মাটি!
যত গ্রহ, যত তারা, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
তুচ্ছ আজ পৃথিবীর কাছে! কী খুশির
কথা! পৃথিবী ডাকিয়া কয় আসমানে:
"আসমান! আসমান! জানো কি বহিন,
আদম ও হাওয়া আসিবে আমার বুকে,
বেহেশ্‌ত্ ছাড়িয়া এখানে বাঁধিবে ঘর!
দেখো, যেন শূন্যপথে আসিবার কালে
কোন কিছু তক্‌লীফ্ না হয় তাহাদের!
শোন সূর্য, শোন চাঁদ, শোন যত আছ
আকাশের তারা, অতন্দ্র জাগিয়া থেকো
তোমরা সবাই; যেদিন আসিবে মোর
স্নেহের দুলাল, সেদিন তোমরা তারে
পথ দেখাইও। মেঘ! মেঘ! ছায়া দিয়ে
তাদেরে আড়াল ক'রো খররৌদ্র থেকে।
ওরে বুলবুল্, ওরে দোয়েল-কোয়েল,
শোন্, সুধামাখা সুরে, শিরীন আওয়াজে,
সেদিন গাহিবি তোরা মিঠি মিঠি গান!
দিকে দিকে গুল্‌বাগিচায়, বসাবি আনন্দ-
মেলা। আর দেখ ফুলের মেয়েরা, কোথা
তোমরা? গুলাব, নার্গিস, হেনা, চামেলি,
বেলা, যুঁই—ভাল ক'রে ফুটে উঠো কিন্তু
আদম ও হাওয়া এলে! বাসন্তী সন্ধ্যায়
বনে বনে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়,
ছড়াইয়া দিও রাঙা হাসির হিল্লোল।
লাল, নীল, সাদা, জরদা পরীরা,—তোমাদেরো
দিলাম দাওয়াৎ। নেচে নেচে গান গেয়ে
করিও মুখর সেই উৎসব-রজনী।
ভোরের বাতাস, তুমি স্নিগ্ধ হয়ে এসো
গায়ে মাখি রাতের শিশির; নিয়ে এসো
ফুলবন হ'তে নব সৌরভ-সুষমা।

মৃদু বেগে ঝির্‌ঝির্‌ করি, তাহাদের
ক্লান্ত দেহে দিও তব শীতল পরশ!
পাহাড়িয়া ঝর্ণা কই? চপল চরণে
বনগিরিপর্বতের উপল-বীথিতে
নেচে নেচে নেমে যেও সাগরের পানে;
মিঠা পানি দিয়া তাহাদের তৃষ্ণা ক'রো
দূর। তৃণদল, ছেয়ে দিও তাহাদের
পথ, শ্যামল গালিচা পেতে। ফলতরু,
মুকুলিত হ'য়ে ওঠ; নারেংগী, আঙুর, সেব
আরো নানা মিষ্টি ফল রাখো সাজাইয়া
ডালে ডালে; এলেই তাদেরে আমি যেন
দিতে পারি স্নেহ-উপহার।

আদম ও হাওয়া

যাত্রা লাগি হইল প্রস্তুত। নব আশা
নব আশংকায় দুলিয়া উঠিল আজ
তাহাদের মন। বেহেশ্‌তের এই রম্য
শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া যাইবে তারা
দুনিয়ার কঠিন প্রান্তরে, সেথা গিয়া
যাপন করিতে হবে বাস্তব জীবন,
কঠোর দায়িত্ব হবে করিতে পালন,
এই জ্ঞান পীড়িত করিল আদমেরে।
হাওয়ারে ডাকিয়া ধীরে কহিল আদম:
"হাওয়া, হৃদয় আমার কেন বারে বারে
দমে যায় হেন? জানি, আল্লাহ্‌ মেহেরবান
আমাদেরে করেছেন মাফ, তবু কেন
থেকে থেকে কাঁদে প্রাণ অনুশোচনায়?
কোথা কোন্‌ নির্জন প্রান্তরে, যাব মোরা.
কেমনে বাঁধিব ঘর, কি উপায়ে সেথা
কাটাবো জীবন—কিছুই বুঝিতে নারি।
তুমি নারী, কোমল-হৃদয়া, পারিবে কি
সহিতে সে দুঃখের দহন? আফসোস!

২৭—

বেহেশ্‌তের এই ফুল ম্লান হয়ে যাবে
ধরার ধুলায়।”

শুনিয়া সে কথা হাওয়া
দিল তারে এ সান্ত্বনা : “কী ভয় তোমার ?
প্রিয় ! যা হবার হয়ে গেছে ; ভুলে যাও
পূর্বকথা ; সম্মুখের কঠিন সত্যেরে
বীরের মতন মেনে নাও ! ধর বুকে
নূতন উদ্যম ; চল যাই দুনিয়াতে,
শুরু করি নূতন জীবন ; পৃথিবীরে
ফলশস্য হাসিগান দিয়ে, করে তুলি
আনন্দ-মুখর ; গড়ে তুলি সেইখানে
নূতন বেহেশ্‌ত্‌। কেন মিছে কর ভয় ?
আমরা ত মাটিরই মানুষ। ফিরে যাবো
সেই মাটিতেই ; মাটির কি মূল্য কম ?
জানো প্রিয়তম, মোর কেন মনে হয়—
আমারে কে যেন চুপে ডাকে নিশিদিন :
‘মাটির দুলালী, ফিরে আয়, ফিরে আয়,
মোর বুকে ফিরে আয় !’ মনে তাই মোর
জাগিতেছে কোন্‌ এক নব-আকর্ষণ।
কোটী কোটী সৃজনের পুলক-বেদনা
ব্যাকুল করিছে মোর প্রাণ ! অনাগত
দিবসের অসংখ্য সে সন্তান-সন্ততি
সকৌতুকে চেয়ে আছে মোর মুখপানে !
বহু যুগযুগান্তের ওপার হইতে
তাহাদের কান্নাহাসি কলকোলাহল
ভেসে আসে মোর কানে। রক্তে মোর নাচে
লক্ষ কোটী প্রাণের স্পন্দন। ডাকে মোরে
পৃথিবী ! তার সাথে আছে মোর নিবিড
বন্ধন ! চল, ভয় নাই, আনো সাহস,
আনো হিম্মৎ ! বিশাল পৃথিবী—আমরা
করিব শাসন—আল্লার খলিফা রূপে।

বেহেশতের নিরলস সুখশান্তি চেয়ে
সেও নহে কম গৌরবের। অফুরন্ত
শক্তি আর সম্ভাবনা আছে আমাদের,
নহি মোরা রিক্তহস্ত দুর্বল অক্ষম।
কেন তবে ভয়? যেপথে চলেনি কেউ,
সেই পথে আমরা চলিব, যে-দুয়ার
কেউ খোলে নাই, আমরা খুলিব সেই
দুয়ার! নবসৃষ্টির জাগিবে উল্লাস!
দিকে দিকে কত রূপে উদ্ভাসিত হবে
আমাদের জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ।''

আদম ভরসা পায়। ফিরে আসে তার
হারানো সম্বিৎ। অনুরাগভরা চোখে,
চাহিয়া সে হাওয়ার মুখপানে, কহিল:
''হাওয়া! প্রিয়তমা হাওয়া! কী অপূর্ব
প্রেরণা দিলে তুমি আমারে। মৃত প্রাণে
দিলে তুমি সঞ্জীবনীসুধা! অন্ধকারে
জ্বালিলে আশার আলো! কী সুন্দর তুমি!
এই ত আদর্শ নারী! জীবন-সংগিনী
অর্দ্ধাংগিনী পুরুষের! ছিলে তুমি স্বপ্নে
মোর, আজ হলে সত্যিকার সহচরী!
বচনে মননে কর্মে মানস-রঞ্জনে
তোমারে পেলাম আমি বাস্তব জীবনে।
সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে, আছ তুমি
জড়াইয়া আমার জীবনে। প্রমোদ-কাননে
ছিলে তুমি পাশে মোর; দিয়াছিলে ঢেলে
আনন্দ! তারপর এল যবে বিভ্রান্তি,
তখন আমারে তুমি দেছ উপদেশ,
আমি মানি নাই তাহা, তুমি কিন্তু, তবু,
মেনে নেছ আমার নির্দেশ। অবশেষে
অভিশাপ নেমে এল যবে, সেই ক্ষণে
তুমি করো নাই মোরে কোন অনুযোগ,

আশ্রু ফেলিয়াছ মোর সাথে, তারপর
তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মোর মুনাজাতে
যোগ দেছ, হাত মিলাইয়া মোর হাতে!
মোর অপরাধ তুমি ভাগ করে নেছ
স্বেচ্ছায়! আজি এ-যাত্রার ক্ষণে, কঠিন
সংশয় দিনে, তুমি দিলে মোর অন্তরে
নব বল, নব উদ্যম। হে প্রিয়তমা!
সুদিনে দুর্দিনে তুমি থাকো যদি পাশে,
কী ভয় তা হ'লে মোর! কর্মজীবনের
যত রূঢ় বাস্তবতা, তোমার পরশে
সহ্য হবে দূর: জীবন আমার হবে
সুন্দর মধুর! চল যাই দুনিয়ায়,
রণভেরী দেই বাজাইয়া; শুরু করি গিয়ে
জিহাদী জিন্দেগী। মানব-জীবনে আছে
শয়তানের প্রয়োজন। শান্ত নিরলস
বৈচিত্র-বিহীন যে-জীবন, তার কোন
মূল্য নাই। বাধা ছাড়া চলার আনন্দ
কোথা? শয়তানেরে করিনাক' ভয় আর।
দৃঢ় হও অন্তর আমার। তুলে নাও
নাংগা তলোয়ার। বেহেশ্‌ত্ গিয়াছে? যাক্!
ক্ষতি নাই! বন্ধ থাক্ দুয়ার তাহার!
হারানো এ-বেহেশ্‌তের পাকভূমি ফের
আমরা করিব অধিকার।"

ঘনাইল

বিদায়ের বেলা। সুসজ্জিত দুটি বুররাক্
আদম-হাওয়ার লাগি দাঁড়াইল এসে
সম্মুখে তাদের। অগণিত ফিরিশ্‌তারা
দাঁড়াইল কাতারে কাতারে। হুরপরী
ফুলপাখী লতা পাতা—আনন্দ-নির্ঝর
সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াইয়া গেল
আদম-হাওয়ারে দিতে শেষের বিদায়।

বনি-আদম

আদম ও হাওয়া ধীরে হ'ল অগ্রসর
সকলের কাছ থেকে মাগিতে বিদায়।
স্বর্ণমৃগ এল কাছে, এল ফুলদল :
এল বুল্‌বুল্‌, এল রঙিন পাখীরা,
এল হুর-কুমারীরা। ছলছল চোখে
জানাইল তারা সবে মনের বেদনা।

আদম ও হাওয়া—কাছে গেল সকলের।
পাখীদেরে করিল আদর; ফুলদেরে
করিল সোহাগ; হুরীদেরে অনুরাগে
হাওয়া দিল বিদায়-চুম্বন; সকলেই
বেদনা-কাতর চিত্তে জানাল তাদেরে
সশ্রদ্ধ সালাম। বড় বোন চলিয়াছে
স্বামীর সহিত যেন কর্মস্থলে তার,
কুমারী বোনেরা—আর সখীরা তাহার
তাই যেন কাঁদিয়া আকুল! "কেঁদো নাক,
আবার আসিব মোরা"—এই কথা বলি
হাওয়া দিল তাহাদেরে সান্ত্বনা-সোহাগ।

হাত ধরাধরি করি, বাহির হইল
তারা বেহেশ্‌ত্‌ হইতে। আজ কোন কথা
নাই, নাই অনুযোগ, নিষিদ্ধ গন্দম
কে খেয়েছে আগে, কার দোষে এল
এই অভিশাপ নেমে—সেই প্রশ্ন আজ
কারো মনে জাগিল না। দুইজনে
এক তারা; পুরুষ-নারীর মাঝে আজ
কোন ভেদ নাই। আদর্শ দম্পতি সম
এক সাথে খেয়েছিল ফল, এক সাথে
ভাগ করে নিল তার পরিণাম ফল।
দুইটি বুরাক পরে বসিল তাহারা।
পশ্চাতে সজ্জিত হ'ল বিচিত্র মিছিল
অগণিত ফিরিশ্‌তার। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া

কাফেলা রওনা দিল। ব্যথিত নয়নে
চেয়ে রল পরিত্যক্ত বেহেশ্‌তের পানে
আদম ও হাওয়া। পশ্চিম দিগন্তে যবে
অস্তরবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়
জগতের আঁখি হ'তে; তেমন করিয়া
বেহেশ্‌তের রম্য দৃশ্য গেল মিলাইয়া
আদম-হাওয়ার আঁখি হ'তে। শুধু তার
স্বপ্ন র'ল জেগে—দুজনের মনে মনে।
সৃষ্টি যেন পেল আজ নব গতিবেগ,
শুরু হ'ল আজ তার চলার আবেগ।
ত্যাগ করি বেহেশ্‌তের শান্তির জীবন
অজানা আঁধার-পথে হইল বাহির
রিক্ত হস্তে এই দুটি দুরন্ত পথিক
অসীম দিগন্ত পানে। নিখিল ভুবন
উৎসুক নয়ন মেলি দেখিতে লাগিল
দুঃসাহসী মানুষের বন্ধুর কঠিন
অজানার পথে এই পদসঞ্চালন।

মন্‌জিল : ১২

আদম-হাওয়ার সেই বিদায়-বারতা
ঘোষিত হইয়া গেল বেতার-বার্তায়
গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে। সাত আস্‌মানের
সাতটি সীমান্তে হ'ল রক্ষী মোতায়েন।
চূর্ণীকৃত তারা আর স্নিগ্ধ তরলিত
চাঁদের কিরণ দিয়া হইল রচিত
মহাশূন্যে ছায়াপথ; চারিপাশে তার
নানা রঙে নানা দৃশ্যে নানা চিত্রপট
রাখা হ'ল থরে থরে। দুই ধারে তার
শোভিল তারার মালা। সারা পথে আজ
রাজসমারোহ! সবখানে মহা ভিড়।
লক্ষ লক্ষ অশরীরী জীব দুই পাশে
হ'ল জমায়েৎ। আদম-হাওয়ারে শুধু
একবার দেখিবার ব্যগ্র কৌতূহল
জাগিল সবার মনে। ছন্দে গানে সুরে
সারা সৃষ্টি হইল মুখর। গ্রহতারা
নিজ নিজ কর্মে সবে রহিল সজাগ।
সম্মানিত রাজপ্রতিনিধি, যাবে চলে
এই পথে, তাই যত রাজকর্মচারী
মোতায়েন হল আজ তার গতিপথে।
দুই ধারে অগণিত দর্শক-মণ্ডলী
দাঁড়াইল দলে দলে, কাতারে কাতারে।
উল্লাস ও আনন্দের ঘন-শিহরণ
জাগিয়া উঠিল আজ সবারি অন্তরে।

আদম ও হাওয়া আজ অবাক-বিস্ময়ে
চেয়ে র'ল সম্মুখের পানে। প্রতি দৃশ্য,
প্রতি পট-উন্মোচন—অপূর্ব সুন্দর।
আজ কোন কথা নাই, বাণী সে নীরব।
আজ শুধু চেয়ে-থাকা; হৃদয় মেলিয়া

আজ শুধু বিরাটের স্পর্শ-অনুভব।
এ কী লীলা! সৃষ্টির এ কী বিচিত্র রূপ!
কোটী কোটী গ্রহতারা মহাশূন্যমাঝে
ঘুরিতেছে অশ্রান্ত গতিতে; ক্ষণে ক্ষণে
বিচিত্র বর্ণের ছটা গগনে গগনে
হতেছে বিম্বিত; কোন্ দূরপথ হতে
তীক্ষ্ণ-তীব্র রঞ্জন-আলোক—বিচ্ছুরিত
হইতেছে থেকে থেকে গগনে গগনে;
প্রতি অণু-পরমাণু মাঝে, খেলিতেছে
শুভ্র নূর। বাজিতেছে বিশ্ববীণাতারে
নবছন্দে নবসুর। সুর আর নূর
এই যেন মাখ্‌লুকের মূল উপাদান।
রূপে রূপে সুরে সুরে সৃষ্টি সুমধুর।

বহু পথ অতিক্রম করি, এল তারা
সৌরলোকে। অপরূপ দৃশ্য সে মধুর
ফুটিয়া উঠিল চোখে। অগ্নিপিণ্ডসম
বিরাট বিপুল সূর্য জ্বলিতেছে নিয়ত।
তেজোপুঞ্জ বিচ্ছুরিয়া পড়িতেছে তার
ভুবনে ভুবনে; তারে কেন্দ্র করি, দূরে
লক্ষ-কোটী যোজনের ব্যবধানে থাকি
পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র,
আরো কত গ্রহতারা অশ্রান্ত গতিতে
সূর্যরে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে অবিশ্রাম।
সূর্য সবারেই দিতেছে আপন আলো;
কোন্ মহা-আকর্ষণে টানিয়া রেখেছে
সূর্য সৌরজগতের যত গ্রহ, যত
উপগ্রহদল। পৃথিবীর অন্তরালে
রহিয়াছে চাঁদ; সে ঘুরিছে পৃথিবীর
টানে। সূর্য হ'তে যে-আলোক পড়িতেছে
চাঁদের বুকেতে, রাতের আঁধারে তাহা
স্নিগ্ধ হয়ে ফেরে বিম্বিত হ'তেছে আসি

পৃথিবীর বুকে। সূর্য—সেও রহে নাই
স্থির। সারা সৌরগ্রহপুঞ্জ নিয়ে, সেও
ছুটিছে আরেক দূর নক্ষত্রের পানে।*
সারাসৃষ্টি এমনি করিয়া, ছুটিতেছে
ধ্রুবের সন্ধানে। মিলনের মৌন ব্যথা
সংগোপনে জেগে আছে নিখিলের বুকে।
কে যেন লুকায়ে আছে সৃষ্টির আড়ালে
পরম কৌতুকে!

এল তারা চন্দ্রলোকে।
দেখিল, সেথায় কত রূপালি পাহাড়
শোভিতেছে থরে থরে। কোথাও বা তার
গভীর অরণ্য, কোথাও বা সরোবর
তরলিত চন্দ্রিকার, শ্বেতশতদল
ফুটে আছে রাশি রাশি সেথা, তারি মাঝে
অগণিত জলপরী করিতেছে খেলা;
বিচ্ছুরিত মৃদুমন্দ সুধাগন্ধে তার
মেদুর মধুর হ'য়ে চাঁদের আলোক
ঝরিয়া পড়িছে দূরে পৃথিবীর বুকে।
সেই সুধা পান করি চকোর-চকোরী,
আনন্দে অধীর হ'য়ে পিউ-পিউ বলি
গান গেয়ে ফিরিতেছে সুখে।

একে একে
আকাশের সপ্তস্তর অতিক্রম করি
এল তারা মেঘলোকে। দেখিল সেথায়:
সুন্দর বাদল-ধনু উঠিয়াছে দূরে
আকাশের গায়; সাত রঙে রাঙা তার
তনু, চিরস্নিগ্ধ মনোমুগ্ধকর। এই
পথ দিয়া, আল্লার খলিফা যাবে, তাই,

* বিজ্ঞানীরা বলেন: সূর্য তার সৌরমণ্ডল লইয়া বহু যোজন দূরবর্তী 'ভেগা' (Vega) নামক একটি নক্ষত্রকে পরিক্রম করিতেছে।

তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার তরে
প্রশস্ত রাস্তার পরে তুলিয়াছে যেন
হেথাকার বাসিন্দারা বিরাট তোরণ!
রঙিন সে তোরণের তলদেশ দিয়া
মিছিল চলিল ধীরে। অমনি তখন
শুরু হ'ল দ্রিম্‌দ্রিম্‌ মেঘের মাদল।
বাদল-পরীরা এসে জানাল তাদেরে
কুর্ণিশ; গেয়ে গেল তারা কসিদা-গান।
রুম্‌ঝুম্‌-রুম্‌ঝুম্‌ তালে-তালে তারা
দেখাইল অপরূপ নৃত্যের কৌশল।
তারপর দল বেঁধে এল ঝঞ্ঝা-বায়ু
মাথায় ঝাকড়া চুল, ঢেউ-তোলা, কালো।
সাঁওতালী যুবকদল সম। লেজে বাঁধা
তাহাদের অগণিত ভাসমান মেঘ!
সুবিশাল আকাশের সীমাহীন মাঠে
দেখাইল তারা নানা প্রতিযোগী দৌড়!
ঝড়েরা উল্কার বেগে দিল যবে ছুট
মেঘেরাও পিছে পিছে সমগতিবেগে
ছুটিল তাদের সাথে। যেতে যেতে পথে
মেঘে-মেঘে লাগিল টক্কর! হুড়মুড়
শব্দ করি, ধ্বনিয়া উঠিল মহাবেগে
বজ্রের গর্জন। তড়িত-তরংগ দল
চমকিল লক্ষ লক্ষ সাপের মতন।
একসাথে। মনে হ'ল: প্রকৃতির ঠোঁটে
ফুটিয়া উঠিল মহা-কৌতুকের হাসি।
সে আনন্দ-উল্লাসের মত্ত কলরোলে
সারা সৃষ্টি হল আজ চকিত-চঞ্চল!

দিগন্ত ঘুরিয়া, নামিতে লাগিল তারা।
পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই মেরুদেশে
দেখিল তাহারা স্নিগ্ধ আলোকের ছটা।
দূর হ'তে দেখা দিল স্বপ্নের মতন

বনি-আদম

তুষারিত হিমালয়—অপূর্ব সুন্দর!
কাঞ্চনজংঘার শিরে পড়িল আসিয়া
প্রভাতের রঙিন কিরণ। নিম্নে দূরে
মেঘমালা দিগন্ত জুড়িয়া, রচিল কী
অপরূপ মায়া! অসংখ্য পালের নৌকা
সাদা পাল উড়াইয়া একসাথে যেন
মন্থর গতিতে নীল-সমুদ্রের বুকে
যেতেছে ভাসিয়া! কিংবা যেন কোন্ এক
বিরাট ধুনুরী, দিগন্তের অন্তরালে
নিজেরে লুকায়ে, ধুনিতেছে শুভ্র তুলা;
কুণ্ডলী তাদের যেন সম্মুখের পানে
বাড়িয়া চলেছে ধীরে। সে-দৃশ্য দেখিয়া
মুগ্ধ হ'ল আদম ও হাওয়ার অন্তর।

*　　*

গতিবেগ হইল মন্থর। দেখা দিল
সুরাইয়া, জোহরা ও আদম-সুরাত,
আরো কত দিশারী তারারা। নিম্নে দূরে
শ্যামলা ধরণী উঠিল ভাসিয়া চোখে
নবারুণ রাগে। পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আজি যেন হ'ল নব প্রাণের সঞ্চার।
যত পাখী জীবজন্তু তৃণফুলদল
একসাথে উঠিল জাগিয়া। দিকে দিকে
নবাগত অতিথির অভ্যর্থনা লাগি
প'ড়ে গেল সাজ-সাজ রব। সমুদ্রের
প্রসারিত সুনীল আর্শিতে, ছায়া প'ল
আদম-হাওয়ার। 'খুশ-আমদিদ্' বলি
বিশ্বধরা জানাইল মুবারকবাদ।
প্রকৃতির মর্ম ভেদি' ধ্বনিয়া উঠিল
সমবেত কণ্ঠে এই আগমনী-গান:

গান

এস আদম, এস হাওয়া
নিখিল মনের স্বপ্ন-ছাওয়া।
বিশ্বভুবন চেয়ে আছে
আকুল চোখে ব্যাকুল চাওয়া ॥

কোটী গ্রহ-চন্দ্র-তারা
জেগে আছে তন্দ্রাহারা
তোমাদেরি আসার আশায়
নিত্য তাদের আসা-যাওয়া ॥

কত গান যে গাইল পাখী
কত ফুল যে ফুটল বনে,
কত আশা ভালোবাসা
মুঞ্জরিল সংগোপনে।

তোমাদেরি পরশ লেগে
নিখিল ধরা উঠবে জেগে
তোমরা এলে মিটবে সবার
সকল চাওয়া সকল পাওয়া ॥

● ● ●

সহসা চাহিয়া দেখে আদম ও হাওয়া
কার যেন আকর্ষণে দূরে দূরে তারা
পরস্পর যেতেছে সরিয়া। বিচ্ছেদের
প্রথম বেদনা জাগিল তাদের মনে।
এ কী হলো? কোথা মোরা চলিতেছি ছুটে?
হাওয়া! হাওয়া!! ... আদম! ... তুমি কোথায়?
এই তো আমি! ... প্রিয়তমা, তুমি কোথায়!
এই যে আমি! ... কই? ... দেখি না তো তোমারে!
কতো দূরে তুমি? ... ক-ই? ক-তো দূরে তুমি ...!

(আদম ও হাওয়ার দুনিয়ায় পতন)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

কালাম-ই-ইকবাল

তারানা-ই-মিল্লি

(জাতীয় সঙ্গীত)

*

আরব আমার, চীনও আমার, পর নহে সেও হিঁদুস্তান।
মুসলিম আমি বিশ্ব-প্রেমিক, ওতান আমার সারা-জাহান ॥
আমার সিনায় লুকানো রয়েছে পাক আমানত তৌহিদের
হিম্মৎ কার দুনিয়া হইতে মিটায় আমার নাম-নিশান ॥
এই দুনিয়ার বুৎখানা তলে আমারি প্রথম খুদার ঘর
আমি আছি তার পাসবান আর আমার পরেও সে পাসবান ॥
তেগের ছায়ায় লালিত হইয়া বড় হইয়াছি আমি যে ভাই
আল-হিলালের খঞ্জর তাই আমার কওমী পাক-নিশান ॥
আমার আযান ধ্বনিছে আজিও দূর-দিগন্তে মাগ্‌রিবের
থামেনি আমার প্রগতি কোথাও—চির-দুর্বার শক্তিমান ॥
আস্‌মান, বল, মিথ্যা-বাতিলে আমি কি কখনো করেছি ভয়?
যুগ যুগ ধরি শত বার করি হয়েছে আমার ইম্‌তিহান্ ॥
সে-দিনের কথা মনে আছে কি গো আন্দালুসের হে গুলবাগ,
যে-দিন তোমার শাখার শাখায় বাসা বেঁধে মোরা গাহিনু গান ॥
দজ্‌লার ঢেউ, তোমার সাথেও চির-পরিচয় রয়েছে মোর
মোর কাহিনীর ঝংকারে আজো তোমার দরিয়া স্পন্দমান ॥
হে পাক-যমীন, তোমার শিরায় আজো বহিছে মোদের খুন
জান্ দিছি মোরা তোমার লাগিয়া রাখিতে তোমার মহিমা-মান ॥
এই কারোয়াঁর সিপাহ্-সালার আমার পিয়ারা নবী-করিম
যাঁহার নামের স্পর্শে আমার শীতল হয় যে দিল্ ও জান ॥

উটের গলার ঘণ্টা-ধ্বনি এই তারানা সে ইক্‌বালের
চলেছে আবার কাফেলা আমার—মুয়াজ্জিনের শোন্ আযান্ ॥

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

তুলু-ই-ইসলাম

(ইসলামের নবজাগরণ)

*

প্রভাত আসার সেই ত নিশান—তারারা যেই হয় মলিন
সূর্য হাসে দিগন্তিকায়, রয়না কেহই তন্দ্রালীন।
পূব্-আকাশের মূর্দা রগে রয় লহু ফের জিন্দিগীর
আবু-সিনা আল্-ফারাবী বুঝতে নারে এর ফিকির।
মাগ্‌রিবের ওই তুফানেতেই জাগল আবার মুসলমান
নীল-দরিয়ার ঢেউয়ের দোলায় গওহরে দেয় জন্মদান!
খুদার রহম নামবে আবার শির পরে সব মুমিনদের
আসবে নূতন শান-শওকত তুর্ক-আরব-হিন্দে ফের।
ফুলকুঁড়িরা যদিই বা আজ একটুখানি তন্দ্রাতুর
বুলবুলি গো, গাও জোরে গান, তীব্র কর তোমার সুর।
শাখায় শাখায় জাগাও নূতন প্রাণ-চেতনা কাননময়
চঞ্চলতার স্বভাব থেকে পারদ কি ভাই মুক্ত রয়?
বীর-গাযীদের শৌর্য দেখার শক্তি আছে চক্ষে যার
ঘোড়ার জিনের শোভায় কেন বদ্ধ রবে দৃষ্টি তার!
গুল্-ই-লালার চিত্তে তুমি ফুটে উঠার দাও ব্যথা
চমন-বাগে জাগাও আবার শহীদ হবার মত্ততা।
স্বাতি-মেঘের বৃষ্টি সম মুসলমানের অশ্রুজল
খলিলুল্লার দরিয়ায় সে ফলাবে ভাই মুক্তাফল।
মিল্লাত-ই-ইব্রাহিম আবার উঠবে জেগে নাইক ভুল
হাশেম্-তরুর শাখায় শাখায় ফুটবে নূতন পত্রফুল।
জয় করেছে তুর্কী সিরাজ কাবুল ও তবরিজের দীল্—
ফুল-কলিদের সাথে যেমন প্রভাত-বায়ু ঘটায় মিল।
ওসমানীদের মাথায় যদি আসেই বিপদ, নাইক ভয়,
হাজার তারার খুনেই যে ভাই একটা প্রভাত পয়দা হয়।
বিশ্ব-জয়ের চেয়ে যে ভাই বিশ্ব-শাসন শক্ত ঢের,
দীল্ যদি না খুন্ হয় ত চোখ ফোটেনা অন্তরের।
নার্গিস্—সে অন্ধকারে কাঁদে বসে হাজার রাত
অনেক তপস্যাতে তাহার খুলে বুকের পাপড়ি-পাত।

নূতন নূতন ছন্দ-সুরে গান গেয়ে যাও, হে বুলবুল,
নাজুক-পাখা কবুতরও হয় যেন তায় শাহীন্ তুল।
তোমার বুকে ঘুমিয়ে আছে রহস্য—সে জিন্দিগীর
হদিস্ তাহার দাও বলে, ফের মুসলিম হোক উচ্চশির।
জবান তুমি, হস্ত তুমি আল্লাহ্-তালার কুদরতের
দূর কর সব ভুল ধারণা—জাগাও তোমার একিন্ ফের।
নীল আকাশের স্বপন-পারে আছে তোমার আপন ঘর
তারাগুলো পথের ধূলো—লুটবে তোমার পায়ের পর।
এই দুনিয়া ফানা হবে, তুমি রবে চিরন্তন
তুমি খুদার শেষ-পয়গাম—সর্বকালের নিদর্শন।
স্বভাব তোমার শক্তি এবং সম্ভাবনার মুক্তিদান,
সৃষ্টি-লীলার রহস্য-ভেদ—এই ত তোমার ইম্‌তিহান।
মোদের অতীত্ ইতিহাসে পাচ্ছি প্রমাণ এই কথার:
পূর্বদেশের সকল জাতির তুমিই হবে কর্ণধার।
পাঠ-গ্রহণ কর আবার সত্য-ন্যায় ও বীরত্বের
আবার তুমি ইমাম হবে—চালক হবে এ-বিশ্বের।
মুসলমানের ধর্ম হল: প্রেম রবে ভাই তার মনে
বিশ্ব-জাহান বাঁধবে তাহার ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে।
বর্ণ-জাতির বুৎ ভেঙে দাও, শুনাও সবে প্রেমবাণী।
না রহে কেউ ইরান তুরান আরব এবং আফগানী।
বনের পাখীর সাথে শাখায় আর কতকাল রইবে হায়,
তোমার বাজু শক্তি রাখে কোহিস্তানের শাহীন্ প্রায়।
সন্ন্যাসীদের মাঠে যেমন রাত্রে জ্বলে দীপ-শিখা
তোমার ঈমান তেম্‌নি হবে আঁধার-ধরার বর্তিকা।
কারা বল ভাঙলো প্রাসাদ কিস্‌রা এবং কাইজারের?
'আলি'র কুয়ৎ, 'জরের' ত্যাগ আর চিন্তাধারা 'সাল্‌মানের'।
বন্ধুর পথ ঠেলে কেমন এগিয়ে গেল মুসলমান।
যুগের শিকল ভাঙলো তারা, নূতন দিনের গাইল গান।
ঈমান করে মজবুত ভাই ভিত্তিমূল এই জিন্দিগীর
জার্মানীদের চেয়েও যে তাই বজ্র-কঠিন তুরাণ বীর।
মৃত্তিকার এই মূর্তি-তলেই ঈমান যখন পয়দা হয়
রূহুল-আমিন্ সমই তখন সে হয়ে যায় জ্যোতির্ময়।

২৮—

শাম্‌শির ও তদ্‌বীরে ফল হয় না কিছুই গোলামদের,
ঈমান যদি জাগে, তবেই বাঁধন টুটে শৃঙ্খলের।
বলতে পার কত কুয়ৎ মুমিনদিগের শাম্‌শিরে?—
মুমিন্‌ পারে এক নজরে বদ্‌লাতে তার তক্‌দীরে।
খিলাফতী, বাদশাহী আর জ্ঞান-সাধনা বিজ্ঞানীর—
এক নোক্‌তা ঈমানেরই বিশদ-বয়ান—সে তফ্‌সীর।
ইব্রাহিমের দৃষ্টি পাওয়া বড়ই সে ভাই কঠিন কাজ—
স্বার্থ ও লোভ সৃষ্টি করে মূর্তি গোপন দীলের মাঝ।
গোলাম-প্রভুর বিভেদ জ্ঞানেই ইন্‌সানিয়াৎ রয় না আর,
ফিৎরাৎ এর দাদ নেবে ঠিক—যালিমরা সব খবরদার!
নূরী-ই হউক, খাকীই হউক, সবারি ভাই এক স্বভাব—
সূর্য ও তার রশ্মি-কণায় একই দহন—অগ্নি-তাপ।
অধ্যবসায়, বিশ্বপ্রেম ও পূর্ণ ঈমান ইসলামে—
এরাই হল তেগ্‌-তলোয়ার জিন্দিগানির সংগ্রামে।
মরদ্‌-ই-মুমিন মুসলমানের চাই কিবা আর অস্ত্র, বল?
চাই না কিছুই—থাকে যদি ব্যাগ্র আশা মনের বল।
শক্তি নিয়ে হামলা যারা করল, তারা আজ কোথায়?
সন্ধ্যাকাশের রক্তে নেয়ে সাঁঝের তারা প্রকাশ পায়!
সাত-সাগরের সাঁতারু যে, ডুবলো সে আজ নীল-জলে
ধাক্কা খেত তরঙ্গ যে—মোতি হয়ে আজ জ্বলে!
আল্‌ কিমিয়ার মালিকরা আজ পথের ধূলায় লুটায় শির,
মাটিতে শির রাখত যারা—তারাই আজি আল্‌-আক্‌সীর।
মোদের কাসেদ ধীরগতি যে, জীবন-বাণী আনলো সে-ই
বিজ্‌লি যাদের খবর দিত, আজকে তাদের খবর নেই!
পীর-ইমামের দৃষ্টি-দোষেই আল্‌-হেরেমের অসম্মান—
বুঝেছে আজ একথা বেশ তুর্কী তাতার নওযোয়ান।
আকাশচারী ফিরিশতারা যমীনকে ভাই কয় ডেকে:
মাটির মানুষ তুচ্ছ নহে—জয় করেছে মরণকে।
এই দুনিয়ায় সূর্য সম সুরাৎ হল মুমিনদের
এদিক যদি যায় ডুবে ত ওদিক আবার উঠবে ফের।
জনগণের একিনই তাই শক্তি-পুঁজি মিল্লাতের
তাই দিয়ে সে তৈরী করে সৌধ আপন তক্‌দীরের।

কালাম-ই-ইকবাল

'কুন্-ফাকানের' কেন্দ্র তুমি,—জানো তুমি সে ভেদজ্ঞান
নিজকে চেনো, হও তুমি ভাই আল্লা-তালার তর্জুমান।
লোভ-লালসা করেছে আজ খণ্ডিত এই মানব জাত
এবার তুমি দেখাও তোমার ভ্রাতৃপ্রেম ও মুহাব্বাৎ।
কে তুরানী, কে আফগানী—কাজ কি তাহার সন্ধানে?
প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এস দিগন্তহীন ময়দানে।
বর্ণ-জাতির ধূলায় তোমার পাখনা আজি যায় ঢাকি,
উড়ার আগে পাখনা ঝাড়ো, হে হেরেমের শ্বেত-পাখী।
ওরে গাফিল, নিজকে চেনো, সফল কর এই জীবন,
সন্ধ্যা-ভোরের গণ্ডী কেটে হও মহাকাল চিরন্তন।
লৌহ-সম বজ্র-কঠিন হও জীবনের সংগ্রামে,
রেশম সম হও মোলায়েম রাতের আরাম-বিশ্রামে।
পাহাড়-ভূমির উপর দিয়ে বন্যা-বেগে যাও ধেয়ে
ঝর্ণা হয়ে গুলিস্তানের পাশ দিয়ে যাও গান গেয়ে।
শেষ নাহিক তোমার প্রেমের, অবাধ তোমার জ্ঞানের নূর,
বিশ্ববীণার তারে তুমিই একলা সে এক নূতন সুর।
আজও মানুষ দেখছে স্বপন আগের মতন বাদশাহীর,
মানুষ হয়ে মানুষ শিকার করছে—তারে মারছে তীর।
ঝলসে দেছে চক্ষু সবার হাল-জমানার তমদ্দুন,
গিল্‌টি-করা সোনার কাজ এ,—নাইক ইহার কোনই গুণ।
মাগরিবের ওই জ্ঞান-বিজ্ঞান—সে নাকি খুব গৌরবের?
মানুষ মারার যন্ত্র-তৈয়ার কাজ হল এই বিজ্ঞানের।
পুঁজিবাদের বুকের পরে যে-সভ্যতার ভিত্তিপাত,
টিক্‌বেনা সে, যতই দেখাও কারিগরীর তিলিসমাৎ।
আমল দিয়েই জিন্দিগী আর দোযখ্-বিহিশ্‌ত্ পয়দা হয়,
এই খাকী,—সে নিজ্ স্বভাবে নূরও নহে—নারও নয়।

ফুলকুঁড়িদের বাঁধন খোল, নগ্‌মা শুনাও, হে বুলবুল,
তুমিই হলে এই বাগিচার ফাগুন-হাওয়া দোদুলদুল।
প্রাচীর বুকে জাগছে আবার নূতন আশা নূতন প্রাণ,
দিকে দিকে শুনছি আবার তাতারীদের বিজয়-গান।

এই জীবনের অচল মালের জুটেছে ফের খরিদ্দার
যাত্রা কর হে কারাভান, বহুৎ দিনের পর আবার।
শুনছ সাকি, শাখায় শাখায় প্রভাত-পাখী গাইছে গান,
বাহার এল কুঞ্জবনে—সাজলো আবার ফুল-বাগান।
বসন্ত-মেঘ ফেলল তাঁবু,—মাঠের পারে আস্‌মানে,
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা-ঝোরা বইছে আবার ময়দানে।
দোহাই তোমার বন্ধু, সাকি, পুরান, কানুন চালাও ফের,
দুস্থ ঘায়েল মানব জাতি—প্রার্থী তোমার খিদ্‌মতের।
সুরাই হাতে বাইরে এস, থেকোনা বৈরাগীর প্রায়
হাজার পাখীর কলধ্বনি শুনছি আবার ফুল-শাখায়!
বদর-হুমায়েনের হদিস্‌ প্রেমিক জনে শুনিয়ে দাও,
সেই ছবি আজ ভাসছে আমার নয়ন কোণে—দেখতে চাও!

ইব্রাহিমী মিল্লাৎ ফের সতেজ হয়ে উঠছে ভাই,
মুহাব্বাতের বাজারে ফের মোদের টাকা চলবে তাই।
শহীদদিগের মাজার পরে ফুল ছিটাবো সাঁঝ-সকাল
তাদের খুনেই উঠবে জেগে মিল্লাতের সব নওনেহাল।
এস্‌, মোরা ফুল ছিটাই আর শারাব বিলাই বিশ্বে ফের—
নূতন জগৎ রচি আবার—ছাদ ভেঙ্গে দেই আস্‌মানের!

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

মরদ্-ই-মুসলমান

মুমিন যে—তার গৌরবেতে পূর্ণ প্রতিক্ষণ
কথায়-কাজে সে হ'ল ভাই খুদার নিদর্শন।
শৌর্য ক্ষমা পবিত্রতা—শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান—
এ-চার চিজেই তৈরী হ'ল মুমিন মুসলমান।
মাটির মানুষ সে তবু তার হাম্‌ছায়া জিব্‌রিল্‌
বোখারা বা বদখ্‌শানে মজে না তার দিল্‌।
ভেদের কথা কেউ জানে না: মুমিন মুসলমান
প্রকাশ্যে সে 'কারী'—কিন্তু আসলে কুর-আন,।
মুমিনের যা ইরাদা—তা খুদার ইরাদাই
দুনিয়াতে মিজান সে ভাই—কিয়ামতেও তাই।

লালাফুলের বুকের পরে স্নিগ্ধ সে শবনাম
সাগর-বুকে সেই আবার তরঙ্গ উদ্দাম।
বিশ্ববীণার তারে তারে বাজে তাহার স্থর
'আর্‌-রহ্‌মান্‌' সূরা যেমন ছন্দে সুমধুর!

অনেক তারা আছে আমার ধ্যানের অলোকায়
বেছে নিও যেথায় যেমন মন তোমাদের চায়।

—(জরব্‌-ই-কলীম)

বেলাল

খুশ্-নসীবের তারা তোমার উঠল জেগে যেই
নিয়ে এল সে তোমারে হেজাজ-ভূমিতেই।
আবাদ হল কুটীর তোমার,—লক্ষ আজাদীর
জন্ম হল সদ্‌কাতে ভাই তোমার গোলামীর।
তোমার প্রেমের আস্তানা সে রইল চিরন্তন
যুলুম সয়েও কোন্ খুশিতে ভরল তোমার মন?
প্রেমের মাঝে যুলুম—সেত যুলুমই নয় ভাই,
যে-প্রেমে নাই যুলুম—তাহার মজাও কিছু নাই।
সাচ্চা নযর্ ছিল তোমার সল্‌মানেরই প্রায়—
দেখলে যতই শরাব—ততই বাড়ল পিয়াস তায়।
মুসার মতন ছিল তোমার দৃষ্টি আলোকের
ওয়েস্ সম ছিল তোমার সখ্ সে দিদারের!
আল্-মদিনা ছিল তোমার চোখের জ্যোতিঃ নূর
মরুভূমি ছিল তাহার—তোমার কোহেতুর।
দেখে দেখেও দেখার নেশা মিটল না তোমার
সেই হৃদয়ই সুন্দর ভাই—শান্তি নাহি যার।
নূরের ঝলক চমকালো যেই তোমার দীলের পর
মূসার হাতের চেয়েও হলো স্বচ্ছ সে সুন্দর।
পুড়িয়ে দিল দীল্ যে তোমার জ্যোতির্ময়ের নূর
যত কালো যত মলিন—সব হল তাই দূর।
তুমি যেন মূর্ত সে এক জীবন্ত কুরবান—
তাকিয়ে থাকাই ছিল তোমার বন্দিগী ও ধ্যান।
আযান ছিল আসল তোমার প্রেমের তারানা
নামাজ ছিল সেই তারানার শুধুই বাহানা।

সেই ধন্য—বাস ছিল যার তখন মদিনায়—
সেই যমানাও ধন্য—যখন দেখ্‌ল সে তোমায়।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

ইল্‌ম ও দীন্‌
(জ্ঞান ও ধর্ম)

বুৎ-ভাঙা ইব্রাহিম সম সেই ইল্‌মই চমৎকার—
যে-ইল্‌মে দীল্‌—নযরের মধ্যে বিরোধ রয় না আর।
যমানা এক, হায়াতও এক—এক আল্লাই উৎস—মূল
নূতন-পুরাতনের কথা তাই ত বুঝা—বুঝার ভুল।
ফুল-কুঁড়িরা চোখ মেলে কি চাইত হেসে গুলিস্তাঁয়,
না যদি তায় জুটত এসে রাতের শিশির ভোরের বায়!
খুদার নূর ও প্রেমের পরশ পায় না যাদের ইল্‌ম ভাই
সেই সে ইল্‌ম ক্ষণস্থায়ী—তাহার কোনই মূল্য নাই।

—(জরব্‌-ই-কলমী)

কুয়ৎ ও দীন্‌
(শক্তি ও ধর্ম)

রক্তপিপাসু চেঙ্গীজ্‌ আর পরদেশলোভী সিকান্দার
বহু মানুষেরে হত্যা করেছে—করেছে কতই অত্যাচার।
ইতিহাস তার সাক্ষ্য রেখেছে কালের বিশাল বুকের পর
জ্ঞানীরা বুঝেছে—কুয়তের নেশা কত বীভৎস ভয়ঙ্কর।
এই প্রচণ্ড নেশার সাম্‌নে জ্ঞান-চিন্তা ও হুনর হায়,
দাঁড়াতে পারে না কোন দিন—সব তৃণকুটা সম ভাসিয়া যায়।
ধর্মবিহীন শক্তি—সে হয় হলাহল সম মারাত্মক
ধর্মযুক্ত শক্তিই ফের হয় সে বিষের সংহারক।

—(জরব্‌-ই-কলীম)

সাক্‌লিয়া
(সিসিলি)

প্রাণ ভরে কাঁদো আজি, হে আমার রক্ত-রাঙা চোখ,
হেজাজের সভ্যতার এ-মাজারে কর আজি শোক।
এইখানে একদিন বাস ছিল বেদুইনদের—
সমুদ্রের মাঠে যারা দেখাইত খেলা জাহাজের।
কাঁপিত যাদের ভয়ে রাজাদের রাজ-সিংহাসন
বাঁকা তলোয়ারে হত যাহাদের বিদ্যুৎ-বর্ষণ;
নব-পয়গাম যারা ধরণীতে করেছিল দান
প্রাচীন পৃথিবী ভেঙে গেয়েছিল নূতনের গান,
'কুম' শব্দে জাগাইয়া দিল যারা সারাটি ভুবন
কেটে দিল যারা মিথ্যা দেবতার ভীতির বন্ধন,
তাদের কাহিনী আজো প্রাণে আনে আনন্দ-গৌরব
সে তকবীর ধ্বনি আজি চিরতরে হল কি নীরব!

হে সিসিলি, একদিন তুমি ছিলে সমুদ্রের রাণী
পথহারা নাবিকের ছিলে তুমি পথের সন্ধানী!
সাগর-কপোলে তুমি ছিলে যেন কালো এক তিল
তোমার বাতির ঘর জুড়াইত নাবিকের দিল্।
মুসাফিরদের চোখে তুমি চির স্নিগ্ধ-মনোহর
নাচুক ঢেউয়ের দল তব বেলাভূমির উপর।
সভ্যতার লীলাভূমি ছিলে তুমি সেদিন মোদের
তব রূপে আলোকিত হত মুখ সারা জগতের।
বাগ্‌দাদ-পতনে যথা কেঁদেছিল 'সাদী' অবিরল,
দিল্লীর পতনে যথা ফেলেছিল 'দাগ' অশ্রুজল,
নিয়তির ঘুর্ণিচক্রে ধ্বংস হল গ্রানাডা যখন
তখন 'বদরু' যথা করেছিল অশ্রু-বরিষণ,
তেমনি নসীব হল তব তরে আমার কাঁদার—
তক্‌দীর বেছে নিল সমব্যথী ছিল যে তোমার!

কালাম-ই-ইকবাল

তোমার বুকের তলে কী বেদনা রয়েছে গোপন
স্তব্ধ উপকূল তব কোন্ কথা ভাবিছে এখন,
সে-কথা আমারে কহ, আমি তব বন্ধু সত্যিকার,
তুমি ছিলে লক্ষ্য যার—আমি ধূলি সেই কাফেলার।

প্রাচীন গৌরবে ফের জেগে ওঠ আমার নয়নে
অতীতের বীরগাঁথা কহ তুমি—বল্ দাও মনে।
তোমার তোহ্‌ফা বয়ে নিয়ে যাব আমি ভালবেসে
এখানে কাঁদ্‌ছি আমি—কাঁদাইব আর সবে দেশে।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

ওয়াৎনিয়াৎ

(স্বাদেশিকতা)

এই যমানায় বহুৎ বহুৎ জাম ও সাকী দেখতে পাই,
কতই নূতন প্রেম-তরীকা,—কে করে তার শুমার ভাই!
মুসলিমেরাও বানিয়েছে এক নূতন হেরেম—কী অদ্ভুত।
নয়া তমদ্দুনের আযর গড়িয়ে দেছে অনেক বুৎ।
সে-সব তাজা খুদার সেরা মূর্তি সে ভাই দেশ-মাতার
পির্‌হান্ তাহার কাফন মোদের মজ্‌হাব এবং সভ্যতার।
নূতন তমদ্দুনের গড়া ওয়াৎনিয়াতের সেই মুরৎ
ধ্বংস করে নবীর দীন্ আর বদলিয়ে দেয় তার সুরৎ।
তৌহিদেরই ঝাণ্ডাবাহী মরদ্-ই-মুমিন—তোমার নাম,
লকব তোমার 'মুস্তফাবী'—ওতান তোমার দীন্-ইসলাম
দেখাও তুমি দৃশ্য মোদের অতীত্ যুগের সেই কাবা'র
মিথ্যা বাতিল দেবদেবীদের লোপাট করে দাও আবার

স্বদেশ মাঝে বন্দী হলে মরবে তুমি—সে নির্ঘাৎ
নীল-দরিয়ায় থাকবে তুমি মাছের মতন দীল্-আযাদ।
দেশ-বর্জন—সুন্নত ভাই মোদের প্রিয় নূরনবীর
সেই সুন্নত আদায় করা ফরয তোমার জিন্দিগীর।
সিয়াসাতের ভাষায় ওতান ধরে সে এক নূতন রূপ
নবুয়তের ভাষায় তাহার অর্থ হল অন্যরূপ।
এক জাতি যে আরেক জাতির দুষমন্—তার মূলত এই,
দেশ-বিজয়ের নেশাও আসে এই স্বদেশের প্রেম থেকেই।
রাষ্ট্র থেকে ধর্ম যে আজ পৃথক—তারও এই কারণ
এতেই করে সবল-রা ভাই দুর্বলদের আক্রমণ।
ওয়াৎনিয়াতের তরেই আজি খণ্ডিত সব মানব-জাত
দীন্-ইসলামের কওমিয়াতের জড় কেটে দেয় ওয়াৎনিয়াৎ।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

শামা ও শায়ের

(মোমবাতি ও কবি)

শায়ের

কাল রাতে মোর মোমবাতিরে বলনু ডেকে মোর পাশে :
পতঙ্গরা কতই আসে তোমার রঙিন কেশ-পাশে।
মেঠো ফুলের মতন নীরব একলা জ্বলে আমার দ্বীপ ;
নাই ক' আমার কুঞ্জ-ভবন, নাই জলসার খুশ-নসীব।
তোমার মতই জ্বল্‌ছি আমি, ফেলছি কতই অশ্রুজল ;
কেউ ত' তাতে দেয় না সাড়া, দহন আমার হয় বিফল।

কালাম-ই-ইকবাল

কত রঙিন স্বপ্ন ও সাধ জেগে আছে মোর প্রাণে,
তবু ত' কেউ দিল্-দিওয়ানা আসে না মোর সন্ধানে!
কোথায় পেলে এই জৌলুস্—দূর আকাশের নূর-মেশা
মুসার মতন পতঙ্গদের চক্ষে দিলে রূপ নেশা?

শামা

যে-নিশ্বাসের তরঙ্গ-দোল মৃত্যু আনে মোর তরে,
সে-নিশ্বাসই তোমার ঠোঁটে ছন্দ-সুরে গান করে।
দহন—সে ত' স্বভাব আমার, অন্য আশা নাই ক' তায়,
পতঙ্গদের মন-ভুলানো তোমার শিখার অভিপ্রায়।
আসুঁর তুফান অন্তরে মোর, তাই বহে মোর অশ্রুধার,
শিশির সম অশ্রু তোমার—ফুল ফোটানোই লক্ষ্য তার!
প্রভাতে তাই সার্থক হয় আমার রাতের রক্তদান,
অনিশ্চিত সম্ভাবনায় গাইছ তুমি তোমার গান।
লোক-দেখানো তোমার কাঁদন, সাচ্চা দরদ নাই হিয়ায়,
তোমার আলো তাইত' মাঠের লালা-ফুলের প্রদীপ প্রায়।
ভেবে দেখ, তোমার মুখে সাজে কি আর সাকীর নাম?
মাহ্ফিল্লত' প্রেম-পিয়াসী, কোথায় তোমার শরাব-জাম?
ধর্ম-স্বভাব তোমার সে এক, করছ তুমি আর এক কাজ,
তোমার ঝুটা বদ্ চেহারায় আর্শিও তাই পায় যে লাজ।
বগল-তলে কা'বা তোমার, তুমি প্রেমিক বুৎখানার,
তবু তুমি বে-পরোয়া—লজ্জা-শরম নাই তোমার?
কায়েস কভু জন্মাবে না তোমার প্রেমের মাহ্ফিলে,
লায়লা কভু আসবে নাক' তোমার ছোট মঞ্জিলে।

ঢেউ-এর দোলায় জন্ম তোমার, হে দরিয়ার লাল মোতি,
তুফান তোমার নাই ক' এখন, তাই তোমার এই দুর্গতি।
কী ফল বল তোমার গানে বিরান যখন গুলিস্তান?
তোমার গানের নয় এ সময়, তোমার গানের নয় এ স্থান
ছিল যারা প্রেমিক তারা নিয়েছে আজ সব বিদায়,
এখন তুমি দাওয়াৎ দিলে কেউ কি তাতে আসবে হায়!

সভা যখন ভেঙ্গে গেছে, বিদায় নেছে প্রেমিক দল,
তখন তুমি শরাব-হাতে আসলে কী আর ফলবে ফল?
শুকিয়ে গেছে ফুল যেখানে, ব্যর্থ সেথায় সকল গান;
দখিন হাওয়া এলেই বা কী? সাড়া দেবে কাহার প্রাণ?
রাতের শেষে হাজার তারার কুরবানি হয় আকাশ-গায়,
সকাল বেলার ছাদ থেকে কি সেই ছবি কেউ দেখতে পায়?
পতঙ্গদের কাম্য যে-রূপ, নাই তোমার সেই রূপ উজ্জ্বল,
প্রেমিক যদি আসেই এখন, কী ফল তাতে? সব বিফল।
ঘুমিয়ে গেছে ফুলকুঁড়িরা, তাদের আঁখি খুলবে কে?
কাফেলা আজ নীরব, তোমার বাঙ্গ-ই-দারা শুনবে কে?
প্রেমিক হয়েও দিল্ যে তোমার নায়ক ব্যথায় রঞ্জিত,
পতঙ্গরা তাই ত' তোমার সেই বেদনায় বঞ্চিত।
প্রেমের সূতায় বাঁধতে যদি পারতে তুমি সবার মন,
তস্‌বী-মালার দানাগুলো ছড়িয়ে কেন রয় এখন?
বিদায় নেছে দুঃসাহস আর আকাশচারী তোমার জ্ঞান,
দিওয়ানা নাই, জ্ঞানীও নাই, তোমার সভা তাই বিরান।
অন্তরে নাই দহন তোমার, রূপ-শরাবও নাই ক' আর;
পতঙ্গদের চাইছ কেন? তাদের তোমার কী দরকার?
সাকী তুমি, মানছি আমি, করবে কারে শরাব দান?
শরাব-খানা কোথায় তোমার? করবে কে আর শরাব পান?
কাল ছিল যে শরাব-রঙিন, আজ ভাঙা সেই পাত্র হায়,
নীরবে, সে কাঁদছে বসে তোমার প্রেমের আস্তানায়!
আশিক্-মাশুক্ ছিল যেথায়, বাজত যেথায় প্রেমের বীণ,
পুরানো সেই খান্‌কা এখন মলিন মুখে কাটায় দিন।
এই কাফেলা স্তব্ধ এখন, উঠছে না তার চলার গান,
আফসোস্! তার ধ্বংস দেখে কাঁদছে না আজ কারোই প্রাণ
কালকে যারা করলো আবাদ বিরান মুলুক এ-বিশ্বের,
তাদের আপন আবাদ-ভূমিই বিরান হ'ল আজকে ফের!
যে-নামাজে উঠত বেজে বিজয়-বাণী তৌহিদের,
আজ সে নামাজ ঠিক যেন সে অঞ্জলি ভাই ব্রাহ্মণের!
শান্তি ও সুখ আইন-কানুন শৃংখলারই মধুর দান,
তরঙ্গদের স্বাধীনতাই তরঙ্গদের মৃত্যুবান।

কালাম-ই-ইকবাল

যাদের দিদার পাবার আশায় ব্যাকুল ছিল খুদার নূর,
খুদার রহম তাদের থেকে আজকে দেখি অনেক দূর।
হাজার হাজার বুলবুলি যার উড়ত সুখে আসমানে,
কোন খেয়ালে বাসায় এসে বসল তারা—কে জানে!
বিশ্ব-নয়ন ঝল্‌সে দিত বিজ্‌লি-চমক যাদের হায়,
মেঘস্তূপের মধ্যে সে আজ শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে যায়।

ফুলের শোভা দেখতে কেন যাব আমি ফুলবনে?
আঁচল-ভরা ফুল যে আমার অশ্রুধারার বর্ষণে।
সুব্‌হে-ঈদের দিচ্ছে খবর আজকে মোদের দুখের সাঁঝ,
আশার আলো দেখছি দূরে আঁধার-রাতের বুকের মাঝ।
হেজাজ-ভূমির প্রেমিক যারা, শোন সে এক খুশ খবর:
গাফিলরা সব জাগছে আবার অনেক দিনের ঘুমের পর।

আপন মানের মূল্যে তুমি কিনতে পরের দ্রব্যভার,
তোমার মালের দোকানে আজ জুটছে আবার খরিদ্দার।
পড়ছে টুটে যাদুর মায়া অপর জাতির তাহ্‌জীবের,
বিপ্লবী এক নতুন আওয়াজ শুনছি দূরে ইসলামের।
বিশ্ববাসী চাইছে এখন তোমার নূতন প্রেম-শরাব,
মাগ্‌রিবী ওই শরাব তাদের করেছে ভাই দিল্‌ খারাব।
চুপ থেকো না এখন তুমি, নগমা শুনাও—হও প্রকাশ।
অরুণ-আলোর শরাব কাঁধে ওই আসে ভাই পূব-আকাশ।
পরের ব্যথা বুঝতে শিখ, ব্যথার ব্যথী হও তাদের,
মন দিয়ে আজ গ্রহণ কর এই বাণী মোর অন্তরের।
শায়েরী—সে নবুয়তের অংশ—তাহার অনেক দাম,
মিল্লাতের এই মাহ্‌ফিলে দেই ফিরিশতাদের সে-পয়গাম।

নূতন কিছু দেখাবে—এই দিব্যি দিয়ে তোমার চোখ
দাও খুলে, সৃষ্টি কর নূতন আশার স্বপ্নলোক।
বিলাসিতার মায়ায় তোমার শক্তি-সাহস নাই মনে,
দরিয়া ছিলে তেপান্তরে, ঝর্ণা হলে ফুলবনে।
নিজ স্বভাবে ছিলে যখন, শান্ত ছিল দিল্‌ তোমার;
গন্ধ যখন ফুলহারা হয়, তখনই হয় বে-কারার।

বিচিত্র এই মানব-জীবন, ঠিক যেন একবিন্দু জল,
কভু শিশির, কভু আঁসু, কভু বা সে মুক্তাফল।
আবার গড় জীবন তোমার, জীবন অতি মূল্যবান;
একঘেঁয়ে যে স্তব্ধ-জীবন, কে করে তায় কদর দান?
ঐক্য যখন ছিল তোমার, আসন ছিল মর্যাদার
ঐক্য যখন গেছে তোমার, শেষ নাহি আর লাঞ্ছনার।

মর্যাদা পায় ব্যক্তি যখন রয় সে বুকে মিল্লাতের
ঢেউ-এর মরণ হয় তখনি—বাইরে এলে সমুদ্রের।
অন্তরেতে গোপন রাখো তোমার শরাব, মুহাব্বৎ,
বোতল মাঝে বন্দী হয়ে হও কেন ভাই বেইজ্জত।
মুসার মতন তাঁবু ফেলে থাকো আপন দিল্-সিনায়,
ভুল করো না অন্ধকারে তোমার আলোর অন্বেষায়।

জানুক প্রদীপ শেষ নতীজা কী আনে তার অত্যাচার:
পতঙ্গদের ছাই-এর পরেই ভিত্তি রচে প্রভাত তার।
চাও যদি মান, সাকীর কাছে চেয়ো না আর শরাব ফের;
সাগর-বুকেই থাক পিয়ালা উপুড় করা বুদ্বুদের।

পুরাতন এই শুষ্ক মাঠের নাই ক' কোনই আকর্ষণ,
নূতন যমীন, আবাদ কর—আছে তোমার নখ যখন।
মাটির লেখা ভাগ্যে তোমার আছেই যখন পরিস্কার,
বীজের মতন মাটি হতেই ঊর্দ্ধে তোল শির তোমার।
পুরাতন এই বৃক্ষ-শাখায় রচ আবার নূতন নীড়,
মন-মাতানো গান গেয়ে এই মাহ্ফিলে ফের জমাও ভীড়।
এই বাগিচার বুলবুলি হও, না হয়ত' হও খামুশ, ফুল,
হয়ত কাঁদো কাঁদার মতন, নয়ত ধর অন্য কূল!
শিশির সম চুপটি ক'রে থাকবে কেন গুল্শানে?
বিশ্ব-বীণার সুর যে তুমি, দাও দোলা আজ সব প্রাণে।
কিষাণ, তোমার হোক পরিচয় আপন হকিকতের সাথ—
বীজও তুমি, ক্ষেতও তুমি—ফসল ফলান তোমার হাত।

কালাম-ই-ইকবাল

কার তালাশে আজকে তুমি পথ হারালে, জানতে চাই,
পথিক তুমি, পথও তুমি, মঞ্জিলও ত' তুমিই ভাই।
তুফান ভয়ে আজকে তোমার দিল্ কেন ভাই হয় আকুল?
মাঝি তুমি, দরিয়া তুমি, কিশ্‌তি তুমি, তুমিই কূল।
মনের গোপন গহন-তলে দৃষ্টি মেলে দেখ্‌না তুই—
লায়লা-কায়েস্ মেহ্‌রাব্-মাঠ—তুই-ই যে ভাই সব কিছুই।
ওরে নাদান, আজকে তুমি করছ সাকীর পায়রবী,
সাকী শরাব মহ্‌ফিল জাম—তোমার মাঝেই রয় সবি।
অগ্নি শিখা তুমি যে ভাই, অসত্য সব জ্বালিয়ে দাও,
মিথ্যারে ভয় করবে কেন? সত্য-আলোর গান সে গাও।

যুগ-যমানার আর্শি তুমি, রাখ কি ভাই তার খবর?
তুমি খুদার শেষ-পয়গাম—থাকবে কায়েম নিরন্তর।
সঠিক স্বরূপ চেনো তোমার, ওরে নাদান অর্বাচীন,
কাৎরা তুমি, তবু তুমি সমুদ্র—সে অন্তহীন।
অক্ষমতার মন্ত্রে তুমি থাকবে কেন ভয়-বিভল?
ঘুমিয়ে আছে তোমার মাঝে অসীম সাহস মনের বল।

আঁ-হুযুরের প্রিয় বাণীর রক্ষক সে দিল্ তোমার,
জগত মাঝে জাহির-বাতিন আজও শাসন চলছে যার।
তেগ্-তলোয়ার ছাড়াই যারা বিশ্ব-জাহান করল জয়,
সেই হাতিয়ার আজও আছে তোমার কাছে, কিসের ভয়?
ফারান-গিরির স্তব্ধতা দেয় সাক্ষ্য আজও সেই কথার,
ওরে গাফিল, মনে কি নাই সেই সেদিনের অঙ্গীকার?
মূর্খ তুমি, গোটা কতক ফুলেই তোমার ভরল প্রাণ!
চাইতে যদি, মিলত তোমার সবটুকু এই ফুল-বাগান।
আমার কথার অন্তরালে পাচ্ছে প্রকাশ মোর বেদন—
বোতল-মাঝে শরাব যেমন প্রকাশ হয়েও রয় গোপন।
প্রজ্বলিত সুরের আগুন জ্বালিয়ে দেছে জীবন মোর,
লক্ষ্য আমার এই জীবনের তাই ত' দহন অশ্রুলোর।
অগ্নি-সুরের ভেদ বুঝে নাও আমার গোপন অন্তরের,
আমার দিলের আর্শিতে ভাই মুখ দেখ নিজ তক্‌দীরের।

প্রভাত-আলোয় রঙিন হবে মোদের আকাশ-তল আবার,
দূর হবে এই মরীচিকা—রাতের কালো অন্ধকার।
শীতের শেষে বসন্তবায় আবার এসে গাইবে গান,
ফুল-কুঁড়িরা ফুটবে আবার, হাসবে আবার গুলিস্তান।
এই বাগানের ফুলের সাথে মিশবে আরও অনেক ফুল,
দুলবে আবার শাখায় শাখায় ভোরের বায়ু দোদুলদুল।

আমার ঝরা শবনামে ভাই জাগবে ব্যথা ফুলবনে
ফুল-কুঁড়িরা মেলবে আঁখি নূতন আশার স্পন্দনে।
চলবে ব'য়ে চিরদিনের গতিস্রোত এই সমুদ্রের
এই গতি-বেগ রুদ্ধ করার শক্তি নাহি তরঙ্গের।
ধর্ম-নীতির পড়বে ছায়া সবার মনের অঙ্গনে,
শির লুটাবে আবার সবাই কাবাঘরের প্রাঙ্গণে।
শিকারীদের আওয়াজে ফের উঠবে জেগে সব পাখী,
দুশমনদের রক্তে রাঙা হবে আবার ফুল-সাকী।

ভাষায় ধরা দেয় না আমার মনের কোণের গোপন ভাব,
এই দুনিয়ায় আসছে আবার নও-যমানার ইনকিলাব।
দূর হবে এই রাতের আঁধার, সূর্য হেসে উঠবে ফের—
এই বাগিচা মুখর হবে স্বরে স্বরে তৌহীদের।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

তৌহীদ

★ ১

কী এবং কেন'র অন্ধকারে ঘুরে মরছিল যুক্তিজ্ঞান,
তৌহীদ এসে পোঁছে দিল তাকে তার লক্ষ্যস্থলে।
তা না হলে বেচারা কি পোঁছত তার মকছেদ-মঞ্জিলে?
তার কিশতি ভাসছিল অকূল দরিয়ায়।
খাঁটি ধার্মিকেরা জানে তৌহীদের ভেদ,
কিয়ামতে উঠবে সবাই এক-আল্লার বান্দা হয়ে—
এই ত তৌহীদের সেরা প্রমাণ!

তৌহীদকে তুমি যদি আমল দিয়ে পরীক্ষা কর
তাহলেই চিনতে পারবে তোমার খুদীকে।
তৌহীদের হাতেই হয় ধর্মজ্ঞান ও আইন-কানুনের পূর্ণ রূপায়ণ,
শক্তি-সাহস ও মনোবল—সবই হল তৌহীদের দান।
জ্ঞানীরা জ্ঞান দিয়ে তৌহীদের স্বরূপ ধরতে পারে না।
প্রেমিক যে—সেই চিনে তাকে, আর কাজ করে যায় চুপে চুপে
নিষ্পেষিত পদদলিতেরাও লাভ করে উচ্চ সম্মান—
এই তৌহীদের কল্যাণে,
মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত!
তৌহীদ বান্দাকে দান করে এক নূতন জীবন—
এনে দেয় এক নূতন রূপান্তর,
সত্যের পথে দ্রুততর হয় তার চরণ,
তার রক্তে নাচে বিদ্যুতের চঞ্চলতা,
সব ভয়—সব সংশয় দূর হয়ে যায় তার অন্তর থেকে,
তার চক্ষু দেখতে পায় সৃষ্টির গোপন রহস্য।
মানুষ যখন হাসিল্ করে তার মকাম্-ই-আবদিয়াৎ
তখন ক্ষুদ্র পেয়ালাও হয়ে উঠে তার
জামশিদের পেয়ালার মত কুশাদা।

ইসলাম হল দেহ, লা-ইলাহা হল তার রুহ্।
সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি হল এই লা-ইলাহা।

২৯—

লা-ইলাহার তাগা দিয়েই গাঁথা হয় চিন্তার মালা।
মনে-মুখে যদি কেউ উচ্চারণ করে এই লা-ইলাহা
তা হলে সে লাভ করে এক নূতন জিন্দিগী।
পাথর ও যদি জপে এই কলেমা, সেও হয়ে উঠবে জীবন্ত
মুসলিম যদি ভুলে যায় এই পাক-কালাম
তাহলে সে হবে শুধু একটা মাটির পুতুল।
লা-ইলাহার আগুন যখন ছিল আমাদের মনে
জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম আমরা সৃষ্টির সব জঞ্জাল।
অন্তরের অশ্রু দিয়ে সাফ্ করেছিলাম তার আশিকে।
তার চমক লালা-ফুলের মত ফুটে আছে
আজও আমাদের শিরায় শিরায়।
তার সুখ-স্মৃতিই হল আমাদের সম্বল ও সান্ত্বনা।
তৌহীদের সোনার ছোঁওয়ায় কালোও হয়ে যায় লাল,
বেলাল হয়ে ওঠে ফারুক আর আবুযরের রিশতাদার।
আপন-পর বুঝবার স্থান হল আমাদের অন্তর।
সম-অবস্থা সৃষ্টি করে মুহাব্বৎ ও হামদর্দী।
সমস্ত দীলের এক-রংগা ভাবই হল মিল্লাৎ।
অন্তরের সিনাই পাহাড় একই নূরে হবে রঞ্জিত
কওমের চিন্তা ও লক্ষ্য হওয়া চাই এক ও অভিন্ন।
তার স্বভাবে থাকবে একই জাগ্রত চেতনা —
একই কষ্টি পাথরে হবে তার ভাল-মন্দের বিচার।
চিন্তার ভিতরে যদি না থাকে আন্তরিকতা,
কিছুতেই আসে না এই উদার মনোভাব।

আমরা মুসলিম—খলিলের বংশধর।
বাপের অনুসরণ করাই আমাদের উচিত।
আর সবাই দেয় দেশের নামে আত্মপরিচয়
জাতিভেদের ভিত্তির উপরেই গড়া হয় তাদের হুকুমাৎ,
ধর্মের মুখ দেশের আশিতে দেখার কোন মানে হয় না।
আবহাওয়া আর মাটির পূজা করে কী লাভ?
বংশের গৌরব করা নেহায়েৎ আহাম্মুকি।
বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ হল ক্ষণভঙ্গুর এই দেহের।

কালাম-ই-ইকবাল

আমাদের ধর্মের ভিত্তি হল অন্যরূপ—
এ-ভিত্তি গোপন রয়েছে আমাদের অন্তরে।
আমরা বাহিরে সপ্রকাশ, কিন্তু অন্তর আমাদের
গায়িবের সঙ্গে বাঁধা।
দেশ এবং বংশের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত।
অন্যান্য কওমের বুনিয়াদ হল তারার মতন সুপ্রকট,
কিন্তু আমাদের কওমের বুনিয়াদ হল অদৃশ্য।
আমাদের তীর, জ্যা এবং ধনুক—সবই এক—অভিন্ন।
এক দৃঢ়, এক লক্ষ্য, এক ধ্যান আমাদের।
আমাদের দাবী এক—পরিণাম-ফল এক—
চিন্তধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গীও এক।

তৌহীদের কল্যাণেই আমরা হয়েছি ভাই-ভাই—
এক-জবান—একদীল—এক প্রাণ—এক-ঠাঁই।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

জু-ই-আব্

(ঝর্ণা)

দেখ্ চেয়ে ওই ঝর্ণা-ধারা কেমন বয়ে যায়
ঝিকমিকিয়ে মাঠের পরে ছায়াপথের প্রায়।
ঘুমিয়ে ছিল সে এতদিন মেঘের স্বপন-লোক
বনগিরির শীর্ষে নেমে খুলল তাহার চোখ।
পথের নুড়ির সংঘাতে তার বাজে গানের সুর
আশি সম পেশানি তার স্বচ্ছ-সুমধুর॥
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর॥

পথের মাঝে সিক্ত করি অনেক পতিত, ভুঁই—
ফুটালো সে কতই না ফুল—নার্গিস আর যুঁই।
ফুলেরা সব কয় ইসলাম: সামনে এস ভাই।
কুঁড়িরা সব এগিয়ে এল—উঠল হেসে তাই।
তৃণভূমির উপর দিয়ে আনন্দে সে যায়
কুল-কুল গানের ধ্বনি বাজে তাহার পায়।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর॥

ছোট ছোট ঝর্ণারা কয়: বন্ধু, কোথায় যাও?
একটু দাঁড়াও, আমাদেরো সঙ্গে করে নাও।
অল্প পানির অভিশাপে চলার তাকত্ নাই
মাঠের বালুর অত্যাচারে কোথায় বল যাই?
ঝর্ণা তখন দুপাশ থেকে বাড়িয়ে দিল হাত—
আদর করে সবাইকে সে নিল আপন সাথ।
সবার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটল সে দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর॥

সব বাধা সে পেরিয়ে এল সাগর-মোহনায়—
পাহাড় ও মাঠ পারল না তার বাঁধন দিতে পায়;
বন্যাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে দালান-কোঠা ঘর
পার হয়ে সে গেল কতই নগর ও প্রান্তর।
সাগর সাথে মিলন তরে এখন সে চঞ্চল—
সফলতার আনন্দে তার বক্ষ সমুজ্জ্বল।
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুর্বার।
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর॥ *

—(পায়াম্-ই-মাশ্‌রিক)

* মূল কবিতাটি গ্যেটের রচিত। গ্যেটে 'মুহম্মদ' (Mahomet) নামক একখানি নাটক রচনা করেন। সেখানে এই গানটি আলির মুখে দেওয়া হইয়াছে। গানটিতে হযরত মুহম্মদের বিরাট সাফল্যের প্রতি ইংগিত আছে। গানটির নাম 'মুহম্মদের গান' (Mahomet's Gesang). ইকবাল গ্যেটের ভাবানুসরণে 'হুদী' কবিতাটি লেখেন।

লা-দীনী সিয়াসৎ

(ধর্মহীন রাজনীতি)

সত্য যা তা রয় না গোপন মোর কাছে একতিল্
বসীর্ দেছে দৃষ্টি আমার—খবীর্ দেছে দীল্।
আমার চোখে ধর্মবিহীন এই যে সিয়াসৎ
আহ্‌রিয়ানের কেনা গোলাম—মুর্দা সে আলবৎ।
ফিরিঙ্গীদের গীর্জা-থেকে-আযাদ হুকুমাৎ
কয়েদ-করা দৈত্য যেন পেয়েছে নাযাৎ।
কিন্তু যদি পরদেশে চোখ পড়ে ফিরিঙ্গীর,
পাদ্রীরা যায় আগেই তাদের সৈন্য-বাহিনীর!

—(জবর্-ই-কলীম)

ফর্‌দ্ ও মিল্লাত

(ব্যক্তি ও সমাজ)

রহমৎ সে—মিল যদি হয় ফর্‌দ্ সাথে মিল্লাতের
মিল্লাতেতেই সার্থকতা ফর্দের খোদ জওহরের।
জামাত সাথে মিল রাখো তাই যে-তর্ক্ তোমার সাধ্য হয়,
আযাদ মুসলমানের শোভা এই মিলনেই সে নিশ্চয়।
মুহম্মদের বাণী শোনো—যাদুর কালাম জিন্দিগীর:
শয়তান সে জামাত দেখে পালায় দূরে—নোয়ায় শির।
ব্যক্তি এবং সমাজ—এরা পরস্পরের আশি ভাই,
ছায়াপথের তারার মতন একই সাথে রয় সবাই।

ব্যক্তি লভে সমাজ থেকেই আসন তাহার মর্যাদার,
সমাজ লভে ব্যক্তি থেকেই শৃঙ্খলা ও শক্তি তার।
ব্যক্তি যখন সমাজ মাঝে গুম্ হয়ে যায়—বিলায় প্রাণ,
সিন্ধু-মাঝে-বিন্দু-সম হয় সে বিশাল শক্তিমান।
অতীত দিনের কীর্তিমালা রক্ষা করে এই সমাজ,
অতীত্ এবং ভবিষ্যতের মুখ দেখা যায় ইহার মাঝ।
অতীত্ এবং ভবিষ্যতের মিলন ঘটে মিল্লাতে,
ইব্‌তিদা-ও-ইন্‌তিহা-হীন রয় সে আবাদ তাই তাতে।
মিল্লাতই দেয় খুদীর মনে নূতন আশার স্বপ্নসাধ,
খুদীর কাজের জবাবদিহি মিল্লাতই লয়—সে নির্ঘাত।
দেহ এবং আত্মা তাহার মিল্লাতেতেই পুষ্ট হয়,
জাহির-বাতিন কিছুই তাহার কওম থেকে ভিন্ন নয়।
কওমের ভাষায় খুদী জানায় তাহার মনের ভাব,
পথ চলে সে লক্ষ্য করি' বাপ-দাদাদের পায়ের ছাপ।
কওমেরই সংবেদনে ব্যক্তি লভে কুয়ৎ-বল,
ব্যক্তি এবং কওম তখন এক হয়ে যায়—রয় অটল।
ব্যক্তি নিজে মজবুত হয় সমষ্টিরই মাঝখানে,
সমষ্টি—সেও পুষ্টি লভে ব্যক্তিত্বের কল্যাণে।

ছন্দে গাঁথা কাব্য হতে শব্দ যদি বেরিয়ে যায়,
ভাব-ভাষা তা'র থাকে কি আর—অর্থ কিছুই হয় কি তায়?
শাখা হতে সবুজ পাতার দল যদি হয় ছিন্নমূল
সেই বাগিচায় ফুল-ফাগুনে বসন্ত কি ফুটায় ফুল?
জামাতের জমজমের পানি পান করেনি কণ্ঠ যার
সুরের আগুন নিভবে তাহার—বাজবে না তার বীণার তার
একলা পথিক পথ চলে যে, গাফিল্ সে ত' লক্ষ্যহীন,
শক্তি তাহার ঝিমিয়ে পড়ে—ব্যর্থতাতে হয় বিলীন।
কওম থেকেই ব্যক্তি তাহার শৃঙ্খলা ও দীপ্তি পায়,
স্নিগ্ধনত হয় সে তখন—ঠিক যেন সে ভোরের বায়।
বিশাল তরু 'শামশাদ'—তার শক্ত শিকড় রয় তলে,
আযাদীরও পা বাঁধা ভাই তেমনি নিয়ম-শৃঙ্খলে।

কালাম-ই-ইকবাল

পা বাঁধা যার শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন-রজ্জুতে
হরিণ-সম হয় সে চপল মৃগনাভির খুশবুতে।
খুদী এবং বেখুদীতে ভেদ কোথা যে জানল না
আঁধার তাহার কাটল না আর—আপনাকে সে চিনল না!
তোমার মাটির দেহের তলে রয়েছে ভাই দীপ্ত নূর,
সেই নূরেরই প্রকাশ তুমি—বাজাও তোমার আপন সুর।
সুখে সুখী দুঃখে দুখী তুমি যে ভাই মিল্লাতের,
তোমার জীবন ফল-স্বরূপ তোমার সমাজ-বিপ্লবের।
আল্লাহ্ সে এক——অদ্বিতীয়—নাই শুবা তার তৌহীদে,
আমি-তুমি পাচ্ছি প্রকাশ তারই নূরের রৌশনীতে।
নিজেই তিনি আশিক আবার নিজেই তিনি মাশুক হ'ন,
কখনো প্রেম করেন দান, আর কখনো ভিক্ষা ল'ন।
তারি নূরের দীপ-শিখাতে মোদের জীবন দীপ্ত হয়,
একটি আগুন-ফুলকি পারে ছড়িয়ে যেতে জগৎময়।
আযাদ তিনি—স্বয়ং-স্বাধীন—বন্দী রূপেও প্রকাশ তার,
অংশ তাহার অংশ হয়েও শক্তি রাখে পূর্ণতার।
নিজের ভিতর দ্বন্দ্ব তাহার চলছে নিতুই—বেশ দেখি,
একই সাথে বাঁধা তাহার খুদী এবং জিন্দেগী।
নিরাকারের মধ্য হতে রূপ ধরে যেই সেই অরূপ
বিরোধ এবং হাঙ্গামাতে ঠিক্‌রে পড়ে তাহার রূপ।
'তিনি'র মোহর অন্তরে তার পাচ্ছে প্রকাশ রাত্রি দিন,
শেষ কালেতে 'তিনিই' থাকে, 'তুমি' নিজে হয় বিলীন।
বাধ্য-বাধকতায় তাহার খর্বিত হয় ইখ্‌তিয়ার,
মুহাব্বতের পুঁজিপতি হয় সে তখন চমৎকার।
অভিমান না ঘুচলে পরে প্রেমিক হওয়া যায় না ভাই,
আমার 'আমি' বিলিয়ে দিলেই হয় তখনি প্রেমের ঠাঁই।
জামাত মাঝে খুদী যখন বিলীন করে সত্তা তার,
গুলবাগে তার অমনি তখন ফুটে' উঠে নওবাহার।

অসির মতো তীক্ষ্ণ ধারাল আমার মুখের এই কালাম,
বুঝতে যদি না পার ত' বিদায় বন্ধু, লও সালাম।

—(রমুয-ই-বেখুদী)

বালাদ-ই-ইসলাম

(ইসলামী নগর)

দিল্লী

দিল্লী—সে আমাদের ব্যথা-মসজিদ
এখানে ঘুমায় কত আশা-উম্মিদ।
এ-পাক যমীন্ কেন পাবে নাক মান?
এখানে রয়েছে কত মহিমার দান।
শুয়ে আছে হেথা কত বাদশা-ফকীর
শৃঙ্খলা দিল যারা সারা ধরণীর;
তাদের কাহিনী আজো পরাণ মাতায়,
সব গেছে, তবু তার স্মৃতি নাহি যায়।

বাগদাদ

দিল্লীই নহে শুধু—বাগদাদও ভাই
মুসলিম-গৌরব—মহিমার ঠাঁই।
এ-বাগান ছিল কত শোভায় অতুল
এই খানে ফুটেছিল হেজাজের ফুল।
এ-বাগান এরেমের দিয়েছে হরষ
নায়েব-ই-রসুলদের পেয়েছে পরশ!
এই দেশ ছিল এক নয়া গুল্‌শান্—
এর প্রতি-ফুল ছিল প্রতিটি বাগান।
যাদের প্রভাবে রোম কেঁপেছিল হায়
তারা আজ এইখানে নীরবে ঘুমায়!

কর্ডোভা

কর্ডোভা আমাদের ছিল আঁখি-নূর
মাগ্‌রিবী যুল্‌মাতে যেন কোহেতুর।

আজি আর নাই তার শিখা সে জ্যোতির
মরীচিকা ছেয়ে আছে নব-প্রগতির!
ইউরোপে দিল আলো দীপ-শিখা যার
সে-দীপ নিভিয়া গেছে—নেমেছে আঁধার!

কুস্তনতুনিয়া

কুস্তনতুনিয়ার ছিল খুব নাম
কাইজার বাদশার শক্তির ধাম।
এল সেথা মেহ্‌দীর নব অভিযান
বুকে তার উড়াল সে বিজয়-নিশান।
এর মাটি পাক সেই হেরেমের প্রায়
যেখানে নূরের নবী নীরবে ঘুমায়!
মধুময় ছিল এর আকাশ-বাতাস,
আবু-আয়ুবের ছিল এইখানে বাস।
ইসলামী মিল্লাৎ ছিল এর পর—
বহু যমুনার খুনে গড়া এ নগর।

মদিনা

হে পাক্ মদিনা ভূমি, নাই তব তুল,
তোমার বুকেতে সুখে ঘুমায় রসুল।
হজ্-ই-আকবর যথা কা'বার কাছে
তোমার দিদারে সেই মহিমা আছে।
সৃষ্টির আংটিতে নগিনার প্রায়
তুমি শোভিতেছ চির-জ্যোতির আভায়।
আশ্রয়-স্থল যিনি সারা-ধরণীর
তুমি দিলে আশ্রয় সেই নবীজীর।
তারি উম্মৎ গেল ছড়ায়ে ধরায়
জামশেদ কাইজার লুটাইল পায়।
মুসলিম চায় যদি স্বদেশ-ভূমি—
ইরাণ কি শাম নয়—সে হবে তুমি।

হে পাক্ মদিনা, তুমি চির-দিবসের
আশ্রয়-ভূমি সারা মুসলমানের।
তারে আজ তব বুকে ফের টেনে নাও,
তোমার প্রেমের বাণী তাহারে শুনাও।
প্রভাত আসিলে যথা শিশির আসে
মোরাও তেমনি রব তোমার পাশে।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

মদনিয়াৎ-ই-ইসলাম
(ইসলামী তমদ্দুন)

শুনবে কি ভাই মুসলমানের জিন্দিগী কী রূপ?
সংগ্রাম আর উন্মাদনার রূপ সে অপরূপ।
সূর্য তাহার এক আকাশে হয় ত ডুবে যায়
আরেক আকাশ রাঙা করে ফের সে হেসে চায়।
শুধুই কেবল যুগ-যমানাই মিছাল হবে তার—
বিচিত্র সে নিত্য নূতন দৃশ্য চমৎকার।
বর্তমানের দৈন্যে তাহার নাইক শরম ভয়
অতীত্ যুগের খুশ-খেয়ালেও মশ্‌গুল্ সে নয়।
চিরন্তনের ভিত্তি পরে তাহার বুনিয়াদ
জিন্দিগী সে—আফলাতুনের নরক মায়াবাদ।
জিব্রাইলের মতই তাহার রূপ-পিয়াসী প্রাণ
সত্য এবং সুন্দরেরই করে সে সন্ধান।
আযমের সে প্রাচুর্য আর দৈন্য আরবের—
এই হল তার সত্য স্বরূপ ভিত্তি জীবনের।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

খিতাব ব-জাবিদ

(জাবিদের প্রতি উপদেশ)

এ কথা না বললেও চলে যে—
অন্তরের গোপন ব্যথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।
হয়ত কত রহস্য আমি ব্যক্ত করেছি
কিন্তু এমন রহস্যও আছে—যা ভাষার বন্ধনে ধরা দেয় না,
ভাষায় বাঁধতে গেলেই সে হয়ে উঠে আরও জটিল।
ভাব যখন হরফের মধ্যে নামে, তখন সে হয় আরও অস্পষ্ট।
আমার অন্তরের ব্যথা তাই আমার দৃষ্টি থেকেই অনুভব কর,
অথবা আমার ভোরের হা-হুতাশ থেকেই বুঝে নাও।
তোমার মা তোমাকে প্রথম যে-সবক দিয়েছেন
ভোরের বাতাসের মত তাতেই ফুটে উঠেছে তোমার জীবনের ফুলকুঁড়ি।
তারি স্নিগ্ধ স্পর্শেই ত তুমি পেয়েছ এই রূপ আর এই খুশ্‌বু।
হে আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, এতেই ত তোমার কিমৎ!
স্থায়ী সম্পদ সেখান থেকেই তুমি লাভ করেছ।
তারি ঠোঁট থেকেই তুমি শিখেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা।
হে পুত্র, এবার এর দর্শন-তত্ত্ব আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
লা-ইলাহার যে কী প্রভাব, তা তোমায় বলছি শোন:
যদি লা-ইলাহা বল ত অন্তর থেকেই বল,
তা হলে তোমার ভিতর থেকে বের হবে তোমার আত্মার খুশ্‌বু।
চন্দ্র-সূর্য লা-ইলাহার বেদনাতেই ঘুরে মরছে—
পাহাড়-প্রান্তরেও প্রকাশ পাচ্ছে সেই একই বেদনার সুর।
লা-ইলাহা—কথাটি শুধু মুখে বলবার জন্য নয়,
কথাটি যেন ঠিক একখানা নাঙ্গা তলোয়ার।
এর আঘাত খেয়েও যে বেঁচে থাকে, তার অদ্ভুত জীবন।
এ একটা অব্যর্থ কার্যকরী মারণ-যন্ত্র।

মুমিন হয়ে যদি কেউ সাজে ভণ্ড দরবেশ
তা হলেও সে হবে মুনাফিক।
সস্ত মূল্যে সে দীন্ এবং মিল্লাতকে বিক্রি করল!
ঠিক যেন একটা লোক তার বাড়িঘর আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিল।
লা-ইলাহা তার নামাজে আছে বটে কিন্তু অন্তরে নাই।
তার নম্রতার ভিতরে নেই কোন আন্তরিকতা।
তার নামাজ এবং রোজার ভিতরে নেই কোন দীপ্তি,
তার সৃষ্টিতেও নেই কোন জৌলুস।
একমাত্র আল্লাহ্ তালা যার নির্ভর
মৃত্যু-ভয় আর ধন-সম্পদের প্রেম তার কাছে পরীক্ষা মাত্র।
মুমিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে আনন্দ আগ্রহ আর উন্মাদনা,
তার ধর্ম এখন কিতাবে, আর সে এখন গোরে!
তার প্রকৃতি গ্রহণ করেছে আধুনিক সভ্যতাকে।
ধর্ম গ্রহণ করেছে সে দুইজন নূতন পয়গম্বর থেকে!
একজন হল ইরানী, আর একজন হল ভারতী।
একজন হজ থেকে দূরে, আর একজন জিহাদ থেকে!
কাজেই জিহাদ এবং হজ এখন আর ওয়াজিবের শামিল নয়!
নামাজ-রোজার মধ্যেও এখন আর কোন আকর্ষণ নেই।
নামাজ-রোজা থেকে যখন রুহ্ বিদায় নিয়েছে,
তখন ব্যক্তি-জীবনে দেখা দিয়েছে আলস্য
আর সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা।
অন্তর এখন কুরআনের সেই সত্য থেকে বিচ্যুত।
এমন মানুষ হইতে কী আর ভাল আশা করা যায়?
খুদী থেকে দূরে চলে গিয়ে মুসলমান যখন পথ হারিয়েছে
হে খিজির, এবার তা হলে আমাদের সাহায্য কর।

যে সিজদার দরুণ যমীন্ কেঁপে উঠেছিল একদিন
যে সিজদার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রসূর্য এখনও ঘুরে মরছে,
পাথর যদি সেই সিজদার ভাব ধারণ করত
পরোয়ানার মত সে হয়ে উঠত প্রেম-দিওয়ানা।
এই যমানায় শুধু মাথা-ঠোকা ছাড়া আর কিছুই নেই।
এর ভিতর রয়েছে শুধু বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা।

কালাম-ই-ইকবাল

কোথায় গেল সেই আল্লার শান-শওকৎ?
এ কি আল্লার দোষ না আমাদের?
প্রত্যেক জাতিই নিজেদের প্রগতি সম্বন্ধে সচেতন,
কিন্তু আমাদের কাফেলার উট আজ দিগ্‌ভ্রান্ত।
কুরআনের বাহক হয়ে আমরা আজ আশ্রয়হীন!
কী আফসোস! কী দুঃখের কথা এ!
খুদা তোমাকে যদি দেখবার শক্তি দিয়ে থাকে
তা হলে অনাগত ভবিষ্যতের পানে একবার তাকাও।
মানুষের জ্ঞানচিন্তা এখন উচ্ছৃঙ্খল, হৃদয় এখন উদ্যমহীন,
লজ্জা-শরম খুইয়ে মানুষ ডুবে আছে এখন কৃত্রিমতার মধ্যে,
জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন মাটি আর পানির মধ্যে।
সূর্য এখন নিজকে ভুলে অপর গ্রহপুঞ্জকে আলো দিচ্ছে!
নিজে পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।
মানুষের মন এখন নূতন আবিষ্কার থেকে দূরে
কাজেই তার এক কানা-কড়িও মূল্য নেই।
তার জীবন এখন পুরাতন বুৎখানার মধ্যে আবদ্ধ আছে।
জমাট-বাঁধা বরফের মতন সে হয়েছে গতিহীন,
তার অন্তর হয়েছে এখন মোল্লার আর বাদশাদের শিকার,
জমাট-বাঁধা বরফের মতন সে হয়েছে গতিহীন,
তার চিন্তার হরিণ এখন পঙ্গু।
তার আকল দীন্ জ্ঞান সম্মান আর শিষ্টাচার—
ফিরিঙ্গিদের ঘোড়দৌড়ের মাঠে এখন সীমাবদ্ধ!
কাজেই তার চিন্তার জগতে সিল-মোহর মারা হয়ে গেছে।
কিন্তু আমি তার সেই বন্ধন খুলে দিলাম
সিনার ভিতর দিলকে রক্তাক্ত করে দিয়েছি আমি
যাতে জগৎকে নূতন করে গড়ে দিতে পারি।

আমি এই যমানার লোকদিগকে দুই ভাষায় আমার বক্তব্য পেশ করব।
দুটো সমুদ্রকে আমি দুটো ভাণ্ডে রেখেছি।
একটা খুব ঘোরালো আর একটা খুব সহজ
উদ্দেশ্য: এই উপায়ে আমি মানুষের দিল্‌কে জয় করব।

একটা হল: ফিরিঙ্গি ভাষা—কবুতরের আওয়াজের মত।
অন্যটা হল: বীণার তারের কলগুঞ্জনের মত।
শেষটার মূল হল—জিকির, আগেরটার মূল হল ফিকির।
আমি দোয়া করি, তুমি যেন উভয়েরই ওয়ারিশ হও।
উপরের দুটো সমুদ্রের আমি নহর-স্বরূপ
আমার কালামের ভিতর উভয়ের সমন্বয় আছে—বিরোধও আছে।
কাজেই আমার যুগের মানুষ নূতন ভাব ধারণ করবে
আর আমার চেষ্টায় একটা নূতন বিপ্লব আসবে।

যুবকরা এখন তৃষ্ণাতুর, কিন্তু পেয়ালা শরাবহীন।
মস্তিষ্ক তাদের আলোকিত, কিন্তু অন্ধকার তাদের অন্তর।
অদূরদর্শিতা, অবিশ্বাস ও নৈরাশ্য ঘিরে আছে তাদের সবাইকে,
মনে হয় তাদের চোখ জগতের কিছুই দেখেনি।
অপূর্ণ যারা তারা নিজকে অস্বীকার করে আর অন্যকে বিশ্বাস করে।
তাদের মাটি দিয়ে অন্যের বুৎখানার ইট তৈরী হচ্ছে!
শিক্ষাগার এখন নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বে-খবর
কাজেই তার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা এখন নিস্তব্ধ।
মনে হয়: ফিৎরতি নূর তার অন্তর থেকে মুছে গেছে
একটা সুন্দর ফুলও সেই শাখায় ফুটলনা!
আমাদের কারিগরেরা ভিত্তিপ্রস্তর বাঁকা করে রাখে
শাহীনের বাচ্চাকে হংসের স্বভাব শিখায়।
শিক্ষার দ্বারা জীবনে যতদিন অন্বেষার আগ্রহ সৃষ্টি না হয়
ততদিন অন্তরে আবিষ্কারের প্রেরণা জাগে না।
শিক্ষা তোমার আপন সংস্কার ব্যাখ্যা স্বরূপ,
তোমার আয়াতেরই সে তফসীর।
এই অনুভূতির, অগ্নিতে তোমার দগ্ধ হওয়া উচিত—
তা হলেই তোমার চাঁদিকে তামার খাদ থেকে পৃথক করতে পারবে।
প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করা চাই, তা হলে আক্‌ল কাজে লাগবে।
শুধু আকলের দ্বারা কোন কিছুই সম্ভব হয় না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিতাব তুমি পড়েছ—
সব চেয়ে উত্তম সেই শিক্ষা—যা তুমি দর্শন থেকে পেয়েছ।

এই দর্শনের শরাব যে ব্যক্তি পান করেছে
সে এক নূতন উন্মত্ততা লাভ করেছে।
ভোরের বাতাসে প্রদীপ নিবে যায়,
কিন্তু নানান ফুল ফোটে আর পিয়ালা হয় শরাব-পূর্ণ।
কম খাও, কম শোও, কম কথা কও।
কম্পাসের কাঁটার মত নিজের চারিপাশেই ঘোরো।
আল্লাকে যে অস্বীকার করে, মোল্লাদের কাছে সে কাফির।
প্রথম ব্যক্তি শুধু স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে,
দ্বিতীয় ব্যক্তি আত্মদ্রোহী, মূর্খ ও যালিম হয়।
খালেস নিয়তের তরীকাই তুমি মজবুত করে ধর
বাদশা এবং আমিরদের ভয় থেকে তুমি পবিত্র হও।
সুখে-দুঃখে ইনসাফকে কখনো ছেড়ো না,
দারিদ্র এবং সম্পদ—উভয়ের মধ্যপথ ইখ্‌তিয়ার কর।
কোন কঠিন সমস্যা এলে তাকে হাল্‌কা করো না,
নিজের অন্তর থেকে আলোক তালাস কর।
প্রাণের হিফাজত হয় অসংখ্য যিকির ও ফিকির দ্বারা—
আর দেহের হিফাজত হয় যৌবনে ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা।
আস্‌মান্‌-যমিনের হিকমৎ ও বিজ্ঞান
শুধু দেহ ও মনের সংরক্ষণেই হাসিল্‌ হয়।

সফরের উদ্দেশ্য হল প্রাণ ভরে বিচরণ করা
তোমার দৃষ্টি যদি গৃহকোণে আবদ্ধ থাকে,
তা হলে আর উড়তে চেয়োনা।
সম্মান লাভের আশাতেই চাঁদ ঘুরে বেড়ায় আসমানে!
আদম-সন্তানের জন্য বসে থাকা তাই হারাম।
উড়ে বেড়ানোই হল জীবনের সার্থকতা।
জীবনের স্বভাব-ধর্মই হল চঞ্চলতা।
কাক এবং শকুনের রিজিক্‌ হল মৃতদেহ,—
কিন্তু বাজপক্ষীর রিজিক্‌ হল মাছ্‌ এবং জীবন্ত প্রাণী।

দীনের গূঢ় রহস্য হল: হালাল রুজি খাওয়া আর সত্য কথা বলা
আর জাহির-বাতুনের সৌন্দর্য উপভোগ করা।

ধর্মের পথে কঠিন পাথরের মত জীবন ধারণ কর,
দীল্‌কে আল্লার রজ্জুতে অকপটভাবে বাঁধো।
ধর্মীয় কাহিনী হইতে তোমাকে একটি গল্প বলিতেছি: শোন:
সে গল্পটি হল গুজরাটের মুজফ্‌ফর বাদশার।
বিশুদ্ধতায় তিনি ছিলেন শেখ ফরিদের মত,
বাদশা হয়েও লাভ করেছিলেন তিনি বায়েজিদের সম্মান।
তার একটা ঘোড়া ছিল—যাকে ছেলের মত ভালবাসতেন তিনি
রণক্ষেত্রে লৌহবর্মধারীদের মতই সে ছিল পরিশ্রমী।
সে ছিল একটা উচ্চ বংশের সবুজ রঙের আরবী ঘোড়া।
প্রভুভক্ত, নিখুঁৎ এবং বংশমর্যাদায় পবিত্র।
তলোয়ার, কুরআন আর ঘোড়া—এই তিনটি ছাড়া
মুমিনের কাছে আর কি প্রিয় হতে পারে?
সেই সুন্দর ঘোড়াটির প্রশংসা আমি কেমন করে করব?
পাহাড় এবং পানির উপর দিয়ে চলত সে বাতাসের মত.
যুদ্ধের সময় বিদ্যুৎগতিতে সে চলতো দৃষ্টিকে এড়িয়ে—
ঠিক যেমন বয়ে যায় পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ঝঞ্ঝাবায়ু।
তার গতিবেগে সৃষ্টি হত তুমুল আলোড়ন—
তার খুরের দাপটে পাথরও ভেঙে হত চুরমার।
একদিন সেই প্রিয় ঘোড়াটির পেটে বেদনা শুরু হল;
বেদনার যন্ত্রনায় সে ছটফট করতে লাগল,
পশু-চিকিৎসক এসে শরাব দিয়ে চিকিৎসা করল তাকে,
এতে সে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেল,
কিন্তু খুদাভীরু বাদশা আর তাকে ভালোবাসলেন না,
কারণ শরীয়তের তরীকা এখানে ভঙ্গ হল।

হে মানুষ, তোমার যদি বুঝবার মত দিল্‌ থাকে
তা হলে বুঝ: একজন মুসলমানের ইবাদতের স্বরূপ কিরূপ।
তত্ত্বানুসন্ধানের মধ্যেই রয়েছে ধর্মের নিগূঢ় পরিচয়।
তার প্রথমে থাকবে শ্রদ্ধা, শেষে থাকবে প্রেম,
সুরভির মধ্যেই ফুলের গৌরব।
যারা শ্রদ্ধাহীন, তাদের না আছে রূপ, না আছে গুণ,
কোন নওযোয়ানকে যদি আমি বেয়াদব দেখি

তা হলে দিন আমার অন্ধকার হয়ে যায় রাতের মত,
আমার অন্তর ব্যথিয়ে উঠে,
আর মনে পড়ে রসুলুল্লার যমানার কথা।
তখন আমি নিজ যামানার গ্লানিতে লজ্জিত হয়ে পড়ি,
আর অতীত্ যমানার আড়ালে মুখ লুকাই।

স্ত্রীলোকের পর্দা হল তার স্বামী
পুরুষের পর্দা হল: অসৎ সঙ্গ বর্জন।
কুবাক্য মুখে আনা সব ক্ষেত্রেই অন্যায়
কারণ কাফির ও মুসলমান—সবই খুদার সৃষ্টি।
মনুষ্যত্বের মানেই হল মানুষকে সম্মান করা,
কাজেই মানুষের মর্যাদা বাড়াবার জন্য তুমি সজাগ হও।
পরস্পর ভ্রাতৃভাব রাখাই হল ইনসানিয়াৎ,
প্রেমের পথ দিয়েই তুমি এগিয়ে চল।
প্রেমিক বান্দারা খুদার রাস্তায় চলে
মুমিন-কাফির সবাইকে তারা ভালবাসে।
কুফর এবং দীনকে দীলের মধ্যে গোপন রাখো।
আফসোস সেই দীলের জন্য—যে-দীল্ দীল্ থেকে বেরিয়ে যায়।
দীল্ যদিও জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ,
তা হলেও বিশ্ব-ভুবন দীলেরই রাজত্ব।
যদি তুমি খুব বড় লোক হও
তা হলেও গরীবী হালকে হাতছাড়া করো না।
দরিদ্র ভাব যেন তোমার অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে,
তোমার নূতন পাত্রে যেন পুরানো শরাব নিহিত থাকে!
জগতে যত উপকরণ আছে,
তার মধ্যে অন্তরের বেদনাই তোমার কাম্য হোক।
খুদার কাছ্ থেকেই নিয়ামৎ চাও, বাদশার কাছ্ থেকে চেওনা।
অনেক জ্ঞানী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক
ধনসম্পদের প্রাচুর্যে অন্ধ হয়ে যায়,
অত্যধিক ধনসম্পদ অন্তর থেকে বিনতির ভাবকে দূর করে দেয়,
গর্ব-অভিমান নম্রতার স্থান অধিকার করে।
বহুদিন এই দুনিয়ায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি—

বড়লোকদের চোখে অশ্রু খুব কমই দেখেছি।
দরবেশী জিন্দিগী যে যাপন করে, তার কাছে আমি মাথা নোয়াই,
আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য—যে খুদার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে কেউ আর সেই আশা-আকাঙ্খা তালাস করেনা—
সেই ঈমান,—সেই রঙ্ ও রূপ—তাদের আর নাই।
আলিম্‌রা কুরআনের শিক্ষা থেকে এখন বে-খবর
সুফিরা এখন হয়েছে হিংস্র বাঘের মত শিকার-সন্ধানী।
যদিও খানকার মধ্যে এখনো হা-হুতাশ শোনা যায়
তা শুধু সন্ধানীদের আগ্রহের ফলেই সম্ভব হয়।
পশ্চাত-মুখীন মুসলমানেরা এখন
মরীচিকার মধ্যে সন্ধান করছে আবে-কওসর।
এরা সবাই দীনের গূঢ় তথ্য থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর।
হিংসা-বিদ্বেষই হল এদের ধর্ম।
খাস মানুষের জন্য ন্যায়নীতি ও পুণ্যকাজ যেন হারাম হয়ে গেছে।
সততা এবং কল্যাণ এখন সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।
হিংস্রকের থেকে ধার্মিকদের চিনে নাও,
যারা ধার্মিক, তাদের সঙ্গেই বসবাস কর।
শকুনের উড়ার পদ্ধতি এক রূপ,
শাহীনের উড়ার পদ্ধতি অন্য রূপ।
মরদ্-ই-হক্ যারা তারা আকাশ থেকে
বিজ্‌লির মত নামে এই দুনিয়ায়
মাশরিক-মাগরিবের শহর-প্রান্তর তারা জ্বালিয়ে দেয়।
আমরা রয়েছি সৃষ্টির অন্ধকারের মধ্যে আত্ম-গোপন করে,
আর তারা রয়েছে সৃষ্টির ভাঙাগড়ার কাজে তন্ময়।
তারাই মুসা, তারাই ঈসা, তারাই খলিল,
তারাই মুহম্মদ, তারাই কিতাব, তারাই জিব্‌রিল।
তারা হল হৃদয়বানদের আকাশের সূর্য
তার রৌশনিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাদের জীবন
প্রথম সে নিজের আগুনে জ্বালিয়ে দেয় সবাইকে
তারপর শিখায় তাদের বাদশাহী।

সেই অগ্নিদহনেই আমরা হয়ে উঠি সাহেব-দীল্
নচেৎ আমরা থাকতাম পরিত্যক্ত মাটির পুতুলের মতই মূল্যহীন।

আমি ভয় করছি বর্তমান যমানাকে—যে যামানায় তুমি জন্ম নিয়েছ,
এ যমানায় মানুষ দেহ-চর্চাতেই মগ্ন আছে,
আত্মাকে খুব কম লোকেই চিনে।
প্রাণের অভাবে দেহ যখন শস্তা হয়ে যায়
তখন সত্যাগ্রহীরা নিজেদের দেহের মধ্যে আত্মগোপন করে;
তখন তালাস করলেও তাদের আর পাওয়া যায় না—
যদিও তারা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে।
তুমি কিন্তু সন্ধানের আগ্রহ থেকে বিরত থেকো না,
যদিও তোমার পথে দেখা দেবে শত বাধা ও বিপদ।
তুমি যদি প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর সন্ধান না পাও
তা হলে আমি আমার বাপ-দাদাদের কাছ থেকে যা শিখেছি
তার থেকেই তুমি পাঠগ্রহণ কর—
রুমের পীরকেই তুমি তোমার রাহ্‌নুমা রূপে গ্রহণ কর—
তা হলেই খুদা তোমাকে নরমপন্থী করবেন।
রুমীই চিনেছেন অসার বস্তুর মধ্যে সার বস্তুকে,
বন্ধুর গলিতে তার পদক্ষেপ অত্যন্ত দৃঢ়।
সেই সারবস্তুর ব্যাখ্যা অনেকেই করেছে,
অথচ কেউ তাকে দেখেনি!
তার অর্থ আমাদের কাছ থেকে হরিণের মত পালিয়ে ফিরে,
তার নামের স্পর্শেই দেহের মধ্যে নৃত্য-পুলক লাগে।
আঁখি বন্ধ হয়ে যায়, প্রাণ নাচতে থাকে আনন্দে,
দেহের নৃত্যে দুলে ওঠে মাটির পৃথিবী,
প্রাণের নৃত্যে দোলা লাগে আস্‌মানে।
প্রাণের নৃত্যেই জ্ঞান-হিকমৎ হাসিল হয়
এবং যমিন্ ও আসমান্—দুই-ই হস্তগত হয়।
সেই নৃত্যে ব্যক্তিজীবন লাভ করে বিরাট বাদশাহী।
প্রাণের নৃত্য শিক্ষা করা একটা বড় কাজ—
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকে জ্বালিয়ে দেওয়াও একটা বড় কাজ।
যতক্ষণ লোক-লালসার চিন্তায় হৃদয় মগ্ন থাকে

হে পুত্র, ততক্ষণ প্রাণের সেই নৃত্য আসে না,
মনের এবং ঈমানের দুর্বলতাই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে
হে নওযোয়ান, দুশ্চিন্তাই বার্দ্ধক্যের অর্ধাংশ।
তুমি কি জানো, লোভেই মানুষকে দরিদ্র করে?
লোভকে যে সম্বরণ করতে পারে, আমি তার গোলাম।
হে পুত্র, আমার এই অস্থির প্রাণ শান্ত হবে—
যদি তোমার প্রাণে সেই নৃত্যের সঞ্চার হয়,
তা হলে আমি মুস্তফার ধর্মের তত্ত্ব তোমাকে শিখাব,
মৃত্যুর পরেও কবর থেকে করব আমি তোমার জন্য আশীর্বাদ।

—(জাবিদ নামা)

কয়লা ও হীরক

এবার খুল্‌ব আর একটি সত্যের দ্বার
বল্‌ব তোমায় একটি নূতন কাহিনী।
খনির ভিতর থেকে কয়লা বলল হীরককে:
ওগো চিরজ্যোতির্ময় বন্ধু আমার,
আমরা পরস্পর জীবন-সাথী,
আমাদের সত্ত্বা এক;
একই উৎস-মূল থেকে বেরিয়েছি আমরা দু'জনে,
তবু আমি কাঁদি আমার নগণ্যতার বেদনায়
আর তোমার স্থান হয় বাদশার মুকুটে।
অতি ঘৃণ্য আমি, মাটির চেয়েও কম মূল্য আমার।
অথচ তোমার জ্যোতিতে ফেটে যেতে চায় আর্শির বুক।
আমার কালো দেহ ক্ষণিক আলো দেয় আতশদানিকে

তারপর আমার সবটুকু যায় পুড়ে,
আর প্রত্যেক মানুষ তখন রাখে তার চরণ
আমার মস্তকে!
শুধু এক রাশি ভস্ম ঢেকে দেয় আমার খুদীকে।
আমার বদ্‌নসীব দেখে দুঃখ করতেই হয় সবাইকে!
বল্‌তে পার বন্ধু, আমার জীবনের সারবস্তু কী?
সে হ'ল একটা ধুম্রকুণ্ডলী মাত্র—
তার পুঁজি হ'ল শুধু একটা আগুনের ফুল্‌কি!
কিন্তু স্বভাবে ও প্রকৃতিতে তুমি হ'লে তারকা তুল্য,
সবদিক থেকে ঠিক্‌রে পড়ে তোমার জ্যোতিঃ;
তখন তুমি হয়ে ওঠ বাদশার চোখের রোশ্‌নাই,
না হয় ত শোভা কর কারো তলোয়ারের বাঁট!

হীরক বললে:
হে আমার আক্‌ল্‌মন্দ্‌ দোস্ত,
কালো মাটিই যখন হয় কঠিন,
মর্যাদায় সে হয় তখন পাথর।
চারিপাশের সঙ্গে চলে তার সংগ্রাম।
সেই সংগ্রামে পরিপুষ্টি লাভ করে সে,
আর তাতেই হয়ে ওঠে সে কঠিন প্রস্তর।
এই পরিপক্কতাই ত দিল আমার আলোকের ঔজ্জ্বল্য
আর দীপ্তিতে ভরে দিল আমার অন্তর!
তোমার সত্তা হ'ল শিথিল,
তাই তুমি হ'লে লাঞ্ছিত—অবজ্ঞাত।
তোমার দেহ হ'ল কোমল,
তাই তুমি পুড়ে হ'য়ে যাও ছাই!
ছাড় ভয়, ছাড় দুঃখ, ছাড় অনুতাপ,
পাথরের মত হও তুমি কঠিন—
তা হ'লেই হ'বে তুমি হীরক।

যে-ই করবে কঠিন সংগ্রাম
আর বজ্রহাতে ধরবে তলোয়ার

দোনো জাহান আলোকিত হবে তার নূরে।
'সঙ্-ই-আসোয়াদ'—যা শোভা পাচ্ছে কাবা'র ঘরে
সে ত কিছুই নয়!—মূলে সে ত এই মাটি!
অথচ দেখ তার মর্যাদা!
সিনাই পাহাড়ের চেয়েও বেশি তার মান।
সাদা-কালো সব মানুষই দেয় তারে চুম্বন!

কঠোরতার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের গৌরব।
দুর্বলতা আর অপরিপক্কতা—
এই হ'ল জীবনের ব্যর্থতার মূল কারণ।

(আস্‌রার্-ই-খুদী)

হুদী

(উট চলার গান : মূল ছন্দের অনুসরণে)

ওরে পথিক উট আমার—
তাতার-হরিণ ক্ষিপ্রতার,
তুই দিরহাম তুই দিনার—
কম-বেশি হয় হোক না তার
জীবন্ত দান তুই খুদার—
জোর কদমে চলরে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

দিলুরুবা তুই রূপ মধুর
তোর তরে মোর প্রাণ বিধুর

পাগল-করা তুই যে হুর
লায়লা—সে তোর ঈর্ষাতুর
মাঠের মেয়ে পায় নূপুর।
জোর কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

প্রখর যখন রবির কর
মরুর বুকে ঝাপিয়ে পড়
চন্দ্রা রাতে—হে সুন্দর,
উল্কা-বেগে নিরন্তর
সম্মুখে হও অগ্রসর।
জোর কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

উড়ন্ত মেঘ আসমানের
পাল-হারা নাও সমুদ্রের
খিজির তুমি যুলমাতের
ভয় করো না সংকটের—
রত্ন-প্রদীপ যাত্রিদের।
জোর-কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

এয়মনে রও সাঁঝা-বেলায়
করন্ দেশে রাত পোহায়
পথের ধূলি মূর্ছা যায়
যুঁই হয়ে সব পায় লুটায়
চল্‌রে চীনের হরিণ প্রায়—
জোর কদমে চলরে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

চাঁদের সফর খতম প্রায়
টিলার ধারে মুখ লুকায়
প্রভাত হেসে ওই তাকায়

রাতের পিরহান নাইক গায়
করছে সেবন মাঠের বায়।
জোর কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

আমার বীণার এই যে তান
পাগল করে সবার প্রাণ
ঘণ্টাধ্বনি এই সে গান
হয় এতে মুশ্‌কিল্‌ আসান্‌
কা'বার পথে তোল নিশান—
জোর কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।।

(পায়াম-ই-মাশরিক্‌)

।। মুনাজাত ।।

জাগ্রত আশা অন্তরে দাও, হে খুদা, মুসলিমের।
আত্মা তাদের ব্যথিয়ে উঠুক, চঞ্চল হোক ফের।।
ফারাণ-গিরির প্রতি ধূলিকণা হোক্‌ পুন রওশন।
জাগাইয়া দাও আবার তাদের আগ্রহ জীবনের।।
অন্ধের চোখে ফের তুমি দাও নূতন দৃষ্টি দান।
আমি যা দেখেছি, তুলে ধর তাহা আঁখিকোণে তাহাদের।।
স্তব্ধ হৃদয়ে জাগাও তাদের হাশরের কোলাহল।
শূন্য পাল্‌কি ভরে দাও প্রেমে আশেক্‌ ও মাশুকের।।
পথহারা এই হরিণেরে তুমি দেখাও কাবা'র পথ।
শহরবাসীর অন্তরে দাও প্রেম সে ময়দানের।।

কালাম-ই-ইকবাল

পথিকদিগের চরণে আবার চলার ছন্দ দাও।
গতির আগুনে পুড়ে যাক্ যত বিঘ্ন কণ্টকের॥
সুরাইয়া সম গগনচুম্বী লক্ষ্য তাদের হোক্।
কুল-ঘেরা নদী আযাদী লভুক মুক্ত-সমুদ্রের॥
আঁধার যুগের বুকে এঁকে দাও প্রেম-কলঙ্ক-দাগ।
লজ্জায় যেন মুখ ঢেকে রয় চাঁদ সে আস্‌মানের॥

আমি বুলবুল্, কাঁদি বসে এই ফুলঝরা বাগিচায়।
হে দাতা, তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের।

—(বাঙ্গ-ই-দারা)

তামাম শোধ

শিক্ওয়া

॥ ১ ॥

ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না?
অতীত্ নিয়েই থাক্‌ব ব'সে—ভবিষ্যৎ কি ভাব্‌ব না?
চুপ্‌টি ক'রে বোবার মতন্ শুন্‌ব কি গান বুল্‌বুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী—সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে ক'রব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই!

॥ ২ ॥

সত্য বটে, আমরা তোমার বান্দা সবাই ভক্তপ্রাণ,
তবু আজি লাচার হয়েই গাইতে হ'ল ব্যথার গান।
কণ্ঠবীণা নীরব—তবু ফরিয়াদে পূর্ণ বুক,
ঠোঁটের কাছে গান আসে ত কেমন ক'রে রইব মূক?
এয় খোদা, আজ শোন কিছু অভিযোগও প্রেমিকদের
ভক্তদিগের মুখে শোন নিন্দাবাদও একটু ফের!

॥ ৩ ॥

অজুদ তোমার মজুদ ছিল আযল্ থেকেই—সে নিশ্চয়
কিন্তু ছিলে সমীর-হারা গুল্‌বাগে ফুল যেমন রয়।
ইন্‌সাফেরই দোহাই দিয়ে শুধাই তোমায়—কও আমায়;
খুশ্-বু তোমার ছড়াত কে—না এলে এই প্রভাত বায়?
তোমার খুশির তরেই ছিল পেরেশান সব ভক্তদল,
নয় কি ছিল তোমার নবীর উম্মতেরা সব পাগল?

আযল্—অনাদিকাল। উম্মৎ—শিষ্য-সম্প্রদায়।

॥ ৪ ॥

মোদের আগে এই দুনিয়ার দৃশ্য ছিল—চমৎকার।
পূজত কেহ পাথর-নুড়ি—বৃক্ষলতা কেউ আবার,
সাকার পূজাই ক'রত যারা—মানত না কেউ না-দেখায়,
তারাই আবার কেমন করে পূজবে নিরাকার খোদায়।
বল্‌তে পার: এই দুনিয়ায় নিত' কি কেউ তোমার নাম?
মুসলমানের বাজুর জোরেই কর্‌লে হাসিল্‌ সেই-সে কাম।

॥ ৫ ॥

সেল্‌জুক আর তুরানীরা বাস করিত হেথায় বেশ,
চীন দেশেতে ছিল চীনা—সাসানীরা ইরান-দেশ।
এই ধরাতেই ছিল প্রাচীন সভ্যজাতি ইউনানী,
ইহুদী আর নাসারারা—জানি মোরা—তাও জানি।
কিন্তু, বল, তোমার তরে তেগ্‌-তলোয়ার ধরল কে?
বিগ্‌ড়ে-যাওয়া তোমার বিধান কায়েম আবার ক'র্‌ল কে?

॥ ৬ ॥

মোরাই ছিলাম যোদ্ধা তোমার—বীর-মুজাহিদ—সে নির্ভীক
স্থলে-জলে তোমার তরে যুদ্ধ দিছি দিক্‌বিদিক্‌।
কখনো বা আযান দিছি ইউরোপের ওই গীর্জাতে
কখনো বা তপ্ত-বালু আফ্রিকার ওই সেহ্‌রাতে।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে শান্‌-শওকৎ বাদশাদের,
তেগের তলেও পাঠ করেছি কল্‌মা তোমার তৌহীদের।

সেলেজুক—তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষ। সাসানী—Sasanides. ইউনানী—গ্রীক।

॥ ৭ ॥

যুদ্ধ-বিপদ মাথায় নিতেই ছিল যেন মোদের প্রাণ,
মরণ যেন ছিল মোদের রাখ্‌তে শুধু তোমার মান।
অস্ত্র মোরা নেইনি হাতে রাজ্য-জয়ের মতলবে,
ধনের লোভে জান্‌-হাতে কে যুদ্ধ দিতে যায় কবে?
রত্ন-মাণিক হত'ই যদি মোদের কাছে খুব দামী—
বুৎ না-বেচে—বুৎ-শিকানির নিলাম কেন বদ্‌নামি?

॥ ৮ ॥

যুদ্ধে গেলে পিছ্‌-পা কভু হইনি মোরা ময়দানে
সিংহ-সম শত্রু এলেও হটিয়ে দিছি সবখানে।
বিদ্রোহী কেউ হ'লে তোমার—ছিল না তার রক্ষা আর
অসি কেন? তোপের মুখেও বুক পেতেছি নির্বিকার।
আমরাই ত সবার মনে দাগ কেটেছি তৌহীদের
শুনিয়ে দিছি তোমার বাণী আঘাত খেয়েও খঞ্জরের।

॥ ৯ ॥

তুমিই বল, কে ভেঙেছে দুর্গ-দুয়ার খায়বারের?
কাদের হাতে ধ্বংস হ'ল রাজ্য ও পাট কাইসারের?
মিটালো কে হাতের-গড়া দেবদেবীদের মিথ্যা নাম?
কাফিরদিগের সৈন্যদলে পাঠিয়ে দিল জাহান্নাম?
কে নিভালো যুগান্তরের হোম-শিখা ওই পারশ্যের?
কায়েম সেথায় ক'রল কারা তোমার প্রেমের চর্চা ফের?

বুৎ-শিকানি—প্রতিমা ভঙ্গকরা। তৌহীদ—একত্ববাদ। খায়বার-দুর্গ—মদিনার ইহুদী-দিগের দুর্গ প্রাচীর। কাইসার—রোমক সম্রাট।

॥ ১০ ॥

কোন্ জাতি সে তোমার ছাড়া অন্য কারেও চায়নি আর?
যুদ্ধ দেছে তোমার তরে—করেছে তার জান্ নিসার?
জাহান-কোষা শাম্‌শির কার? জগৎ-জোড়া কার শাসন?
তক্‌বীরে কার উঠত জেগে সুপ্তি-মগন সব ভুবন?
কাদের ভয়ে মূর্তিগুলো থরথরিয়ে কাঁপ্‌ত সব?
মুখ থুব্‌ড়ে বল্‌ত চুপে "হু আল্লাহু আহাদ" রব?

॥ ১১ ॥

যুদ্ধ-মাঝে নামায পড়ার ওয়াক্ত্ যখন আস্‌ত ঠিক
সিজ্‌দা দিতাম কিব্‌লা-মুখে না-চেয়ে কেউ অন্যদিক।
'মামুদ'-'আয়াজ' দাঁড়িয়ে যেত এক-কাতারে এক-সাথে,
তফাৎ কিছুই থাক্‌ত নাক' মনিব এবং বান্দাতে।
সাহেব-গোলাম বাদশা-ফকীর্ সুর মিলাতো এক-তারে,
ফারাক্ কিছুই রইত নাক' এলে তোমার দরবারে।

॥ ১২ ॥

সন্ধ্যা-সকাল ফিরনু মোরা বিশ্ব-ধরার মহ্‌ফিলে,
তৌহীদেরই প্রেমের শারাব বিলিয়ে দিলাম সব দিলে,
তোমার কালাম পৌঁছে দিলাম পাহাড়-মরু-প্রান্তরে,
ফিরেছি কি কোথাও, বল, ব্যর্থ-বিফল অন্তরে!
মরু কেন? সাগর-জলেও ছিলাম মোরা সে দুর্বার,
আট্‌লান্টিক্-বুকেও মোদের ঝাপিয়ে প'ল ঘোড়্-সোয়ার্!

হু আল্লাহু আহাদ—আল্লাহ্ এক। মামুদ—সুলতান মাহমুদ গজনবী। আয়াজ—তাঁহার ভৃত্য।

॥ ১৩ ॥

মিটিয়ে দিলাম কালের পাতায় দাগ ছিল যা অসত্যের,
মানবতায় মুক্তি দিলাম—শিকল কাটি' দাসত্বের।
তোমার কা'বার পেশানিতে, প্রেম-চুম্বন দিলাম দান,
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিলাম তোমার বাণী পাক্-কুর্‌আন্।
তবু মোরা নই ওফাদার?—এ কী কথা আজ কহ?
মোরা যদি নই ওফাদার,—তুমিও দিল্‌দার নহ।

॥ ১৪ ॥

আরও অনেক জাতি আছে—করছে তারাও অনেক পাপ,
কেউ বা ভীরু, অহংকারী, কেউ বা যালিম—বে-ইন্‌সাফ্।
কেউ বা কাহিল্, কেউ বা গাফিল্, অতি-চালাক কেউ বা আর,
হাজারো লোক আছে—যারা তোমার নামে হয় বেজার!
তবু দেখি, তাদের ঘরেই বর্ষ আশিস্ নিরন্তর—
বাজ পড়িতে পড়ে শুধুই মুসলমানের মাথার 'পর।

॥ ১৫ ॥

মন্দিরেতে মূর্তিগুলো কয় হেসে: "দ্যাখ্, আপদ যায়।
কা'বার যারা রক্ষক—সেই মুসলমান আজ নেয় বিদায়।
উট-ওয়ালা কাফেলারা ছাড়ছে যুগের এ-মঞ্জিল
বগল-তলে কুরআন্ নিয়ে যাচ্ছে চলে গোমরা-দিল।"
কাফিররা আজ হাসছে বসে, তোমার কি নাই লজ্জাবোধ?
তোমার সাধের তৌহীদ হায় হচ্ছে যে আজ তামাম্-শোদ্।

ওফাদার—কৃতজ্ঞ। দিলদার—হৃদয়বান

॥ ১৬ ॥

তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই—
পাচ্ছে তারাও ধন-দৌলৎ। বেশত! তাতেও দুঃখ নাই!
কিন্তু একী! কাফিররা পায় এই ধরাতেই "হুর-কসুর,"
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হুরের—স্বর্গপুর!
আফ্‌সোস্! আর আগের মতন নওক' তুমি মেহেরবান,
ব্যাপারটা কী! এখন কেন দাও না মোদের তেমন দান?

॥ ১৭ ॥

মুসলমানের ভাগ্যে এমন দৈন্য কেন নাম্‌ল হায়!
অসীম তোমার শক্তি—তুমি করতে পার মন যা' চায়
মরুর বুকে পার তুমি ফুল ফুটাতে বুদ্‌বুদের
মরীচিকাও হ'তে পারে স্নিগ্ধ পানি পথিকদের।
সইছি মোরা জিল্লাতি আর দুষমন্‌দের টিট্‌কারী
তোমার তরে জান দিয়েছি—বদ্‌লা দিলে এই তারি?

॥ ১৮ ॥

দুনিয়া এখন মোদের ছেড়ে দুষমনদের দেয় পিয়ার
আমরা এখন বেকুফদিগের স্বর্গে আছি—চমৎকার!
আমরা ত আজ হচ্ছি বিদায়! নিচ্ছে তারাই কর্মভার,
দেখো, যেন শেষটা না কও "তৌহীদ নাই বিশ্বে আর!"
আমরা ত চাই—এই দুনিয়ায় কায়েম থাকুক তোমার নাম,
কিন্তু সেটা সম্ভব কী? সাকী ছাড়া থাক্‌বে জাম?

সাকী—সুরা-পরিবেশনকারী। জাম—পানপাত্র।

॥ ১৯ ॥

তোমার সভা নীরব হ'ল, বিদায় নিল প্রেমিক দল
রাতের কাঁদন নাইক এখন, নাইক ভোরের অশ্রুজল।
দিল্ দিয়েছে, পেয়েও গেছে তারা তোমার খুশির দান
কিন্তু তাদের পত্র-পাঠই বিদায় দেছ—দাওনি মান!
যে-আশিক্ আজ গেল চলে আস্‌বে ব'লে আরেক দিন
তারে এখন খুঁজতে হবে জ্বালি' তোমার রূপ-রঙীন্।

॥ ২০ ॥

কায়েস যেথা, লায়লী সেথা—সেই ত বাজে ব্যথার বীণ
নেজ্‌দ্-গিরির উপত্যকায় নাচছে আজো সেই হরিণ।
সেই ত আছে আশিক্-মাশুক্—রূপের যাদু—প্রেমের ফুল,
আজো আছে সেই উম্মৎ—সেই তুমি আর সেই-রসুল,
তবু কেন এই অভিশাপ! বুঝি নাক' এর মানে—
খাম্‌খা কেন দিচ্ছ ব্যথা তোমার প্রেমিকদের প্রাণে!

॥ ২১ ॥

ছেড়েছি কি আমরা তোমায়? কিংবা তোমার নূরনবী?
বুৎ-পূজা কি করছি মোরা? বুৎ বেচে কি খাই সবি?
মোদের দিলে নাই কি এখন তোমার নবীর মুহব্বৎ?
ভুলেছি কি 'উবায়েস' আর 'সাল্‌মাঁর' সেই প্রেমের পথ?
আজও জ্বলে মোদের সিনায় বহ্নি-শিখা তক্‌বীরের
বেলাল সম ভক্তি মোদের আজও আছে তৌহীদের।

উবায়েস্—রসুল-প্রেমিক উবায়েস্ করনী। রসুলুল্লার দান্দান শহীদ হইয়াছে শুনিয়া তিনি নিজের সমস্ত দাঁত ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন।
সাল্‌মাঁ—সাল্‌মান্ ফারসী। রসুলুল্লার প্রেমে ইনিও দেশত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন।

॥ ২২ ॥

মানি, মোদের প্রেম নহেক আগের মতন গভীর আর,
নইক মোরা—যেমন ছিলাম সাচচা খাঁটি ঈমানদার।
লক্ষ্যহারা চঞ্চল মন, কিব্‌লা মোদের নাইক' ঠিক,
তোমার প্রেমের পথ ছেড়ে আজ চলছি মোরা দিক্‌বিদিক্‌,
তুমিই বা সে কম কিসে আর?—কইতে যে পাই শরম-লাজ,
সবার সাথেই কর্‌ছ ত প্রেম! ধরেছ 'হরযায়ী'র সাজ!

॥ ২৩ ॥

ফারাণ-গিরির শীর্ষে যেদিন পূর্ণ হল দীন্‌-ইসলাম,
এক নিমেষেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল তোমার নাম।
প্রেমের আগুন উঠল জ্বলে দিকে দিকে সব হিয়ায়
জল্‌সা হ'ল গুলজার ফের তোমার নূরের দীপ-শিখায়,
আজ কেন নাই মোদের দিলে তোমার তরে সেই সে প্রেম?
ভুলে গেলে? আমরা তোমার—সবহারা ত সেই খাদেম!

॥ ২৪ ॥

নেজ্‌দে এখন আগের মতন সুর শুনিনা জিঞ্জিরের
লায়লী তরে হাওদাতে আর দেয়না উঁকি কায়েস ফের।
কোথায় আজি সেই সে হৃদয়? কোথায় আজি সে উম্মিদ?
ঘর আমাদের উজাড় আজি! ঘিঁরেছে আজ মরণ-নিদ্‌!
সেই শুভদিন আস্‌বে কি ফের—যেদিন মোদের জল্‌সাতে
আস্‌বে তুমি বোর্কা খুলে রূপের আলোক-সজ্জাতে।

'হরযায়ী'—বহু-বিলাসিনী। বিপরীত শব্দ—'একযায়ী'।
ফারাণ—আরবের একটি পর্বত। নেজ্‌দ্‌—আরবের একটি মরু-প্রদেশ। লায়লী—মজনুর প্রেমিকা। কায়েস—মজনুর আসল নাম।

॥ ২৫ ॥

কুঞ্জবনে অপর সবাই ফূর্তি করে—পুলক-প্রাণ
শারাব-হাতে শুন্‌ছে বসে "কুহু-কুহু" কোয়েল-তান,
সেই সে খুশির জলসা থেকে নির্জনে সে অনেক দূর
তোমার প্রেমের দিওয়ানারাও শুন্‌তে চাহে "হু-হু"র সুর।
তোমার প্রেমের পতঙ্গদের দাও দহনের সাধ আবার
বিজলী দিয়ে জাগাও তাদের সুপ্ত-নীরব হৃদয়-তার।

॥ ২৬ ॥

হেজায্ পানে চল্‌ছে আবার পথ-ভোলা সেই যাত্রিদল,
পাখ্‌না-ভাঙ্গা বুল্‌বুল্ ফের উড়ছে দেখ গগন-তল,
কুঁড়ির বুকে গন্ধ কাঁদে, ফুটবে কবে—তাই ভাবে,
দাও ছুঁয়ে তার হৃদয়-বীণা তোমার সুরের মিজ্‌রাবে।
বন্দী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেথায় অনেক অগ্নি-সুর
সেই আগুনে পুড়বে আবার মোদের নতুন পাহাড়-'তুর'।

॥ ২৭ ॥

তোমার নবীর উম্মৎদের মুশ্‌কিলে আজ দাও আসান
পিপীলিকায় কর আবার সুলায়মানের শক্তিদান।
বিলাও তোমার প্রেম-মদিরা—সুলভ কর মূল্য তার,
হিন্দের এই সন্ন্যাসীদের বানাও মুসলমান আবার।
অনেক দিনের ব্যর্থ আশায় ঝরছে চোখে তপ্ত খুন,
তীক্ষ্ণ ছুরির তীব্র আঘাত,—জ্বলছে বুকে তাই আগুন।

'হু-হু'র সুর—'হু' অর্থে আল্লাহ্।

॥ ২৮ ॥

ফুল-বাগিচায় ফুলের বুকে গোপন ছিল যে-খবর
গন্ধ তারেই করল প্রচার—সাজ্‌ল সে তার গুপ্তচর।
চমন-বাগের নাই শোভা আর, শেষ হয়েছে ফুল-ফসল,
গানের পাখী উড়ে গেছে—স্তব্ধ এখন কানন-তল।
এক বুল্‌বুল্‌ গাইছে তবু আজও সেথায় করুণ গান,
বিয়োগ-ব্যথার সুরে সুরে পূর্ণ আজো তাহার প্রাণ!

॥ ২৯ ॥

ডাল হ'তে আজ উড়ে গেছে ঘুঘু পাখী কোন্‌ সুদূর,
শুক্‌নো ফুলের পাপড়িগুলি পড়ছে ঝরে—করুণ-সুর।
কুঞ্জবনের ফুলবীথি—সব অনাদরে শুকিয়ে যায়
নগ্ন শাখা লজ্জাতে আজ মরণ-বরণ করতে চায়!
ফুল-মৌসুম নাই তবুও গায় বুল্‌বুল্‌ এক-মনে
হায় রে, যদি শুন্‌ত কেহ তার এ করুণ ক্রন্দনে।

॥ ৩০ ॥

বেঁচেও কোন আনন্দ নাই, মরণেতেও নাইক সুখ,
সুখ কিছু পাই চিবিয়ে খেলে খুনরাঙা এই আমার বুক।
অনেক আছে পান্না-হীরা আমার দিলের আর্শিতে
ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে কত স্বপ্ন তাহার রোশ্‌নীতে।
কিন্তু কে, আর দেখ্‌বে তারে! চৌদিকে মোর বিরাণ-বাগ,
লালা-ফুলও নাই—যে বুকে ধরবে আমার ব্যথার দাগ!

লালা—একপ্রকার লাল ফুল। বুকে তার কাল দাগ।

॥ ৩১ ॥

আমার হিয়ার ক্রন্দনে আজ দীর্ণ হউক সবার দিল্
আমার "বাঙ্গ-ই-দারা"য় আবার উঠুক জেগে এ-মঞ্জিল।
নবীন প্রেমের অনুরাগে দৃপ্ত হউক সবার প্রাণ
নতুন পিয়াস নিয়ে করুক পুরানো এই শরাব পান।
আরব-দেশের শারাব আমার, পান-পিয়ালা ভিন্-দেশের,
হিন্দের গান হ'লই বা এ। হেজায্-পাকের সুর ত এর।

জবাব্-ই-শিক্ওয়া

॥ ১ ॥

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়,
পাখনা না থাক্, তবুও তাহার উর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্‌তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা—নীল-আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।

॥ ২ ॥

আকাশ-বুড়ো—সে চমকিয়া কয়: কার কথা শুনি এইখানে?
তাহারা কহিল: তাই ত! দেখ ত উপর-তলার আসমানে!
চাঁদ কহে: হাঁ! হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ-স্বর!
কয় ছায়াপথ: আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর!
রিদ্‌ওয়ানই শুধু চিনিল আমারে—আমার করুণ কান্নাতে,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন—ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

॥ ৩ ॥

ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল: "কার এ আওয়াজ?" কয় তারা,
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা!
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর?
আদম-শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধুরন্ধর?
দুনিয়ার এই মানুষ গুলো—সে কত ধড়িবাজ! দেখেছে ভাই!
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা! আদব-লেহাজ মোটেই নাই!

রিদওয়ান—বিহিশতের দ্বার-রক্ষক।

॥ ৪ ॥

এতই ইহারা বে-তমীজ ভাই। খোদার পানেও চোখ রাঙায়।
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজ্‌দা, হায়।
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,
কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড়। জানে না কোনই শিষ্টাচার।
এরাই-কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে। বাপ্‌রে বাপ্‌!
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ। নাদান্‌রা সব বদ্‌-স্বভাব।

॥ ৫ ॥

হঠাৎ আসিল কালাম-ই-আযীম: তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া-পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল্‌ কেঁদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছি: এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।
'শিক্‌ওয়া' এ নয়,—প্রশস্তি মোর। এমন বাচন-ভঙ্গী তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছে সেতু চমৎকার!

॥ ৬ ॥

দান-ভাণ্ডার খোলাই ত মোর; সে দান নেবার সায়েল্‌ কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ-চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর।
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন-মুকুট দেই আনি,
নূতন পৃথিবী—তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী!

॥ ৭ ॥

হৃদয় তোমার ঈমান-বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাঁহার মুখ মলিন!
বুৎ-ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের' ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে—কী অদ্ভুত!
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখ্‌ছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন, ব্যুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব!

॥ ৮ ॥

তোমরাই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের!
খোদার প্রেমিক ছিলে সকলেই—যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিলে সবে আত্মদান।
যাও না, এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন-সে 'একযায়ী'র?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূরনবীর!

॥ ৯ ॥

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিঁদ্‌মহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন! রাখো না'ক' রোজা রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান? 'ওফাদারী'র কি এই মানে?
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক' মান,
আকর্ষণ না রইলে রহেনা চাঁদ-সিতারার আঞ্জুমান!

আযর—হযরত ইব্রাহিমের পিতা। ইনি ছিলেন মূর্তি-নির্মাতা ও পৌত্তলিক।

॥ ১০ ॥

কর্মবিমুখ অলস যাহারা—তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপদাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খেতেছ আজ!
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য-ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা—কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

॥ ১১ ॥

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা—তুলিল তৌহীদের আযান?
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী—সে পাক্-কুরআন্?
তারা কি তোমরা? সে ত তোমাদের বাপদাদা—যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে-হাত রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যৎ'!

॥ ১২ ॥

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হোক্ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর ,আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান;
কাফির যখন মুসলিম হয়—সেও পাবে 'হুর' এক-সমান।
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর'?
মুসাই ত নাই!—'তুর পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর।

॥ ১৩ ॥

লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসুল, এক তোমাদের দীন্-ইস্লাম।
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল্-কুরআন্,
আফ্সোস্, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান।
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ!

॥ ১৪ ॥

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক-রসুলের পাক্-বিধান,
সুখ-সুবিধার যুক্তি-মাফিক কারা চলে আজ আযাদ-প্রাণ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ
বাপ-দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ?
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ!

॥ ১৫ ॥

মস্জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোজা রাখে সব—যতই না কেন কষ্ট হোক্।
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা-কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।
ধনীরা ত সব মত্ত-মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের!

॥ ১৬ ॥

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোমস্ রয়েছে আযানের বটে, আযানের রুহ্ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল্‌গাজালীরে কোথায় পাই!
মস্‌জিদ আজি মর্সিয়া গায়—নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন—তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর!

॥ ১৭ ॥

খুব কহিছ: দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার: মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান!
চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন্,
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ!
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হ'তে পার তুমি সে আফ্‌গান্,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই: বলত' তুমি কি মুসলমান?

॥ ১৮ ॥

সত্য-ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সে সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইত ফল-ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।
প্রীতি-উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল-শারাব,
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান-পিয়ালার রিক্তভাব

আল্-গাজালী—বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক।

॥ ১৯ ॥

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তিমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর—ভয় ছিল তার শুধু খোদার।
পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায়।

॥ ২০ ॥

ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই আদর্শ? এই বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওস্‌মানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের!
মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন্ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলঙ্ক, হায় অবোধ!

॥ ২১ ॥

তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম উর্ধ্বে উঠার দেখিছ স্বপন সুরঙীন,
তার আগে কর দিল্ প্রস্তুত, হও মুসলিম—হও মু'মিন্।
তারা লভেছিল ইরানের তাজ—'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের—মর্যাদাহীন সব এখন।

সুরাইয়া—নক্ষত্র বিশেষ।
কাইকাউস—চিনের বাদশা।

॥ ২২ ॥

আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,—ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান,
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত—রাখিতে ভায়ের প্রাণ।
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কর্মবীর
তোমরা কাঁদিছ কুঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের ফুল-প্রাচীর।
আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীর্তিগাথা সে বীরত্বের
সৃষ্টির বুকে জ্বলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের।

॥ ২৩ ॥

তারার মতন সেদিন শোভিতে তোমার জাতির আস্‌মানে
হিন্দের জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্মণও আজ হার মানে!
উড়িবে বলিয়া বাসা ছেড়ে তুমি ঘুরিয়া মরিছ লক্ষ্যহীন
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার—এখন ছাড়িলে তোমার দীন্‌!
নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন!

॥ ২৪ ॥

কায়েস্‌ এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুর প্রান্তরে
শহরবাসী সে হয়েছে এখন—প্রমোদ-ভবনে বাস করে।
দিওয়ানা সে, তাই মরু বা শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাক্‌-
চাও বুঝি—একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক?
দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের যুলুমবাজির গৎ
প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন—বন্দিনী র'বে প্রেমাস্পদ?

॥ ২৫ ॥

নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ,
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান্।
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান যুগ-শিখায়
দীন-ইসলামের আঁচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়।
থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুল-বাগান।

॥ ২৬ ॥

অশ্রু ফেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব-বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে—নব-পল্লব-গৌরবে
শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাব সৌরভে।
ওই চেয়ে দেখ—প্রভাত-আলোয় রাঙা হয়ে আসে পূব-আকাশ,
নূতন সূর্য উঠিবে এবার—এইত তাহার পূর্বাভাস।

॥ ২৭ ॥

পুরাতন এই সৃষ্টির বাগে ফল খেয়েছে সে অনেক জাত
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত।
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়—শুষ্ক বা কেউ, কেউ সবল,
অনেকে এখনো জন্ম লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল।
ইস্‌লামের এই বিশাল তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায়
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বহু-শতাব্দী কর্ষণায়।

॥ ২৮ ॥

তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভূমির মাটির রূপ,
'মিসর' তোমার 'কিনান্' সমান—দেশকালজয়ী তুমি 'য়ুসুফ্'
ছুটিবে আবার এ নয়া কাফেলা—দাও বাজাইয়া ঘন্টা তার,
সামান্ তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে দ্রুত মরুর পার।
পিল্সুজ্ সম তুমি আছ নীচে, উর্দ্ধে রয়েছে দীপ-শিখা,
সব সংশয় দূর হয়ে যাবে জ্বলিলে তোমার বর্তিকা।

॥ ২৯ ॥

দুঃখ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল-শিরাজীর মূল্যমান।
বিজয়-গর্বী তুর্কী-তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার;
মূর্তি-পূজক যাহারা—তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার!
সত্য-তরীর মাঝি তুমি চির-উর্মি-মুখর সমুদ্রের,
নূতন যুগের যুল্মাৎ-রাতে ধ্রুবতারা তুমি এ-বিশ্বের!

॥ ৩০ ॥

বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুর্কীর পানে—কিসের ভয়?
গাফিল দিগের হুঁশিয়ারি এযে—যাতে তারা সব সজাগ হয়।
দুঃখ করিছ কেন এ বিপদে? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ?
এই ত তোমার আত্ম-শক্তি—বলবীর্যের ইমতিহান্!
দুষ্মন্দের যুদ্ধ-অশ্ব আসুক না রণ-হুঙ্কারে,
সত্যের নূর নিভিতে পারেনা শত্রুসেনার ফুৎকারে।

॥ ৩১ ॥

বিশ্বের চোখে আজো রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্ম-উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য-তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ-প্রতীক্ষায়!
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহীদের।

॥ ৩২ ॥

কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বন্ধ-দ্বার,
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হ'য়ে থেকো নাক' আর—বিয়াবান সম হও বিশাল
মৃদু-সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্ঝা-তুফান প্রাণ-মাতাল।
তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ—প্রেমে 'ও পুণ্যে কর মহৎ
মুহম্মদের নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা-জগৎ।

॥ ৩৩ ॥

তোমার ফুল না ফুটিলে কেমনে গাবে বুল্‌বুল্‌ তারান্নুম্‌,
কেমনে ফুটিবে, কুসুম-কুঞ্জ পুঞ্জে তাবাস্‌সুম্‌!
তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব-জামও রবে না আর,
তৌহীদ গেলে তুমি কোথা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার?
বিশ্ববীণার তারে তারে আজো ধ্বনিছে এ মহা পুণ্যনাম,
নিখিল সৃষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী 'দীন-ইস্‌লাম'!

॥ ৩৪ ॥

আজো ঝঙ্কারি উঠিছে এ-নাম মরু-দিগন্তে গিরি-গুহায়
সাগর-তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ-নাম গাহিয়া যায়।
চীন-দেশে, মরু-মোরক্কে এ-নাম উঠিছে আজিও সকাল-শাম,
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ-নাম।
কিয়ামৎ তক দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য জ্যোতির্ময়,
মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পূর্ণ হইবে—সে নিশ্চয়।

॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কালো আঁখি-তারা সম 'কালো দেশ' ওই আফ্রিকায়
হাজার হাজার বীর-শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
সূর্যের স্নেহ-পালিতা কন্যা—'হিলালী চাঁদের' সেই সে দেশ,
প্রেমিক জনের 'বেলালী দুনিয়া'—বুকভরা যার অশেষ ক্লেশ,
এ নামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও স্নিগ্ধ হয়,
নয়ন-জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া—আঁখি-তারা যথা শান্ত রয়।

॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান হোক্ তব বর্ম,—প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে-খেয়াল! জানোনা কি—তুমি খলিফা আমার মাখ্‌লুকের?
অগ্নিবাণী—সে তক্‌বীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুস্‌লিম হ'লে তদ্‌বীরই তব হইবে তকদীরের সমান।
মুহম্মদেরে ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ-কলম্' লভিবে তোমরা—মাটির পৃথিবী সে কোন্ ছার!

তদ্‌বীর—প্রচেষ্টা।
তকদীর—ভাগ্য, নসীব।
'লউহ-কলম'—ভাগ্য-লেখনী।

মুসাদ্দাস-ই-হালী

রুবাই

ভাটির টানের শেষ-সীমা কেউ দেখতে যদি চাও,
উজান-হারা ইস্‌লামের এই মুখপানে তাকাও।
ভাটার পরে জোয়ার আসে মানবে না কেউ আর
দেখলে মোদের নিম্নগতি—এই সে দরিয়ার।

মুসাদ্দাস-ই-হালী

বিজ্ঞ হাকিম বোক্‌রাতেরে শুধা'ল একজন:
"মরণ-ব্যাধি তোমার মতে বল ত সে কোন্?"
বল্‌লে: "এমন কোন ব্যাধিই দেখতে নাহি পাই—
ওষুধ যাহারি খুদাতা'লা পয়দা করেন নাই।
শুধুই কেবল এক বিমারের ওষুধ নাহি আর—
হাকিমকে যে মানে না আর লয়না বিধান—তার।"

২

"বুঝাও যদি তার সে রোগের কারণ ও লক্ষণ,
হাজার রকম ভুল দেখাবে অম্‌নি সে তখন।
মান্‌বে না সে কোনই দাওয়া, কোনই যোগাযোগ,
এম্‌নি করেই দিনে দিনে বাড়াবে তার রোগ।
হাকিমকে সে এতই বিকট দেখ্‌বে চোখে তার—
জীবন-প্রদীপ ঘির্‌বে শেষে মরণ-আঁধিয়ার।"

৩

এম্‌নি দশাই এই দুনিয়ায় মোদের কওমের,
জাহাজ তাহার ঘূর্ণীজলে ডুব্‌ছে সমুদ্রের!
কিনারা সে অনেক দূরে, তুফান ভারী তায়,
হর্‌দম্ এই ভয় পাছে হায় জাহাজ ডুবে যায়।
আজব! তবু আরোহীরা ফিরছে না ক' পাশ,
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে,—পড়ছে না নিশ্বাস।

৪

মাথার উপর কুলক্ষণে মেঘ ছেয়েছে ওই,
বিপদ যেন মূর্তি ধ'রে হাসছে সততই।
দুষ্ট শনি এদিক-ওদিক ঘুরছে অনুক্ষণ,
উঠছে ধ্বনি ডাইনে-বামে করুণ সে ক্রন্দন:
কাল কী ছিলি, আজ কী হ'লি? এম্‌নি নসীব-দোষ!
এই জাগিলি, এই ঘুমালি? হায় রে কি আফ্‌সোস!

৫

এই অভাগা কওম তবু এতই বে-খেয়াল
অধঃপাতের মাঝেও তাহার ফূর্তিতে মুখ লাল!
পথের ধূলায় লুটায়, তবু দেমাগ না ফুরায়,
রাত পোহা'ল, তবু এরা আরামে ঘুম যায়।
জিল্লাতীতেও হয় না এদের দুঃখ কি আফ্‌সোস্
পরের সুখেও জাগে না-ক ঈর্ষা-অসন্তোষ!

৬

পশুর দশা, এদের দশা—একই বরাবর
যে-দশাতেই থাকুক, এরা খুশীই নিরন্তর।
বদনামীতেও ঘৃণা নাহি, সাধ নাহি যশেও,
দোযখ দেখেও ভয় করে না—চায় না বেহেশতেও।
দীন্‌কে কেহই দেয় না আমল, কাজ করে না তার,
অথচ তার বদ্‌নামী বেশ ক'রছে চমৎকার!

৭

সেই দীন্—যা দুশমনেরে বানায় বেরাদার
জানোয়ারও হয় গো মানুষ পরশ পেয়ে যার।
হিংস্র পশুর বুকেও যে গো বহায় প্রেমের বান,
রাখালকে যে করতে পারে আমীর ও সুলতান;
পশুর চারণ-ভূমির মতই নগণ্য যে দেশ—
তারেও যেবা দান করিল মহিমা অশেষ!

৮

কী ছিল সেই আরব-ভূমি—বল্‌ছি কথা যার ?
তুচ্ছ উপদ্বীপ সে ধরার, জান্‌ত না কেউ আর।
বিশ্ব সাথে তার কোনদিন ছিল না সংযোগ,
রাজা-প্রজা কেউ ছিল না—এমনি দুর্ভোগ।
তমদ্দুনের যেথায় কোন পড়েনি আলোক,
তরক্কী তার হয়নি কিছুই, গোমরাহ্ ছিল লোক।

৯

আবহাওয়া তার এম্‌নি ছিল স্বভাব-প্রতিকূল
জন্য সেথায় পায়নি কোন প্রতিভা বিল্‌কুল।
যন্ত্র কিছুই ছিল না ক' এমনতর সে—
হৃদয়-দুয়ার খুলতে পারে যাহার পরশে।
না ছিল তার পানি কিংবা সবুজ বাগিচা
বৃষ্টি ছাড়া জিন্দেগানীর ভরসা মিছা।

১০

যমীন্ ছিল শক্ত-পাথর, হাওয়া আগুন-প্রায়,
বালু-ভরা লু'র তুফানই বইত সে হাওয়ায়।
মরুর মায়া-মরীচিকা পাহাড়-শিলাস্তূপ,
মাঝখানে তার বাব্‌লা-খেজুর বন সে অপরূপ;
ক্ষেত্রে কোনই চাষ ছিল না, পতিত ছিল ভুঁই।
সম্পদ তার এই ছাড়া আর ছিল না কিছুই।

১১

জ্ঞান-গরিমায় গরবিনী মেছের ও ইউনান—
আরব দেশে রোশ্‌নি তাদের পায়নি কোন স্থান,
চাষ-না-করা যমীন সম বন্ধ্যা ফলহীন
মানবতা পতিত ছিল—শুষ্ক সুকঠিন।
গিরি-গুহায় মুক্তমাঠে ছিল তাদের বাস,
আকাশ-তলে ডেরা ফেলেই কাট্‌ত বারোমাস।

১২

আগুনকে কেউ করত পূজা নির্ভয়ে রাতদিন
সূর্য্য-তারা-চন্দ্র-পূজায় কেউ বা ছিল লীন,
ত্রিত্ববাদের পানেও কারো ছিল মনের টান
ঘরে ঘরে ছিল অযুত মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠান।
ভুলিয়ে নিত কেউ বা কারেও মিথ্যা ছলনায়,
মুগ্ধ বা কেউ যাদুকরের মন্ত্র-মহিমায়।

১৩

কা'বা ছিল দুনিয়া মাঝে খুদার প্রথম ঘর,
খলিল যাহার ভিত্তিমূলে রাখ্‌ল গো প্রস্তর,
যে-ঘর হ'তে বইবে কালে ঝরণা আলোকের—
এই কামনা ছিল মনে বিশ্ব-পালকের,
সেই ঘরই হায় তীর্থ হ'ল পুতুল-দেবতার,
খুদার নামের চিহ্ন সেথায় রইল না ক আর!

১৪

এক্‌-এক দলের খুদা ছিল এক্‌-এক প্রতিমা
কেউ বা 'হবল' কেউ বা 'সাফা'র গাইত মহিমা।
'ওজ্জা'রে কেউ, 'নায়লা'রে কেউ পূজ্‌ত নিরন্তর—
এমনি তর নূতন খুদা ছিল হরেক ঘর।
নূরানি চাঁদ ঢাকা ছিল জলদ-নিকরে,
গভীর আঁধার ছড়িয়ে ছিল 'ফারাণ'-শিখরে।

১৫

চাল ও চলন ছিল সবার পশু-প্রকৃতির,
লুট-তরাজ ও মারপিটে সব অদ্বিতীয় বীর।
ঝগড়া-ফ্যাসাদ নিয়েই তাদের কাটত বারোমাস,
ছিল না ক' আইন-কানুন কশাঘাতের ত্রাস।
হত্যা-লুটে ছিল তারা এম্‌নি সুচতুর—
বনের যত হিংস্র পশুও নয় ক তত দুর।

১৬

লাগ্‌ত যেথায় আড়ি, সেথায় টল্‌ত না কেউ আর,
শান্তি কভু জান্‌ত না ক' তাদের সে-ঝগড়ার।
আপোষ মাঝে ঝগড়া যদি লাগ্‌ত দুজনায়
শত শত দল তখনি বিগড়ে যেত হায়!
একটা আগুন-ফুলকি যদি উড়ত গগনে,
সেই আগুনে লাগত আগুন সকল ভবনে।

১৭

'বকর' ও 'তগ্‌লবের' লড়াই উদাহরণ দি'—
যে-লড়ায়ে গুজ্‌রে গেল অর্দ্ধ শতাব্দী;
হালাক হ'ল নিঃশেষে তায় হাজার হাজার দল,
সারা আরব সেই আগুনে পুড়ল অনর্গল।
ধন-দৌলৎ-দেশ-বিজয়ের ছিল না সেই রণ,
ছিল সেটা মূর্খতারি মস্ত নিদর্শন।

১৮

এম্‌নিতর বেধেছিল যুদ্ধ আরেকটা—
'হর্‌বে-অহেস্‌' নামে মশ্‌হুর ছিল গো সেটা।
চলেছিল সেটাও বহুৎ দিবস ধরিয়া
ব'য়েছিল তাতেও ভীষণ লহুর দরিয়া,
'আসমানী' এই রক্ত-রণের কারণ দেছেন যে—
ঘোড়দৌড়ে বদমায়েসী ক'রেছিল কে।

১৯

পশুচারণ নিয়ে কোথাও ঝগড়া হ'ত জোর,
কার ঘোড়াটা আগ বাড়ালো?—আমার না কি তোর?
কে যাবে কোন্‌ পথ বেয়ে ওই নহর-কিনারে?
কে খাবে বা খাওয়াবে কে পানি কাহারে?
এমনিতরই তর্ক হ'ত নিত্য সবাকার,
এম্‌নি করেই এ ওর শিরে হান্‌ত তলোয়ার।

২০

কন্যা-শিশু পয়দা হ'ত যদিই কারো ঘর,
কুৎসা-ভয়ে পাষাণ হ'ত মায়েরও অন্তর।
দেখ্‌ত যদি—স্বামী তাহার চাইল না হেসে
জ্যান্ত কবর আস্‌ত দিয়ে অম্‌নি তারে সে।
ঘৃণা ভরে কোল খালি তার করত তখনি—
প্রসব যেন করেছে সে মনসা-ফণি।

২১

মত্ত হ'য়ে রইত সবাই জুয়ারই আড্ডায়
শরাব-মুখেই জন্ম যেন নিচ্ছ্‌ল ওরা হায়!
মাতলামিতেই ছিল ওদের আনন্দ-সম্পদ,
সব দিকেতেই ওদের দশা এম্‌নি ছিল বদ্‌।
এমনি বদের হালেই ওদের কাট্‌ল কত যুগ,
মন্দ এসে দিনে দিনে ঢাক্‌ল ভালোর মুখ।

২২

হঠাৎ যেন জাগ্‌ল শরম অন্তরে খুদার,
'বু-কেবায়েছ' পানে এল মেঘ সে করুণার!
মক্কা-ভূমি দান করিল গচ্ছিত সেই ধন—
সাক্ষ্য যাহার যুগে যুগে দিচ্ছিল ভুবন।
'আমিনা' মা'-র কোলে খুদা রাখ্‌ল সে সওগাত—
'ইবরাহিমের' দোওয়া সে আর 'ঈসার সুসংবাদ'!

২৩

চক্রবালে উঠ্‌ল যেন ভাগ্য-চাঁদিমা
দূর হ'ল সব বিশ্ব হতে আঁধার কালিমা!
ছুট্‌ল না তার কিরণ বটে অল্প কিছুক্ষণ,
রেসালাতের চাঁদে ছিল মেঘের আবরণ;
কালের স্রোতে চল্লিশ সাল গুজরে গেল যেই—
'হেরা'-গিরির উর্ধে সে চাঁদ উদয় হল সেই।

২৪

নিখিল ধরার রহমৎ সে—মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ-করা গরীবদিগের গোপন মনোসাধ।
মুসিবাতের বন্ধু সে যে সবার চিরদিন,
আপন ও পর সবার দুখেই সমান সে গম্‌গীন্‌,
ফকীর এবং জঈফ যারা, তাদের সে আশ্রয়,
অনাথ-এতিম গোলামদিগের সে যে বরাভয়!

২৫

অতি বড় অপরাধীও পায়গো তাহার মাফ,
বদমায়েশের বুকেও তিনি আঁকতে পারেন ছাপ,
ঝগড়া-ফ্যাসাদ মিটিয়ে সবার শান্ত করেন দিল্‌
কবিলাদের মাঝেও তিনি ঘটান মনের মিল!
এম্‌নি মহাপুরুষ এলেন 'হেরা' হইতে
পরশমনি হস্তে—আরব-বস্তী-ভূমিতে!

২৬

স্পর্শে তাহার সোনা হ'য়ে গেল গো মাটি,
আলগ্‌ ক'রে দেখিয়ে দিলেন মেকী ও খাঁটি,
পুঞ্জীভূত যুগের আঁধার ছিল যে-দেশে
সেই সে আরব নূতন কারা ধরল নিমেষে!
তুফান-মাঝে ডুবছে তরী, ভরসা নাই আর—
এমন সময় হাওয়ার গতি ফিরল যেন তার!

২৭

খনির ভিতর মণি যেন ছিল সুগোপন,
জান্‌ত না কেউ, বেকার প'ড়েই রইত সে সবখন্‌,
অন্তরে তার স্বভাব-সুলভ ছিল যে-সব গুণ
মাটির সাথে মিশে মাটিই হচ্ছিল দ্বিগুণ,
শুধুই কেবল জান্‌ত খুদা কার হাতে কখন্‌
পরশ পেয়ে সঠিক স্বরূপ ধরবে সে রতন!

২৮

আরব-গরব বিশ্ব-শোভন মহাপুরুষ সেই
সঙ্গে নিয়ে একদা সব মক্কাবাসীকেই
মাঠের দিকে গেলেন খুদার হুকুম পাইয়া,
'সাফা'-গিরির শীর্ষে উঠি কহেন ডাকিয়া :
"হে দেশবাসি! নির্ভয়ে আজ খোল সবার মুখ,
কহ—আমি সত্যবাদী, অথবা মিথ্যুক?"

২৯

বল্‌লে সবাই : "সত্যবাদী তুমি—সে বে-শক,
তোমার কওল মিথ্যা হ'তে শুনিনি আজ তক্।"
কহেন রসুল উত্তরে তার : "তাহাই যদি হয়,
যে-কথা আজ বল্‌ব সবায়, করবে কি প্রত্যয়?—
'সাফা'-গিরির পশ্চাতে এক বিরাট সেনাদল
খুঁজছে ব'সে হামলা করার সুযোগ ও কৌশল।"

৩০

বল্‌লে সবাই : "মান্‌ব মোরা তোমার কথাই ঠিক,
বাল্য হ'তেই 'আমিন' তুমি, বিশ্বাসী নির্ভীক।"
কহেন রসুল : "এম্‌নিতরই আস্থা যদি রয়,
শুন তবে—বল্‌ছি যা, তা মিথ্যা হবার নয়—
যেতে হবে এখান থেকে সব কাফেলাকেই,
ভয় রাখো সেই ভীষণতম আস্‌ছে সময় যেই।"

৩১

বিজ্‌লী-সম হেদায়েতের সেই সে বাণীতে
লাগ্‌ল কাঁপন সারা আরব-হৃদয়খানিতে।
সবার মনেই জাগ্‌ল কি-এক নূতন অস্বস্তি,
এক আওয়াজে উঠ্‌ল জেগে ঘুমন্ত বস্তি;
সাড়া দিল সেই-সে ডাকে সবারি অন্তর,
খুদার নামে মুখর হ'ল পাহাড় ও প্রান্তর।

৩২

দিলেন তখন রসুল সবায় শরিয়তের পাঠ,
দেখিয়ে দিলেন হকিকতের গোপন যে পথ-ঘাট,
যুগের যত গলদ-গ্লানি সংশোধিলেন সব,
দীর্ঘ দিনের সুপ্ত প্রাণে জাগ্‌ল কলরব।
যে-ভেদ আজো পায়নি প্রকাশ নিখিল দুনিয়ায়,
যবনিকা সরিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন তায়।

৩৩

সৃষ্টি-দিনের প্রতিজ্ঞা সব গিছ্‌ল ভুলে বেশ,
ভুলে ছিল বান্দারা সব প্রভুর যে-আদেশ,
জগত-সভায় চল্‌ছিল জোর শরাব আঙুরের,
ছিল না কেউ প্রেমিক খুদার প্রেমের শরাবের।
তৌহিদের ঐ গেলাস কেহই ছোঁয়নি এতটুক্‌,
মারুফাতের মদের জালার বন্ধ ছিল মুখ।

৩৪

হুকুম খুদার কী, আর তাহার ফল কী হবে বা,
আদি কোথায় অন্ত কোথায় জান্‌তনা কেউ তা।
খুদা ছাড়া সবই তাদের লাগ্‌ত সুমধুর
খুদার থেকে প'ড়ে ছিল বান্দা বহুৎ দূর।
নবীর বাণী শুনেই তাদের মন হল চঞ্চল—
মেষপালকের ডাকে যেমন চমকে পশুর দল।

৩৫

বল্‌লে নবী : "আল্লা ছাড়া নাইক মা'বুদ আর,
মনে-মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবে শুধুই তাঁর।
তাঁরই হুকুম যোগ্য কেবল প্রতিপালনের,
যোগ্য তাঁহার সরকারই ঠিক চাকরী গ্রহণের।
লাগাও যদি দিল্‌, ত লাগাও তাঁহার সাথেই ঠিক ;
ঝুঁকাও যদি, ঝুঁকাও মাথা তাঁহারি নজ্‌দিক্‌।"

৩৬

"তাঁহার পরেই রাখবে আশা-ভরসা বিল্‌কুল্‌,
তাঁহার প্রেমেই হওগো সবাই দিওয়ানা মশগুল্‌,
ভয় যদি কেউ কর কারেও—কর তাঁরি ভয়,
তাঁহার খোঁজেই মর সবাই, মরতে যদি হয়।
শরিক কেহই নাই যে খুদার, সে যে লা-শরিক,
তাঁহার চেয়ে বড় কেহই নাইক—জেনো ঠিক।"

৩৭

"জ্ঞান ও বিবেক পায় না নাগাল তাঁহার স্বরূপের,
তুচ্ছ সেথায় জ্যোতির্মালা চন্দ্র ও সূর্য্যের।
শাহান্‌শাহ ও সম্রাটও হায় সেইখানে দুর্ব্বল,
খুদার প্রেমিক বন্ধুদেরও বন্ধুতা নিষ্ফল;
তুল্য রূপেই তুচ্ছ সেথায় মূর্খ ও বিদ্বান,
ধার ধারে না কারেও খুদা—কে সাধু শয়তান।"

৩৮

"নাসারাদের মতন কেহই পড়ো না ধোঁকায়—
খুদার বেটা ব'লে যেন পূজো না আমায়।
আমি যা' তার চাইতে বেশী দিও না মোর মান,
বাড়িয়ে আবার কমিয়ে দেওয়া—সেই ত অপমান।
সকল মানুষ খুদার কাছে যেমন নতশির
আমিও ঠিক তেম্‌নি তাঁহার বান্দা জেনো স্থির।"

৩৯

"মূর্ত্তি গ'ড়ে তুলো না কেউ কবরকে আমার,
সিজদা যেন না কর তায়, দেখো, খবরদার!
আমার চেয়ে তোমরা ত কেউ বান্দাতে নও কম,
তুমি-আমি এক-বরাবর—দুর্ব্বল ও অক্ষম।
তোমায় আমায় প্রভেদ যেটুক্‌ নয় ক সে অদ্ভুত—
আমি শুধুই বান্দা নহি—আমি খোদার দূত।"

৪০

এমনি করেই শুদ্ধ ক'রে নিলেন সবার দিল্,
চক্ষে সবার দৃষ্টি দিলেন শান্ত-অনাবিল।
বেঁধে দিলেন খুদার সাথে সবার প্রাণ ও মন,
উঠ্‌ল জেগে আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধন।
বহু দিনের পালিয়ে যাওয়া অবাধ্য সব দাস
ফিরে এসে শুন্‌ল যেন প্রভুর যা' ফরমাশ।

৪১

মিল্‌ল যখন লক্ষ্যপথের অজানা সন্ধান,
অসীম ধনের খোঁজ পেল যেই রিক্ত কাঙাল প্রাণ,
হৃদয় যখন উষ্ণ হ'ল, লাগল প্রেমের ছাপ,
তৌহিদেরি পরশ পেয়ে দিল্ হ'ল সব সাফ,
তখন রসুল দিলেন সবায় বিধান দুনিয়ার
সভ্যতারি আইন-কানুন—আচার-ব্যবহার।

৪২

শিখিয়ে দিলেন কতখানি মূল্য সময়ের,
প্রাণে দিলেন চেতনা ও উৎসাহ কর্ম্মের,
দিলেন ব'লে: "ধন-দৌলত পুত্র-পরিবার,
সব বাঁধনই একে-একে টুটবে দুনিয়ার,
শুধুই কেবল সৎকাজে যা করবে সময় ক্ষয়
তাহাই তোমার সঙ্গে র'বে—অনন্ত অক্ষয়।

৪৩

"পীড়ার আগে স্বাস্থ্য যা' তার খুবই বহুত দাম,
মূল্য বেশী কাজের আগের প্রশান্ত বিশ্রাম।
জরার চেয়ে যৌবনই তাই কাম্য সবাকার,
প্রবাস চেয়ে শ্রেয়: সবার গৃহ আপনার।
দরিদ্রতার চাইতে বেশী পছন্দ-সই ধন,
থাক্‌তে সুযোগ কর তোমার কার্য সমাপন।"

৪৪

জ্ঞান-সাধনার মন্ত্র সবায় দিলেন অতঃপর,
"দুনিয়াতেই মগ্ন যারা, তারা খুদার পর।
কিন্তু যারা খুদার ধ্যানে মত্ত নিশিদিন,
জিন্দেগী-ভর জ্ঞান-বিদ্যার চর্চাতে রয় লীন,
দুনিয়াতেও তারা যেমন লুটবে নিয়ামৎ
আখেরাতেও পাবে তারা খুদার রহমৎ।

৪৫

মানব-প্রীতি, মানব-সেবা শিখিয়ে দিলেন, আর
ব'লে দিলেন: "ইস্‌লামের এই চিহ্ন চমৎকার,—
প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাই রাখবে মুহাব্বৎ
সুখ-সুবিধা দেখবে তাদের সব কাজে আলবৎ।
নিজের লাগি খোদার কাছে চাইবে যাহা—তাই
সব মানুষের তরেও তোমার তেমনি চাওয়া চাই!

৪৬

"সেই মানুষের পরে খুদা করেন না রহম—
হৃদয়ে যার ব্যথার পরশ লাগেনি একদম,—
মাথায় কারো পড়লে বিপদ বজ্রেরই আঘাত,
যেই নিঠুরের প্রাণে না হয় দুখের ছায়াপাত।
যমীন্ পরে কর তোমার করুণা-প্রেম দান,
আরশ হ'তে করবে দয়া তোমার রহমান।"

৪৭

ভয় দেখালেন অন্যায় আর পক্ষপাতিত্বের,
বুঝিয়ে দিলেন: "সহায় যারা হয়গো এ-কাজের
মরুক-বাঁচুক—আমার দলের নয় তারা নিশ্চয়
আমিও তাদের নই ক সাথী—তারাও আমার নয়।
যাদের হাতে হয় মানুষের লাঞ্ছনা-দুর্ভোগ
তাদের সাথে খুদার প্রেমের নাই ক কোন যোগ।"

৪৮

পাপ থেকে সব দূরে থাকার দিলেন নসিহৎ—
"পাপ না করার চাইতে বড় নয় ক ইবাদৎ।
পর্‌হেজগারীই জীবন মাঝে করেছে যে সার,
আবেদ কভু পারে নাক' সমান হ'তে তার।
পরহেজগারের তারিফ তুমি করবে যেথায় ভাই,
আবেদ যারা তাদের নাম আর তুলো না সে ঠাঁই।"

৪৯

শ্রমের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন গরীব লোকের মন,
দিলেন ব'লে: "আপন হাতে কর উপার্জন।
সেই টাকাতে নিজের-পরের কর উপকার,
ভিখ মাগিতে হবে নাক' তবেই পরের দ্বার।
শ্রম ক'রে মহৎ যদি হও এ দুনিয়ায়,
শোভা পাবে পরকালে পূর্ণ চাঁদের প্রায়।"

৫০

ধনী যারা তাদের তরে দিলেন উপদেশ:
"ধনী লোকের মাথায় আছে দায়িত্ব অশেষ;
শ্রেষ্ঠ মানব হ'তে যদি সাধ জাগে তোমার,
দুস্থ মানব-জাতির তরে হওগো মদদ্‌গার।
যুক্তি-পরামর্শ ছাড়া ক'রো না কেউ কাম,
হঠাৎ কোন কাজ ক'রে কেউ নিওনা বদ্‌নাম।"

৫১

"রইবে নাক" লোকের তখন সুখের সীমা আর
মিলবে যখন ধনীর এমন মধুর ব্যবহার।
কিন্তু যখন ধনী হবে জালিম ও দাম্ভিক
আপন সুখের তরে নাহি চাইবে পরের দিক,
সেই জমানায় মঙ্গল নাই—আছে অশেষ দুখ
বেঁচে থাকার চাইতে তখন ম'রে যাওয়াই সুখ।"

৫২

ছল-চাতুরী হ'তে তাদের ফিরিয়ে দিলেন দিল্,
হৃদয় হ'ল পুণ্য-প্রেমের আনন্দ-মঞ্জিল;
মিথ্যা-প্রবঞ্চনা হ'তে বাঁচিয়ে দিলেন সব,
খুশী হ'ল তাদের 'পরে মানুষ এবং 'রব্'।
সত্য কথা বল্‌তে তাদের রইল না আর ডর,
প্রথম উপদেশই হ'ল পবিত্র অন্তর।

৫৩

শিখিয়ে দিলেন স্বাস্থ্য-সুখের নিয়ম ও কৌশল,
প্রাণে দিলেন ভ্রমণ করার তীব্র কুতূহল;
সওদাগরীর সুফল তাদের বুঝিয়ে দিলেন বেশ,
দিলেন ব'লে কেমন ক'রে ক'রবে শাসন দেশ
রাস্তা-ঘাটের চিহ্ন তাদের দেখিয়ে দিলেন সব,
দিলেন তাদের মানব-জাতির প্রভুত্ব-গৌরব।

৫৪

স্বভাব তাদের, এমন করেই বদলালো অভ্যাস—
কুপথগামী হ'ল আবার সত্য-ন্যায়ের দাস।
দোষ যা ছিল গুণ হ'ল সব, উল্টে গেল ভাব,
আত্মা হতে দেহ তাদের লাগল পেতে লাভ;
বাতিল ক'রে দিছল ফেলে মিস্ত্রী যে-প্রস্তর
তারেই এনে ধ'রল যেন সবার চোখের 'পর।

৫৫

পেল যখন উম্মৎ-সব খুদার নিয়ামৎ
সকল কাজই পালন যখন করল রেসালৎ
খুদার উপর দাবী যখন রইল না বান্দার,
দুনিয়া ছেড়ে তখন রসূল গেলেন পরপার।
রেখে গেলেন ওয়ারিশ তার এতই সে সুন্দর—
কওম সে এক—তুলনা যার নাই এ-ধরার 'পর।

৫৬

সবাই তারা দীন্-ইস্লামের ফরমান্-বর্দার,
সবাই তারা মানব-জাতির বন্ধু মদদ্গার।
সবাই তাদের আইন মানে আল্লা-রসূলের,
দুঃখ ঘুচায় বিধবা আর এতিম-দরিদ্রের,
এড়িয়ে চলে সবাই তারা পৌত্তলিকতায়—
সত্য-ন্যায়ের নেশায় তারা মত্ত হয়ে যায়।

৫৭

শত্রু তারা অজ্ঞানতার এবং কুশিক্ষার,
ফেরেববাজী মোনাফেকীর ধারে না কেউ ধার;
শরিয়তের হুকুমে দেয় লুটিয়ে সবার শির,
খুদার রাহে কোরবানি দেয় ঘর-বাড়ী সব বীর;
সকল বিপদ মাঝে তারা দেয় পেতে নিজ বুক,
আল্লা ছাড়া ভয় করে না কারেও অতটুক্।

৫৮

যদিই কভু তাদের ভিতর জাগ্ত মতভেদ
সত্য তাহার ভিত্তি ছিল, ছিল না তায় খেদ।
ঝগড়া তারা করত বটে, মিথ্যা সেটাও নয়,
সেই বিরোধেই ঘট্ত কালে মিলন মধুময়।
স্বাধীনতার আলোক-ধারায় করত তারা স্নান,
পরশে যার সতেজ হ'ল বিশ্ব-গুলিস্তান।

৫৯

খানা-পিনায় ছিল না ক আড়ম্বরের লেশ,
ছিল তাদের অতি-সরল সাদাসিদে বেশ,
একই রকম প'রত পোষাক আমীর ও লস্কর
ধনী-গরীব ছিল সবাই একই বরাবর;
মালী যেন একটা বাগান বানিয়ে দিল ভাই—
সব গাছই যার সমান—কোথাও উঁচু-নীচু নাই।

৬০

খলিফা সে ছিল তাদের এমন নেগাহ্‌বান—
রাখাল যেমন মেষের পালে দৃষ্টি করে দান।
মুস্‌লিম আর অ-মুস্‌লিমে ছিল না বিচ্ছেদ,
বাদশা-গোলাম এক বরাবর—নাইক কিছুই ভেদ
বাঁদী-বেগম একই রকম থাক্‌ত দু'জনায়—
দুঃখে-সুখে মায়ের পেটের দুইটি বহিন্‌ প্রায়।

৬১

সত্য-পথে চলতে তারা করত পরাণ-পণ
সত্য তরেই মিত্র হ'ত—দুশ্‌মনও কখন্‌;
জ্বল্‌ত না ক হঠাৎ তাদের অনুরাগের আগ
মুখে তাহার বদ্ধ ছিল শরিয়তের বাগ্‌।
নরম হ'ত তারা যেথায় নরমই দরকার,
গরম হ'ত আবার যখন পড়ত তাকিদ্‌ তার।

৬২

মিতব্যায়ী হ'ত তারা যেথায় হওয়া চাই,
দাতা হ'ত তারাই আবার—তুলনা তার নাই।
নিয়ন্ত্রিত ছিল তাদের মুহাব্বৎ ও ক্রোধ,
অকারণে করত না কেউ দুস্তী কি বিরোধ।
মিলন তারা চাইত নাক' অসত্য বন্ধুর
সত্য হ'তে রইলে দূরে—তারাও র'ত দূর।

৬৩

খেয়াল যখন তাদের মনে জাগল তরক্কীর
সবখানেতেই আঁধার ছিল তখন ধরণীর।
অন্ধকারে ঘুমিয়ে ছিল অন্য সকল জাত,
উচ্চ যারা ছিল, তারাও গিছল্‌ অধঃপাত;
তারার মতন আজ যে-জাতি জ্বল্‌ছে গগন-গায়
তারাও ছিল অবনতির নিম্ন সীমানায়।

৬৪

হীব্রু জাতির সুদিন তখন লুপ্ত অবসান,
নাসারাদের তখন কিছুই ছিল না সম্মান,
ইউনানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষিপ্ত দুনিয়ায়,
শিরাজ-নগর তুচ্ছ তখন—জানত না কেউ তা'য়।
ডুবু-ডুবু রোমের জাহাজ—জীর্ণ ও জঈফ্,
নিভু-নিভু ইরান দেশের প্রতিভা-প্রদীপ।

৬৫

হিন্দুস্তান—সেথাও ছিল গভীর আঁধিয়ার,
অতীত যুগের জ্ঞান-গৌরব ছিল না আর তার।
অন্ধকারে মগ্ন ছিল সারা 'আজম' দেশ
ছিল নাক' কারো মনেই ধর্ম্ম ভাবের লেশ;
করত নাক' কেহই তখন ভাগ্যবানের ধ্যান
ইরানীরাও ভুলেছিল 'ইয়াজদানের' গান।

৬৬

চতুর্দ্দিকে বইতেছিল ঝন্‌ঝা-বিপদ ঘোর,
অত্যাচারের তীক্ষ্ণ ছুরি চল্‌ছিল তায় জোর;
ছিল নাক' শাস্তির শেষ—কিংবা প্রতিকার,
করত না কেউ খুদার-দেওয়া দানের ব্যবহার।
জগৎ জুড়ে ছিল তখন অমঙ্গলের মেঘ,
ছিল শুধুই জুলুম এবং অশান্তি-উদ্বেগ।

৬৭

আজকে যারা মানব জাতির দুঃখে দয়াশীল,
হিংস্র পশুর মতই তাদের কঠোর ছিল দিল্।
আজ যেখানে ন্যায়-বিচারের দণ্ড বিরাজমান,
অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল গো সেই স্থান।
মোদের প্রতি আজকে যাদের দেখ্‌ছি অনুরাগ
ছিলেন তারা এক সময়ে নর-খাদক বাঘ!

৬৮

শিল্প-কলার কদর যেথায় দেখ্‌ছি আজি বেশ,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার নাই ক যেথায় শেষ,
রহমতের বারি যেথায় হচ্ছে বরিষণ,
ধন-দৌলত যেথায় আজি দেখছি অগণন,
সেথায় আগে ছিল নাক' সভ্যতার এক লেশ,
পুণ্য-আলোর ঝর্ণা-ধারা পশেনি সেই দেশ।

৬৯

উপায় কিছু ছিল নাক' যেথায় তরক্কীর
পথ ছিল না যেথায় কোন নূতন প্রগতির,
যে ময়দানে পড়েনি ক চিহ্ন কারো পা'র
সেই অজানা মাঠই তাদের হ'তে হ'ল পার!
কানে তাদের পৌঁছল যেই সত্যের আহ্বান
পথ দেখিয়ে চল্‌ল নিয়ে এম্‌নি তাদের প্রাণ।

৭০

মক্কা হ'তে উঠল হঠাৎ একটি বাদল-মেঘ
ফেল্‌ল ছেয়ে সকল ধরা তাহার গতি-বেগ,
বহুদূরে পৌঁছল তার চমক ও গর্জ্জন,
গঙ্গা হ'তে তাইগ্রীস্ তক্ নাম্‌লো গো বর্ষণ;
জলে-স্থলে কেহই কোথাও রইল নাক' বাদ
বিশ্ব-জগৎ সবুজ হ'য়ে উঠ্‌ল অকস্মাৎ।

৭১

উর্ম্মি লোকে আনল ধরায় আলোর শতদল
যে-আলোকে নিখিল ধরার মুখ হ'ল উজ্জ্বল,
আরব-আযম হ'তে তারা দূর করিল বোৎ
বাঁচিয়ে দিল আপন হাতে ডুবছিল যে-পোত,
কালের বুকে এঁকে দিল তৌহেদেরি ছাপ
উঠল রণি' আল্লাহুর নাম—দূর হ'ল সব পাপ।

৭২

সুমঙ্গলের প্রভাব প'ল অমঙ্গলের 'পর
অধর্ম্ম ও পাপ রাজ্যের লাগল প্রাণে ডর,
প্রজ্বলিত অগ্নি-চিতা নিভল দুনিয়ার
মন্দিরেতে উঠল কেঁপে মূর্তি দেবতার;
ধ্বংস হল অন্য সবাই, রইল কা'বার ঘর
ছোট ছোট দল এসে সব মিলল পরস্পর।

৭৩

নাসারারা তাদের কাছে শিখল কতই জ্ঞান
চরিত্র-বল—সেটাও যে গো মুসলমানের দান।
আদব-লেহাজ তাদের কাছেই শিখল পারসিক,
শতমুখে বন্দনা-গান গাইল গো সাগ্নিক।
মূর্খতা ও গোঁড়ামিরে ক'রল তারা দূর,
উজল হ'য়ে উঠ্‌ল সবার অন্ধ হৃদয়-পুর।

৭৪

জাগিয়ে ছিল যে-জ্ঞান ছিল লুপ্ত 'আরাস্তু'র,
'আফলাতুনের' সুপ্ত বীণায় আন্‌ল নূতন সুর,
হরেক শহর পল্লী হ'ল যেন সে 'ইউনান'
সব মানুষে ক'রল তারা নূতন আলোক দান;
সরিয়ে দিল পর্দা চোখের, ফুটল সবার চোখ
উঠল জেগে বিশ্ব-নিখিল—দ্যুলোক ও ভূলোক।

৭৫

দিল্‌-পিয়ালা ক'রল তারা শরাবে ভরপুর,
সকল ঘাটের পানি পিয়েই ক'রল পিয়াস দূর,
আগুন-পানে পতঙ্গদল যেম্‌নি ছুটে যায়
আলোর পানে তেম্‌নি তারা ছুটল পাগল-প্রায়;
হারামণির মতন তারা ফিরল খুঁজে জ্ঞান,
কুড়িয়ে নিল যেথায় যেটুক্‌ পেল গো সন্ধান।

৭৬

গবেষণায় লাগল তারা সকল বিভাগেই,
সব দিকেতেই রইল তারা সবার আগেই।
কৃষিকাজে শিল্পে হ'ল তুলনাবিহীন,
ভূ-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকেই করল প্রদক্ষিণ;
সকল দেশেই গড়ল তারা নূতন ইমারৎ,
সকল জাতিই তাদের কাছে শিখল তেজারৎ।

৭৭

আবাদ ক'রে তুলল তারা বিরান্ যে সব দেশ,
সকল লোকের সুখের তখন রইল না আর শেষ,
বিজন ভূমি ছিল যে সব—বন্য পাহাড়-মাঠ,
স্বর্গসম হ'ল যে-সব, বস্ল দোকান-পাট;
বসন্ত আজ যে-বাগিচায় ফুটায় রঙিন ফুল
তারাই তারে বানিয়েছিল,—নাইক তাতে ভুল!

৭৮

বড় বড় রাস্তা কত—তুলনা নাই তার,
দুই ধারে তার গাছের ছায়া দিব্বি চমৎকার,
স্থানে স্থানে পাথর পোঁতা—পথের যে নির্দ্দেশ,
মাঝে মাঝে সরাইখানা দেখতে লাগে বেশ!
সে-সব তারাই বানিয়েছিল আপন প্রতিভায়,
সেই কাফেলার চিহ্ন এ-সব সন্দেহ নাই তায়।

৭৯

দেশ-বিদেশে করতে ভ্রমণ চাইত তাদের প্রাণ,
সকল মহাদেশেই তারা করত' অভিযান,
কত সাগর পাড়ি দিত, ছিল না তার শেষ.
লঙ্কা দ্বীপে বাঁধত বাসা, ঘর সে অপর দেশ।
স্বদেশ-বিদেশ ছিল তাদের একই বরাবর,
মাঠ-ময়দান ছিল তাদের যেন আপন ঘর।

৮০

তাদের গতি-বিধির কথা বলব কি আর হায়,
নিশান তাদের উড়ছে আজো তামাম দুনিয়ায়।
'মালয়' দেশে আজো আছে চিহ্ন তাদের পা'র
কাঁদছে ব'সে তাদের তরে আজো 'মালাবার'।
ভোলেনি ক তাদের কথা তুহিন হিমালয়,
আজো বহে জিব্রালটার তাদের পরিচয়।

৮১

এই ধরণীর বুকে কোথাও নাইক এমন স্থান,
যেথায় তারা সৌধ তাদের করেনি নির্মাণ,
আরব-মেছের-হিন্দুস্তান—আন্দালুস আর শাম
তাদের প্রাসাদ-মালায় হ'ল নয়ন-অভিরাম,
লঙ্কা হ'তে হিস্পানি তক্ যাওনা তুমি ভাই,
দেখতে পাবে—চিহ্ন তাদের আছে সকল ঠাঁই।

৮২

পাথর দিয়ে তৈরী প্রাসাদ ছিল যা সুন্দর
আজকে সেথায় শৈবাল দল জমছে তাহার 'পর!
যে-সমাধি-সৌধে ছিল গম্বুজ স্বর্ণের,
যে-মসজিদে উঠত ধ্বনি মধুর আজানের,
সব আজিকে মলিন—কোথাও নাই ক' সে শওকৎ,
যামানা আজ তুলে নেছে তাহার যা বরকৎ।

৮৩

সুদূর ভূমি ইউরোপের ওই আন্দালুসিয়ায়
অতীত যুগের কীর্তি তাদের আজো আছে হায়!
যাও যদি কেউ—দেখবে তাদের ধ্বংস-অবশেষ,
বলছে যেন আল্‌হাম্‌রা ছিন্ন-মলিন বেশ—
"আরব আমার জন্মদাতা—আদ্‌নানী খান্দান,
তাদের স্মৃতির চিহ্ন ধরায় আমিই বিরাজমান।"

৮৪

'গ্রাণাডাতে' পাচ্ছে প্রকাশ তাদের গরিমা
'বলন্‌সিয়া' গাইছে আজো তাদের মহিমা,
'বাৎলিউসে' কীর্ত্তি তাদের আজো সমুজ্জ্বল
অশ্রু তাদের 'কাদেস'-ভূমে ক'রছে ঝলমল;
'আশ্‌বেলিয়ায় ঘুমিয়ে আছে নসীব তাদের হায়,
'কর্ডোভা' ওই কাঁদছে তাদের বিয়োগ-বেদনায়!

৮৫

যায় যদি কেউ কর্ডোভাতে দেখতে দশা তার,
দেখে যদি মস্‌জিদ তার, মেহরাব আর দ্বার,
দেখে যদি হেজাজীদের প্রাসাদমালার শেষ,
দেখবে তাদের অতীত্‌ যুগের খুশ-নসীবের রেশ।
ধ্বংস মাঝেও ভাগ্য তাদের হাস্‌ছে নিরন্তর—
স্বর্ণকণা হাসে যেমন পথের ধূলির 'পর।

৮৬

সেই 'বাগদাদ'—ছিল যাহা নগরী-গৌরব
জলে-স্থলে ছিল যাহার প্রভাব ও বৈভব,
'আব্বাসী'দের নিশান যেথায় উড়ত নিরন্তর,
স্বর্গ হ'তেও ছিল যে দেশ মধুর ও সুন্দর।
বদ্‌নসীবের ঘূর্ণীবায়ু উড়িয়ে নেছে তায়—
ভেসে গেছে সে আজি হায় তাতারী বন্যায়!

৮৭

যায় যদি সেই বাগদাদে কেউ নিয়ে জ্ঞানের কান
প্রতি-ধূলিকণায় তাহার শুন্‌বে যে এই গান:
"ইসলামের ওই সূর্য্য যেদিন ছিল সমুজ্জল
বাতাস হেথায় সবার প্রাণে আনত নূতন বল;
ধন্য হ'ল 'এথেন্স' ইহার পেয়ে পরশ দান,
এই খানেতেই নূতন জীবন পেয়েছে 'ইউনান্‌'।'

৮৮

'লোকমান্' আর 'সক্রেটীসে'র অমূল্য সব জ্ঞান,
'বোকরাত' আর 'আফলাতুনে'র অক্ষর সব দান;
শিক্ষা 'আরাস্তু'র সে দামী—বিধান 'সোলনে'র
সবই ছিল নিম্নে চাপা কালের কবরের।
এই খানেতেই আবার তারা পেল নূতন প্রাণ—
হারানো ফুল ফুটলো ফের এই যে গুলিস্তান।

৮৯

জ্ঞান-পিপাসা ছিল তাদের এতই সুগভীর—
ওষুধ যেমন জরুরী হয় কঠিন বিমারীর।
তৃষ্ণা তাদের মিট্‌ত না ক, ভর্‌ত না ক প্রাণ,
বর্ষা-হিমে সেই পিপাসার হ'তনা নির্ব্বাণ,
উটের পিঠে বোঝাই হ'য়ে খলিফাদের ঘর
ভ'র্‌ত এসে মিসরী আর ইউনানী দফ্‌তর।

৯০

যে তারকা উঠ্‌ল জ্বলে পূর্ব্ব-গগন-গায়
পশ্চিম দেশ উজল হ'ল যাহার কিরণ-ভায়,
যাদের মহা-গ্রন্থাবলী আপন মহিমায়
প্যারিস-রোমের কুতুব খানায় আজো শোভা পায়,
আন্‌ল যারা নূতন সাড়া তামাম দুনিয়ায়—
বাগদাদের ওই গোরস্থানে ঘুমিয়ে তা'রা হায়।

৯১

মনে পড়ে 'সাঞ্জার' আর 'কূফার' সে ময়দান
যেথায় ছিল বৈজ্ঞানিকের মিলন-প্রতিষ্ঠান,
জাহান জরীপ করার কতই ছিল সরঞ্জাম,
অংশ মেপে পূর্ণ পাবে—ছিল মনস্কাম।
সারা জগৎ কাঁদছে আজি স্মরণ করি' তায়
আব্বাসীদের যে জ্ঞান-সভা কোথায় গেল, হায়!

৯২

সমরকন্দ্ ও আন্দালুসের মধ্যে যত স্থান
তাদের গড়া মানমন্দির ছিল বিরাজমান,
'কাসিউনের, পাহাড় এবং 'মোরাগা' প্রান্তর
সকল থানেই বিলাপ-ধ্বনি উঠ্‌ছে নিরন্তর;
বিশ্ব-বুকে কীর্তি যাদের আজো সমুজ্জ্বল—
কোথায় গেল সেই মুস্‌লিম-জ্যোতির্বিদের দল।

৯৩

ঐতিহাসিক নামে যারা আজ্‌কে খ্যাতিমান,
দিচ্ছে যারা নূতন নূতন গবেষণার দান,
লুপ্ত পুঁথি-পত্র খুঁজে সকল দুনিয়ার
করছে যারা নিত্য কতই তথ্য আবিষ্কার,
আরবেরাই তাদের প্রাণে দিল-এ-উল্লাস,
তাদের কাছেই শিখ্‌ল জগৎ লিখতে ইতিহাস।

৯৪

তাওয়ারিখের ক্ষেত্র জুড়ি ছিল আঁধার ঘোর
রেওয়ায়েতের চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছিল জোর,
বিচার-আলোর সূর্য ছিল লুপ্ত মেঘের গায়,
শাহাদতের সাধ ছিল যে ঢাকা কুয়াশায়,
জ্বাল্‌ল আলো সে ময়দানে যখন আরবগণ
সব কাফেলাই পেল আপন পথের নিদর্শন।

৯৫

নবীর এলেম শিক্ষা তরে ছিল সে এক দল
খুঁজে বাহির ক'রল যারা সত্য হ'তে ছল,
গোপন কোন অসত্যেরই ক'রল না ক মাফ্,
সকল দাবীদারের দাবীই ক'রল পরিমাপ,
স্রষ্টা ছিল তারাই বিচার-সমালোচনার
রুদ্ধ হ'ল সকল পথই মিথ্যা ছলনার।

৯৬

কতই সফর ক'রল তারা, জ্ঞানের পিয়াসায়
দেশ-বিদেশে ছুটল তারা ইহারই আশায়।
যাহার কাছে যে জ্ঞানটুকু ছিল সুগোপন,
খুঁজে খুঁজে ক'রল বাহির—ক'রল তা' গ্রহণ।
পরখ ক'রে আপন হাতে দেখ্‌ল সে সব জ্ঞান,
নিজে নিল, আর সবারেও ক'রল তাহা দান।

৯৭

রাবীদিগের ভুলও তারা করত প্রদর্শন,
দোষ ও গুণের তুল্য বিচার ছিল তাদের পণ;
ওস্তাদদের গলৎ কোথায় দেখিয়ে দিত তাও
তাদের হাতে পায়নি রেহাই বুজর্গ এমামরাও।
মিথ্যা পরহেজগারের তারা ছিল যেন যম,
মোল্লা-সুফী—কারেও তা'রা ছাড়েনি একদম।

৯৮

জীবনী ও হাদীস-শরিফ তাদের মহাদান,
গাইছে তারা আজো তাদের মুক্ত মনের গান;
মুসলমানের তরেই শুধু নয় ক সে সম্পদ,
সকল জাতিই তাহার মাঝে পাচ্ছে আপন পথ;
উদার ব'লে বিশেষ দাবী করছে যারা আজ
বলুক তারা, কে দিল সেই উদারতার সাজ?

৯৯

ললিত-কলার ছিল না ক কেহই কদরদান,
বাগ্মিতা ও সুষ্ঠু ভাষার ছিল না ক মান;
প্রাণ ছিল না তখন রোমের শিল্প-রচনার
নির্বাপিত অগ্নি তখন পারস্য ভাষার,
এমন সময় জ্বল্‌ল বাতি আরবী সাহিত্যের —
সেই আলোকে খুল্‌ল নয়ন বিশ্ববাসীদের।

১০০

লোকে যখন দেখ্‌ল কী তেজ আরবী জবানের,
দেখ্‌ল যখন সুযোগ আছে তাহার প্রয়োগের,
পড়ল যখন অন্তরে ছাপ তাদের কবিতার,
শুন্‌ল যখন ওজস্বিনী বক্তৃতা বক্তার,
বুঝ্‌ল যখন তাদের মধুর কাব্য এবং শ্লোক,
মূক যেন মুখর হল—অন্ধ পেল চোখ।

১০১

নিয়ম-কানুন জান্‌ত না কেউ নিন্দা-প্রশংসার,
জানত না কেউ দুঃখে-সুখে ভাষার ব্যবহার,
বক্তৃতা বা উপদেশের ছিল নাক' জ্ঞান
বেকার হ'য়ে থাকত বসে কলম ও জবান;
তারাই আবার ভাব ও ভাষায় ভরল ধরার বুক,
ফুটিয়ে দিল বিশ্ববাসীর মৌন-নীরব মুখ।

১০২

গ'ড়ল তারা দিনে দিনে চিকিৎসা-বিজ্ঞান,
সকল জাতিই শ্রদ্ধাভরে নিল তাদের দান;
প্রাচ্য দেশেই শুধু তাদের ছিল নাক' যশ,
প্রতীচ্যেও করেছিল তারা তাদের বশ,
'মালাবো'তে ছিল তাদের চিকিৎসা-মন্দির,
প্রতীচ্যে সে ছিল যেন কস্তুরী প্রাচীর।

১০৩

'আবুবকর', রাযী', 'আলী', 'ইব্‌নে-ঈসা' আর
হাকিম 'মিনা'—নাম হয়েছে 'আভিসিনা' যার,
'এব্‌নে-ইস্‌হাক', 'বয়তার' আর 'কায়েস' জ্ঞানবান্‌
বিশ্বে এঁদের তুলনা নাই—অমর এঁদের দান।
প্রাচ্য দেশের সকল জাতিই খবর রাখে তার,
পাশ্চাত্যের মুক্তি-তরী করল এরাই পার।

১০৪

শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য আর গণিত-রসায়ন
স্থপতি আর ভাস্কর্য্য—বিজ্ঞান-দর্শন,
খগোল-ভূগোল-জ্যামিতি আর ধর্ম্ম আলোচন
ইহকাল ও পরকালে চায় যা’ মানব-মন,—
যেদিকেতেই চাওনা কেন, করনা সন্ধান,
সকলখানেই দেখতে পাবে তাদের মহাদান।

১০৫

আরবদিগের গুলিস্তাঁ আজ শুকিয়ে গেছে হায়,
একটি জগৎ মুখর তবু তাদের প্রশংসায়;
আরবদিগের বর্ষণে আজ সবুজ চরাচর,
প্রভাব তাদের আজো আছে শাদা-কালোর ’পর।
যে-জাতি আজ সকল জাতির শীর্ষে সমাসীন
তাদের এ দান স্বীকার তারা করবে চিরদিন।

১০৬

দীন্-ইস্‌লামের হুকুম জারী ছিল যতদিন
মুসলমানও সহজ-সরল ছিল ততদিন,
মধু যেমন ময়লা হ’তে থাকে সদাই সাফ্
খাদ পারে না চাঁদির গায়ে দিতে যেমন ছাপ,
তারাও ছিল তেমনি ধারা স্বতন্ত্র একদল
ফলিয়ে গেছে ধরায় তারা মুক্তা-মোতির ফল!

১০৭

পবিত্রতার উৎস যখন রুদ্ধ হ’ল হায়,
হেদায়েতের বন্ধন আর রইল নাক’ পা’য়।
পালিয়ে গেল ‘হুমা’ পাখী সুমুখ হ’তে যেই,
খুদার বাণী তাদের উপর পূর্ণ হ’ল সেই:
“যে-তক্ কোন কওম নিজের বদ্‌লাবে না হাল,
তাদের দশা বদলাবো না আমি ততকাল।”

১০৮

খাবার হ'তে ক'রল শুরু তাদের দশা তাই,
উর্দ্ধ হ'তে অধঃপতন এমন দেখি নাই।
মিলন-মেলা সাঙ্গ হ'ল তাদের দুনিয়ায়,
উন্নত-শির লুটিয়ে প'ল পথের ধূলায় হায়
লাগ্‌ল আগুন তাদের গড়া সবুজ বাগিচায়,
মিলিয়ে গেল মেঘের ছায়া সুদূর গগন-গায়।

১০৯

রইল নাক' মর্য্যাদা আর, রইল নাক মান,
ধন-দৌলত সবই গেল, ভাগ্য হ'ল ম্লান।
একে একে বিদায় নিল বিদ্যা ও কৌশল;
ভাল যাহা ছিল, হ'ল নষ্ট ও নিষ্ফল।
বাকী কিছুই রইল নাক' দীন্‌-ইস্‌লামের কাম,
রইল জেগে ধরার 'পরে শুধুই তাহার নাম।

১১০

একটি উঁচু টিলা যদি এমন পাওয়া যায়—
যেখান হ'তে নজর চলে তামাম দুনিয়ায়,
সেই টিলাতে চড়ে যদি এমন জ্ঞানী জন
নিখিল ধরার দৃশ্যাবলী করতে নিরীক্ষণ।
দেখবে তখন তফাৎ যে এক আজব রকমের,
তফাৎ যেমন দেখে লোকে আকাশ-পাতালের।

১১১

দেখতে পাবেন তিনি হাজারে হাজার
স্বর্গসম সবুজ সতেজ অনেকগুলি তার,
সবাই তাদের হাস্যময়ী তপ্ত-তাজা প্রাণ
দিনে দিনে বাড়ছে তারা, হয়নি রোদে ম্লান।
শাখায় তাদের হয়নি বটে আজো ফুল ও ফল,
তবু তারা সেই আশাতেই আনন্দে উজ্জ্বল।

১১২

আবার তিনি দেখতে পাবেন একটি বিরাম বাগ
উড়ছে যেথায় ধূলি-কণা, জ্বলছে যেথায় আগ,
পাইক সেথায় লতায়-পাতায় শ্যামলতার চিন,
ছোট ছোট ডালগুলি তার শুষ্ক-বিমলিন,
ফুল ফুটিবার সম্ভাবনা নাইক সেথায় আর,
পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য এখন সকলগুলিই তার।

১১৩

বাদল সেথায় করছে যেন দাহন করার কাজ,
চৈতী হাওয়া আসতে সেথায় পায় যেন গো লাজ।
বিরক্তি আর অবহেলায় পূর্ণ যে ঠাঁই হায়,
বসন্ত বা হেমন্ত কেউ দেয় না পরশ তায়।
সেখান থেকে উঠ্‌ছে আওয়াজ, শুন্‌বে সকলেই—
"দুনিয়াতে ইস্‌লামেরি বিরান-বাগান এই!"

১১৪

হেজাজীদের ধর্ম্মের সেই জাহাজ চমৎকার,
নিশান যাহার উড়ত নভে তামাম দুনিয়ার
বিপদে যে ভয় করেনি কোনোদিন এক লেশ,
পারস্য বা লাল-সাগরে হয়নি নিরুদ্দেশ,
সাত সাগরের বুকেই যে হায় করত পারাবার,
গঙ্গা-সাগরে পরেই ডুবি হবে কি আজ তার?

১১৫

জ্ঞানী কেহ শোনেন যদি পেতে জ্ঞানের কান,
শুনতে পাবেন লঙ্কা হ'তে কাশ্মীর—যেখান
তরুলতায়, গিরি-গুহায় উঠ্‌ছে মহানাদ,
ব্যথার সুরে সবাই যেন করছে ফরিয়াদ—
কালকে যাদের ছিল খ্যাতি জগৎ জোড়া নাম
আজকে তারাই হিঁদুস্তানের কলঙ্ক-দুর্ণাম।

১১৬

রাজ্য তাদের হারিয়ে গেছে, দুঃখ কিছুই নাই,
চিরস্থায়ী ইজারা সে ছিল না ত ভাই!
যামানারই গরদেশ এ, উপায় কী আর তায়?
সিকান্দারও আছে যেমন দারাও আছে হায়!
বাদশাহী সে খোদায়ী নয়,—রয় না চিরকাল,
আজকে আমার, কালকে তোমার,—চিরদিন এই হাল।

১১৭

খুদাতা'লার ইচ্ছা কায়েম ছিল যতদিন—
দুনিয়াতে প্রচার হউক মুহাম্মদের দীন্,
ততদিনই বিশ্ব জুড়ে লাগল কোলাহল,
দিলেন তিনি তোমাদেরে রাজ্য এবং বল,
মতলব তাঁর: তোমরা গা'বে তাঁরি দীনের জয়,
জানি নাক পাছে কেহ এই কথা না কয়!

১১৮

তোমাদিগের হস্তে যখন মিটল আশা তাঁর,
রাজ্য তিনি কেড়ে নিলেন, দিলেন নাক' আর।
তা'হোক, তবু আফসোস এই হে নবীর উম্মৎ
মানবতার রাজ্য সাথে হ'ল কি রোখ্‌সৎ!
বাদশাহী সে মুখোশ কি গো ছিল বাহিরের—
স'রে যেতেই বেরিয়ে প'ল স্বরূপ তোমাদের?

১১৯

এই দুনিয়ায় এমন জাতি আছে ত ভাই ঢের
বাদশাহী বা রাজশক্তি নাইক যাহাদের,
কিন্তু তবু এমন বিপদ কোথাও দেখি নাই—
ঘরে ঘরে অধঃপতন,—দৈন্য সকল ঠাঁই।
চড়ুই এবং বাজ পাখীরা উড়ছে কী সুন্দর,
আমাদেরই নাইক যেন পাখ্‌না কি বা 'পর।

১২০

আকাশ-পথে চরণ ফেলে চল্‌ত যে জাতি
সকল কাজেই জ্বলত যাদের প্রতিভা-ভাতি,
বিশ্ব-সভায় ছিল যাদের আসন মহিমার,
'খায়রুল্‌-উম্ম্‌' ছিল যারা শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার,
এখন শুধুই চিহ্ন তাদের আছে বিরাজমান,
গণতি করার বেলাই কেবল তারা মুসলমান।

১২১

এ-ছাড়া আর মোদের মাঝে নাইক কিছুই হায়?
সৃষ্টি কিছুই করিনি ক' নিজের প্রতিভায়,
মনে-মুখে ধ্যান-ধারণায় কথায়, বা কাজে
তবিয়তে কিংবা স্বভাব-চরিত্র-মাঝে
কোথাও মোদের ভাল কিছুই নাইক সে একদম;
থাকে যদি; নিয়ম সে নয়, সে যে ব্যতিক্রম।

১২২

সকল কাজেই পাচ্ছে প্রকাশ মোদের নীচতাই,
কমিনাদের চেয়েও মোরা হীন্‌ হয়েছি, ভাই।
কলঙ্কিত করছি মোরা বাপ-দাদাদের নাম,
মোদের হাতে পাচ্ছে তারা লজ্জা ও দুর্নাম।
নষ্ট মোরা করছি শুধুই বুজর্গগণের মান,
ডুবিয়ে দিচ্ছি আরবদিগের শরাফতের দান।

১২৩

বিশ্ব-সভায় নাইক মোদের কদর ও ইজ্জত
আপন ও পর কারো সাথেই নাইক মুহাব্বৎ।
চিত্তে মোদের দুর্ব্বলতা, মাথায় অহঙ্কার,
চিন্তা মোদের অনুন্নত, শূন্য জ্ঞানাধার,
মুখে মোদের ভালবাসা, অন্তরেতে বিষ,
স্বার্থ-সাধন তরেই মোদের যা-কিছু মিল-মিশ।

১২৪

মোদের হাতে নাইক কোনই রাজ্য-শাসন ভার
উচচ পদেও নাইক মোদের তেমন অধিকার,
বিদ্যা-জ্ঞানে যেমন মোরা পিছিয়ে আছি ভাই,
শিল্প-কলায় তেম্‌নি মোদের কোনই দখল নাই,
নওকরীতেও নাইক মোদের তেমন কোন স্থান,
ব্যবসা এবং বাণিজ্যেতেও নাইক কোন দান।

১২৫

অধঃপতন ঘটেছে আজ এতই মোদের হায়,
ধ্বংশ-মুখের কাছাকাছি পেঁীছে গেছি প্রায়।
দুনিয়া হ'তে গেছে মোদের মান-ইজ্জত সব,
উন্নতির আর নাইক আশা, নাই কোন গৌরব,
শুধুই কেবল এক আশাতেই রেখেছি সব প্রাণ—
বেহেশ্‌তে ঠাঁই দেবেন মোদের আল্লা মেহেরবাণ।

১২৬

দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার নাইক মোদের সখ,
খুদা তা'লার তত্ত্বকথাও জানি না যে শক
চোখের 'পরে দেখ্‌ছি ঘরের প্রাচীর খাড়া বেশ,
ভাব্‌ছি মনেঃ ওই আমাদের জীবন-পথের শেষ।
পুকুর-ঘেরা মাছের মতন বদ্ধ হ'য়ে হায়
পুকুরটারেই ভাবছি মোরা নিখিল ধরার প্রায়।

১২৭

বেহেশ্‌ত্‌, এরেম, মাল মফিল্‌ আর নহরে-কওসর,
সাগর-নদী-বন-উপবন পাহাড় ও প্রান্তর,
কতই কি যে আছে—তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই,
কিতাবেতে নিত্য নূতন দেখতে মোরা পাই।
দেখ্‌ছি নাক' আপন চোখে যে-সব যতক্ষণ
আসমানে না যমীনে তা'—বলবে সে কোন্‌ জন?

১২৮

অমূল্য সেই মূলধন—যা' সকল ধনের সার
সভ্য জগৎ যা' নিয়ে আজ করছে গো কারবার,
সুখ-সম্পদ-ধন-দৌলৎ সবারি যা মূল
নামটি যাহার 'সময়'—তাহার নাইক কোন ভুল,
সেই সময়ের পানে মোরা করিনা দৃক্‌পাত,
মুফৎ মোরা দান করি সেই বেহেশ্‌তী সওগাত।

১২৯

পয়সা যদি একটি কেহ মোদের কাছে চায়,
অনেকেরই কম-বেশী তা দেওয়া হবে দায়;
কিন্তু মোদের দীন-দুনিয়ার সেই যে মহা ধন—
ধরায় যাহার প্রতিকণা অমূল্য রতন—
সেই সময় কষ্ট করায় কষ্ট মোদের নাই,
ইহার বেলায় দাতা মোরা খুবই হ'তে চাই!

১৩০

দিন-রজনীর প্রহরগুলির হিসাব যদি লই
মিলবে নাক' এমন প্রহর একটি দু'টি বই—
যাতে মোরা ভবিষ্যতের করেছি সঞ্চয়,
বেশীর ভাগই হচ্ছে মোদের কষ্ট অপচয়।
এমন কি কেউ নাইক জ্ঞানী, বুঝতে পারে বেশ—
এক নিমেষেই জিন্দেগী তার হয়ত হ'বে শেষ?

১৩১

মেষপালকের ভক্ত কুকুর—তারও আছে জ্ঞান,
মেষের পানে সজাগ হ'য়ে রয় সে নেগাহ্‌বান।
পালের ভিতর একটি পাতার শব্দ যদি হয়,
বাঘের মতন তড়াক্ ক'রে খবর তাহার লয়।
এক হিসাবে মোদের চেয়ে ওরাও ভাল, ভাই,
ফরয কাজে ওদের মাঝে গাফলতি ত নাই।

১৩২

পাশ্চাত্যের জাতিরা সব চল্‌ছে বেয়ে পথ
লাভ ক'রেছে ধরায় তা'রা অমূল্য সম্পদ,
সকল গুরুভারই তা'রা বইছে মাথার 'পর
ম'রতে জানে—তাই তা'রা আজ হয়েছে অমর।
চল্‌ছে তা'রা, চলার নেশায় এম্‌নি ভরপুর—
যেতে হ'বে তাদের যেন আরো অনেক দূর।

১৩৩

একটা দিনও ভোগ করে না তা'রা শয়ন-সুখ
দুঃখ-বিপদ সইতে তা'রা নয় ক পরাঙমুখ,
খোয়ায় নাক' তা'রা কভু আপন যে মূলধন,
একটি পলও বেকার ব'সে রয় না তাদের মন।
চরণ তাদের জানে নাক' পথের অবসাদ,
চলছে তা'রা নিয়ে বুকে আরও চলার সাধ।

১৩৪

কিন্তু মোরা যেথায় ছিলাম, আছি সেখানেই:
জড়ের মতন পড়ে আছি, গতি মোদের নেই।
থাকা এবং না-থাকা—দুই সমান মোদের ভাই,
মরার আগেই আমরা যেন দুনিয়াতে নাই!
যেন মোদের যে-কাজ ছিল করার দুনিয়ায়,
শেষ করেছি, এখন শুধুই মরতে বাকী, হায়

১৩৫

এই ভারতে হিন্দু জাতি—তারাও গরীয়ান
তা'রাও আজি লাভ করেছে সম্পদ ও মান,
বাণিজ্যেতে দক্ষ তারা অর্থে নহে হীন,
কালের সাথে তাল মিলিয়ে চল্‌ছে নিশি দিন,
ছেলেমেয়ের বিদ্যাদানে কৃপণ তা'রা নয়,
কউমী কুয়ৎ অনেকখানি করেছে সঞ্চয়।

১৩৬

দোকান তাদের, বাজার তাদের,—যেখানেতেই যাই
তাদের হাতেই সওদাগরী দেখ্‌তে মোরা পাই।
দেশ-বিদেশে আছে তাদের কতই না কারবার,
কাজ করালেই জানে তারা এই জীবনের সার।
দেশ-জননীর মুক্তি তরে তারাই আশার স্থল,
তাদের অফিস, তাদেরই সব কারখানা ও কল।

১৩৭

বিশ্ব-সভায় আজকে তা'রা পাচ্ছে কতই মান,
উচ্চ আসন অধিকারে তা'রাই গরীয়ান।
তাদের মধুর ব্যবহারে সবাই খুশী হয়,
শিষ্টাচার ও বিনয়েতেও পিছপা তা'রা নয়;
সকল রকম শিল্প কাজেই দেখতে তাদের পাই,
শ্রমের কাজে তাদের কোন অমর্যাদা নাই।

১৩৮

নম্র-মধুর স্বভাব তাদের এতই চমৎকার
কটু কথা শুনেও তারা দেয় না জবাব তার।
সবার সাথেই করে তারা ভদ্র ব্যবহার।
মাথায় তাদের নাইক দেমাগ, নাইক অহঙ্কার।
করে নাক' তারা কারো অবজ্ঞা প্রকাশ।
চোগলখোরী করাও তাদের নয় ক বদভ্যাস।

১৩৯

ভূতল শায়ী হলেও তারা দাঁড়ায় আপন পা'য়,
আঘাত পেলেও কৌশলেতে তারা বেঁচে যায়,
সকল ছাঁচেই মানায় তারা, খায় তারা বেশ খাপ,
ভোল বদলায়—যখন দেখে প্রয়োজনের ছাপ;
সময় যখন যেমন পড়ে, তারাও তেমন হয়,
জানে তারা কালের কুটিল গতির পরিচয়।

১৪০

কিন্তু মোদের দৃষ্টি এতই উদার ও সুন্দর
উঁচু-নীচু সবাই মোদের একই বরাবর!
রাখি নাক' মোরা কিছুই খবর দুনিয়ার
কে মেরেছে কোথায় কখন, জীবন আছে কার,
যে-দিকেতেই যখন মোরা ফিরাই মোদের চোখ,
মনে পড়ে সবাই ছোট,—মোরাই বড় লোক!

১৪১

দিন-রজনী সময় মোদের দিচ্ছে এ-আভাস:
আমার সাথে মিল্ রেখে সব কর বসবাস;
রাখতে যারা পারে নাক' আমার সাথে তাল,
তাদের থেকে দূরে থাকি আমি চিরকাল।
সকল সময় এক দিকেতে নাও চলে না ভাই
হাওয়া যেদিক বয় যেদিকে তোমার চলা চাই।

১৪২

শীতের হাওয়া বইছে আজি চমন-বাগিচায়
বাগবান আজ দৃষ্টি তাহার ফিরিয়ে নেছে হায়,
থেমে গেছে সুরের লহর, গাইছে না বুল্‌বুল্,
গুলিস্তাঁ সে হয়েছে আজ গোরস্তানের ধূল।
ধ্বংসলীলার স্বপ্ন চোখে দেখ্‌ছি সততই,
দুঃখ এবং মুছিবতের রাত্রি এল ওই।

১৪৩

দারিদ্র—যা, এই জগতে সকল পাপের মূল,
যাহার পরশ লাগলে পরে ঈমানও হয় ভুল,
মানুষকে যে করতে পারে বনের জানোয়ার,
যাহার কাছে হার মেনে যায় সুফী পরহেজগার।
ইস্‌লামের গ্রাস করছে সেই গরীবী হাল;
মুসলমানের উহাই যেন চিহ্ন চিরকাল।

১৪৪

দারিদ্র—যে শিখায় মোদের চোগলখোরী, আর
প্রবঞ্চনা, ছলনা ও মিথ্যা ব্যবহার;
অন্তরে যে আত্মসাতের জাগায় প্রলোভন
খোশামোদের নীচতাতে পূর্ণ করে মন।
এ-সব ক'রেও যখন কেহই হয়না সফলকাম,
তখনি সে ভিক্ষা ধরে —যায় সে জাহান্নাম।

১৪৫

অপর জাতির ভিতর এমন দরিদ্র লোক নাই,
হাজার-করা দু'-একজনই দেখতে শুধু পাই।
মোদের ভিতর এক হয় ধনী সে একজন,
বাদ-বাকী সব আধমরা আর ভিক্ষু অভাজন।
কাজ যদি কেউ শুরু করি আত্ম-গরিমার
ঘৃণ্য মোরা কতখানিক—পাই পরিচয় তার।

১৪৬

এমনি ক'রেই অধঃপাতে গেছে এ-সমাজ—
রুজী কামাই করাও তাদের সাধ্য নহে আজ,
মনে মনে তারা এখন করেছে এই পণ—
ভিক্ষা ক'রেই কোন মতে রাখ্‌বে এ-জীবন।
পায় যদি তারা কোন দাতা লোকের খোঁজ
হাত পেতে যায় তাহার কাছে সন্ধ্যা সকাল রোজ।

১৪৭

কোনো খানে লয় তারা নিজ বাপ-দাদাদের নাম,
বংশ-পরিচয়ে কেহ হাসিল্ করে কাম,
কোনো খানে ধার করে কেউ মিথ্যা ওয়াদায়,
এম্‌নি করেই পরকে তারা ধোকা দিয়ে খায়!
যে বাপ-দাদার গর্ব্ব তারা ক'রছে সারা দেশ,
দ্বারে দ্বারে বেঁচে তাদের খাচ্ছে তারা বেশ!

১৪৮

এমনি তরূ ফন্দি-ফিকির রয়না বেশী দিন,
বদলায় না এতে কারো বদ্‌নসীবের চিন।
কেচ্ছা-কাহিনীতেই যাদের হচ্ছে পরিচয়,
অনেক আগেই হয়ে গেছে যাদের স্মৃতি লয়,
কে দেবে হায় আজকে তাদের বিশ্ব-সভায় মান?
এক মুঠি চাল ভিক্ষা দিতেও চায় না কারো প্রাণ।

১৪৯

নাম-নিশানা মিটে গেছে যাদের এ ধরায়
বিস্মরণের অতল তলে তলিয়ে গেছে হায়,
কেচ্ছা-কাহিনীতেই যাদের হচ্ছে পরিচয়
অনেক আগেই হয়ে গেছে যাদের স্মৃতি লয়।
কে দেবে হায় আজকে তাদের বিশ্ব-সভায় মান?
এক মুঠি চাল ভিক্ষা দিতেও চায় না কারো প্রাণ।

১৫০

পটু তারা এখন হুঁকার ছিলুম ফুঁকিতেই,
ঘাসের বোঝা বয়ে বয়ে ফিরছে অনেকেই;
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাচ্ছে বা কেউ আজ,
মরছে কেহ উপবাসে পেয়ে অনেক লাজ।
শুধাও যদি: "কোন্ সে খনির রত্ন গো তোমরা?"
বল্‌বে: "নবাব-বাদশাজাদার নাতি গো আমরা!"

১৫১

এরাই ছিল একদিন হায় প্রভু দুনিয়ার,
যাদের পায়ে করত সবাই শ্রদ্ধা-নমস্কার;
এরাই ছিল দুর্ব্বলদের সহায় ও সম্বল,
ক'রত শাসন এরাই তখন বিশ্ব-ধরাতল;
লালন-পালন ক'রত এরা কতই মানুষের,
বুলন্দ্ নসীব ছিল কতই বংশে ইহাদের।

১৫২

হে মুসলমান, শিক্ষা আছে অনেক ইহার মাঝ
কাল ছিল যে বাদশাজাদা, ভিখারী সে আজ!
যাহার কথাই শোন নাক' গরীব সে আজ হায়,
যাহার দিকেই তাকাও নাক'—কুয়ৎ নাহি গায়;
আয় করিতে পারে নাক' তাদের কেহই আর,
উপায় কিছুই নাইক এখন, ভিক্ষা করাই সার।

১৫৩

ভিক্ষা করার রীতিও নহে একই বরাবর,
নিত্য নূতন রূপ দেখি তার হেথায় নিরন্তর।
কাঙালেরাই হেথায় শুধু ভিখ্ মাগে না ভাই,
দান করিলে ভিখারীদের হেথায় অভাব নাই!
শালের চাদর গায়ে দিয়েই মাগে হেথায় ভিখ্,
ভদ্রবেশী ভিক্ষুকেরাই হেথায় সমধিক।

১৫৪

"মস্‌জিদ ঘর গড়ব আমি"—বলে অনেকেই;
কেউ বা বলে: "আমি সৈয়দ, আমার কিছুই নেই।'
কান্না শিখে ভিখ্ মাগে কেউ, কেউ বা শিখে গান,
স্তুতিবাদ ও তোষামোদে ভুলায় কেহ প্রাণ।
আস্তানাতে খাদিম সাজে, কেউ সাজে মিস্‌কীন্
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগেই কাটায় তাদের দিন।

১৫৫

মেহনতের কর্ম দেখে পায় যাহারা লাজ,
নীচ বলে ঘৃণা করে শিল্প-পেশার কাজ,
কুণ্ঠিত হয় ক'রতে যারা ব্যবসা ও চাষ-বাস,
ফিরিঙ্গিদের পয়সা যাদের হারাম যেন লাশ,
চায় যাহারা শুধুই নিজের সুবিধা ইজ্জত,
ডুববে সে জাত, আজ না হ'লেও অদূর ভবিষ্যৎ।

১৫৬

চাকরী করা তা'দের কাছে মস্ত অসম্মান,
শ্রম ক'রে খেতেও তা'দের কুণ্ঠিত হয় প্রাণ;
চাকরী যদি না পায়, তখন আর থাকে না লাজ
বদ-নসীবের দোহাই দিয়ে করে যা'-তা' কাজ।
বড়লোকের মোসাহেবী যখন জুটে যায়,
যে-কোন কাজ করতে তখন লজ্জা নাহি পায়।

১৫৭

ধনীর সাথে মিশে বা কেউ ফূর্তিতে গায় গান,
ভাঁড় হয়ে কেউ হাসে এবং হাসায় সবার প্রাণ;
কোথাও বা এই ফুক্‌ফুড়িতে মিলে পুরস্কার,
কোথাও মিলে গালাগালি, লাঞ্ছনা-ধিক্কার;
অপর কোন জাতের ভিতর এমন কেহই নাই—
মুসলমানের মধ্যে যেমন দেখ্‌তে মোরা পাই।

১৫৮

জিজ্ঞাসা আর ক'রো না কেউ ধনীদিগের হাল,
দেহ হ'তে প্রাণ তাহাদের পৃথক চিরকাল।
অন্যলোকের যোগ্য যা' নয়, যোগ্য তাদের তাই;
সবার যেটা না-জায়েজ, তা' জায়েজ তাদের ভাই।
তাদের তরে শরিয়তের বেড়েছে খোশনাম।
তাদের তরে গব্বিত আজ মোদের দীন্‌-ইস্‌লাম্‌।

১৫৯

তাদের সকল কথাই লোকে করছে সমর্থন,
প্রতি কথাই তাদের যেন সত্য সনাতন।
তাদের কথার কোথাও যেন নাইক কোন ভুল,
যাই-না-কিছু করুক তারা—খাঁটি সে বিলকুল।
তাদের কথার বিরুদ্ধে যায় এমন সাহস কার?
ফেরাউনের দল যেন সব দিব্বি চমৎকার।

১৬০

সেই ধন—যা' সহায় মোদের দীন্ ও দুনিয়ার,
পরকালের পথেও যাহার হয়গো ব্যবহার,
যাহার তরে ক'রল দোওয়া নবী সুলায়মান,
যাহার তরে নওশেরওয়াঁ ধরায় খ্যাতিমান,
যাহার তরে হাতিমের আজ জগত-জোড়া যশ,
যাহার তরে ক'রল য়ুসুফ ভাইদিগেরে বশ ;—

১৬১

এমন যে ধন—অমূল্য—যার তুল্য কিছুই নাই,
বদ্-নসীবের কারণ হ'ল তাহাই মোদের, ভাই!
কোথাও বা সে কুশিক্ষা ও অলসতার মূল,
কোথাও বা সে রাখে সবায় শরাবে মশগুল।
এই দুনিয়ায় সবার কাছে অমৃত যা' ভাই,
অভাগা এই জাতের কাছে গরল হ'ল তাই!

১৬২

যদিই বা সেই ধন-দৌলত ভাগ্যে কেহ পায়
দুর্ভাগ্য উঁকি মারে তাহার সাথে হায়!
সুখের ছায়া পড়েই যদি কারো গৃহের 'পর
সেখান থেকে বিদায় মাগে বরকৎ সত্বর।
দুই-চারিটি পয়সাও তার হয় নাক' সঞ্চয়—
পিপীলিকার পাখ্না হ'লে যেমনতর হয়।

১৬৩

সবাই যারে ঘৃণা করে, সেই-সে বদভ্যাস—
জানোয়ারের দলই যাহার হয় গো চিরদাস,
লুকিয়ে থাকে যে দোষগুলি ছোট লোকের মাঝ,
ইতর লোকেও ঘৃণা করে করতে যে-সব কাজ,—
ধনীদিগের কাছে তাহাই মায়ের দুধের প্রায়,
খুদা-রসুল ক'রে কেহই শরম নাহি পায়।

১৬৪

আমোদ করার পানে যদি ধায় তাহাদের প্রাণ,
তখন তারা অনেক টাকাই করতে পারে দান।
রূপের নেশায় বিভোর যদি হয় কাহারো দিল্,
ঘরকে তখন সাম্‌লে রাখা একদমই মুস্কিল।
উড়িয়ে দিয়ে ধন-দৌলৎ ভিখ্ মাগে তারপর,
এম্‌নি করেই উজাড় হ'য়ে গেছে অনেক ঘর।

১৬৫

কেমন ক'রে করবে শুরু—তারও খেয়াল নাই,
পরিণতি কী হ'বে, তাও নাই ক ধারনাই।
ছেলেমেয়ের শিক্ষা তরেও নাই ক তেমন ঝোঁক
জাতির অভাব-দৈন্য পানেও নাই কাহারো চোখ।
দীন-দুনিয়া—কোথাও নাহি ঠাঁই সে এতোটুক,
কেমন ক'রে খুদার কাছে দেখাবে সব মুখ?

১৬৬

কোনো জাতির ভাগ্যে যদিই অধঃপতন হয়,
ধনীর ঘরেই ফুট্‌বে তাহার প্রথম পরিচয়।
সুগুণ কিছুই তাদের মাঝে রয় না বাকী আর,
বিবেক এবং ধর্ম্মভাবের ধারে না কেউ ধার।
ইহলোকেও তারা যেন চায় না কোন মান,
দোযখেতেও ভয় নাহি—নাই বেহেশ্‌তেতেও টান।

১৬৭

উৎপীড়িতের অভিশাপে হয় না তাদের ডর
দয়া কেহই করে নাক' গরীব লোকের 'পর,
তাদের ধন ও সম্পদে হয় অসৎ কাজের জয়,
ভোগ-বিলাসের তরেই যেন তাদের জনম হয়।
অলসতার স্বপ্ন-সুখে কাটে তাদের দিন,
মরণ-ভীতিও হয় তাহাদের বিস্মৃতিতে লীন।

১৬৮

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যদিই জগৎ ছায়,
নির্বিকারে থাক্‌বে তারা,—তাদের কিবা দায়।
উদ্যানের এই গুল্‌-বাগিচায় ঘনায় যদি শীত
ক্ষতি কি তায়? তাদের বনে কোকিল গাবে গীত।
তাদের উপর নাইক যেন মানব জাতির হক্‌
তারা সবাই ভিন্ন জাতি—স্বতন্ত্র পৃথক।

১৬৯

কোথায় তারা, কোথায় বা হায় দুঃস্থ মানবদল
চির সুখে রয় তাহারা আনন্দে উজ্জ্বল।
দামী দামী জামা-কাপড় দেয় তাহারা গা'য়
স্বর্ণসম গৃহ তাদের দিব্বি শোভা পায়।
গাড়ী ছাড়া এক কদমও চলা তাদের ভার,
হাসি-খুশীর মধ্য দিয়েই দিন কাটে সব্বার।

১৭০

তাদের সেবায় রয় মোতায়েন হাজার হাজার লোক,
নানান ফুলের নানান শোভা জুড়ায় তাদের চোখ,
স্বভাবগত নিত্য তাদের রূপের প্রসাধন,
আড়ম্বর ও বিলাসিতায় মগ্ন তাদের মন।
মৃগনাভির খোশ্‌-বু দিয়ে ওষুধ তাদের হয়,
গাদা গাদা আতর-গোলাব পোষাকে হয় ক্ষয়।

১৭১

তারা তা'দের বন্ধু হবে কেমন ক'রে হায়—
দৈন্য-দুখেই সারা জীবন যাদের কেটে যায়?
জুড়ি-গাড়ী নাই যাহাদের, ভৃত্য যাদের নাই;
নাই যাহাদের শয্যা কিবা মাথা রাখার ঠাঁই,
পরণে নাই কাপড় যাদের, নাইক পেটে ভাত;—
সেই অভাগাদিগের প্রতি কে করে দৃক্‌পাত?

১৭২

কুরআন এবং শরিয়তের বিধান ছিল এই :
সব মানুষই এক-পরিবার, বিভেদ কিছুই নেই ;
এই দুনিয়ায় তিনি খুদার দুস্তী করেন ভোগ
সৃষ্ট জীবের সাথে যাহার আছে প্রেমের যোগ।
ইহাই ঈমান, ইহাই দীন্ আর ইহাই এবাদৎ—
মানুষকে ভাই বাসবে ভালো—ক'রবে মুহাব্বৎ।

১৭৩

এই নীতি ও আদর্শেতে করে যারা কাজ
সেই সমাজই প্রগতিশীল বিশ্ব ধরার মাঝ,
আসন তাদের গৌরবময় উচচ সকল ঠাঁই,
ইনসানিয়াৎ আছে জেনো তাদের মাঝেই, ভাই!
যে-সব নীতির আমরা এখন ধারি না আর ধার,
পাশ্চাত্যের সকল জাতিই তাই করেছে সার।

১৭৪

ভ্রান্ত ব'লে নিন্দা করে যাদের মুসলমান—
আখিরাতে নাইক যাদের নাজাৎ-পরিত্রাণ,
ভাগ্যে যাদের নাইক লেখা বেহেশ্‌ত্ বাসের সুখ ;
দেখ্‌তে যারা পাবে নাক' হুর-পরীদের মুখ,
মৃত্যু-শেষে দোযখ মাঝে হবে যাদের ঠাঁই,
'হামিম্' এবং 'জাকুম্' যাদের খাদ্য হ'বে ভাই,—

১৭৫

দেশ ও জাতির তরে তারাই ক'রছে জীবন-পাত,
মিলে-মিশে তারাই আছে পরস্পর এক সাথ।
তাদের মাঝে ধনী যারা, অথবা বিদ্বান,
তারাই খুদার সৃষ্ট জীবে ক'রছে দয়া দান।
'স্বদেশ-প্রীতি মুমীনদিগের চিহ্ন চমৎকার'—
আছে যেন তাদেরি এই গর্ব্বে অধিকার।

১৭৬

ধনীদিগের ধন-সম্পদ, গরীবদিগের প্রাণ,
কবিদিগের কাব্য-লেখা, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান,
আলেমদিগের নসিয়ৎ আর বীর পুরুষের বল,
সম্রাট আর সৈনিকদের শক্তি ও কৌশল,
মনের আশা মুখের ভাষা আনন্দ-উদ্যম,
সবই তারা দেশের তরে লাগায় সে একদম্।

১৭৭

এই যে তাদের অগ্রগতি দেখ্‌ছ সবাই আজ,
এই যে তাদের কামিয়াবী বিশ্ব সভার মাঝ,
নিখিল ধরা এই যে তা'দের ক'রছে কদর দান,
এই যে তারা চলছে ছুটে যমীন্ ও আস্‌মান,
এটা তাদের প্রতিভা আর দীপ্ত মনের বল,
এটা তাদের একতারই অমৃতময় ফল।

১৭৮

মোদের মাঝে জন-কত-যা' আছেন ধনবান,
জানেন সবাই কেমন ক'রে করেন তারা দান,
তাদের ভিতর যদিই কেহ পীরের মুরিদ হয়,
পীরজাদাদের তরেই তখন অর্থ করে ক্ষয়।
নিষ্কর্ম্মা সবাই তারা, ব'সে ব'সে খায়,
দাস-দাসীরা-তাদের ওদিক ক্ষুধায় মারা যায়।

১৭৯

বক্তা, যদি হয় কেহ ভাই মোদের কওমের
বিনা-দামের কথার ঝুড়ি দান করে সে ঢের;
নামাজ-রোজার সাথে তাহার ঘটলে পরিচয়,
ভাবে: তাহার কিয়ামতে নাইক কোনই ভয়।
গড়্‌তে যদি পারে কেহ একটি সে মস্‌জিদ,
ভাবে: তাহার বেহেশ্‌ত্‌-বাড়ীর তৈরী হ'ল ভিত্।

১৮০

তাদের বাড়ীর দালান-কোঠা এমন হওয়া চাই,
দেশের ভিতর চৌদিকেতে তুলনা যার নাই।
টাকা-কড়ি উড়িয়ে দেবে তুচ্ছ তামাসায়,
খুদার দানের করবে তারা এম্‌নি দশাই হায়।
বিয়ে-শাদী অন্ন-প্রাশন উৎসবাদিতে
লক্ষ টাকা করবে খরচ মনের খুশীতে।

১৮১

কিন্তু এদিক দীন্‌-ইস্‌লামের দালান পুরাতন—
জীর্ণ যাহার স্তম্ভগুলি নড়ছে অনুক্ষণ,
আয়ু যাহার এই দুনিয়ায় নাইক বেশী দিন,
দু'দিন বাদেই চিহ্ন যাহার হয়ত হবে লীন,
তাহার পানে ভুলেও তারা চায় নাক' একবার,
আল্লা ছাড়া তার নেগাহ্‌বান নাই ক কেহই আর!

১৮২

সব খান্‌কাই শূন্য আজি, বাসিন্দা নাই তায়,
দরবেশ আর বাদ্‌শারা সব জুট্‌ত যেথায় হায়!
মারুফাতের চর্চ্চা যেথায় চল্‌ত দিন ও রাত
ফেরেশ্‌তারা করত যেথায় মুগ্ধ নয়ন-পাত,
কোথায় গেল খুদার প্রেমের ফাঁদ সে অপরূপ;
খুদার খাঁটি বান্দারা সব কোথায় র'ল চুপ।

১৮৩

কোথায় গেল শরিয়তের আলেম-ফাজেল দল—
ধর্ম্মভীরু চিন্তানায়ক মনীষী মণ্ডল?
কোথায় গেল দার্শনিক আর সেই সে নীতিবিদ্‌
হাদিস এবং তফ্‌সীরকার—বিদ্বান পণ্ডিত?
সেই সভা—যা' কালকে ছিল আলোয় ঝলমল্‌
কোথায় গেল আজকে তাহার রওশনি-উজ্জ্বল?

১৮৪

কোথায় সে-সব মাদ্রাসা আজ দীন্-এলেমের স্থান
করত যেথায় মনীষীরা জ্ঞানের আলো দান?
ধর্ম্ম-ইমারতের সে-সব স্তম্ভ কোথায় আজ,
কোথায় গেল নায়েব-নবী বিশ্ব-ধরার মাথা?
উম্মৎদের নাই ভরসা, নাইক মদদগার,
কাজী-সুফী-মুফ্তি—কেহই নাইক তাদের আর।

১৮৫

দীনিয়াতের গ্রন্থরাজির কোথায় সে দফ্তর?
কোথায় গেল মারুফাতের তত্ত্বকথার ঘর?
জল্সাতে আজ বইছে বেগে হতাশ বায়ু হায়,
খোদার নূরের মশাল তাহে নির্ব্বাপিত প্রায়!
শান-শওকৎ নাইক সেথায় শূন্য সকল ঠাঁই,
শরাব-শাকী বীণাধ্বনি—কিছুই এমন নাই!

১৮৬

সমাজ-সেবক নেতা সেজে অনেকে আজকাল
অজ্ঞ লোকের মাঝে গিয়ে চালে বেজায় চাল,
গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় হামেশা হরদম্,
ফাঁকি দিয়ে পয়সা কামাই করার তারা যম।
তারাই এখন দীন্ ইস্লামের পথের প্রদর্শক,
তারাই এখন "নায়েব নবী"—নাইক তা'তে শক্।

১৮৭

মোদের মাঝে পীরজাদা—সে অনেক আছে ভাই,
গুণ-গরিমা চরিত্র-বল—কিছুই তাদের নাই।
অথচ সেই নির্গুণেরাই করছে এ গৌরব—
খুদার প্রিয় ছিল তাদের বাপ-দাদারা সব।
লোকের মাঝে বিছায় তারা মিথ্যা মায়া-জাল,
জীবন ভ'রে লুট করে খায় মুরিদদিগের মাল!

১৮৮

এরাই হ'লেন মারুফাতের পথের প্রদর্শক,
শরিয়তের উর্দ্ধে এরাই একথা বে-শক।
এরা জানে অনেক কিছুই ভেল্‌কি কেরামৎ
এদের হাতেই আছে যেন সবারি কিস্‌মৎ।
এরাই হলেন সিদ্ধ পুরুষ—মুরাদ ও মুরিদ,
এরাই হ'লেন 'ইনাযেদ' আর এরাই 'বায়েজিদ'।

১৮৯

এরা লেখে সেই লেখা—যা' জাগায় মনে দ্বেষ,
বক্তৃতা দেয়—যাতে প্রাণে আঘাত লাগে বেশ।
পাপীদিগের পাপে করে ঘৃণায় নয়নপাত
'কাফির' বলে ঝগড়া করে মুসলমানের সাথ।
এই স্বভাবই উঠ্‌ছে ফুটে আলেমদিগের মাঝ,
ইহাই হ'ল নব্যযুগের হাজীদিগের কাজ।

১৯০

শুধাও যদি তাদের কোন মশলা-মছায়েল
ঘাড়ে ক'রে কুরআন্‌-কিতাব আনবে সে অঢেল।
সন্দেহ কেউ কর যদি ঘূর্ণাক্ষরেও তায়
জাহান্নামে পোঁছে দেবে অম্‌নি সে তোমায়।
কর যদি তাদের কথায় একটু প্রতিবাদ,
মিটিয়ে দিবে তারা তোমার সুস্থ থাকার সাধ।

১৯১

গলার শিরা ফুলিয়ে তারা থাকে সে দিনরাত
কফ্‌ ফেলে সে বারে বারে কথা বলার সাধ।
বিরোধীদের 'কুত্তা' 'শূয়ার' ব'লে গালি দেয়,
কখনো বা মা'রতে তাদের 'আসা' হাতে নেয়।
তারাই 'দীনের' স্তম্ভ এখন—তাদের ভালো হো'ক,
তারাই নবীর আদর্শ আর তারাই খাঁটি লোক।

১৯২

তাদের সাথে মিশ্‌তে যদি চায় কাহারো প্রাণ,
সর্ত্ত তাহার : হ'তে হবে আগে মুসলমান।
কপালে তার থাক্‌বে জেগে সিজ্‌দা করার দাগ,
পরহেজ্‌গারী থাক্‌বে তাহার ষোল-আনা ভাগ।
দাড়ি তাহার থাকবে বড়, ছোট্ট হ'বে মোচ্‌,
পায়জামাতে থাক্‌বে নাক' বৃদ্ধি কিবা খোঁচ্‌।

১৯৩

আকায়েদে হ'বে তারা নবীর বরাবর,
মূল ও শাখা চাই ঠিক সমান পরস্পর।
তাদের যারা শত্রু তাদের মন্দ ভাবা চাই,
ক'রতে হ'বে প্রশংসা খুব যারা মুরিদ-ভাই।
এমনতর না হলে সে মরদুদ—শয়তান,
বুজর্গ্‌ লোকের কাছে তাহার নাইক কোন স্থান।

১৯৪

শরিয়তের বিধান ছিল এতই সে সুন্দর—
ইহুদী ও নাসারারাও ঝুক্‌ত তাহার 'পর,
ইস্‌লাম সে সহজ অতি, কুরআনে প্রমাণ,
'ধর্ম অতি সহজ'—এটা নবীরই ফরমান।
ছোট-বড় সবারি এই বিপজ্জনক হাল,
বুদ্ধি ও জ্ঞান পাথর-চাপা মোদের চিরকাল।

১৯৫

ক'রল' না'ক তারা লোকের চরিত্র-গঠন,
ক'রল না'ক সাফ্‌ তাহাদের অন্তর ও মন,
বাহ্য আদেশ-নিষেধ পানেই প'ড়ল তাদের ঝোঁক,
এক নিমিষের তরেও তাদের ফিরল নাক' চোখ।
ধর্ম কহে : কর সবার চরিত্র নির্মল,
তারা কহে : কর শুধুই 'অজু' ও 'গোসল'।

১৯৬

সত্য-পথের পথিক যারা—হিংসা তাদের 'পর,
হাদিস মত কাজ করেনা—করা যে দুষ্কর!
ধর্ম্মভীরু লোককে তবু তম্বী করে বেশ,
হুকুম তাদের—সে যেন ঠিক কুরআনের আদেশ।
মান্‌তে যেন বাকী সবার কুরআন হাদিস ভাই,
তাদের যেন কিছুই ও-সব ক'রতে বাকী নাই!

১৯৭

দুইটি রেওয়াতের মাঝে নাইক' যেথায় মিল,
সহজ যেটার অর্থ, সেটা মান্‌তে নারাজ দিল্‌।
বুদ্ধি যাতে কোন দিনই চায়না দিতে সায়
রেওয়েতের মধ্যে মোরা শ্রেষ্ঠ বলি তায়!
ছোট-বড় সবারি এই বিপজ্জনক হাল,
বুদ্ধি ও জ্ঞান পাথর-চাপা মোদের চিরকাল!

১৯৮

মূর্ত্তি-পূজা ক'রলে কেহ হয় যে 'কাফির', ভাই,
'খুদার বেটা' আছে, যারা বলে—তারাও তাই।
কাফির তারা—যারা ধরায় অগ্নি-উপাসক,
চন্দ্র-তারার পূজারীরাও কাফির সে বে-শক্‌!
কিন্তু মোদের মুসলমানের খোলা সকল পথ,
ক'রতে পারে যার যা' খুশী, যার যা অভিমত।

১৯৯

নবীকে কেউ করে খুদার উচ্চ আসন দান
এমামদেরে দেয় তাহারা নবীদিগের মান,
নজর-নেওয়াজ দেয় কেহবা মাজারে দিনরাত,
শহীদ যা'রা তাদের কাছে পাতে আপন হাত;
তবু তা'দের তৌহিদ রয় অটল ও অক্ষয়,
ইস্‌লাম ও ঈমান তাতে নষ্ট নাহি হয়!

২০০

সেই ধর্ম্ম-তৌহিদে যে ক'রল জগৎময়,
সত্য যাহার যুগে যুগে লাভ ক'রেছে জয়।
শেরেক বেদাৎ অঙ্গে যাহার দেয়নি কভু ছাপ,
উল্টে গেল তাই ভারতে!—হায় কি পরিতাপ!
ইস্‌লাম যার গর্ব সদাই করত অনুক্ষণ
মুসলমানের হাতেই হ'ল ধ্বংস সে রতন!

২০১

কু-সংস্কার—শত্রু যারা সকল দেশের ঘোর,
যাহার হাতে হ'ল কত প্রাচীন জাতির গোর,
নমরুদের ওই রাজসভারে ক'রল যে বরবাদ
তুফান-মুখে মিটিয়ে দিল ফেরাউনের সাধ;
আবু-লাহাব বিলীন হ'ল যাহার মহিমায়,
আবু-জেহেল যাহার তরে ধ্বংস হ'ল, হায়!—

২০২

সেই কু-সংস্কারেই আজি মগ্ন মুসলমান,—
আড়ালে এর লুকিয়ে আছে সকল অকল্যাণ!
যে-পিয়ালায় পূর্ণ আছে তীব্র হলাহল,
মুসলমানের কাছে তাহা অমৃত উজ্জ্বল!
ঈমানের আজ অংশ যেন অন্ধ-সংস্কার,
দোযখ যেন বেহেশ্‌ত্ হল দিব্বি চমৎকার!

২০৩

ধর্ম্ম প্রচার করা মোদের শিখিয়ে দেছে এই:
দীন্-দুনিয়ার যাই না কর, সকল কিছুতেই
বিধর্ম্মীদের কাজ হতে সব বাদ থাকা চাই ভাই,
এ ছাড়া আর দীন্-ইস্‌লামের চিহ্ন কিছুই নাই!
সত্য ব'লে মেনো নাক' ওদের কোন বাৎ,
ওরা যারে দিন বলে তায় তোমরা ব'লো রাত!

২০৪

সত্য পথে চল্‌ছে তা'রা দেখতে যদি পাও
কুপথ ধ'রো—তবু যেন সেই পথে না যাও।
বরণ করে নিত তোমার পথের সকল দুখ
হোঁচট যদি খাও ত খেও, ফিরা'ও না মুখ।
তা'দের তরী ঝঞ্ঝা হতে বেঁচেও যদি যায়,
তুমি তারে ডুবিয়ে দিও অকুল দরিয়ায়।

২০৫

এতে তোমার সুরাৎ ও রূপ বদ্‌লে যদি যায়,
পশুর মতন খাস্‌লাৎ হয়, নাইক ক্ষতি তায়।
তবিয়তের ওলট-পালট হয় যদি বিল্‌কুল,
হাল-হকিকৎ বদ্‌লে যদি—করো না তায় ভুল।
বুঝবে এটা ইস্‌লামেরি মহিমা উজ্জ্বল,
নূর-ঈমানের জ্যোতিঃ এটা—পবিত্র নির্ম্মল।

২০৬

আচার-ব্যবহারে কেহই দোসর তোমার নাই,
নীতি-জ্ঞানে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি ভাই।
খানা-পিনার লজ্জৎ—সে তুমিই জান সার,
পোষাক-পরিচ্ছদে তোমার নাইক জুড়ি আর।
সকল দিকেই তুমি ধরায় শ্রেষ্ঠ অপরূপ,
জাহেলীতেও আছে তোমার স্বতন্ত্র এক রূপ।

২০৭

তোমার কিছুই মন্দ নহে,—সাচ্চা সকল কাম,
ভাবো তুমি, তোমার কথার অনেক বেশী দাম।
ইস্‌লামের ওই দুর্গে যখন নিয়েছ আশ্রয়,
পাপ হ'তে বস্‌ মুক্ত তুমি—তোমার কিসের ভয়?
মুমিন যারা—তাদের কভু হয় না কোনই পাপ,
সবার নেকী, তোমার বদী—তুল্য দু'য়ের মাপ।

২০৮

মুখে যদি লও কখনো দুষমনদের নাম,
ঘৃণা ভরে দিও তাদের পৌঁছে জাহান্নাম।
তাদের যেটুক ভাল সেটুক করো না প্রকাশ,
কেয়ামতে শাস্তি পাবে—রয় যেন এ ত্রাস!
গোনাহ্ থেকে মুক্তি পাবে, মিলবে পরকাল,
শত্রুদেরে ইতর ভাষায় দাও যদি খুব গাল।

২০৯

'সুন্নী' এবং 'জাফরীতে' নাইক কোন মিল,
'শফায়ী' ও 'নোয়ামানী' মিলায় নাক' দিল,
'ওহাবী'রা মাড়ায় নাক 'সুফী'দিগের ঘর,
দুই দলেতে এ-ওর সাথে লড়ছে পরস্পর!
কা'বা ঘরের প্রেমিকদিগের দেখলে দশা এই—
ক'রবে না কি দীন্ ইস্লামে ঠাট্টা সকলেই?

২১০

যদিইবা কেউ করতে চাহে সমাজ-সংস্কার
শয়তানেরও অধম রূপে চিত্র আঁকে তাঁর।
শুনতে যদি চায় কেহবা তাহার উপদেশ
তারেও ভাবে বিপথগামী ভ্রান্ত সে একশেষ!
দু'জনাতেই শরিয়তের করছে গো বরবাদ
মরদুদ সব এক বরাবর—সাগ্‌রিদ ও উস্তাদ!

২১১

সেই ধর্ম্ম 'গড়ল যাহা প্রেমের বুনিয়াদ
দূর করিল মন হতে যে ঘৃণা অপবাদ,
পরকে আপন ক'রল যেবা, বক্ষে দিল ঠাঁই,
সব জাতিরে অভয় দিল "নাই, কোন ভয় নাই!"
হাব্‌শী-আরব, তুর্কী-তাতার মিশ্‌ল সকল জাত—
দুধ ও চিনি মিশে যেমন পরস্পরের সাথ।

২১২

হঠাৎ এল দুষ্ট খেয়াল,—গোঁড়ামি ও পাপ,
আবর্জ্জনায় ভ'রে দিল দিল্—ছিল যা' সাফ্।
ভাই-বেরাদার ছিল যারা, তারাই হ'ল পর,
বিরোধ এসে ঢাকল শেষে সবারি অন্তর।
পাবে নাক' খুঁজলে এমন দু'জন মুসলমান—
একের সুখে হাসবে অপর—খোশ হবে যার প্রাণ।

২১৩

সবার সাথে ছিল মোদের প্রেমের অধিকার
মুসিবাতে মোরাই ছিলাম সান্ত্বনা সবার;
পরস্পরের প্রতি মোদের ছিল মনের টান,
শোকের দিনে বন্ধুদেরে শান্তি দিতাম দান
প্রেমে যখন ছিল ভরা সবারি অন্তর,
ছিলাম মোরা তখনি ঠিক শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর।

২১৪

নবীর কালাম আজ কি মোরা যাইনি ভুলে ভাই?—
"মুসলিমেরা ভাই-ভাই সব, বিভেদ কিছুই নাই।"
এক ভাই যে অপর ভায়ে করলে সহায় দান,
সহায় তাহার হয় তখনি আল্লাহ্ মেহেরবান।
এমন হ'লে বিপদকে আর কিসের তরে ভয়?
ফকির হ'লেও বাদ্শা যে জন—এ কথা নিশ্চয়।

২১৫

যে-ঘরে রয় সবার ভিতর মুহাব্বাৎ ও মিল্,
দুঃখে-সুখে হাসে কাঁদে পরস্পরের দিল্,
একের সুখে সবাই যেথায় সমান সুখই পায়,
একের দুখে সবাই কাঁদে সমান বেদনায়;
শাহী-মহল চেয়েও যে-ঘর পুণ্য গরীয়ান্
রাজার ঘরে পরস্পরে করে আঘাত দান।

২১৬

দীন্-ইসলামের তরে যদি মাপ কাঠি এ হয়:
"মুসলিমেরা পরস্পরে কেমন ক'রে রয়।
রীতি-নীতির বাজার তাদের সাচ্চা কিবা ঝুট ?
কওল এবং করার তাদের থাকে কি অটুট ?"
তা হ'লে ভাই পাবে হেথায় এমন নমুনা—
যাতে তুমি ভাববে: এদের ধর্ম্ম কিছু না।

২১৭

চোগলখোরী মোদের মাঝে এতই বলবৎ—
সবাই মোরা এই দোষে আজ দোষী সে আল্‌বৎ।
ভাই সে করে কুৎসা ভায়ের—ধ্বংস তাহার চায়,
মোল্লা-সুফী নিন্দা এ-ওর করছে দু'জনায়।
গীবৎ যদি হয় সে শরাব—নেশার মত বদ্,
দেখ্‌বে তুমি—একটিও নাই মোদের মাঝে সৎ।

২১৮

মোদের মাঝে সুখী যারা—যারা ধনবান,
মানুষকে কেউ ক'রে না'ক মানুষ বলে জ্ঞান।
আবার যারা নিঃস্ব গরীব, তারাও খারাব হায়!
তারা কারো সুখ-সুবিধা দেখতে নাহি চায়।
গর্ব্ব-মদের নেশায় মোদের কেউ রহে মশ্‌গুল।
পরের সুখে কেউ বা কাতর,—হায়রে একী ভুল!

২১৯

দেশের মাঝে গৌরব-স্থল হয় যদি কেউ ভাই,
ভিতর-বাহির নিন্দা-গ্লানির কিছুই যাহার নাই—
সবাই যাহার খুশনামী গায়, বলে মহৎ প্রাণ,
লাভ করে যে দেশের মাঝে শ্রদ্ধা ও সম্মান,
তারেও মোরা দু'চোখ পেতে দেখতে নারি হায়,
চক্ষুশূলের মতই মোরা ভাবি বেচারায়।

২২০

আবার যদি যায় প'ড়ে কেউ উর্ধ্বে উঠার পর,—
ভোগ করেছে একটু আগেই সুখ যে নিরন্তর,
দুয়ারে যার সালাম দিত হাজার হাজার লোক,
ভাগ্য এখন তাহার থেকে ফিরিয়ে নেছে চোখ;
তারেও দেখে খুশী হ'য়ে ওঠে মোদের মন,
ভাবি মোরা: ভিড়ল মোদের দলে আর একজন!

২২১

আমাদিগের মধ্যে যারা তরুণ-তাজা প্রাণ
তাদের কেহ সমাজ-সেবায় করলে জীবন দান,
অম্নি তখন বল্‌বে সবাই: লোকটি ভাল নয়,
একটা-কিছু স্বার্থ ইহার আছে সে নিশ্চয়!
নয়ত তাহার ঝোঁক কেন বা পড়বে পরের দিক?
মতলব তার হাসিল করার ফন্দী এটা ঠিক!

২২২

দেখায় যদি সে তাহাদের সুমঙ্গলের পথ,
অম্নি তারা বাধা দেবে সেই পথে আলবৎ!
আবার যখন শুন্‌বে তাহার কীর্তি-গুণগান,
তখন তারা ক'রবে শুরু মিথ্যা-অভিযান।
ইহ-পরকালও যদি নষ্ট তাদের হয়—
ভাইকে তারা বড় হ'তে দেবে না নিশ্চয়!

২২৩

দুইটি লোকের প্রণয় যদি দেখতে তারা পায়
বিরোধ এনে পৃথক ক'রে দেবে দু'জনায়।
দুই দলেতে লাগবে যখন বিবাদ-বিসম্বাদ
পূর্ণ হবে তখন তাদের গোপন মনোসাধ।
এর চেয়ে আর ভাল কিছুই নাই ক তাদের কাজ,
এত আমোদ পায় না তারা অন্য-কিছুর মাঝ।

৩৬—

২২৪

অত্যাচারে কু-মতলবে ফেরেববাজিতে
জাকজমকে ভণ্ডামিতে জালিয়াতীতে,
চোগলখোরী, গালাগালি অথবা নিন্দায়—
যেখানেতেই যাও না কেন—যেদিকে মন চায়—
সকল খানেই দেখ্‌বে মোদের দোসর কেহ নাই,
মোদের ছাড়া দীন্-ইসলামের রত্ন কে আর ভাই।

২২৫

খোশামোদে আমরা পাকা—একথা নিশ্চয়,
যারে খুশী তারেই মোরা করতে পারি জয়।
আহ্‌মক্ যে, তারেও মোরা বানাই জ্ঞানবান,
জ্ঞানবানে করি মোরা অন্ধ ও অজ্ঞান।
এম্‌নি ক'রেই কত লোকে উঠাই-নামাই রোজ,
কত লোকই ধ্বংস হ'ল, কে রাখে তার খোঁজ?

২২৬

কোনো-কিছু বাড়িয়ে বলা---এটা মোদের চাই,
মিছামিছি কসম খাওয়া লেগেই আছে, ভাই।
ভালো কারেও বল্‌তে গেলে বাড়িয়ে বলি তায়,
মোদের মুখের গালাগালিও সীমা ছেড়েই যায়।
মোদের মাঝে তারাই করে নিত্য এসব কাজ—
শ্রেষ্ঠ মুসলমানের দাবী করছে যারা আজ।

২২৭

সবার চেয়ে শত্রু মোদের তারেই ভাবি হায়—
যে আমাদের ভুল চুক সব দেখিয়ে দিতে চায়।
আমরা কারো উপদেশের ধারি নাক' ধার,
নেতাদের ভাবি মোরা ডাকাত সে রাস্তার।
সবার মাঝেই দেখবে মোদের রয়েছে এই দোষ,
নিজের তরী নিজেই ডুবাই—হায় রে কী আফ্‌সোস্।

২২৮

সবার চেয়ে ছিল মোদের সেই যুগই সুন্দর
খেলাফতের স্তম্ভ যেদিন ছিল ধরার 'পর।
নবুয়তের তারার আলোয় উজল হ'ত পথ,
আস্‌ত নেমে সবার শিরে কতই নিয়ামৎ।
ন্যায়ের অলঙ্কারে ছিল সবাই সমুজ্জ্বল
ফুট্‌ত তখন নবীর বাগে কতই ফুল ও ফল।

২২৯

সেই জামানার একটি শুভ চিহ্ন ছিল এই :
জ্ঞান-বিবেকের কাছে নত হ'ত সকলেই।
সত্য কথা বলতে তখন কেউ পেত না ভয়,
তিক্ত হ'লেও শুন্‌ত তাহা, মান্‌ত পরাজয়।
দাসের মুখেও কটু কথা শুন্‌ত প্রভু তার,
ভিখারিণীও সওয়াল-জবাব করত খলিফার।

২৩০

সেই জামানার লোকরা ছিল নবীর পিয়ারা
বেহেশ্‌ত্‌-বাগের খোশ্-খবরী পেয়েছে তারা,
ন্যায়ের খ্যাতি ছিল তাদের তামাম দুনিয়ায়
খেলাফতও উজল হ'ত তাদের মহিমায় ;
দ্বারে দ্বারে ছদ্মবেশে ঘুরত তারা রোজ
আড়াল থেকে করত তারা আপন দোষের খোঁজ।

২৩১

কিন্তু এখন আমরা সবাই পশুর চেয়েও হীন
ভিতর বাহির কোথাও নাহি গুণ-গরিমার চিন্,
নই ক মোরা শ্রেষ্ঠ কেহই বংশ-গরিমায়
বাপ-দাদাদের গৌরব-স্থল—তাহাও নহি হায়।
শুন্‌তে মোরা চাই না কেহই পরের উপদেশ,
যেন মোদের স্বরূপ মোরা নিজেই চিনি বেশ।

২৩২

খতম যদি না হ'ত আজ নবুয়তের ছাপ,
মোদের মাঝেই হ'ত তবে নবীর আবির্ভাব;
তা হ'লে ঠিক কুরআন পাকে দেখতে যেমন পাই—
ইহুদী ও নাসারাদের কাহিনী সব ঠাঁই,—
তেমনি ক'রে নূতন কিতাব নাযিল হ'লেও ঠিক,
বিপথগামী মোদের কথাই রইত সমধিক।

২৩৩

শিল্প-কলা যা' জানি, তা' জানে সকলেই।
কল-কৌশল জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই মোদের নেই।
চরিত্র-বল—তারও অভাব, স্বভাব মোদের বদ,
সবাই মোরা রিক্ত কাঙাল—নাই কোনো সম্পদ।
জাহালতের আঁধার মোদের কাটছে নাক' আর
রুখ্‌ছে মোদের অগ্রগতি অন্ধ সংস্কার।

২৩৪

প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিকা আর বিজ্ঞান-দর্শন
ছিল যাহা ভ্রান্ত অলীক—মিথ্যা প্রহসন,
যুক্তি-জ্ঞানের কাছে যাহা অসার মনে হয়,
জীবনে যার প্রয়োগ কভু সম্ভবপর নয়,
তারেই মোরা করছি কদর ঐশী বাণীর তুল,
ভাবছি মনে—এক চুলও নাই ইহার মাঝে ভুল।

২৩৫

জব্বুর তাওরাৎ আর ইঞ্জিল-ফোরকান
এদের বেলায় প্রক্ষেপ-ভুল—সবই বিরাজমান।
কিন্তু যাহা লিখে গেল গ্রীক পণ্ডিতগণ
সবটুকু তার নির্ভুল—তার নাই কোনো খণ্ডন।
চাঁদ ও সূরুজ রইবে জেগে যে-তক্ দুনিয়ায়,
তাদের লেখার একটি কথাও রদ হবে না হায়!

২৩৬

পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার দান
আগে হতেই এই ভারতে করছে অবস্থান,
কিন্তু মোদের চোখ ঢেকেছে অন্ধ সংস্কার
সত্য আলোক দেখতে মোরা পারছি না তাই আর।
ইউনানীরা এম্নি মোদের মন করেছে জয়,—
খুদার বাণী এলেও এখন হবে না প্রত্যয়।

২৩৭

গ্রীক-দর্শন-মতবাদে দিচ্ছে যারা প্রাণ
'শেফা' এবং 'ম্যাজিস্তি'রেই করছে কদর দান,
'আরাস্তু'র ওই দ্বারে যারা করছে নত শির
'প্লেটো'র চরণ-চিহ্ন ধরে চল্‌ছে যে-সব বীর,
তারা সবাই কলুর বলদ ভিন্ন কিছুই নয়,
সারা জীবন চলে, তবু একই যাগায় রয়।

২৩৮

তারা যদি শিক্ষা করে দর্শন-বিজ্ঞান,
শুভ্র জ্ঞানের মুকুট প'রে লাভ ক'রে সম্মান,
তারি সাথে থাকে যদি প্রতিভারও ছাপ,
তখন তাদের জাগবে মনে এই কামনা সাফ্—
দিনকে তারা দিন না ব'লে বলবে তারে রাত,
আর-সবারেও সেই কথাটা বলাবে নির্ঘাত।

২৩৯

তারা যাহা শিখে, তাহাই শিক্ষা দিতে চায়,
তারা যাহা শোনে, তাহাই অপরকে শোনায়।
পরের মুখে শেখা বুলি আওড়ে চলে বেশ,
এম্নি করেই ধরে তারা তোতাপাখীর বেশ।
এই তাহাদের জ্ঞানের পুঁজি, এই তাহাদের সব,
লোকের মাঝে করে তারা ইহারি গৌরব।

২৪০

সরকারী চাকুরীতেও তাদের নাই ক কোনো স্থান,
আইন-জীবী রূপেও তারা নয় ক তেজীয়ান ;
না পারে কেউ রাখাল হ'য়ে করতে মাঠের কাজ
কিংবা মাথায় বইতে বোঝা, ধরতে কুলির সাজ।
না যদি কেউ শিখত এলেম, চল্‌ত তাদের বেশ,
এলেম শিখেই এখন তাদের নাই ক দুখের শেষ।

২৪১

শুধাও যদি তাদের কারো : "কী শিখেছ ভাই ?
শিক্ষা-লাভের লক্ষ্য তোমাব কী ছিল—কও তাই।
যা শিখেছ তাতে তোমার হ'বে সে কোন্‌ লাভ ?
ইহকাল ও পরকালের ঘুচবে কী অভাব ?"
অনেক কিছুই বল্‌বে তখন স্বপক্ষে সে তার
আসল কথাব জবাব দিতে পারবে নাক' আর।

২৪২

পারবে না কেউ নবুয়তের করতে প্রমাণ দান,
কিংবা কোথাও দীন্‌-ইসলামের বাড়াতে সম্মান।
কিংবা দিতে কুরআন-পাকের সত্য নিদর্শন,
কিংবা খোদার স্থিতির প্রমাণ করতে প্রদর্শন।
তাদের যত যুক্তি প্রমাণ অচল এখন হায়
কামান দাগার সামনে অসি সঞ্চালনের প্রায়।

২৪৩

আগাগোড়াই তাবা এখন বিপথগামী হায়
কী যে ইহার পরিণতি—বুঝছে নাক' তায়।
মেষের পালে যে-মেষ তাদের দলপতি রয়
সে যদি পথ ভুল করে ত সবারি ভুল হয়।
জানে নাক' কোথায় তারা চল্‌ছে সে কোন্‌ দিক্‌,
পথ তাহাদের ভুল হয়েছে, কিংবা আছে ঠিক।

২৪৪

তাদের কাজের উদাহরণ হবে সে এইরূপ:
একদা এক শীতের রাতে শীত পড়েছে খুব,
অনেকগুলি বানর শীতে কাঁপছে বনের ধার
আগুন কোথায় পাবে, তাহাই ভাবছে বারংবার;
এমন সময় জোনাক পোকার আলোক দেখে সব
ভাব্‌ল মনে: ওই ত আগুন!—উঠ্‌ল কলরব।

২৪৫

সবাই গিয়ে ধ'রল তারে—খুশী সবার মন,
শুক্‌নো পাতা, খড়কুটা—সব ক'রল আয়োজন;
চাপিয়ে দিয়ে তাহার 'পরে লাগ্‌ল দিতে ফুঁক
জ্বলবে আগুন—এই আশাতে সবাই সমুৎসুক।
না পেল কেউ আগুন তাতে, না গেল শীত তায়,
সময় তাদের কাট্‌ল শুধুই ব্যর্থ নিরাশায়।

২৪৬

পাশ দিয়ে সব যাচ্ছিল যেই বন্য পশুর দল,
দেখ্‌তে পেয়ে বন্য বানরদিগের সেই বোকামির ফল,
আচ্ছা ক'রে গালি দিল, ক'রল কত শ্লেষ;
ভাব্‌লে, ওরা লজ্জা পেয়ে ক্ষান্ত হবে শেষ;
কিন্তু তাতে ফল হ'ল না, বোকা বানরদল
আরো বেশী ক্ষেপে গিয়ে জুড়্‌ল কোলাহল।

২৪৭

অবশেষে রাত পোহাল, ফুট্‌ল আলো যেই
সারা রাতের ভ্রান্তি তখন বুঝ্‌ল সকলেই।
এম্‌নি করেই মিথ্যা পথের যাত্রীরা সব হায়
অন্ধ-সংস্কারের মোহে সত্যেরে না পায়।
শেষকালে যেই দিনের আলো ছড়ায় চতুর্দিক
তখন তারা ভ্রান্তি তাদের বুঝতে পারে ঠিক।

২৪৮

যে-সব হাকিম শিখছে মোদের ইউনানী-বিজ্ঞান
ভাবছে তারা—লাভ ক'রেছে খুদার মহাদান ;
যা' জানে, তা বল্‌তে কারেও চায় না কোনোদিন
আয়েব সম গোপন রাখে—হিয়ার মাঝে লীন।
কতকগুলি নোক্‌চা ছাড়া নয় সে কিছুই আর,
যুগে যুগে একই ধারা চলছে চমৎকার!

২৪৯

জানে নাক' তারা কেহই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান
খনিজ-পদার্থেতেও তাদের নাই ক কোনো জ্ঞান।
মানব-দেহের তত্ত্ব-কথার ধারে না কেউ ধার,
প্রকৃতি ও রসায়নেও নাই ক অধিকার ;
জানে নাক' নিয়ম-কানুন জল ও বাতাসের,
আল্লাহ্‌ শুধুই ভরসা ভাই তাদের রোগীদের!

২৫০

জানে না কেউ কোন্‌ নীতিতে আছে সে কোন্‌ ভুল
'মাখ্‌জানেতে' কী আছে, তাও জানে না বিল্‌কুল্‌,
'সাদিদী'তে যা' লিখেছে সাচচা তাহাই সার
'নফিসী' যা' ব'লে গেছে—সবই খাঁটি তার।
পণ্ডিতেরা অনেক আগে যা' লিখেছে তাই
শাস্ত্র সম সত্য—তাতে মিথ্যা কিছুই নাই!

২৫১

কলুষ ভাবের কবিতা আর স্তুতিবাদের গান—
মল-মূত্রের চেয়েও যাহা বদ্‌-বু করে দান,
যাহার লাগি সকল ধরা আতঙ্কে অস্থির—
ফেরেশ্‌তারাও শরমভরে নোয়ায় তাদের শির,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম যাতে নষ্ট হ'য়ে যায়
তাহাই মোদের সাহিত্যে হায় শ্রেষ্ঠ আসন পায়!

২৫২

কুৎসিত এই কাব্য-লেখায় শাস্তি যদি রয়,
খামখা শুধু মিথ্যা বলা—পাপ যদি সে হয়,
তা হ'লে সেই বিচারপতি খুদার এলাকায়
যেখানেতে পাপ-পুণ্যের শেষ ফল সব পায়,
সেইখানেতে সব পাপীরেই করবে খুদা মাফ্,
মাফ্ হবে না শুধুই কেবল কবিদিগের পাপ!

২৫৩

বর্ত্তমানে মোদের যে-সব কাব্য কবিতা
জাতির তরে ক'রছে কী যে—জানি সবি তা!—
মিথ্যা এবং নিন্দাবাদে ভর্ত্তি সবি তার,—
রূপ ধ'রে আজ দাঁড়ায় যদি সেই জঞ্জাল-ভার,
তা হ'লে ঠিক হ'বে সেটা মূর্ত্তি হিমাদ্রির,
গৌরী-গিরির চেয়েও তাহার উচ্চ হবে শির!

২৫৪

যত কুলি, যত মজুর খাট্‌ছে দুনিয়ায়
নিজের হাতে নিত্য তারা আয় ক'রে সব খায়,
গান যারা গায়, তারাও করে দিব্বি উপার্জ্জন,
ঢোল বাজিয়েও পয়সা কামাই করছে অনেক জন,
কিন্তু যাদের হয়েছে এই কবি হবার রোগ
কোনো কাজের নয় ক তারা! হায় রে কি দুর্ভোগ!

২৫৫

ভিস্তি যদি না রয়, তবে কষ্ট পাবে নর,
ধোপা ছাড়া ময়লা কাপড় জমবে সকল ঘর,
চাকর-নফর ছেড়ে গেলে বন্ধ হ'বে কাজ,
মেথর ছাড়া মল-মূত্র জমবে ঘরের মাঝ;
কিন্তু যদি এই কবিরা দেশ ছেড়ে যায়—বাস্!
দেশবাসী সব ফেল্‌বে তখন স্বস্তির নিশ্বাস!

২৫৬

আরবেরাই এই কবিতার জন্ম দিল দান
এই দিকেতে তাদের সমান পায়নি কেহই মান,
বুনেছিল তারা কতই ভাষার মায়াজাল—
তাদের স্মৃতি-রেখাও দেখ ভুলেছে আজ কাল।
দিনে দিনে তাদের জ্ঞাতি-আত্মীয়-স্বজন
কুৎসিত ওই কাব্য-গাথা করেছে বর্জন।

২৫৭

সাহিত্য ও ভাষায় দিল এরাই নূতন প্রাণ
ধর্ম 'পরে কর্‌ল এরা কতই আঘাত দান,
বর্শা ছেড়ে নিল এরা অস্ত্র রসনার
সঙ্গীনেরও চেয়ে বেশী ধার ছিল যে তার।
নীতি হল লুপ্ত এদের কাব্য-প্রতিভায়
এদের বাণী বিপ্লব-যুগ আনল এ-ধরায়।

২৫৮

সেই কবিদের বংশধরই হেথায় বিরাজমান
ভাবছে তারা : সবার কাছেই পাচ্ছে তারা মান;
তারা যেন এই ভারতে অদ্বিতীয় বীর,
সবাই যেন শ্রদ্ধাভরে নোয়ায় তাদের শির।
ব্যর্থ-বিড়ম্বনায় তাদের জীবন হ'ল ক্ষয়
ক'জন জানে তাদের ও-সব কাব্য-পরিচয়?

২৫৯

নর্তকীরাই মুগ্ধ তাদের কাব্য-প্রতিভায়
গায়কেরাই আদর ক'রে গান তাহাদের গায়,
বলে তারা : "বাহ্‌-বা! কী দিব্বি চমৎকার!"
শয়তানেরাই হয় তাদের গুণের সমঝদার।
জ্ঞানকে আড়াল ক'রে তারা বেকুফ বানায় সব,
ভাবে তারা : সৃষ্টি তাদের অমূল্য বৈভব।

২৬০

শরীফদিগের বংশ আজি অশিক্ষিত হায়,
তাদের দশা দেখলে পরে বক্ষ ফেটে যায়।
কেউবা তাদের পায়রা উড়ায়, কেউবা করে গান,
তিতির পাখীর লড়াই দেখে কেউবা ভরে প্রাণ।
কেউবা রহে মদের নেশায় মত্ত সে বিল্‌কুল,
আফিং খেয়ে কেউবা থাকে আনন্দে মশ্‌গুল্‌।

২৬১

মেলামেশা করে তারা চাকরদিগের সাথ
গুণ্ডাদিগের সাথেই তাদের দুস্তি সে দিনরাত,
শিক্ষিতদের কাছে তারা ভুলেও নাহি যায়,
স্কুল-কলেজে পড়তে তারা একদম্‌ ভয় পায়!
ইতর লোকের সঙ্গে মিশে কাটায় তারা কাল
গালি দেয়, আর গাল খায় ফের,—এই ত তাদের হাল।

২৬২

যাবে নাক' কেহই তারা জ্ঞান-চর্চার স্থান,
সভ্য সমাজেতেও তাদের চায় না যেতে প্রাণ;
কিন্তু যদি হয় সে কোথাও মেলার আয়োজন
দেখ্‌তে তখন যায় সেখানে উল্লসিত মন!
কিতাব-কুরআন-শিক্ষকের খুবই করে ভয়,
অথচ সব নাচ-গানেতে সবার আগেই রয়।

২৬৩

জান্‌তে যদি চাও কেহ সেই বেহায়াদের নাম
যাদের পাশে ঘেঁষতে ঘৃণায় বাতাসও হয় বাম,
ডুবিয়ে দেছে যারা তাদের বাপ-দাদাদের মান
বংশ-গরিমারে যারা করেছে হায় ম্লান,
তবে সবাই দেখতে পাবে—ধ্বংসকারীর দল
শরীফদিগের আওলাদ্‌ সব—রত্ন সে উজ্জ্বল!

২৬৪

তাদের সবার শৈশবকাল তেম্‌নি কাটে হায়—
যেমনি ক'রে কয়েদীদের জীবন কেটে যায়।
এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে বাড়ে যখন জ্ঞান
জোয়ান্‌কী ভুত ঘাড়ে চেপে জান্‌ করে হয়রান!
তখন তাদের ঘরে থাকা একদম্‌ মুস্কিল,
আড্ডা দিয়ে ঘুরে ফিরে খোশ্‌ করে সব দিল্‌!

২৬৫

প্রেম-শরাবের নেশায় তারা মত্ত-মাতাল ঘোর,
এক নিমেষে বন্দী-করা গোপন মনোচোর।
লজ্জা-শরম মান-অপমান—নাই ক বালাই তার
যার খুশী যা'—কর্‌ছে সে তাই, বাধা কে দেয় আর!
প্রেমিক তারা, প্রেমের ধ্যানে রয় যে সদা লীন,
প্রেম আগুনে চিত্ত তাদের উষ্ণ নিশিদিন।

২৬৬

দেশ-বিদেশে প্রিয়ার যদি পায় তারা সন্ধান,
না-দেখে না-শুনেই তারা সঁপে তাদের প্রাণ।
ঘুমের ঘোরে হুর-পরীদের স্বপ্ন দেখে সব,
তাদের সাথেই চালায় তারা মিলন-মহোৎসব!
এম্‌নি ধারা কুকীর্তিতেই রয় তারা মশ্‌গুল্‌
সবাই তারা 'মজনুঁ-ফরহাদ্‌'—নাই ক তাতে ভুল!

২৬৭

দুঃখিনী মা'র জীবন যদি কষ্টে কেটে যায়,
পিত যদি অশক্ত হয়, দুঃখ কিবা তায়?
ঘরে খাবার নাই যদি রয়, তাতেই বা কি ভয়?
বন্ধু-জ্ঞাতি মারা গেলেও এমন কিছুই নয়।
দিল্‌-পিয়ারীর প্রেমে যারা রয় সদা মশ্‌গুল্‌
তাদের কাছে দুনিয়াদারী আশা করাই ভুল!

২৬৮

সঙ্কুচিত হয় না তারা করলে তিরস্কার,
মানের হানি হয় না তাদের, খায় যদি পয়জার।
মেলায় গেলে ধরে তারা লুচচ সম সাজ,
সভায় গেলে বিবাদ করে—এই ত তাদের কাজ।
তাদের হাসি-ঠাট্টা দেখে গুণ্ডারা পায় ভয়,
বদ্‌মায়েশও তাদের থেকে অনেক দূরে রয়।

২৬৯

এমনতর সুপুত্রদের শাদী যদিই দাও
বউ-মা দিগের বোঝা—তোমায় বইতে হবে তাও।
মেয়ের বিয়ের তরে যদি পাত্র খোঁজো সৎ
ভাই-পো এবং ভাগ্‌নেগুলোও দেখ্‌তে পাবে বদ্‌।
এম্‌নি ধারাই জঘন্য ভাব যোদের মাঝে ভাই
পুত্রবধূ কিংবা মেয়ের নাই ক কোনোই ঠাঁই।

২৭০

মনের কথা গুছিয়ে লেখার সাধ্য তাদের নাই
দরবারেতেও আদব-তমিজ দেখ্‌তে নাহি পাই।
জানে না কেউ উমেদারীর মন-ভুলানো ছল
জানে না কেউ চাকরী করার কায়দা ও কৌশল।
কুলি-মজুর হ'লেই তাদের চল্‌ত ভাল বেশ,
কে আছে হায়, পথ দেখিয়ে ঘুচায় তাদের ক্লেশ।

২৭১

পুরা খাবার পায় না যারা—শুকিয়ে মরে প্রাণ
তারাও নানা আয়েব নিয়ে দিন করে গুজরান।
তাদের ভিতর একটু ভালো দেখ্‌তে যাদের পাই,
পিতৃ-বিয়োগ কবে হ'বে—ভাব্‌ছে ব'সে তাই।
শরীফদিগের এই নমুনা—ইহাই তাদের হাল
আজ তাহাদের কী বদ্‌-নসীব, কী বা ছিল কাল।

২৭২

এরাই বুঝি দীন্-ইস্লামের নূতন চারাগাছ
সারা সমাজ চেয়ে' আছে এদের পানে আজ,
ভবিষ্যতের আশা এরাই, এরাই মোদের বল,
এরাই হ'ল মুসলমানের যা-কিছু সম্বল!
পুরানো ফুল-বাগিচাতে আন্‌বে এরাই প্রাণ,
এদের কাছেই শুন্‌ব আবার নও-বাহারের গান!

২৭৩

এরাই হ'ল আমাদিগের শরীফ্‌দিগের পুত্
এদের হাতেই দীন্-ইস্লামের ভিত্ হ'বে মজবুত,
জাতির যত দুঃখ-গ্লানি করবে এরাই দূর
কণ্ঠে এদের শুন্‌ব মোরা নূতন আশার সুর,
দীন্-ইস্লামের চেরাগ এরাই করবে সমুজ্জ্বল,
এরাই হবে দেশ ও জাতির গৌরব ও বল!

২৭৪

এরাই যদি হয় জ্ঞাতি সেই মহাপুরুষদের
'ফাতেহা' পাঠ করার দাবী রয় যদি এদের,
বাপ-দাদাদের পুণ্য স্মৃতি এরাই যদি বয়
এদের দ্বারাই হয় যদি আজ তাদের পরিচয়,
তা হলে ভাই এদের দেখে বুঝবে লোকে বেশ
কেমন ছিল গোড়ায় তারা—এরাই যাদের শেষ!

২৭৫

সভ্য ব'লে দাবী করে যে-সব মুসলমান
চিন্তা যাদের স্বাধীন এবং মুক্ত যাদের জ্ঞান,
নিজ কওমের চাল-চলনে তুষ্ট যারা নয়,
আর সবারেই মূর্খ নাদান বে-কুফ্ যারা কয়,
তাদের ভিতর খোঁজো যদি বন্ধু কওমের
দু'-এক জনই পাবে তবে—পাবে নাক' ঢের!

২৭৬

জাতির অভাব দৈন্যে তাদের নাই ক মনে দুখ্
শিক্ষা গঠনকার্যে তারা নয় ক সমুৎসুক,
আগ্রহ নাই, চেষ্টাও নাই—পয়সাও নাই হায়,
বাহাদুরী এদের শুধুই সমালোচনায়।
পোষাক-পরিচ্ছদের কথা, দাড়ির কথা, আর
খাবার কথা নিয়েই এদের যা-কিছু কারবার।

২৭৭

দেখে যদি কোথাও তারা মুসলমানের দোষ
হাস্য-রসে দিল্ তাহাদের হয় তখনি খোশ।
আপন ভা'য়ে করে তারা তীব্র তিরস্কার
আত্মীয়দের পানে তারা তাকায় নাক' আর।
তাদের প্রাণে নাই ক দরদ, নাই ক ব্যথার বোধ,
তাদের চোখে জল ঝরে না—ঝরে শুধুই ক্রোধ।

২৭৮

একটি জাহাজ ঘূর্ণি-জলে ডুব্‌ছে সমুদ্রের
যাত্রীরা সব মুখোমুখি একই বিপদের,
বাহির হবার রাস্তা নাহি, বাঁচার নাহি স্থান
তাদের কেহ নিদ্রিত, আর কেউ জেগে গায় গান।
ঘুমিয়ে যারা আছে তাঁদের চোখে গভীর ঘুম
দেখে তাহা চল্‌ছে এদের ঠাট্টা-হাসির ধূম।

২৭৯

তাদের যদি শুধায় কেহ: ওগো জ্ঞানীর দল,
ওদের দেখে কোন্ ভরসায় হাস্‌ছ খল-খল?
বিপদ যদি ঘনায়—যদি জাহাজ ডুবে যায়,
নিদ্রিত ও জাগ্রত—সব মরবে নাকি তায়?
সঙ্গীদিগের মতই আছে তোমাদিগের ভয়,
অতল-তলে তলিয়ে যাবে একই বরাবর।

২৮০

আর কত হায় বল্‌ব মোদের আপন ঘরের দোষ ?
কেউ নাহি আজ খাঁটি মোদের, হায় রে কি আফ্‌সোস !
ফকিহ্‌ নাদান মূর্খ জ্ঞানী—সবল ও অক্ষম
সবাই আজি এক বরাবর, কেউ নহে ভাই কম।
রোগ হ'লে কেউ তাহার থেকে হয় নাক' সাবধান—
এমন রোগী এই দুনিয়ায় শুধুই মুসলমান।

২৮১

একদা এক জ্ঞানবানে শুধা'ল একজন :
সবার চেয়ে এই জীবনে শ্রেষ্ঠ সে কোন্‌ ধন ?
বল্‌লে তখন : এই দুনিয়ায় সে ধন হ'ল জ্ঞান,
দীন্‌-দুনিয়া সবই মিলে হ'লে জ্ঞানবান।
জ্ঞানের পরেই বিদ্যা এবং শিল্পকলার দাম,
এ সব তরেই মানব জাতির গৌরব ও নাম !

২৮২

শুধাল ফের : "এটাও যদি না পারে সে-জন ?"
জবাব দিল : "করুক তবে অর্থ-উপার্জন।"
প্রশ্ন হ'ল : "এটাও যদি সাধ্য না হয় তার ?"
জবাব এল : "তা হলে তার মরাই চমৎকার।
জগৎ-ভরা ঘৃণা হ'তে বাঁচ্‌বে তাহার প্রাণ,
জগৎও তার গ্লানি হ'তে পাবে পরিত্রাণ।"

২৮৩

আশঙ্কা হয়, হে মোর প্রিয় ভাইরা কওমের,
তোমরাই সেই জঘন্য জীব বিশ্ব-জগতের।
থাকে যদি ইস্‌লামী তেজ, মর্যাদা ও জ্ঞান
ওঠ তবে, শীঘ্র কর নিজেরে সন্ধান।
নয়ত হবে এই কথাটাই সত্য সকলের :
বাঁচার চেয়ে মরাই যেগো শ্রেয়: তোমাদের।

২৮৪

এমন করে আর কতকাল থাকবে উদাসীন—
বদ্‌লাবে না নিজেদিগের জঘন্য এই চিন্‌?
আর কতকাল থাক্‌বে প'ড়ে পরের পায়ের তল,
চল্‌বি কত অন্ধ হয়ে, মেষ-শাবকের দল?
অতীত্‌ যুগের রঙিন্‌ খেয়াল ভোল্‌ রে আজি ভোল্‌,
গোঁড়ামিরে দূর ক'রে দে, অন্ধ নয়ন খোল্‌।

২৮৫

স্বাধীন গতি দান করেছে মোদের শাসকগণ
প্রগতি-পথ মুক্ত সবার, মুক্ত সবার মন,
চারিদিকেই উঠ্‌ছে ধ্বনি—শুন্‌তে আজি পাই
রাজা-প্রজা সবাই সুখী—দুঃখ কোথাও নাই।
শান্তি-ধারা বইছে দেশের সকল খানেই আজ
যাত্রীদলের সকল পথই মুক্ত ধরার মাঝ।

২৮৬

নিন্দাকারক নাই কেহ আর দীন্‌ ও ঈমানের
শত্রু নহে কেহই এখন কুরআন-হাদিসের,
নাই ক এখন অপূর্ণ আর দীনের কোন কাজ
শরিয়তের বিধানে কেউ দেয় না বাধা আজ,
পড়ছে নামাজ মস্‌জিদে সব নির্ভয়ে রাতদিন
মিনার হ'তে উচ্চে আযান দিচ্ছে মুয়াজ্জিন্‌।

২৮৭

সফর এবং তেজারতী চল্‌ছে এখন জোর
রুদ্ধ করে দেয় নি কেহ শিল্প-কলার দোর,
জ্ঞান-সাধনার পথ সে এখন দীপ্ত সমুজ্জ্বল
ধনাগমের পথও দেখি মুক্ত অনর্গল;
নাই ক এখন ঘরে ঘরে চোর-ডাকাতের ভয়,
প্রবাস-পথেও লোকেরা সব নিরাপদেই রয়।

২৮৮

নির্বিবাদে কাটায় তারা মাসের পরে মাস
আবাস চেয়ে প্রবাস ভাল, নাই ক কোনো ত্রাস।
কাল যেখানে বন ছিল, আজ সেথায় গুলিস্তান,
কাফেলাদের মাঝেও আজি শান্তি বিরাজমান;
পূর্বে যেথায় ভ্রমণ করা ছিল কঠিন কাজ
সহজভাবে যাওয়া-আসা চল্‌ছে সেথায় আজ।

২৮৯

দেশ-বিদেশের সকল খবর মুহূর্তে আজ পাই
সুখ-দুঃখের কোনো কথাই অজানা আর নাই।
সকল মহাদেশের কথাই পাচ্ছে প্রকাশ আজ,
জানি মোরা ঘটছে যাহা বিশ্ব-সভার মাঝ;
কোনোখানের কোনো কথাই গোপন নাহি আর—
আরসী যেমন স্বচ্ছ, তেমন স্বচ্ছ পরিষ্কার।

২৯০

শ্রদ্ধা কর এই শান্তি—স্বাধীনতার দান,
উন্নতি-পথ মুক্ত তোমার—যে-দিকে চায় প্রাণ।
সবাই আজি সঙ্গী সবার—অগ্রপথিক দল
করছে তোমায় আহ্বান ওই—উঠছে কোলাহল।
শত্রু এবং ডাকাতদিগের নাই ক এখন ভয়,
নির্ভয়ে আজ এগিয়ে চল, হবে তোমার জয়।

২৯১

দলে দলে পথ এগিয়ে চলছে পথিক দল,
যাবার লাগি কেউ বা হ'য়ে উঠেছে চঞ্চল,
ঘাবড়ে গেছে কেউ বা তাদের, কেউ করিছে ভয়
বিলম্বেতে যাত্রা করায় দুঃখ কারো হয়।
কিন্তু শুধু তোমরাই আজ দিচ্ছ সুখে ঘুম,
গাফ্‌লাতিতে পথ হারিয়ে হবে কি আজ গুম্‌!

২৯২

করো নাক' সন্দেহ কেউ বন্ধুদিগের আর,
ডাকাত নহে—পথের খবর দিচ্ছে যে তোমার।
সদুপদেশ দিচ্ছে যে তার দোষ ধরো না আজ
আপন ঘরের সন্ধান লও—কর এখন কাজ।
ঘরে তোমার খাবার আছে, কিংবা কিছুই নাই
পুঁজি-পাটা কী আছে ?—আজ ভেবে দেখ তাই।

২৯৩

ধনীদিগের সব কাহিনী শুনেছ ত ভাই,
আলেমদিগের কোনো কথাও বলতে বাকী নাই।
শরীফ্‌দিগের চাল-চলনও দেখছ চমৎকার,
বসে আছে তারা এখন ধ্বংস-পথের দ্বার!
এই পুরাতন গৃহ এখন ভেঙ্গে পড়ার ভয়,
ছাদের সাথে থামগুলির আর নাই ক সমন্বয়!

২৯৪

যা' ঘটেছে পাচ্ছি তাতে একটা নিদর্শন,
সময়ের এই গরদিশ ভাই খণ্ডাবে কোন্ জন?
সময় যারে উচ্চ হ'তে নিম্নে ফেলে, তার
মাটির 'পরে দাঁড়িয়ে আবার উচ্চে উঠা ভার।
আমাদেরো তেমনি দশা দেখছি এখন ভাই
মরণ ছাড়া অন্য কিছুই শ্রেয়ঃ যেন নাই।

২৯৫

যতই করুক উন্নতি আর যতই করুক নাম
সকল দেশের সকল জাতির ইহাই পরিণাম।
সবার সাথেই কালের এমন কুটিল ব্যবহার,
ভোজবাজি তার চিরদিনই এম্‌নি চমৎকার।
অনেক নদীই ব'য়ে এসে শুকিয়ে গেছে শেষ,
ফুলের ফসল ফল্‌ত যেথায়, এখন বিরান দেশ।

২৯৬

'পিরামিডে'র নির্মাতাগণ কোথায় এখন হায়?
রোস্তম-বীর-বংশ এখন খুঁজে পাওয়াই দায়।
মিসর দেশের বাদশাদেরও হয়েছে এই হাল—
গ্রাস করেছে তাদের সবায় দুরন্ত ওই কাল।
এই দুনিয়ার যা-কিছু সব লোপ হয়ে যায় ভাই
'কাল্‌দীয়' আর 'সাসানিদের' বংশ এখন নাই।

২৯৭

একমাত্র খুদাতা'লাই সত্য এবং সার,
নিখিল ধরায় থাক্‌বে তাঁহার পূর্ণ অধিকার।
তিনি ছাড়া আর-যা-কিছু সবই হবে লয়
কেউ রহেনি, কেউ র'বে না—এ-কথা নিশ্চয়।
বাদশা-গোলাম এই দুনিয়ায় সবাই মুসাফির
বিদায় নিয়ে যেতে হবে—এইটে জেনো স্থির।

তামাম-শোদ্‌